



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
April 2021

"মিস্টি বাচ্চারা - তোমরা হচ্ছো মুক্তি সেনাদল, সবাইকে তোমাদের সঙ্গতি দিতে হবে, সবার ভালোবাসা এক বাবার সাথে জুড়তে হবে"

*প্রশ্নঃ - মানুষ নিজের বুদ্ধি কোন্ বিষয়ে ব্যবহার করে থাকে, তোমাদের বুদ্ধি কোথায় জুড়তে হবে ?

*উত্তরঃ - — মানুষ নিজের বুদ্ধি আকাশ এবং সৃষ্টির অন্ত (শেষ) পাওয়ার কাজে ব্যবহার করেছে কিন্তু এতে তো কোনো লাভ হবে না। এর অন্তকে পাওয়া যায় না। বাচ্চারা, তোমরা নিজেদের বুদ্ধিকে লাগাচ্ছ— পূজ্য হওয়ার জন্য। ওদের দুনিয়ার কেউ পূজা করবে না। বাচ্চারা তোমরা পূজ্য দেবতা হয়ে উঠছ।

*গীতঃ- তোমাকে পেয়ে আমরা আরা জগৎ পেয়ে গেছি....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা বুঝেছে যে, এ হলো জ্ঞান মার্গ । ওটা হলো ভক্তি মার্গ । এখন প্রশ্ন ওঠে যে ভক্তি মার্গ ভালো নাকি জ্ঞান মার্গ ভালো ? দুটো বিষয় আছে । বলা হয় জ্ঞান দ্বারা সঙ্গতি হয় । নিশ্চয়ই বলে থাকবে ভক্তি আর জ্ঞান দুটো আলাদা । মানুষ মনে করে ভক্তি করলে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় এবং তবেই সঙ্গতি পাওয়া যায় । ভক্তির মধ্যে জ্ঞান আসতে পারে না । ভক্তি সবার জন্য, জ্ঞানও সবার জন্য । এখন কলিযুগের অন্তিম সময়, সুতরাং সবারই দুর্গতি হবে, সেইজন্যই আহ্বান করে আর গেয়ে থাকে সব সঙ্গা ত্যাগ করে তোমার সাথেই জুড়ে থাকব । উনি কে ? কার সাথে যুক্ত হবে ? এটাও তো জানেনা । স্বাভাবিকভাবেই বুদ্ধি কৃষ্ণের দিকে চলে যায় । বলে থাকে তোমার প্রতিই প্রকৃত ভালোবাসা থাকবে । সুতরাং যখন তারা কৃষ্ণের সাথেই জুড়ে থাকবে তখন তো আর গুরু বা অন্য কারোর প্রয়োজনই নেই, তাদের শুধুই কৃষ্ণকে মনে করা উচিত । কৃষ্ণের চিত্রও সবার কাছেই আছে । কৃষ্ণ জয়ন্তীও পালন করে যখন তখন তো আর কারো কাছেই যাওয়ার প্রয়োজন নেই । যেমন মীরা শুধুমাত্র একজনের সাথেই জুড়ে ছিল । কাজকর্ম করতে-করতেও কৃষ্ণকেই স্মরণ করত । ঘরে থেকে, কাজকর্ম করা, খাওয়া-দাওয়া সবকিছুই করত কিন্তু প্রকৃত ভালোবাসা এক কৃষ্ণের সাথেই ছিল । ঠিক যেমন মীরা আশিক (প্রেমিকা) আর কৃষ্ণ মাশুক (প্রেমিক) । কৃষ্ণকে স্মরণ করলে ফলও পাওয়া যায় । কৃষ্ণকে তো সবাই জানে, গানও গেয়ে থাকে প্রকৃত ভালোবাসা এক তোমার সাথেই জুড়েছি আর সব সঙ্গা ত্যাগ করেছে । উচ্চ থেকে উচ্চতর সত্য হলেন পরমপিতা । সবাইকে উত্তরাধিকার প্রদানকারী এক বাবা । তাঁকে কেউ-ই জানে না । যদিও বলে থাকে পরমপিতা পরমাৎমা শিব, কিন্তু তিনি কবে আসেন কিছুই জানে না । শিব জয়ন্তী যখন পালন হয় তবে নিশ্চয়ই আসেন । কবে, কীভাবে আসেন, এসে কি করেন ? কারো জানা নেই । কোনও মানুষই জানেনা যে সবার সঙ্গতি উনিই করে থাকেন । কিন্তু কিভাবে সঙ্গতি করেন ? এর অর্থই বা কী ! কিছুই জানা নেই । শিববাবা তো স্বর্গের বাদশাহী দিয়েছিলেন । তোমরা বাচ্চারা যারা ঐ ধর্মের ছিলে তোমাদের এসব জানা ছিল না, ভুলে গিয়েছিলে । কিভাবে তবে জানেবে ! এখন শিববাবার কাছ থেকে তোমরা জেনেছ আর অন্যদেরও বলছ । তোমরা হলে ঈশ্বরীয় মুক্তি সেনাদল । মুক্তিদাতা বল বা সঙ্গতির সৈনিক বল , বাচ্চারা তোমাদের উপর এখন এই দায়িত্বভার পড়েছে । তোমরা চিত্র দেখিয়েও বোঝাতে পার । ভাষা তো অনেক । প্রধান ভাষা দিয়েই চিত্র তৈরি করতে হয় । ভাষা নিয়েও বড় ঝগড়া হয়, সেইজন্যই প্রদর্শনী করতে হয় । চিত্র দিয়ে বোঝানো সহজ হয় । ভাষার ক্ষেত্রেও অনেক জটিলতা রয়েছে এবং সেইজন্য প্রদর্শনীর সেট তৈরি করতে হবে । চিত্র দিয়ে বোঝানো সহজ হয় । চক্করর মধ্যেই সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে, সিঁড়ি শুধুমাত্র ভারতবাসীদের জন্য, এর মধ্যে অন্য কোন ধর্ম নেই । এমনটাও নয় যে ভারত যখন তমোপ্রধান হয়, তখন অন্যরা হয়না । প্রত্যেকেই তমোপ্রধান হয় । সুতরাং তাদের জন্যও কিছু হওয়া উচিত । সাভিসের সময় এই ভাবনাও তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত । দুই পিতার রহস্যও ব্যাখ্যা করা উচিত । উত্তরাধিকার রচয়িতা দ্বারা প্রাপ্ত হয় । সব ধর্মাবলম্বীরাই জানে লক্ষ্মী-নারায়ণ ভারতের প্রথম মহারাজা-মহারানী ছিলেন বা ভগবান-ভগবতী ছিলেন । আচ্ছা ওরা স্বর্গের রাজ্য কিভাবে পেয়েছে ? নিশ্চয়ই ভগবান দ্বারা পেয়েছে । কিভাবে এবং কবে পেয়েছে, সেটা কারো জানা নেই । গীতায় কৃষ্ণের নাম লিখে তারপর প্রলয় দেখানো হয়েছে, ফলাফল কিছুই নেই । বাচ্চারা তোমাদের এসব বোঝাতে হবে । চিত্র তো সর্বত্র আছে । লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রও আছে । যদিও তাদের পোশাক, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি আলাদা হবে । যার যেমন মনে হয়েছে সেভাবেই চিত্র তৈরি করেছে । স্ত্রীনাথ - স্ত্রীনাথীনি, এরা রাধা - কৃষ্ণ তাইনা । স্ত্রী রাধা, স্ত্রী কৃষ্ণ তাজধারী (মুকুটধারী) নয় । তারা কৃষ্ণ বর্ণেরও নয় । রাজধানী হলো লক্ষ্মী-নারায়ণের, রাধা - কৃষ্ণের নয় । মানুষ বিভিন্ন রকমের মন্দির নির্মাণ করেছে এবং একই নাম রেখেছে লক্ষ্মী-নারায়ণ । লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজধানী বলা হয় । রাম-সীতার বংশ, লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ বংশ বলা হয় । রাধা-কৃষ্ণের বংশ হয়না । এসব বিষয় মানুষের ভাবনাতেই আসেনা । বাচ্চারা তোমরাও নন্দরানুসারে পুরুষাথ অনুযায়ী বুঝে থাকো, যারা সেবা করতে আগ্রহী তারা খুব উৎসাহী হয়ে ওঠে । কেউ-কেউ বলে থাকে যে তারা সবকিছু বোঝে । ধীরে-ধীরে তাদের মুখ খুলতে (জ্ঞান প্রদান করার জন্য) যুক্তি রচনা করতে হবে ।

কেউ-কেউ মনে করে বেদ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে, যজ্ঞ, তপ ইত্যাদি করলে, তীর্থযাত্রা ইত্যাদি করলে পরমাৎমাকে পাওয়া যায় । কিন্তু ভগবান বলেন, এসব রীতি হলো আমার থেকে দূরে সরে যাওয়ার পথ । ড্রামাতে সবাইকেই দুর্গতি ভোগ করতে হবে সুতরাং এসবই করার

বলে থাকে। প্রথমে আমরাও বলতাম যে ঈশ্বর শীর্ষে বিরাজ করেন এবং যে কোনো পথে যে কেউ-ই তাঁর কাছে পৌঁছে যেতে পারে। সুতরাং মানুষ অনেক রকম পথ বেছে নিয়েছে। ভক্তির মার্গের পথে চলতে চলতে যখন মানুষ কলান্ত হয়ে পড়ে তখনও ভগবানকে আহ্বান করে বলে থাকে হে পতিত-পাবন, তুমি এসে পবিত্র হওয়ার পথ বলে দাও। তুমি ছাড়া পবিত্র হতে পারব না, কলান্ত হয়ে পড়েছি। ভক্তি প্রতিদিনই সম্পূর্ণ রূপে কলান্ত করে তুলবে। এখন তো মেলা ইত্যাদিতে কত লক্ষ-লক্ষ মানুষ একত্রিত হয়, সেই জায়গা কত নোংরা হয়ে যায়। এখন অন্তিম সময়। দুনিয়াকে পরিবর্তন হতেই হবে। প্রকৃতপক্ষে দুনিয়া (বিশ্ব) তো একটাই, ওরা দুটো অংশে ভাগ করেছে, সুতরাং মানুষ মনে করেছে স্বর্গ এবং নরক দুটো পৃথক দুনিয়া। কিন্তু এটা অর্ধেক-অর্ধেক। উপরে সৎযুগ, তারপর ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলিযুগ। কলিযুগে তমোপ্রধান হতেই হবে। সৃষ্টি পুরানো হয়ে যায়, এসব বিষয়ে কেউ-ই জানে না। বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। কেউ কৃষ্ণকে ভগবান, তো কেউ রামকে ভগবান বলছে। আজকাল তো মানুষ নিজেকেও ভগবান বলে থাকে। বলে আমি ঈশ্বরের অবতার। দেবতাদের থেকেও মানুষ নিজেকে উচ্চ করে তুলেছে। দেবতাদের তো দেবতাই বলা হবে। ভক্তি মার্গে তো মানুষকেই ভগবান বলে থাকে। দেবতারা তো স্বর্গবাসী, কলিযুগের লৌহযুগে মানুষ কিভাবে ভগবান হতে পারে? বাবা বলেন - আমি আসি সজ্জাম যুগে, যখন আমাকে এসে এই দুনিয়াকে ট্রান্সফার করতে হয়। কলিযুগ থেকে সৎযুগ হবে। অবশিষ্ট যারা থাকবে তারা শান্তিধামে চলে যাবে। ওটা হলো নিরাকার দুনিয়া, এটা সাকার দুনিয়া। নিরাকার বৃক্ষকে বখাখ্যা করার জন্ম বড় করে তৈরি করতে হবে। বরহম মহতত্ত্ব ততটাই বিশাল, যত বিশাল আকাশ। এই দুইয়ের অন্ত পাওয়া যাবে না। যদিও চেষ্টা করে থাকে — এরোস্পেন ইত্যাদি নিয়ে যাবে কিন্তু এর অন্ত (শেষ) পাবে না। সমুদ্রের মত অন্তহীন শুধুই আকাশ ছাড়া আর কিছুই নেই সেখানে। যদিও অনেক চেষ্টা করে কিন্তু এসব করে লাভ কিছুই হয়না। তারা মনে করে যে ওরা ওদের বৃষ্টি প্রয়োগ করছে। মানুষের বৃষ্টি এরকমই, সায়েন্সের জন্মও তাদের ভীষণ অহং-বোধ রয়েছে। যে যতই আবিষ্কার করুক না কেন দুনিয়া তাদের পূজা করবে না। পূজা হয় দেব-দেবীদের। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের কত উচ্চ করে তোলেন। সবাইকে শান্তিধামে নিয়ে যান। যদিও সবাই জানে আমরা মূলবতন থেকে আসি, কিন্তু যেভাবে তোমরা বুঝে সেভাবে দুনিয়ার কেউ জানেনা। ওটা কি, কিভাবে আত্মারা ওখানে থাকে, তারপর নম্বরানুসারে আসে। এসব কেউ-ই জানে না। বরহম মহতত্ত্ব হলো নিরাকার। এটাও কারো জানা নেই যে, সৎযুগে অল্প সংখ্যক মানুষ থাকে, বাকি সবাই আত্মারা মূলবতনে থাকে। যেমন এটা সাকার দুনিয়া তেমন ওটা নিরাকার দুনিয়া। দুনিয়া কখনও শূন্য (খালি) হয়না। না এই দুনিয়া, না ওই নিরাকার দুনিয়া। যখন শেষ হয় (পরিবর্তন) আত্মা স্থানান্তরিত হয়। কিছু এই সাকার দুনিয়াতে থাকবে। যদি সম্পূর্ণ দুনিয়া খালি হয়ে যায় তবে প্রলয় হয়ে যাবে। প্রলয় হয় না কারণ অবিনাশী খন্ড। এইসব বিষয় বৃষ্টিতে রাখতে হবে। সারাদিন এই ভাবনাই চলা উচিত যে কার কল্যাণ করব। যখন তোমাদের ভালোবাসা একজনের সাথেই জুড়ে আছে, তখন তাঁর পরিচয় তো দেবে, তাইনা। উনি হলেন শিববাবা, যাঁর কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্তি হয়। কিভাবে পাওয়া যায় তোমাদের বলতে পারি। যারা বোঝাতে পারে তাদের মধ্যেও নম্বরানুসারে আছে। কেউ-কেউ খুব ভালো বক্তৃতা দিতে পারে, অন্যরা পারেনা। সুতরাং তাদের শিখে নিতে হবে। প্রত্যেক বাচ্চাকে নিজের কল্যাণ করতে হবে। যখন পথ পাওয়া গেছে অন্যদেরও কল্যাণ করতে হবে। মনে হবে অন্যদেরও বাবার উত্তরাধিকার পাইয়ে দিতে। আত্মিক সহযোগী হতে হবে। প্রত্যেকে একে অপরের সেবা করে চলেছে।

বাবা এসে আত্মিক সেবা করতে শেখান আর কেউ-ই তা জানেনা। আত্মিক পিতাই আত্মার সেবা করেন। দেহভাবের সেবা তো জন্ম-জন্মান্তর ধরে অনেক করেছে, এখন এই অন্তিম জন্মে আত্মিক সেবা করতে হবে, যা বাবা শিখিয়েছেন। এতেই কল্যাণ আছে আর অন্য কিছুতেই নেই। ঘর পরিবারেও থাকতে হবে, এবং সব দায়িত্ব পালন করতে হবে। এটা পরিবারের সবাইকে বুঝিয়ে তাদের কল্যাণ করতে হবে। যদি তারা তোমাকে ভালোবাসে তবে কিছু শুনবে। কেউ-কেউ ভয় পায় এই ভেবে যে তাদেরকেও সবকিছু ত্যাগ করে সস্ত্রাসী হয়ে যেতে হবে। আজকাল তো প্রচুর সন্তাসী। গেরুয়া বসন পরে দুটো কথা শোনালো আর কোথাও না কোথাও থেকে খাবার জুটে যায়। কোনো দোকানে গিয়ে দাঁড়ালে দুটো পুরি দিয়ে দেয়। তারপর আবার অন্য জায়গায় চলে যায়, এভাবেই তাদের পেট পূজা (আহার) হয়ে যায়। অনেক রকমের ভিক্ষুক আছে। এই বাবার কাছ থেকে তোমরা বিশ্বের সীমাহীন বাদশাহী পেয়ে থাকো এবং রোগ থেকে মুক্ত থাকো। ধনবান ব্যক্তিত্ব এটাকে এতটা গ্রহণ করেনা। দরিস্রদের কল্যাণ করা উচিত। প্রামের সংখ্যা অধিক বলে বাবা অনেক প্রদর্শনী বানাচ্ছেন সেখানে। যখন সরকারী মন্ত্রী ইত্যাদিরা বুঝতে পারবে যে এই ঈশ্বরীয় জ্ঞান কত উচ্চ মার্গের, তখন সবাই শুনতে আসবে। অঙ্গগতির সাথে-সাথে তোমাদের নামও গৌরবান্বিত হবে এবং তখন অনেকেই আসবে। জং (আত্মার মধ্যে জমে থাকা ময়লা) সরাতে সময় লাগে। যদি কেউ দিন-রাত চেষ্টা (পুরুষার্থ) করে তবে হয়ত জং কাটবে। আত্মা পবিত্র হলে শরীর ত্যাগ করবে। এসবই হল বোঝার বিষয়। প্রদর্শনী করেও বোঝাতে হবে। সবকিছুই ভারতের জন্ম প্রযোজ্য। ভারতের উত্থান হওয়া অর্থাৎ সবার উত্থান। প্রজেক্টরের চেয়ে প্রদর্শনীর মাধ্যমে আরও ভালো করে সেবা করা যায়। ধীরে-ধীরে বৃষ্টি পেতে থাকবে। দিনে দিনে তোমাদের নাম প্রসিদ্ধ হয়ে উঠবে। লেখা উচিত ৫ হাজার বছর আগেও এমনটাই হয়েছিল। বড়ই চমকপ্রদ বিষয়। বাবা ইশারা করেন। বাচ্চারা অনেক বিষয় ভুলে যায়। যা কিছুই হোক না কেন বলবে ৫ হাজার বছর আগেও এমন হয়েছিল। বিষয় অত্যন্ত পরিষ্কার, কিন্তু যখন এটা বৃষ্টিতে বসবে। সংবাদপত্রেরও প্রচার করতে পারলে কিছু তো বুঝবে। জ্ঞান মার্গের জন্ম ফার্স্টক্লাস স্থিতির প্রয়োজন। এমনই সব বিষয় স্মরণ করে প্রফুল্ল থাকা উচিত। অভ্যাস করতে-করতে তোমাদের অবস্থাও অতীব আনন্দময় হয়ে উঠবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মিক পিতা ঔনার আত্মা বৃপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্মে মুখ্য সারঃ-

১) সবকিছু থেকে বুদ্ধিকে বিছিন্ন করে এক বাবার সাথে ভালোবাসা জুড়তে হবে আর সবার ভালোবাসাকেও এক বাবার সাথে যুক্ত করার সেবা করতে হবে ।

২) প্রকৃত আত্মিক সহযোগী হতে হবে, নিজের কল্যাণ করতে হবে আর অন্যদেরও পথ বলে দিতে হবে । স্থিতি অতীব আনন্দময় হওয়া চাই ।

বরদানঃ-

— এক বাবার স্মৃতির দ্বারা প্রকৃত সোহাগ অনুভবকারী ভাগ্যবান আত্মা ভব

যে, কোনো আত্মার কথা শুনেও শোনে না , অন্য কোনও আত্মার স্মৃতি সঙ্কল্পে এবং স্বপ্নেও আনেনা অর্থাৎ কোনও দেহধারীর অধীন নয়, এক বাবা ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নয় - এই স্মৃতিতে থাকে, সে-ই অবিনাশী সোহাগ তিলকের অধিকারী হয়ে যায় । এমনই প্রকৃত সোহাগ অনুভবকারীই ভাগ্যবান ।

স্লেগানঃ-

— নিজের স্প্রেষ্ঠ স্থিতি তৈরি করতে হলে অন্তর্মুখী হয়ে তারপর বহির্মুখীতে যাও ।

“মিস্তি বাচ্চারা - জ্ঞানের সাগর বাবা এসেছেন - তোমাদের সামনে জ্ঞান ডান্স করতে, তোমরা দক্ষ সেবাদারী হও তো জ্ঞানের ডান্সও ভালো হবে”

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা সজমযুগে তোমরা নিজেদের মধ্যে কোন্ সংস্কার ধারণ করো ?

*উত্তরঃ - যোগযুক্ত থাকার। এটাই হল আধ্যাত্মিক সংস্কার। এই সংস্কারের সাথে-সাথে তোমাদেরকে দিব্য আর অলৌকিক কর্মও করতে হবে। তোমরা হলে বরাহ্মণ, তোমাদেরকে অবশ্যই সবাইকে এই সৎ কথার শোনাতে হবে। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যে সেবা করারও শখ থাকা চাই।

*গীতঃ- ধৈর্য ধরো হে মানব ...

ওম্ শান্তি । যেরকম কোনো হাসপাতালে কোনো রোগী অসুস্থ থাকলে তো সে এই দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার আশা রাখে। ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করে যে, শারীরিক অবস্থা কেমন ? কবে এই রোগ থেকে মুক্ত হবে ? সেসব তো হল লৌকিক জগতের কথা। এটা হল অসীম জগতের কথা। বাবা এসে বাচ্চাদেরকে শ্রীমত প্রদান করেন। এটা তো বাচ্চারা জেনে গেছে যে, বরাবর এই হল সুখ আর দুঃখের খেলা। এমনিতে তো বাচ্চারা তোমাদের সৎযুগে যাওয়ার থেকেও অধিক সুবিধা এখানে আছে কেননা জানো যে এই সময় আমরা ঈশ্বরীয় কেরাড়ে আছি, আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান। এইসময় আমাদের মহিমা হল অনেক উঁচুর থেকেও উঁচু এবং গুপ্ত। মানুষ মাংসই বাবাকে শিব, ঈশ্বর, ভগবানও বলে ডাকে কিন্তু জানে না। ডাকতে থাকে। ভ্রামা অনুসারেই এইরকম হয়েছে। জ্ঞান আর অজ্ঞান, দিন আর রাত। গাইতেও থাকে কিন্তু তমোপ্রধান বুদ্ধি এমন হয়ে গেছে যে নিজেকে তমোপ্রধান মনেই করে না। বাবার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হওয়া যদি কারো ভাগ্যে থাকে তবে অবশ্যই তার বুদ্ধিতে ধারণ হবে। বাচ্চারা জানে যে, আমরা একদমই ঘোর অন্ধকারে ছিলাম। এখন বাবা এসেছেন তাই কতই না জ্ঞানের আলোর প্রকাশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বাবা যে জ্ঞান বুঝিয়ে দেন সেসব কোনও বেদ, শাস্ত্র, গ্রন্থ কোনও কিছুতেই নেই। সেটাও বাবা প্রমাণ করে বলে দেন। বাচ্চারা তোমাদেরকে রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞানের প্রকাশ দিই, সেটাও আবার প্রায়ঃলোপ হয়ে যায়। পুনরায় আমি ছাড়া আর কারোরই এই জ্ঞান প্রাপ্ত হতে পারে না, পুনরায় এই জ্ঞান প্রায়ঃলোপ হয়ে যায়। বোঝা যায় যে, কলিযুগ অতীত হয়ে গেলে পুনরায় ৫ হাজার বছর পর পুনরাবৃত্তি হবে। এটা হল নতুন কথা। এটা তো শাস্ত্রতে নেই।

বাবা তো এই জ্ঞান সবাইকে একইরকম ভাবে পড়ান, কিন্তু ধারণ করার ক্ষেত্রে নম্বরের ক্রমানুসারে হতে থাকে। যদি কোনও ভালো সেবাদারী বাচ্চা আসে তো বাবার ডান্সও এইরকম চলতে থাকে। ছোট বাচ্চারা (ডান্সিং গার্ল) যখন নাচে, অনেকেই তার নাচ দেখে আনন্দ পায়, সেই উৎসাহে সে আরো ভালো করে নাচতে থাকে। অল্প সংখ্যক দর্শক থাকলে সাধারণ রীতিতে অল্প ডান্স করবে। যদি বাহবা দেওয়ার লোক অনেক থাকে তাহলে তার উৎসাহও বৃদ্ধি পাবে। এখানেও একইরকম। মুরলী সমস্ত বাচ্চারাই শোনে, কিন্তু সম্মুখে শোনার আনন্দ একটু আলাদা, তাই না। এটাও দেখায় যে কৃষ্ণ ডান্স করেছিলেন। ডান্স বলতে অন্য কিছু না। বাস্তবে হল জ্ঞানের ডান্স। শিববাবা নিজে বলেন যে আমি জ্ঞানের ডান্স করতে আসি, আমি হলাম জ্ঞানের সাগর। তাই ভালো ভালো পয়েন্টস্ বেরিয়ে আসে। এটাই হল জ্ঞান মুরলী। কাঠের মুরলী নয়। পতিত-পাবন বাবা এসে সহজ রাজযোগ শেখাবেন নাকি বাঁশের বাঁশী বাজাবেন? এটা কারোরই জানা নেই যে, বাবা এসে এইরকম রাজযোগ শেখান। এটা এখন তোমরা জানো কিন্তু অন্যান্য মানুষের বুদ্ধিতে এটা আসে না। আগতরাও নম্বরের ক্রমানুসারে পদ প্রাপ্ত করবে। যেরকম কল্প পূর্বে করেছিল, সেইরকমই পুরুষার্থ করতে থাকবে। তোমরা জানো যে কল্প পূর্বের ন্যায় বাবা এসেছেন, এসে বাচ্চাদেরকে সকল রহস্য খুলে বলছেন। তিনি বলছেন যে, আমিও বন্ধনে বাঁধা পড়ে আছি। প্রত্যেকে এই ভ্রামার বন্ধনে বাঁধা আছে। যা কিছু সৎ যুগে হয়েছিল, সেটাই পুনরায় হবে। অনেক প্রকারের যোনি আছে। সৎ যুগে এত যোনি খোঁড়াই হবে! সেখানে তো অল্প এবং ভিন্ন প্রকারের হবে। তারপর আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। যে রকম ধর্মও বৃদ্ধি হতে থাকে তাইনা! সৎযুগে তো ছিল না। যেটা সৎ যুগে ছিল, সেটা পুনরায় সৎযুগেই দেখতে পাবে। সৎযুগে কোন ছিঃ ছিঃ নোংরা জিনিস হতেই পারে না। দেবী-দেবতাদের বলেই থাকে ভগবান-ভগবতী। আর কোনও খন্ডে কখনো কাউকে গড্-গডেজ্ বলতে পারবে না। সেই দেবতার অবশ্যই স্বর্গে রাজত্ব করেছিলেন। তাদের দেখো কত গায়ন আছে!

বাচ্চারা তোমাদের এখন ধৈর্য এসে গেছে। তোমরা জানো যে আমাদের লক্ষ্য কত উঁচু বা কম। আমি এত নম্বর নিয়ে পাশ হব। প্রত্যেকেই নিজেকে বুঝতে তো পারে তাই না যে অমুকে ভালো সাভিস করছে। হ্যাঁ চলতে-চলতে মায়ার তুফানও এসে যায়। বাবা তো বলেন যে বাচ্চাদের কাছে কোনো গ্রহচারী বা তুফান যেন না আসে। মায়া ভালো ভালো বাচ্চাদেরকেও নিচে নামিয়ে দেয়। তাই বাবা ধৈর্য ধরতে বলেন, আর অল্প কিছু সময় বাকি আছে। তোমাদেরকে সেবাও করতে হবে। স্থাপনা হয়ে গেলে তারপর তো যেতেই হবে। এতে এক সেকেন্ডও আগে

পিছু হতে পারে না। এই রহস্য বাচ্চারা ই বুঝতে পারে। আমরা হলাম ড্রামার অভিনেতা, এতে আমাদের প্রধান পটি আছে। ভারতেই হার-জিতের খেলা তৈরি হয়ে আছে। ভারতই পবিত্র ছিল। কতো শান্তি এবং পবিত্রতা ছিল! এটা কালকেরই কথা। কাল আমরাই পটি অভিনয় করে গিয়েছিলাম। ৫ হাজার বছরের পটি সবকিছুই পূর্ব নির্ধারিত হয়ে আছে। আমরা চক্র লাগিয়ে এসেছি। এখন পুনরায় বাবার সাথে যোগ লাগাচ্ছি, এর দ্বারাই খাদ বেরিয়ে যাবে। বাবা স্মরণে আসলে তো উত্তরাধিকারও অবশ্যই স্মরণে এসে যায়। সর্ব প্রথম তো অল্ফ অর্থাৎ বাবাকে জানতে হবে। বাবা বলেন যে, তোমরা আমাকে জানলে, আমার দ্বারাই সবকিছু জেনে যাবে। জ্ঞান তো খুবই সহজ, এক সেকেন্ডের ব্যাপার। তবুও বোঝাতে থাকেন। পয়েন্ট দিতে থাকেন। মুখ্য পয়েন্ট হল মন্মনা ভব, এতেই বিষয় পরে। দেহ অভিমান এসে যাওয়ার কারণে পুনরায় অনেক প্রকারের মায়া এসে যায়, যোগে থাকতে দেয় না। যে রকম ভক্তি মাগে কৃষ্ণের স্মরণে বসে তো বুদ্ধি কোথায় না কোথায় চলে যায়। ভক্তির অনুভব তো সবারই আছে। এই জন্মেরই কথা। এই জন্মকে জানলে কিছু না কিছু পাস্ট জন্মকেও বুঝতে পারবে। বাবাকে স্মরণ করা - বাচ্চাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। যত স্মরণ করবে ততোই খুশি বৃদ্ধি হতে থাকবে। সাথে সাথে দিব্য অলৌকিক কর্মও করতে হবে। তোমরা হলে বরাহমণ। তোমরা সৎযনারায়ণের কথা, অমর কথা শোনাচ্ছ। মূল কথা একটাই - যার মধ্যে সব কিছু এসে যায়। স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হয়। এটা হল একটাই আধ্যাত্মিক সংস্কার। বাবা বোঝাচ্ছেন যে, জ্ঞান তো খুবই সহজ। কন্যাদের নামও গাওয়া হয়ে থাকে। অধর কুমারী, কুমারী কন্যা, কুমারদের নাম সবথেকে বেশি বিখ্যাত। তাদের কোনও বন্দন নেই। সেই পতি তো বিকারী বানিয়ে দেয়। এই বাবা তো স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য শৃঙ্গার করছেন। সুইট সাগরে নিয়ে যাচ্ছেন। বাবা বলেন, পুরানো দেহের সাথে এই পুরানো দুনিয়াকে একদম ভুলে যাও। আত্মা বলে, আমি তো ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছি। এখন পুনরায় আমি বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবো। সাহস রাখে, তবুও মায়ার সাথে লড়াই তো করতেই হয়। সবার আগে তো এই বাবা আছেন। মায়ার ঝঞ্ঝা সবথেকে বেশি এঁনার কাছে আসে। অনেকেই এসে জিজ্ঞাসা করে যে বাবা আমার এইরকম হয়। বাবা বলেন যে বাচ্চারা - হ্যাঁ, এই তুফান অবশ্যই আসবে। প্রথমে তো আমার কাছে আসে। অন্তিম সময়ে সবাই কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করবে। এটা কোনো নতুন কথা নয়। কল্প পূর্বেও হয়েছিল। ড্রামাতে তোমার ভূমিকা পালন করেছো, এখন পুনরায় বাড়ি ফিরে যেতে হবে। বাচ্চারা জানে, এই পুরানো দুনিয়া হল নরক। তারা বলে যে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ কবীর সাগরে থাকতেন, এঁাদের মন্দির কতো সুন্দর ভাবে তৈরি করে। প্রথম যখন মন্দির বানানো হয়েছিল তখন কবীরের (দুধের) পুকুর বানিয়ে বিষ্ণুর মূর্তিকে বসানো হয়েছিলো হয়ত। খুব ভালো ভালো চিত্র বানিয়ে পূজা করতে থাকে। সেই সময় তো সবকিছু অনেক সস্তা ছিল। বাবার সব কিছুই দেখা আছে। বরাবর এই ভারত কতো পবিত্র, কবীর সাগর ছিল! যেন দুধ, ঘীর নদী ছিল। এ'সব মহিমা করা হয়েছে। স্বর্গের নাম নিতেই মুখে জল এসে যেত। বাচ্চারা, তোমাদের এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হয়েছে। তাই বুদ্ধিতে সবকিছু বোধগম্য হয়ে গেছে। বুদ্ধি চলে যায় নিজের ঘর, পুনরায় স্বর্গে আসতে হবে। সেখানে সব কিছু নতুনই নতুন হবে। বাবা, স্ত্রীনারায়ণের মূর্তি দেখে খুব খুশি হতেন, অত্যান্ত ভালোবাসার সাথে কাছে রাখতেন। এটা জানতেন না যে, আমিই এটা হব। এই জ্ঞান তো এখন বাবার থেকে প্রাপ্ত হয়েছে। তোমাদের কাছে এখন বরহমান্ড আর সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান আছে। তোমরা জানো যে আমরা কিভাবে চক্র পরিষ্করমা করেছি। বাবা আমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। বাচ্চারা, তোমাদেরকে অত্যান্ত খুশিতে থাকতে হবে। আর অল্প কিছু সময় অবশিষ্ট আছে। শরীরের তো কিছু না কিছু হতেই থাকে। এখন এটাই হলো তোমাদের অন্তিম জন্ম। ড্রামা প্ল্যান অনুসারে এখন তোমাদের সুখের দিন আসছে। তোমরা দেখতে পাবে যে বিনাশ সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। তোমাদের এখন তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হয়েছে। মূল বতন, সূক্ষ্ম বতন, স্থূল বতনকে ভালো ভাবে তোমরা জেনে গেছ। এই স্বর্দর্শন চক্র তোমাদের বুদ্ধিতে যেন ঘুরতে থাকে। খুশি হয়। এই সময় আমাদের অসীম জগতের বাবা, টিচার হয়ে পড়াচ্ছেন। কিন্তু নতুন কথা হওয়ার কারণে বারবার ভুলে যায়। না হলে তো 'বাবা' বলার সাথে সাথেই খুশির পারদ উর্ধ্বমুখী হওয়া চাই। রামতীর্থ স্ত্রীকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন। তাই কৃষ্ণের দর্শনের জন্য কতো কিছুই না করতেন। তাঁর সাথে সাক্ষাৎকার হল আর খুশি হয়ে গেল। কিন্তু তাতে কি হল? কিছুই তো প্রাপ্ত হলো না। এখানে তো বাচ্চারা তোমাদের খুশিও হয় কেননা তোমরা জানো যে ২১ জন্মের জন্য আমরা এই উঁচু পদ প্রাপ্ত করবো। তোমরা তো তিনভাগ সুখী থাকবে। যদি অধিক অধিক হয় তাহলে তো লাভ হবে না। তোমাদের তো তিন ভাগ সুখে থাকতে হবে। তোমাদের মত সুখ আর কেউ দেখতে পাবে না। তোমাদের জন্ম তো হল অপার সুখ। মহান সুখে তো দুঃখের অনুভবই পাবে না। সজ্ঞান যুগে তোমরা এই দুটিকে জানতে পারো যে আমি এখন দুঃখ থেকে সুখে যাচ্ছি। মুখ হলো দিনের দিকে আর পা হলো রাতের দিকে। এই দুনিয়াকে লাথি মারতে হবে অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা ভুলতে হবে। আত্মা জানে যে এখন পুনরায় বাড়ি ফিরে যেতে হবে, অনেক পটি অভিনয় করা হয়ে গেছে। এইরকম-এইরকম নিজের সাথে কথা বলতে হবে। এখন যত বাবাকে স্মরণ করবে, ততই জং বেরিয়ে যেতে থাকবে। যত বাবার সেবাতে তৎপর থেকে বাবার সমান তৈরী করবে, ততই বাবার শো করাতে পারবে। বুদ্ধিতে আছে যে এখন ঘরে যেতে হবে। তাই ঘরকেই স্মরণ করতে হবে। পুরানো মহল ভেঙে পড়তে থাকে। এখন কোথায় নতুন মহল আর কোথায় পুরানো মহল! রাত-দিনের তফাৎ। এটাতো হলো একদমই বিষয়-বৈতরণী নদী। এক পরস্পরকে মারতে, ঝগড়া করতে থাকে। তাছাড়াও বাবা এসে গেছেন তো অনেক লড়াই শুরু হয়ে গেছে। যদি স্ত্রী বিকার না দেয় তাহলে কত বিরক্ত করতে থাকে। কতো বুদ্ধি খাটাতে থাকে! কল্প পূর্বেও অত্যাচার হয়েছিল। সেটা এখনকার কথা গাওয়া হয়ে থাকে। তোমরা দেখো যে, কতই না তারা আহ্বান করতে থাকে। সেই ড্রামার পটি এখন অভিনীত হচ্ছে। এটা বাবা জানেন আর বাচ্চারা জানে আর জানে না কেউ। পরবর্তীকালে সবাই বুঝতে পারবে। গাইতেও থাকে যে - পতিত-পাবন, সকলের সন্ধানি দাতা হলেন বাবা। তোমরা যে কোনও কাউকেই বোঝাতে পারো যে ভারত স্বর্গ আর নরক কিভাবে হয়, এসো তাহলে আমরা তোমাকে সমগ্র বিশ্বের হিন্দু-জিওগ্রাফি বোঝাবো। এই অসীম জগতের হিন্দু-জিওগ্রাফি ঈশ্বর জানে

আর ঈশ্বরের বাচ্চারা, তোমরা জানো। পবিত্রতা, সুখ-শান্তি কিভাবে স্থাপন হয়, এই হিস্ট্রি-জিওগ্রাফিকে জানার কারণে তোমরা সবকিছু জেনে যাবে। অসীম জগতের বাবার থেকে তোমরা অবশ্যই অসীম জগতের উত্তরাধিকারই প্রাপ্ত করবে। এটা এসে বোঝো। টপিক অনেক আছে। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধি তো এখন ভরপুর হয়ে গেছে। খুশির পারদ তো অনেক চরে গেছে। বাচ্চারা, সমগ্র নলেজ তোমাদের কাছে আছে। নলেজফুল বাবার থেকে নলেজ প্রাপ্ত হচ্ছে। পুনরায় আমরাই গিয়ে লক্ষ্মী-নারায়ণ হব। সেখানে আবার এই জ্ঞান কিছুই থাকবে না। কতো গুপ্ত কথা বোঝার আছে! বাচ্চারা, সিঁড়িকে ভালো ভাবে বুঝে গেছে, তাই না! তো এই চক্র হল ৮৪ জন্মের। এখন অন্যান্য মানুষকেও কিলয়ার করে বোঝাতে হবে। একে এখন স্র্গ বা পবিত্র দুনিয়া খোড়াই বলা যাবে! সত্যযুগ হলো আলাদা, কলিযুগ হলো আলাদা জিনিস। এই চক্র কিভাবে পুনরাবৃত্তি হয়, এটা বোঝানো খুবই সহজ। বোঝাতে খুব ভালো লাগে। কিন্তু পুরুষাধিকারে স্মরণের যাত্রায় থাকা, এটা অনেকের দ্বারাই সম্ভব হয় না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্মে মুখ্য সারঃ-

১) এই পুরানো দেহ আর দুনিয়াকে বুদ্ধির দ্বারা ভুলে গিয়ে বাবাকে আর ঘরকে স্মরণ করতে হবে। সর্বদা এই খুশীতে থাকতে হবে যে এখন আমাদের সুখের দিন এলো কি এলো...

২) নলেজফুল বাবার থেকে যে নলেজ প্রাপ্ত হয়েছে তাকে চিন্তন করে বুদ্ধিকে ভরপুর রাখতে হবে। দেহ-অভিমানে এসে কখনও কোনও প্রকারের অপ্সীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ো না।

বরদানঃ-

ঈশ্বরীয় ভাষে লাইটের করাউন (মুকুট) প্রাপ্তকারী সর্বপ্রাপ্তি স্বরূপ ভব

লৌকিক জগতে স্রেষ্ঠ ভাষের প্রতীক হল রাজপদ আর রাজা হওয়ার প্রতীক চিহ্ন হল রাজমুকুট। এইরকম ঈশ্বরীয় ভাষের প্রতীক চিহ্ন হল লাইটের করাউন বা মুকুট। আর সেই মুকুট প্রাপ্তির আধার হল পবিত্রতা। সম্পূর্ণ পবিত্র আত্মারা লাইটের মুকুটধারী হওয়ার সাথে সাথে সকল প্রাপ্তি দিয়েও সম্পন্ন হয়ে থাকে। যদি কোনও প্রাপ্তির অপ্প্রাপ্তি থাকে তবে লাইটের করাউন স্পষ্ট দেখা যাবে না।

স্লেগানঃ-

নিজের আত্মিক স্থিতিতে স্থিত থাকাই হল মনসা মহাদানী হওয়া।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা বাবার স্মরণে অ্যাক্যুরেট যদি থাকো, তবে তোমাদের চেহারা সদা বলমলে হাসিখুশী থাকবে"

*প্রশ্নঃ - স্মরণে বসার বিধি কী তথা তার থেকে কী কী লাভ হয় ?

*উত্তরঃ - যখন স্মরণে বসো তখন বুদ্ধি থেকে সব কেজো কথাবার্তার জটিলতাকে ভুলে নিজেেকে দেহী (আত্মা) মনে করো। দেহ আর দেহের সম্বন্ধ হল একটা বড় জাল, সেই জালকে গিলে ফেলে দেহ-অভিমানের উর্ধ্বে চলে যাও অর্থাৎ আমি মরলে আমার কাছে দুনিয়াও মৃত। এ জীবনে থেকেও এই দুনিয়ার সব কিছু ভুলে কেবল এক বাবাকেই স্মরণ করো। এটাই হল অশরীরী অবস্থা, এর দ্বারা আত্মার মধ্যকার জং কাটত থাকবে।

*গীতঃ- রাতের পথিক হয়ো না কলান্ত....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা স্মরণের যাত্ৰাতে বসে আছে, যাকে বলা হয় ধ্যানে (নেষ্ঠা) বা শান্তিতে বসে আছে। কেবল শান্তিতে বসে না, তার সাথে সাথে কিছু করতে থাকে। স্বধর্মে স্থিত হয়ে থাকে। কিন্তু তোমরা যাত্ৰাতেও রয়েছো। এই যাত্ৰা শেখান বাবা, তিনি সাথে করেও নিয়ে যান। ওরা হল শারীরিক ভাবে বরাহ্মণ বংশে জন্মানো বরাহ্মণ, যারা তোমাদেরকে (তীর্থে) নিয়ে যায়। তোমরা হলে বৃহানী বরাহ্মণ। বরাহ্মণ বর্ণ বা বরাহ্মণ কুল। এখন বাচ্চারা তোমরা স্মরণের যাত্ৰাতে বসে আছে। অন্যান্য সৎসজ্ঞা বসে থাকলে গুরুর স্মরণ আসবে যে গুরু এসে প্রবচন শোনাবেন। ও সব কিছুই হল সব ভক্তি মার্গ। আর এ হল স্মরণের যাত্ৰা, যার দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হয়। তোমরা স্মরণে বসো যাতে জং বা মরিচা দূর হয়ে যায়। বাবার ডাইরেকশন হল স্মরণের দ্বারাই জং দূর হবে, কারণ পতিত পাবন হলাম আমি। কেউ স্মরণ করলে আমি আসি না। আমার আসাও ভ্রামাতে লেখা রয়েছে। যখন পতিত দুনিয়া বদলে গিয়ে পবিত্র দুনিয়া হয়, যে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম যা প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়, তার স্থাপনা তিনি বরহ্মার দ্বারা পুনরায় করেন। যে বরহ্মার বিষয়ে তোমাদেরকে বোঝানো হয়েছে - যিনি বরহ্মা তিনিই বিষ্ণু, সেকেন্ডে হন। তারপর বিষ্ণু থেকে বরহ্মা হতে ৫ হাজার বছর লেগে যায়। এও বুদ্ধি দিয়ে বোঝার মতো বিষয়। তোমরা যে শূদ্র ছিলে, এখন বরাহ্মণ বর্ণে এসে গেছো। তোমরা যখন বরাহ্মণ হও তখন শিব বাবা বরহ্মার দ্বারা তোমাদেরকে স্মরণের যাত্ৰা শেখান, খাদ বের করে দেওয়ার জন্ম। এই (সৃষ্টি) রচনার চক্র কীভাবে আবর্তিত হয় সেটা তো তোমরা বুঝে গেছো। তাতে বিশেষ দেবী হয় না। এখন হল একেবারেই কলিযুগ। তারা তো কেবল বলে কলিযুগের এখন তো কেবল আদিকাল আর তোমাদেরকে বলেন এখন হল কলিযুগের অন্তিম সময়। ঘোর তমসাস্চ্ছন্ন এখন। বাবা বলেন, আমি তোমাদেরকে এই সমস্ত বেদ শাস্ত্রের সার বোঝাচ্ছি।

তোমরা বাচ্চারা সকাল বেলায় যখন এখানে বসো, তখন তোমাদের বাবার স্মরণে বসতে হয়। নাহলে মায়ার ঝড় চলে আসবে। বয়বসাপত্রের দিকে বুদ্ধিযোগ যেতে চাইবে। এ সব তো বাইরের জটিলতা, তাই না? যেমন মাকড়সা কতো জাল বিস্তার করে। সব কিছুকেই গ্লাস করে ফেলে। দেহের স্বপঞ্চনাও কম নয়। কাকা, চাচা, মামা, গুরু, গৌঁসাই...কত না জাল দেখতে পাওয়া যায়। সেই সব কিছুকেই গিলে ফেলতে হবে দেহ সহ। কেবল একমাংর দেহী হতে হবে। মানুষ যখন শরীর ত্যাগ করে তখন সব কিছু ভুলে যায়। আমি মরলে আমার কাছে দুনিয়া মৃত। এটা এখন তোমাদের বুদ্ধিতে জ্ঞান আছে যে, এই দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। বাবা বোঝান - যার মুখ চলে না অর্থাৎ জ্ঞান শোনাতে পারে না তারা কেবল বাবাকে স্মরণ করো। যেমন ইনি (বরহ্মা) বাবাকে স্মরণ করেন। কন্যা তার পতিকে স্মরণ করে, কেননা পতি পরমেশ্বর হয়ে যায়, সেইজন্য বাবার থেকে বুদ্ধিযোগ সরে গিয়ে পতির দিকে চলে যায়। আর ইনি তো হলেন পতিদেরও পতি, বরাইডগ্নুম তিনি। তোমরা সবাই হলে বরাইডস (কনে), ভগবানের সবাই ভক্তি করে। সব ভক্তরা রাবণের পাহারায় বন্দী, তো বাবার অবশ্যই বাচ্চাদের জন্ম দয়া হবে, তাই না! বাবা হলেন করুণাময়, তাঁকেই করুণাময় বলা হয়। এই সময় গুরু তো অনেক প্রকারেরই আছে। যিনি কিছু শিক্ষা প্রদান করেন তাকেই গুরু বলে দেয়। এখানে তো বাবা প্র্যাকটিক্যাল রাজযোগ শেখান। এই রাজযোগ কেউই শেখাতে পারবে না, একমাংর পরমাত্মা ছাড়া। পরমাত্মাই এসে রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। তারপর এর দ্বারা কী হয়েছিল? এটা কারোরই জানা নেই। গীতার প্রমাণ তো অনেক দেয়। ছোট্ট ছোট্ট কন্যারাও গীতা কণ্ঠস্থ করে ফেলতে পারে। কিছু না কিছু তার মহিমা হয় ঠিকই। গীতা গুম হয়ে যায়নি। গীতার অনেক মহিমা রয়েছে। গীতা জ্ঞানের দ্বারাই বাবা সমগ্র দুনিয়াকে পূর্ননব (রিজুভিনেট) করেন। তোমাদের কায়া (শরীর) কল্পতরু, কল্প বৃক্ষের মতো বা অমর বানিয়ে দেন।

তোমরা বাচ্চারা বাবার স্মরণে থাকো, বাবাকে তোমরা আহ্বান করো না। তোমরা বাবার স্মরণে থেকে নিজের উন্নতি করছো। বাবার ডাইরেকশনে চলারও ইচ্ছা থাকা চাই। তোমরা শিববাবাকে স্মরণ করেই আহার গ্রহণ করবে। অর্থাৎ শিববাবার সাথেই খাওয়া। অফিসেও একটু আধটু টাইম তোমরা পেয়ে থাকো। বাচ্চারা বাবাকে লেখে (অফিসে) চেয়ারে বসলেই আমি আপনার স্মরণে বসে যাই। অফিসার এসে দেখে, এ তো বসে বসেই হারিয়ে গেছে অর্থাৎ অশরীরী হয়ে যায়। কারো চোখ বন্ধ হয়ে যায়, কারো খোলাও থাকে। কেউ আবার এমন ভাবেও

বসে থাকে - কিছুই সে যেন দেখছে না। যেন হারিয়ে গেছে। এমন এমন সব হয়। বাবা রশি ধরে টানেন আর তারা আনন্দে ডুবে থাকে। কী হয়েছে প্রশ্ন করলে বলে - আমি তো বাবার স্মরণে বসেছিলাম। বুদ্ধিতে থাকে আমাকে যেতে হবে বাবার কাছে। বাবা বলেন, সোল কনশাস হলে তোমরা আমার কাছে এসে যাবে। সেখানে পবিত্র না হলে যেতে পারবে নাকি ! এখন পবিত্র কীভাবে হবে ? সেটা বাবাই বলতে পারবেন। মানুষ সেটা বলতে পারবে না। তোমরা যদি কিছুটা হলেও বুঝে থাকো তবে অন্যদেরও কল্যাণ করবে। তোমাদের কারো না কারো কল্যাণ করে, বাবার পরিচয় দেওয়ার পুরুষার্থ অবশ্যই করতে হবে। ভক্তি মার্গে মানুষ 'ও গড ফাদার !' বলে স্মরণ করতে থাকে। গড ফাদার করুণা করো। ভগবানকে ডাকার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে যেন। বাচ্চারা, বাবা তোমাদেরকে নিজের মতো কল্যাণকারী বানিয়ে থাকেন। মায়া সবাইকে কতখানি অবোধ বানিয়ে দিয়েছে। লৌকিক বাবাও সন্তানের আচরণ ঠিক না দেখলে বলে তুমি তো একেবারেই নির্বোধ। এক বছরের মধ্যেই বাবার সমস্ত সম্পত্তি উড়িয়ে দেবে। তো অসীম জগতের পিতাও বলেন, তোমাদেরকে কী বানিয়েছিলাম, এখন নিজের আচরণকে দেখো। এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো যে, কেমন ওয়ান্ডারফুল খেলা এটা ! ভারতের কতখানি ডাউনফল হয়ে যায় ! ডাউনফল অফ ভারতবাসী। তারা তো নিজেদেরকে এমন মনে করেনা যে আমাদের পতন হয়েছে, আমরা কলিযুগী তমোপ্রধান হয়েছি। ভারত স্বর্গ ছিল অর্থাৎ মানুষ স্বর্গের অধিবাসী ছিল, সেই মানুষই এখন নরকবাসী হয়েছে। এই জ্ঞান কারোর মধ্যেই নেই। এ তো ব্রহ্মা বাবা নিজেও জানতেন না। এখন বুদ্ধিতে চমৎকারিৎব এসে গেছে। ৮৪ জন্ম নিতে নিতে সিঁড়ি দিয়ে অবশ্যই নামতেই হবে, উপরে চড়বার জায়গাও নেই। নীচে নামতে নামতে পতিত হতে হয়। এ'কথাটা কারোরই বুদ্ধিতে নেই। বাচ্চারা, বাবা তোমাদেরকে বুঝিয়েছেন, তারপর তোমরা ভারতবাসীদেরকে বুঝিয়ে থাকো যে, তোমরা স্বর্গবাসী ছিলে এখন নরকবাসী হয়েছে। ৮৪ জন্মও তোমার নিয়েছে। পূর্নজন্মকে তো তারা মানে, তাই না ! তাহলে অবশ্যই নীচে নামতে হবে। কত বার পূর্নজন্ম নিয়েছে, সেও বাবা তোমাদেরকে বুঝিয়েছেন। এখন তোমরা ফিল করতে পারো যে, আমরা দেবী - দেবতা ছিলাম, তারপর রাবণ আমাদেরকে পতিত বানিয়েছে। বাবাকে এসে পড়াতে হয়, শূন্য থেকে দেবতা হওয়ার জন্ম। বাবাকে লিবারেটর, গাইড বলা হয়। কিন্তু তার অর্থ মানুষ জানে না। এখন সেই সময় খুব তাড়াতাড়ি আসবে যখন সকলেই জানতে পারবে - দেখো কী থেকে কী হয়ে গেছে ! ড্রামা কেমন ভাবে তৈরী হয়ে আছে, কারো স্বপ্নেও ছিল না যে, আমরা লক্ষ্মী-নারায়ণের মতোও হতে পারি ! বাবা তোমাদেরকে কতখানি স্মৃতিতে নিয়ে আসেন ! এখন বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে হলে স্ত্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। স্মরণের যাত্রার স্ম্যাক্টিস করতে হবে। তোমরা জানো পাদরীরা যখন হেটে যায়, তখন কতো সাইলেন্সে যায় ? তারা তখন ক্রাইস্টের স্মরণে থাকে। তাদের ভালোবাসা হল ক্রাইস্টের প্রতি। তোমরা হলে বুহানী পান্ডা, তোমাদের প্রীতবুদ্ধি হল পরমপ্রিয় পরমপিতা পরমাৎমার সাথে। বাচ্চারা জানে নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে কল্প পূর্বের মতো রাজধানী অবশ্যই স্থাপন হবে, যত (তোমরা) পুরুষার্থ করে স্ত্রীমৎ অনুসারে চলবে। বাবা তো খুব ভালো ভালো মত দেন। তারপরেও প্রহর দশা এমন ভাবে বসে যায় যে আর স্ত্রীমতেই চলে না তখন। তোমরা জানো যে, স্ত্রীমৎ অনুসারে চললেই বিজয়। নিশ্চয়েই রয়েছে বিজয়। বাবা বলেন, তোমরা আমার মতে চলো। কেন ভাবো যে এই মত ব্রহ্মা প্রদান করছেন ? সব সময় জানবে এই রায় শিবাবা দিচ্ছেন। তিনি তো সাভিসেরই মত প্রদান করবেন। কেউ জিজ্ঞাসা করে - এই ব্যাবসাটা করব ? বাবা তো এই সব বিষয়ের উপরে মত প্রদান করবেন না। বাবা বলেন, আমি এসেছি পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার যুক্তি বলে দিতে, এই সব বিষয়ে বলার জন্ম আসেননি। আমাকে আহ্বানও করে - হে পতিত পাবন এসে আমাদেরকে পবিত্র বানাও। তাই আমি সেই যুক্তি বলে দিই, যেটা খুবই সহজ। তোমাদের নামই হল গুপ্ত সেনা। মানুষ তাতে অস্মরণশ্রু, তীর ধনুক (বাণ) এ'সব দেখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এতে তীর ধনুক ইত্যাদির কোনো বয়পারই নেই। এ সবই হল ভক্তি মার্গ।

বাবা এসে সত্যিকারের মার্গ প্রদর্শন করেন - যার দ্বারা অর্ধ কল্প তোমরা সত্য খন্ডে চলে যাও। সেখানে দ্বিতীয় আর কোনো খন্ড হয়ই না। কাউকে বোঝালেও বুঝতে পারে না, বলে এটা কী করে হতে পারে যে, কেবল ভারতই ছিল ? ক্রাইস্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে ভারত স্বর্গ ছিল না ? তখন তো আর কোনো ধর্ম ছিল না। তারপর বৃক্ষ বৃষ্টি পেতে থাকে। তোমরা কেবল তোমাদের বাবাকে, নিজের ধর্মকে, তোমাদের কর্মকে ভুলে গেছো। নিজেদেরকে দেবী-দেবতা যদি মনে করতে, তাহলে ওই সব কুখ্যাস্ত গুলি (মাছ, মাংস, মদিরা ইত্যাদি) তোমরা খেতে না। কিন্তু খায় - কেননা তাদের মধ্যে সেই সব (দেবী-দেবতাদের) গুণ নেই। সেইজন্য নিজেদেরকে হিন্দু বলে দেয়। নাহলে তো লজ্জা আসার কথা যে, আমাদের বড়রা এমন পবিত্র আর আমরা এই রকম পতিত হয়ে গেছি ! কিন্তু নিজেদের ধর্মকে মানুষ ভুলে গেছে। এখন তোমরা ড্রামার আদি মধ্য অন্তকে খুব ভালো ভাবে বুঝে গেছো। এমন কোনো প্রশ্ন সামনে এলে সে'গুলোর ব্যাপারে তোমরা বলতে পারো যে, বাবা এখনও এ বিষয়ে কিছু বলেননি। নাহলে শুধু শুধু হতাশ হয়ে পড়বে। তাদেরকে বলো, আমরা এখন পড়ছি, সব কিছু এখনই জেনে গেলে তবে তো বিনাশ হয়ে যাবে। এখনও কিছুটা মাজিন আছে, আমরা এখন পড়ছি। শেষে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে যাব। নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে জং দূর হতে থাকবে, তখন সত্যপ্রধান হয়ে যাব। তখন এই পতিত দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে। আজকাল মানুষ বলছেও পরমাৎমা কোথাও অবশ্যই এসেছেন, কিন্তু গুপ্ত রয়েছেন। সময় তো বিনাশের এখন তাই না ! বাবাই লিবারেটর, গাইড, যিনি আবার আমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। মশার মতো সবাই মারা পড়বে। এত বোঝা যায় যে, সবাই একরস স্মরণে বসে না। কারো অ্যাক্যুরেট যোগ থাকে, কারো আধ ঘণ্টা, কারো ১৫ মিনিট। কেউ কেউ তো এক মিনিটও স্মরণে থাকে না। কেউ কেউ বলে আমি সব সময় বাবার স্মরণে থাকি, তাহলে অবশ্যই তার চেহারা হাসিখুশী ঝলমলে দেখাবে। অতীন্দ্রিয় সুখ এমন বাচ্চাদেরই থাকে। তাদের বুদ্ধি কখনোই এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায় না। তারা নিশ্চয়ই সুখ ফিল করতে থাকবে। তোমাদের বুদ্ধিও এটাই বলবে, এক প্রিয়তমের স্মরণে বসে যদি থাকি, তবে কতো জং দূর হতে থাকবে। এরপর

এটারই অভ্যাস হয়ে যাবে। স্মরণের যাত্রার দ্বারা তোমরা এভারহেলি, এভারওয়েলি হয়ে যাও। সৃষ্টি চক্করর কথাও স্মরণে এসে যায়। পরিস্রম কেবল স্মরণে থাকার। বুদ্ধিতে চক্করও আবর্তিত হতে থাকবে।

এখন তোমরা মাস্টার বীজ হচ্ছে। বাবাকে স্মরণ করার সাথে সাথে স্বর্দর্শন চক্করকেও মনে মনে ঘোরাতে হবে। তোমরা ভারতবাসীরা হলে লাইট হাউস। স্পীরিচুয়াল লাইট হাউস, তোমরা সবাইকে তাদের প্রকৃত গৃহের রাস্তা বলে দিচ্ছে। সেটাও তো বোঝাতে হয়, তাই না! তোমরা মুক্তি জীবনমুক্তির রাস্তা সবাইকে বলে দিচ্ছে। সেইজন্য তোমরা হলে স্পীরিচুয়াল লাইট হাউস। তোমাদের স্বর্দর্শন চক্কর আবর্তিত হতে থাকে। নাম লিখতে হলে বোঝাতে তো হবে। বাবা বোঝাতে থাকেন, তোমরা সামনে বসে রয়েছে। যারা পিয়ার সাথে আছে, তাদেরই সামনেই হয় বরিশণ। সবচেয়ে বেশী মজা হল সামনে থাকার। তারপর সেকেন্ড নাম্বার হল টেপ রেকর্ডার, থার্ড নাম্বার হল মুরলী। শিববাবা বরহমার দ্বারা সব কিছু বোঝান। এই বরহমাও তো জানেন, তাই না! তা সত্ত্বেও তোমরা এটাই জানবে যে, "শিববাবাই বলছেন"। এটা না বুঝতে পারার কারণে অনেক বেশী অবজ্ঞা করতে থাকে। শিববাবা যা বলেন, সবই হল কল্যাণকারী। যদি অকল্যাণও হয়, সেটাও কল্যাণের রূপেই বদলে যায়। আচ্ছা।

মিস্টি মিস্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মিক পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্মে মুখ্য সারঃ

১) বাবার প্রতিটি ডাইরেকশনে চলে নিজের উন্নতি করতে হবে। এক বাবার সাথে সত্যিকারের প্রীতি রাখতে হবে। স্মরণে থেকেই খাবার প্রস্তুত করতে হবে, খেতে হবে।

২) স্পীরিচুয়াল লাইট হাউস হয়ে সবাইকে মুক্তি জীবনমুক্তির রাস্তা বলে দিতে হবে। বাবার মতো কল্যাণকারী অবশ্যই হতে হবে।

বরদানঃ

এক বাবার মধ্যেই সারা সংসারকে অনুভবকারী বেহদের বৈরাগী ভব
বেহদের বৈরাগী সে-ই হতে পারে যে বাবাকেই তার সংসার মনে করে। যার কাছে বাবা-ই হল সংসার, সে নিজের সংসারে থাকবে, অন্যের মধ্যে যাবেই না, তার ফলে সে সবার থেকে স্বাভাবিকভাবেই দূরেই থাকবে। সংসারের মধ্যে ব্যক্তি এবং বৈভব দুটোই এসে যায়। বাবার সম্পত্তি মানেই নিজের সম্পত্তি - এই স্মৃতিতে থাকার ফলে বেহদের বৈরাগী হয়ে যাবে। কাউকে দেখেও দেখবে না। দেখতেই পাওয়া যাবে না।

স্লেগানঃ

পাওয়ারফুল স্থিতির অনুভব করবার জন্ম একান্ত এবং রমণীয়তার বয়ালেস রাখো।

"সফলতার (সিদ্ধি) আধার - 'শ্রেষ্ঠ বৃত্তি'"

আজ বাপদাদা চারিদিকে তাঁর হোলিহংসদের সভা দেখছেন। প্রত্যেক হোলিহংস নিজের শ্রেষ্ঠ স্থিতির আসনে বিরাজমান। সব আসনধারী হোলিহংসের সভা সারা কল্পে অলৌকিক এবং অনুপম। প্রত্যেক হোলিহংস আপন বিশেষত্ব অতি সুন্দর ভাবে সজ্জিত। বিশেষত্ব হলো শ্রেষ্ঠ সজ্জা (শৃঙ্গার)। সজ্জিত হোলিহংস কতো রমণীয় লাগে! বাপদাদা প্রত্যেকের বিশেষত্বের শৃঙ্গার দেখে উৎফুল্ল হন। সবাই সজ্জিত, কারণ বাপদাদা বরাহমণ জন্ম দেওয়ার সাথে সাথেই শৈশব থেকেই 'বিশেষ আত্মা ভব'র বরদান দিয়েছেন। যদিও নম্বরকরম থাকে, তবুও লাস্ট নম্বরও বিশেষ আত্মা। বরাহমণ জীবনে আসা অর্থাৎ বিশেষ আত্মাতে এসেই গেছে। বরাহমণ পরিবারে যদি লাস্ট নম্বরেও হয়, বিশ্বের অনেক আত্মার তুলনায় সেও বিশেষ হিসেবে মহিমাম্বিত হয়, সেইজন্যই গাওয়া হয়েছে - কোটি কোটির মধ্যে কতিপয়, কতিপয়ের মধ্যেও কয়েকমাংর। সুতরাং বরাহমণদের সভা অর্থাৎ বিশেষ আত্মাদের সভা।

আজ বাপদাদা দেখছিলেন যে বিশেষ আত্মাদের সবাইকে বাবা তো সমান ভাবে একই রকম শৃঙ্গার করিয়েছেন, কিন্তু কেউ কেউ সেই শৃঙ্গার ধারণ ক'রে সময় অনুসারে কার্যে প্রয়োগ করে আর কেউ কেউ হয় ধারণ করতে পারে না, কিংবা কেউ কেউ সময় অনুসারে কার্যে প্রয়োগ করতে পারে না। যেমন আজকালকার যারা রয়্যাল ফ্যামিলির তারা সময় অনুসারে যদি শৃঙ্গার করে, তাহলে কতো ভালো লাগে! সময় যেমন, শৃঙ্গার তেমন, একে বলা হয় নলেজফুল। আজকাল সাজগোজের আলাদা আলাদা সেট রাখে, তাই না! তাইতো বাপদাদা অনেক বিশেষত্বের, অনেক শ্রেষ্ঠ গুণের কতো ভয়ারাইটি সেট দিয়েছেন! শৃঙ্গার যতই অমূল্য হোক, কিন্তু সময় অনুযায়ী যদি যথাযথ না হয় তাহলে কেমন লাগবে! বিশেষত্বের, গুণের, শক্তির, জ্ঞান রত্নের অনেক শৃঙ্গার বাবা সবাইকে একইরকম দিয়েছেন, কিন্তু সময়কালে কার্য-প্রয়োগে নম্বর-করম হয়ে যায়। যদিও এই সব শৃঙ্গার তোমাদের আছে, তা' সৎত্বও কিন্তু সময় অনুসারে প্রত্যেক বিশেষত্ব বা গুণের নিজ নিজ মহত্ব আছে। থাকা সৎত্বও যদি কার্যে প্রয়োগ না করো, তাহলে অমূল্য হলেও তার মূল্য হয় না। যে কার্যের জন্য যে বিশেষত্ব ধারণ করার প্রয়োজন, সেই বিশেষত্ব সেই সময়েই মূল্যবান। যেমন, হংস, কাঁকর আর রত্ন উভয়কে আলাদাভাবে পরখ ক'রে শুধুমাত্র রত্নকে ধারণ করে। কাঁকরকে পাশে সরিয়ে বাকি রত্ন-মোতি ধারণ করে। সেইরকমই হোলিহংস, অর্থাৎ সময় অনুসারে বিশেষত্ব বা গুণ পরখ করে সেই সময়ে ইউজ করা উচিত। একেই বলে, পরখ-শক্তি ও নির্ণয়-শক্তির হোলিহংস। সুতরাং পরখ করা এবং নির্ণয় করা, এই দুই শক্তি তোমাদের সামনের নম্বরে নিয়ে যায়। যখন এই দুই শক্তিতে তোমরা ধারণ করে নাও, তখন সেই বিশেষত্ব দ্বারা সময় অনুসারে কার্য সম্পন্ন করতে পারো। সুতরাং তোমরা প্রত্যেক হোলিহংস নিজেদের এই দুই শক্তিকে চেক করো। দুই শক্তির কোনটাও সময়কালে তোমাদের বিভ্রান্ত করে না তো? সময় পার হয়ে যাওয়ার পর যদি পরখও করো বা নির্ণয়ও করে নিলে, কিন্তু সেই সময় তো পার হয়ে গেল, তাই না! যে নম্বর ওয়ান হোলিহংস, তাদের এই দুই শক্তি সদা সময় অনুসারে কার্য করে। যদি সময় পার হয়ে যাওয়ার পর এই দুই শক্তি কাজ করে, তাহলে তোমরা সেকেন্ড নম্বরে এসে যাও! থার্ড নম্বরের ব্যাপার তো বাদই দাও। আর সময়কালে সেই হংসই কার্য করতে পারে যার বুদ্ধি সদা হোলি তথা পবিত্র।

হোলির অর্থ তো তোমাদের শোনানো হয়েছিল, তাই না! এক, হোলি অর্থাৎ পবিত্র আর হিন্দিতে হো লি অর্থাৎ যা অতীত হয়ে গেছে তা' অতীত। সুতরাং যাদের বুদ্ধি হোলি অর্থাৎ স্বচ্ছ এবং যা অতীত হয়ে গেছে সেই পরিস্থিতি সদাই প্রতি সেকেন্ডে হো লি - এমন বুদ্ধির অভ্যাস যাদের আছে, তারা সদা হোলি অর্থাৎ অধ্যাত্ম রঙে রঙিন হয়ে থাকে, তারা সদাই বাবার সজ্জার রঙে রঙিন হয়ে আছে। সুতরাং, একই হোলি শব্দ তিন রূপে ইউজ হয়, যার মধ্যে এই তিন অর্থেরই বিশেষত্ব আছে অর্থাৎ যে সকল হংস এই বিধি জানে, তারা সবসময় সফলতা প্রাপ্ত হয়। তাইতো, আজ বাপদাদা হোলিহংসদের সভায় সব হোলিহংসের এই বিশেষত্ব দেখছেন। তা' স্থূল কার্যই হোক বা অধ্যাত্ম কার্য, দুইয়ের মধ্যেই কিন্তু সফলতার আধার পরখ করার আর নির্ণয় করার শক্তি বিদ্যমান। যখন কারও সজ্জা তোমরা সম্পর্কে আসো, যতক্ষণ পর্যন্ত ভাব আর ভাবনা পরখ করতে পারো না আর পরখ করার পর যথাযথ নির্ণয় নিতে পারো না, তখন উভয় কার্যে তোমাদের সফলতা প্রাপ্ত হবে না, তা' ব্যক্তিই হোক বা পরিস্থিতি, কেননা, ব্যক্তিকে সম্বন্ধেও আসতে হয় আর পরিস্থিতিকেও পার করতে হয়। জীবনে এই দুই বিষয়ই আসে। সুতরাং নম্বর ওয়ান হোলিহংস অর্থাৎ উভয় বিশেষত্ব সম্পন্ন। এটাই ছিল আজকের এই সভার সমাচার। এই সভা বাবার সামনে শুধু যারা এখানে বসে আছে তারা নয়। বাপদাদার সামনে তোমাদের সাথে সাথে তো চারিদিকের বাচ্চারা ইমার্জ হয়। বেহদ (অসীম) পরিবারের সাথে বাপদাদা মিলন উদযাপন করেন এবং মনখোলা অধ্যাত্ম আলাপচারিতা করেন। সব বরাহমণ আত্মা তাদের নিজ স্মরণের শক্তি দ্বারা নিজেই মধুবনে উপস্থিত হয়। আর বাপদাদা বিশেষ এই বিষয়ও দেখছেন যে প্রত্যেক বাচ্চার বিধির লাইন আর সিদ্ধির লাইন, এই দুই রেখা কতো স্পষ্ট, আদি থেকে এখন পর্যন্ত বিধি কীভাবে প্রযুক্ত হয়েছে এবং বিধির ফলস্বরূপ কতটা সিদ্ধি প্রাপ্ত করেছে, দুই রেখা কতটা স্পষ্ট আর কতটা লম্বা অর্থাৎ বিধি প্রয়োগের মাধ্যমে সিদ্ধির হিসেব যথাযথরূপে কতটা জমা হয়েছে! বিধির আধার -

শ্রেষ্ঠ বৃত্তি । যদি বৃত্তি শ্রেষ্ঠ হয় তাহলে বিধিও যথার্থ হয় আর বিধি যথার্থ হলে সিদ্ধি অবশ্যই শ্রেষ্ঠ হয় । সুতরাং বিধি আর সিদ্ধির বীজ হলো বৃত্তি । সদা ভ্রাতৃত্বের আত্মিক বৃত্তি হোক শ্রেষ্ঠ বৃত্তি । এই বিষয় মুখ্য তো বটেই, কিন্তু সেইসঙ্গে সব আত্মার সাথে সম্পর্কে আসার সময়ে সকলের প্রতি কল্যাণের, স্নেহের, সহযোগের, নিঃস্বার্থ ভাবের নিবিকল্প বৃত্তি হোক, নির্বর্থ-সজ্জল বৃত্তি হোক । কখনো কখনো যে কোনো আত্মার প্রতি তোমাদের বর্থ সজ্জল বা বিকল্পের বৃত্তি থাকে, সুতরাং যেমন তোমাদের বৃত্তি, দৃষ্টি, তেমনই সেই আত্মার কর্তব্য-কর্মের সৃষ্টি প্রতীয়মান হবে । কখনো কখনো বাবা বাচ্চাদের মধ্যে তা' দেখেনও, আর শোনেও । এই বৃত্তির কারণে, তোমরাও সেই ব্যাপারে বর্ণন করো, তা' সে যতই ভালো কার্য করুক, কিন্তু বৃত্তি বর্থ হওয়ার কারণে সদাই সেই আত্মার প্রতি বাণীও এমনই বের হয় - ইনি তো এইরকমই, ইনি সবসময়ই এইরকম । সুতরাং এই বৃত্তি সেই আত্মার কর্মরূপী সৃষ্টিকে সে'রকমই অনুভব করায় । যেমন, এই জগতে তোমরা চোখের নজর বোঝাতে চশমার দৃষ্টান্ত দাও, 'যে রঙের চশমা পরবে, সর্বত্র সেই রঙই দেখবে ।' একইভাবে, তোমাদের বৃত্তি যেমন হয়, ঠিক সেভাবেই তোমাদের দৃষ্টি বদল হয়ে যায়, আর দৃষ্টি সৃষ্টিকে বদল করে দেয় । যদি বৃত্তির বীজ সদাই শ্রেষ্ঠ তাহলে বিধি আর সিদ্ধি সফলতাপূর্বক অবশ্যই হয় । সুতরাং প্রথমে বৃত্তির ফাউন্ডেশনকে চেক করো । সেটাই শ্রেষ্ঠ বৃত্তি বলা হয়ে থাকে । যদি কোনও সম্বন্ধ-সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ বৃত্তির পরিবর্তে মিকসড বৃত্তি হয়, তাহলে যত বিধিই আপন করো, সিদ্ধি কিন্তু হবে না, কারণ বীজ হলো বৃত্তি আর বৃক্ষ হলো বিধি এবং ফল সিদ্ধি । যদি বীজ দুর্বল হয়, তাহলে বৃক্ষ যতই বিস্তৃত হোক না কেন সিদ্ধিরূপী ফল কিন্তু হবে না । বাচ্চাদের এই বৃত্তি আর বিধি বিষয়ে বাপদাদা অন্তরঙ্গভাবে এক বিশেষ অধ্যাত্ম আলাপচারিতা করছিলেন ।

স্ব-উন্নতির জন্য এবং সেবায় উন্নতির জন্য তাঁদের অন্তরঙ্গ অধ্যাত্ম আলাপচারিতায় এক মনোরম স্লোগান বলছিলেন । তোমরা সবাই এই স্লোগান পরস্পরের মধ্যে বলেও থাকো, সর্বকার্যে 'প্রথমে তুমি' - এই স্লোগান মনে আছে, আছে না ? এক হলো 'প্রথমে তুমি', আরেক হলো 'প্রথমে আমি' । দু'টো স্লোগান "প্রথমে তুমি" আর "প্রথমে আমি" । এই দুই স্লোগান আবশ্যক । কিন্তু বাপদাদা অন্তরঙ্গভাবে অধ্যাত্ম আলাপচারিতা করতে করতে মৃদু মৃদু হাসছিলেন । যেখানে 'প্রথমে আমি' হওয়া উচিত সেখানে 'প্রথমে তুমি' করে দাও তোমরা, আর যেখানে 'প্রথমে তুমি' করা প্রয়োজন সেখানে 'প্রথমে আমি' করে দাও । বদল করে দাও । যখন কোনো স্ব-পরিবর্তনের বিষয় উত্থাপিত হয়, তখন বলো 'প্রথমে তুমি', এটা যদি বদলে যায় তো 'আমি'র বদল হয়ে যাবে । সুতরাং স্ব-পরিবর্তনের ক্ষেত্রে হয়ে গেল 'প্রথমে তুমি', তাই না ! আর যখন কোনো সেবার বা কোনও এমন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার চান্স তৈরি হয়, তখন তোমরা চেষ্টা করো - 'প্রথমে আমি, আমিও তো কিছু, আমারও তো কিছু পাওয়া উচিত' । সুতরাং, যেখানে 'প্রথমে তুমি' বলা প্রয়োজন, সেখানে 'আমি' বলে দিচ্ছ । সদা স্বমানে স্থিত হয়ে অন্যকে সম্মান দিতে হবে অর্থাৎ 'প্রথমে তুমি' করতে হবে । মুখে শুধু বলবে প্রথমে তুমি আর কর্মে তারতম্য ঘটবে, এমন নয় । স্বমানে স্থিত হয়ে স্বমান দিতে হবে । স্বমান দেওয়া বা স্বমানে স্থিত হওয়া, এর লক্ষণ কী হবে ? এতে দু'টো বিষয় চেক করো -

এক হয় অভিমানের বৃত্তি, আরেক হয় অপমানের বৃত্তি । যে স্বমানে স্থিত হয় আর অন্যকে স্বমান দিয়ে দাতা হয়, তার মধ্যে এই দুটো বৃত্তি হবে না - না অভিমানের, না অপমানের । ইনি তো এইরকমই করেন, ইনি সবসময়ই এইরকম, সুতরাং এটাও রয়্যাল রূপে সেই আত্মার অপমান । স্বমানে স্থিত হয়ে স্বমান দেওয়াকে বলে 'প্রথমে তুমি' । বুঝেছ ? আর যে কোনও স্ব-উন্নতির বিষয় হোক, তা'তে সদা 'প্রথমে আমি'র স্লোগান স্মরণ হলে কী রেজাল্ট হবে ? প্রথমে আমি অর্থাৎ যে উন্মোগী সেই অর্জুন । 'অর্জুন অর্থাৎ বিশেষ আত্মা, স্বতন্ত্র আত্মা, অলৌকিক আত্মা, অলৌকিক বিশেষ আত্মা ।' যেমন, বরহমাবাবা সদা 'প্রথমে আমি', এই স্লোগানের মাধ্যমেই 'যে উন্মোগী সেই অর্জুন' হয়েছেন, তাই না ! অর্থাৎ নম্বর ওয়ান আত্মা । নম্বর ওয়ান সম্বন্ধে তোমাদের তো বলা হয়েছে, যার অর্থ নম্বর ওয়ান ডিভিশন । কার্যতঃ, নম্বর ওয়ান তো একজনই হবে, তাই না ! সুতরাং, দু'টো স্লোগানই আবশ্যক । যাই হোক, তোমাদের বলা হয়েছিল, কিসের ভিত্তিতে নম্বর ওয়ান হয় । যখন কেউ যথার্থ সময়ে কোনও বিশেষভাবে কার্যে প্রয়োগ করে না, তখন নম্বর আগুপিছু হয়ে যায় । সময়কালে যে কার্যে প্রয়োগ করে, সে উইন করে অর্থাৎ ওয়ান হয়ে যায় । অতএব, চেক করো, কেননা এই বছর বাপদাদা স্ব-এর চেকিং বিষয়ে তোমাদের বলছেন । বাবা তোমাদের বিভিন্ন বিষয়ে বলেছেন, তাই না ? সুতরাং এই ব্যাপারে চেক করো - 'তুমি'র পরিবর্তে 'আমি', 'আমি'র পরিবর্তে 'তুমি' বলছ কিনা ! একেই বলে, যথার্থ বিধি । যেখানে বিধি যথার্থ, সেখানে অবশ্যই সিদ্ধি । আর তোমাদের এই বৃত্তির বিধি বলা হয়েছে - দু'টো বিষয়কে চেক করো, না অভিমানের বৃত্তি থাকবে, না অপমানের । যেখানে এই দুইয়ের অনুপস্থিতি, সেখানেই স্বমানের প্রাপ্তি । এর জন্য তোমরা বলো বা না বলো, এই বিষয়ে ভাবো বা না ভাবো, কিন্তু ব্যক্তি এবং প্রকৃতি উভয়ই সদা আপনা থেকেই তোমাদের স্বমান দিতে থাকবে । সজ্জল মাংর স্বমানের প্রাপ্তির ইচ্ছা থাকলেও স্বমান প্রাপ্ত হবে না । নিরহঙ্কার হওয়া অর্থাৎ 'প্রথমে তুমি' এটা বলা । নিরহঙ্কার স্থিতি আপনা থেকেই স্বমান দেওয়াবে । পরিস্থিতিতে স্বমানে 'প্রথমে তুমি' বলা অর্থাৎ বাবা সমান হওয়া । বরহমাবাবা যেমন সদাই স্বমান দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে জগদম্বা সরস্বতী মা, পরে রেখেছেন বরহমা বাবা । বরহমা মাতা হওয়া সত্ত্বেও স্বমান দেওয়ার জন্য জগদম্বা মাকে সামনে রেখেছেন । সর্বকার্যে বাচ্চাদের তিনি সামনে রেখেছেন এবং পুরুষাথের স্থিতিকালে সদা নিজেকে 'প্রথমে আমি' এই ইঞ্জিন রূপে দেখেছেন । ইঞ্জিন সামনে থাকে, তাই না ! বাবার সাকার জীবনে সদা তোমরা দেখেছ, 'যা আমি করব, আমাকে দেখে সবাই করবে ।' সুতরাং বিধিবদ্ধ ভাবে স্ব-উন্নতিতে বা তীব্র পুরুষাথের লাইনে সদা 'প্রথমে আমি' অর্থাৎ তিনি নিজেকে সামনে রেখেছেন । তাইতো আজ বিধি আর সিদ্ধির রেখা চেক করছিলেন । বুঝেছ ? অতএব, অদলবদল করে দিও না । এই অদলবদল করার অর্থ ভাষ্যকে বদল করা । সদা

হোলিহংস হয়ে নির্ণয় শক্তি, পরখ করার শক্তিকে যথার্থ সময়ে কার্যে প্রয়োগ করে বিশাল বুদ্ধি হও আর সদা বৃত্তি রূপী বীজকে শ্রেষ্ঠ হতে দাও এবং বিধি আর সিদ্ধি শ্রেষ্ঠ সদা অনুভব করতে থাকো ।

পূর্বেও তোমাদের বলা হয়েছিল, বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার স্নেহ আছে । স্নেহের লক্ষণ কী ? যাঁর স্নেহ আছে, তিনি স্নেহীর দুর্বলতা দেখতে পারেন না, সদা নিজেকে আর স্নেহী আত্মাকে সম্পন্ন ও সমান দেখতে চান । বুঝেছ ? সেইজন্য বারবার অ্যাটেনশনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, চেকিং করান - সম্পন্ন বানানোর এটাই প্রকৃত স্নেহ । আচ্ছা ।

এখন সবদিক থেকে মেজরিটিতে পুরানো বাচ্চারা । পুরানো কাকে বলে তার অর্থ তোমাদের জানা আছে তো, তাই না ? বাপদাদা তাদের পুরানো বলেন, যারা সব বিষয়ে অভিজ্ঞ (পাকা) । পুরানো অর্থাৎ অভিজ্ঞ । অনুভবই তাদের অভিজ্ঞ বানায় । এমন কাঁচা নয় যে সামান্য একটু মায়ারূপী বিভ্রাল আসবে আর ঘাবড়ে যাবে । তোমরা যারা এসেছ সবাই পুরানো- অভিজ্ঞ, তাই না ? মিলনের চান্স নেওয়ার জন্য যদি সবাই 'প্রথমে আমি' - এটা করে থাকো তাহলে কোনও অনুচিত হয়নি । যতই হোক, প্রতিটা কার্যেই নিয়ম আর সুযোগ তো আছেই । এমনও নয় যে 'প্রথমে আমি' এটা বললে আর এক হাজার এসে উপস্থিত হবে ! সাকার দুনিয়ায় নিয়মও আছে, সুযোগও আছে । অবশ্যকত বতনে নিয়মের কোনো ব্যাপার নেই, নিয়ম বানানোর দরকার পড়ে না । অবশ্যকত মিলনের জন্য পরিশ্রম লাগে, সাকার মিলন সহজ লাগে, সেইজন্য দৌড়ে দৌড়ে এখানে আসো । যেমনই হোক, সময় অনুসারে যত কায়দা, তত সুযোগ । বাপদাদা সামান্য ইশারা দিলেন তো তোমাদের ভাবনা হয়, জানিনা এখন কী হতে চলেছে ! যদি কিছু হওয়ারই থাকবে, বলে তো হবে না । সাকার বাবা যে অবশ্যকত হয়েছেন তা' কি জানিয়ে হয়েছেন ? যা হঠাৎ হয় তা' অলৌকিক অত্যাশ্চর্য হয়, সেইজন্য বাপদাদা বলেন, সদা এভাররেডি থাকো । যা হবে তা' সবচাইতে ভালো হবে । আচ্ছা ।

সকল হোলিহংসকে, সকল বিশাল বুদ্ধি, শ্রেষ্ঠ স্বচ্ছ বুদ্ধি যারা ধারণ করে, সেই বুদ্ধিমান বাচ্চাদের, সকল শক্তিকে, সকল জ্ঞানী আত্মা, যোগী আত্মা বাচ্চাদের যারা সময় অনুসারে সব বিশেষত্বকে কার্যে প্রয়োগ করে, সদা বাবা সমান সম্পন্ন হওয়ার উৎসাহ-উদ্দীপনায় যারা থাকে সেই সম্পন্ন বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

বরদানঃ- মালিকভাবের স্মৃতির দ্বারা হাইয়েস্ট অথরিটির অনুভবকারী কম্বাইন্ড স্বরূপধারী ভব
প্রথমে নিজের শরীর আর আত্মার কম্বাইন্ড রূপকে স্মৃতিতে রাখো । শরীর রচনা, আত্মা রচয়িতা । এতে মালিকভাব আপনা থেকেই স্মৃতিতে থাকবে । মালিকভাবের স্মৃতি দ্বারা নিজেকে হাইয়েস্ট অথরিটি অনুভব করবে । শরীরের চালনাকারী হবে । দ্বিতীয়তঃ, বাবা আর বাচ্চার (শিবশক্তি) কম্বাইন্ড স্বরূপের স্মৃতি দ্বারা মায়ার বিষনকে তোমাদের অথরিটি দিয়ে পরাস্ত করতে পারবে ।

স্লেগানঃ- বিস্তারকে সেকেন্ডে সমাহিত করে জ্ঞানের সার অনুভব করো আর করাও ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- ভোলানাথ, প্রিয়তম বাবা তোমাদের সম্মুখে বসে রয়েছেন, তোমরা প্রেম-পূর্বক স্মরণ করো তবেই একাগ্রতা বৃদ্ধি পাবে, বিঘন সমাপ্ত হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - বরাহমণ বাচ্চাদের কোন্ কথাটি স্মরণে থাকলে কখনও বিকর্ম হবে না ?

*উত্তরঃ - যে কর্ম আমরা করবো আমাদের দেখে অন্যরাও করবে -- এ'কথা স্মরণে থাকলে বিকর্ম হবে না। যদি কেউ গোপনেও পাপকর্ম করে তবে তা ধর্মরাজের কাছে গুপ্ত থাকতে পারে না, তৎক্ষণাৎ তার সাজাভোগ করতে হবে। ভবিষ্যতে আরো কঠিন মার্শাল ল' (সামরিক আইন) প্রযুক্ত হবে। এই ইন্সরসভায় কোনও পতিত লুকিয়ে বসে থাকতে পারে না।

*গীতঃ- ভোলানাথের থেকেও নিরালা আর কেউ নেই....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মা-রূপী বাচ্চারা জানে যে এখন আধ্যাত্মিক পিতা আমাদের এই সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান শোনাচ্ছেন। ওঁনার নামই হলো ভোলানাথ। বাবা অত্যান্ত ভোলা, কত কষ্ট সহন করেও বাচ্চাদের পড়ান। প্রতিপালন করেন। যখন আবার বড় হয় তখন সবকিছু তাদের দিয়ে স্বয়ং বাণপ্রস্থ অবস্থায় চলে যান। মনে করেন, আমি দায়িত্ব পালন করেছি, এখন বাচ্চারা জানে। তাহলে বাবা তো অবশ্যই হলেন ভোলা, তাই না! সেটাও এখন বাবা-ই বোঝান কারণ তিনি স্বয়ং ভোলানাথ। তাই পাখিব জগতের বাবার উদ্দেশ্যেও বোঝান যে উনিও(বরহমা) কত ভোলা। উনি হলেন পাখিব জগতের ভোলানাথ। ইনি আবার হলেন অসীম জগতের ভোলানাথ বাবা। পরমধাম থেকে আসেন পুরোনো দুনিয়া, পুরোনো শরীরে সে'জন্ম মানুষ মনে করে যে পুরোনো অপবিত্র শরীরে কিভাবে আসবে? না বোঝার কারণে পবিত্র শরীরধারী কৃষ্ণের নাম রেখে দিয়েছে। এই গীতা, বেদ, শাস্ত্রাদি আবারও তৈরী হবে। দেখো, শিববাবা কত ভোলা। যখন আসেন তখনও এমন অনুভব করান -- যেন বাবা এখানেই বসে রয়েছেন। এই সাকার বাবাও তো ভোলা, তাই না! কোনো উত্তরীয় নয়, কোনো তিলকাদি নয়। বরং সাধারণ বাবা তো বাবা-ই। বাচ্চারা জানে যে -- সমগ্র এই নলেজ শিববাবাই দেন, আর কারোর সাহস নেই যে দিতে পারে। দিনে-দিনে বাচ্চাদের ধ্যান বৃদ্ধি পেতে থাকে। যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই ভালবাসা বাড়তে থাকবে। তিনি হলেন প্রিয়তম বাবা, তাই না! কেবল এখন নয়, ভক্তিমার্গেও তোমরা প্রিয়তম মনে করতে। তোমরা বলতে -- বাবা, যখন তুমি আসবে তখন আর সকলের ভালবাসা ছেড়ে একমাত্র বাবাকেই ভালবাসবো। তোমরা এখন জানোও, কিন্তু মায়া এতটা ভালবাসতে দেয় না। মায়া চায় না যে এ আমাকে ছেড়ে বাবাকে স্মরণ করুক। সে চায় যে দেহ-অভিমানী হয়ে আমায় ভালবাসুক। মায়া এটাই চায় সেইজন্ম কত বিঘন ঘটায়। তোমাদের বিঘনকে পার করতে হবে। বাচ্চাদের কিছু তো পরিস্রম করা উচিত, তাই না! পুরুষাথের মাধ্যমেই তোমরা নিজেদের প্রালবধ পাও। বাচ্চারা জানে, উচ্চপদ পাওয়ার জন্ম কত পুরুষাথ করতে হবে। এক হলো বিকারকে দান করে দিতে হবে, দ্বিতীয় বাবার থেকে যে অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের ধন-সম্পদ পাওয়া যায় তা দান করতে হবে। যে অবিনাশী ধনের দ্বারাই তোমরা এত ধনবান হয়ে যাও। জ্ঞান হলো উপার্জনের উৎস। ওটা হলো শাস্ত্রের ফিলোসফি, এটা হলো স্পিরিচুয়াল নলেজ। শাস্ত্রাদি পড়েও অনেক উপার্জন করে। একটি কুঠুরিতে(ছোট ঘরে) প্রস্থাদি রেখে দেয়, অল্প কিছু শোনায়, বয়স উপার্জন হয়ে যাবে। এ কোনও যথার্থ জ্ঞান নয়। যথার্থ জ্ঞান একমাত্র বাবা-ই দেন। যতক্ষণ পর্যন্ত এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান পাওয়া না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত ওই শাস্ত্রের ফিলোসফি বৃদ্ধিতে থাকে। তোমাদের কথা শোনে না। তোমরা হলে অতি অল্পসংখ্যক। এ তো ১০০ শতাংশ নিশ্চিত যে এই আধ্যাত্মিক নলেজ বাচ্চারা আধ্যাত্মিক পিতার কাছ থেকে নিয়েছে। নলেজ হলো উপার্জনের উৎস(সোর্স অফ ইনকাম)। অনেক ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হয়। যোগ হলো সুস্বাস্থ্য উৎস অর্থাৎ নিরোগী কায়া পাওয়া যায়। জ্ঞানের দ্বারা সম্পদ। এই দুটিই হলো মুখ্য সাবজেক্ট। কেউ আবার ভালভাবে ধারণ করে, কেউ কম ধারণ করে। তাহলে সম্পদও নম্বরের অনুক্রমে অল্পই প্রাপ্ত হবে। সাজা ইত্যাদি ভোগ করে পদ পায়। সম্পূর্ণরূপে স্মরণ করে না তাই বিকর্ম বিনাশ হয় না। পুনরায় সাজা ভোগ করতে হয়। পদও ভরস্ট হয়ে যায়। যেমন স্কুলে হয়। এ হলো অসীম জগতের জ্ঞান, এর দ্বারাই তরী পার হয়ে যায়। ওই জ্ঞানে ব্যারিস্টারি, ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে হয়। এখানের পড়া তো এক(বিষয়েই)। যোগ এবং জ্ঞানের দ্বারা চিরকালের জন্ম সুস্থ, সম্পদশালী (এভার-হেল্দি, ওয়েল্দি) হয়ে যায়। প্রিন্স হয়ে যায়। ওখানে অর্থাৎ স্বর্গে কোনো ব্যারিস্টার, জজ ইত্যাদি হয় না। ওখানে ধর্মরাজেরও কোনো প্রয়োজন পড়ে না। না গর্ভজ্যেলে সাজা, না ধর্মরাজপুরীর সাজা ভোগ করতে হয়। গর্ভ-মহলে অত্যান্ত সুখে থাকে। এখানে গর্ভ-জ্যেলে সাজাভোগ করতে হয়। এ'সমস্ত কথা তোমরা বাচ্চারাই এখন বোঝ। এছাড়া শাস্ত্র, সংস্কৃতে শ্লোক ইত্যাদি তো মানুষই তৈরী করেছে। (মানুষ) জিজ্ঞাসা করে যে সংযুগে কোন ভাষা থাকবে? বাবা বোঝান -- দেবতাদের ভাষা যা হবে, সেটাই চলবে। যা ওখানকার ভাষা হবে, তা আর কোথাও থাকতে পারে না। এরকম হতে পারে না যে ওখানকার ভাষা সংস্কৃত। দেবতাদের আর অপবিত্র মানুষের ভাষা এক হতে পারে না। ওখানে যে ভাষার প্রচলন থাকবে সেটিই চলবে। এতে জিজ্ঞাসা করার মতন কিছু নেই। প্রথমে বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে নাও। যা কল্প-পূর্বে হয়েছে সেটাই হবে। প্রথমে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো, অন্য কোনও কথা জিজ্ঞাসাই করো না। আচ্ছা, ৮৪ জন্মই নয়, ৮০ অথবা ৮২ হোক, এইসমস্ত কথা তোমরা ছেড়েই দাও। বাবা বলেন -- অল্ফকে স্মরণ করো। অবশ্যই স্বর্গের রাজত্ব প্রাপ্ত করো, তাই না!

অনেকবার তোমরা স্বর্গের রাজত্ব প্রাপ্ত করেছো। উত্তরণ থেকে অবরোহণও তো করতে হবে। এখন তোমরা মাস্টার জ্ঞানসাগর, মাস্টার সুখসাগর হয়ে যাও। তোমরা হলে পুরুষার্থী। বাবা হলেন সম্পূর্ণ। বাবার মধ্যে যে নলেজ রয়েছে তা বাচ্চাদের মধ্যেও রয়েছে। তোমাদের কিন্তু জ্ঞানের সাগর বলা যাবে না। সাগর তো একটাই কেবল অনেক নাম রেখে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া তোমরা হলে জ্ঞানসাগর থেকে নির্গত হওয়া নদী। তোমরা হলে মানসরোবর, নদীসমূহ। নদীসমূহের নামও রয়েছে। বরহমপুত্র অনেক বড় নদী। কলকাতায় নদী আর সাগরের সজাম(স্থল) রয়েছে। তার নামও আছে, ডায়মন্ড হারবার। তোমরা বরহমা মুখবংশাবলীরাও হীরে-তুল্য হয়ে যাও। অতি বড় মেলা হয়। বাবা এই বরহমার শরীরে এসে(প্রবেশ করে) বাচ্চাদের সজো মিলিত হন। এ'সব বোঝার মতন বিষয়(কথা)। পুনরায় বাবা বলেন -- "মম্মনাভব"। বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। তিনি প্রিয়তম, সর্ব-সম্বন্ধেই স্যাকারিন (মধুর)। ওইসব সম্বন্ধীয়া হলো বিকারী। তাদের থেমে থেকে দুঃখই প্রাপ্ত হয়। বাবা তোমাদের সবকিছুর ফল দিয়ে দেন। সর্ব-সম্বন্ধেই ভালবাসা দেন, কত সুখ প্রদান করেন। আর কেউ এত সুখ দিতে পারে না। কেউ দিলে তবে তা অল্প সময়ের জন্য। যাকে সন্ন্যাসীরা কাক-বিষ্ণুর সমান সুখ বলে। দুঃখধামে তো অবশ্যই দুঃখ থাকবে। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে আমরা অনেকবার এই ভূমিকা পালন করেছি। কিন্তু আমরা উচ্চপদ কীভাবে লাভ করবো, তার চিন্তা থাকা উচিত। অনেক পুরুষার্থ করতে হবে যাতে আমরা ওখানে অনুত্তীর্ণ হয়ে না যাই। ভাল নম্বর নিয়ে পাশ করলে উচ্চপদ লাভ করবে এবং তারা খুশিও হবে। সকলেই তো এক সমান হবে না, যতখানি যোগ লাগবে। অসংখ্য গোপিকারা রয়েছে যারা কখনো সাক্ষাৎও করেনি। বাবার সজো সাক্ষাৎ করার জন্য বয়াকুল হয়ে যায়। সাধু-সন্ন্যাসীদের জন্য বয়াকুল হওয়ার কোনো কথাই নেই। এখানে শিববাবার সজো মিলিত হতে আসে। বিস্ময়কর কথা, তাই না! ঘরে বসে স্মরণ করে, শিববাবা আমরা তোমার সন্তান। আত্মার স্মৃতি আসে। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে আমরা শিববাবার কাছ থেকে প্রতি কল্পে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। সেই বাবা-ই কল্পের শেষে এসেছেন। না দেখে থাকতে পারা যায় না। আত্মা জানে বাবা এসেছেন। শিব-জয়ন্তীও পালন করে কিন্তু জানে না কিছুই। শিববাবা এসে পড়ান, এ'সব কিছুই জানে না। নামেই শিব-জয়ন্তী পালন করে। ছুটিও দেয় না। যিনি উত্তরাধিকার দিয়েছেন, তাঁর কোনও মহত্ব নেই। আর যাকে(কৃষ্ণকে) উত্তরাধিকার দিয়েছেন তার নামের মহিমা-কীর্তন করছে। বিশেষভাবে ভারতে এসে হেভেন স্থাপন করেছেন। বাকি সকলকে মুক্তি দিয়ে দেন। সকলে চায়ও (মুক্তি) তাই। তোমরা জানো, মুক্তির পর জীবনমুক্তি পাবে। বাবা এসে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করেন। বাবাকে বলা হয় সকলের সম্প্রতিদাতা। জীবনমুক্তি তো সকলেই প্রাপ্ত করে। পুরুষার্থের নম্বরের ক্রমানুসারে। বাবা বলেন -- এ হলো পতিত দুনিয়া, দুঃখধাম। সৎযুগে তোমরা কত সুখ পাও। তাকে বলে বহিস্ত(স্বর্গ)। আল্লাহ বহিস্তের রচনা কেন করেছেন? শুধুই কি মুসলমানদের জন্য রচনা করেছেন? নিজের-নিজের ভাষায় কেউ স্বর্গ বলে, কেউ বহিস্ত বলে। তোমরা জানো যে হেভেনে (স্বর্গে) কেবল ভারতই থাকে। বাচ্চারা, এইসমস্ত কথা তোমাদের বুদ্ধিতে পুরুষার্থের নম্বরের অনুক্রমে বসে রয়েছে। একজন মুসলমান বলতো যে, আমি আল্লাহর বাগিচায় গিয়েছি। এইসব সাক্ষাৎকার হয়। ড্রামা প্রথম থেকেই নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। ড্রামায় যা ঘটে, সেকেন্ড অতিবাহিত হলেই বলা হবে কল্প-পূর্বেও হয়েছিল। কাল কি হবে তা জানা নেই। ড্রামার উপর নিশ্চয় থাকা উচিত, যাতে কোনো দুষ্টিন্তা না থাকে। বাবা তো তোমাদের আদেশ করেছেন -- মামেকম্ স্মরণ করো আর নিজেদের উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। শেষ তো সকলকেই হতে হবে। কেউ পরস্পরের জন্য কাঁদতেও পারবে না। মৃত্যু আসবে আর আত্মা চলে যাবে, কাঁদবার অবসরও থাকবে না। শব্দও বেরোবে না। আজকাল তো মানুষ ভস্ম নিয়েও কত পরিকল্পনা করে। (মনে) বিশ্বাস বসে রয়েছে। সবই সময় নষ্ট..... এতে কিইবা রাখা আছে! মাটি, মাটিতেই মিশে যাবে। এতে কি ভারত পবিত্র হয়ে যাবে? পতিত দুনিয়ায় যেসমস্ত কাজকর্ম করা হয় তা পতিতরাই করবে। দান-পুণ্যাদিও করে এসেছে। ভারত কি পবিত্র হয়েছে? সিঁড়ি নীচে নামতেই হবে। সৎযুগে সূর্যবংশীয় হয়। তারপর সিঁড়িতে নীচে নামে, ধীরে-ধীরে অধঃপতনে যায়। যদিও কত যজ্ঞ-তপাদি করে কিন্তু পরজন্মে অল্পকালের জন্য ফল প্রাপ্ত হয়। কেউ খারাপ কর্ম করলে তারও ফল সে ভোগ করে। অসীম জগতের পিতা জানেন যে, তিনি বাচ্চাদের পড়াতে এসেছেন। শরীরও ধারণ করেছেন সাধারণ। কোনো তিলক ইত্যাদি লাগানোর প্রয়োজন নেই। ভক্তরা তো বড়-বড় করে তিলক কাটে। কিন্তু কত ঠকায়। বাবা বলেছেন, আমি সাধারণ শরীরে আসি, এসে বাচ্চাদের পড়াই। বাণপ্রস্থ অবস্থা তো। কৃষ্ণের নাম কেন দিয়েছে? এখানে তো বিচার করার মতনও বুদ্ধি নেই। এখন বাবা সঠিক-বেঠিক বিচার করার বুদ্ধি দিয়েছেন। বাবা বলেন -- তোমরা যজ্ঞ-তপ, দান-পুণ্য করে, শাস্ত্র পাঠ করে এসেছো। সেই শাস্ত্রতে কি কিছু আছে? আমি তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে বিশ্বের বাদশাহী দিয়েছি নাকি কৃষ্ণ দিয়েছে? বিচার করো। বলে, বাবা তুমিই শুনিয়েছিলে। কৃষ্ণ তো ছোট্ট প্রিন্স, সে কিকরে শোনাবে! বাবা, তোমার রাজযোগের মাধ্যমেই আমরা এমনটি হয়ে যাই। বাবা বলেন -- শরীরের কোনো ভরসা নেই। অনেক পুরুষার্থ করতে হবে। বাবাকে সমাচার শোনায যে অমুকে অত্যাচারে ভালো, নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্ন। আমি বলি, একদমই নিশ্চয় নেই, যাদের অত্যাচার ভালবেসেছি তারা আজ নেই। বাবা তো সকলের সজো প্রেমময় হয়ে চলেন। যেরকম কর্ম আমি করবো, আমায় দেখে অন্যরাও করবে। কেউ আবার বিকারে যায়, পুনরায় গোপনে এসে বসে। বাবা তো তৎক্ষণাৎ সন্দেহীকে বলে দেন। এমন কর্ম যারা করবে তারা অত্যাচার নাজুক (দুর্বল) হতে থাকবে। ভবিষ্যতে আর চলতে পারবে না। পরে নাজুক সময়ে কেউ কিছু করলে তখন একদম মার্শাল ল' লাগু করা হয়। ভবিষ্যতে তোমরা এমন অনেক দেখবে। বাবা কি-কি করে থাকেন। বাবা কি শাস্তি দেন নাকি ধর্মরাজকে দিয়ে দেওয়ান। জ্ঞানে প্রেরণার কোনো কথা নেই। ভগবানকে তো সকল মানুষই বলেন -- হে পতিত-পাবন এসো, এসে আমাদের পবিত্র করো। সমস্ত আত্মারাই কর্মেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আহবান করে। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। ওঁনার কাছে নানাধরণের অনেক সামগ্রী রয়েছে। এইরকম বিভিন্ন প্রকারের সামগ্রী আর কারোর কাছে নেই। কৃষ্ণের মহিমা সম্পূর্ণ আলাদা। বাবার শিক্ষার দ্বারাই এঁনারা(লক্ষ্মী-নারায়ণ) কিরকম হয়েছেন! নির্মাণকারী তো সেই বাবা-ই। বাবা এসে কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতি

বোঝান। এখন তোমাদের তৃতীয় নয়ন উন্মীলিত হয়েছে। তোমরা জানো যে, এ হলো ৫ হাজার বছরের কথা। এখন ঘরে যেতে হবে, নিজের ভূমিকা পালন করতে হবে। এ হলো স্বর্দর্শন-চক্র, তাই না! তোমাদের নাম হলো স্বর্দর্শন-চক্রধারী, বরাহমণি কুলভূষণ, প্রজাপিতা বরহমাকুমার-কুমারী। লক্ষ্যধিকের মতন স্বর্দর্শন-চক্রধারী হবে। তোমরা কত জ্ঞান পাঠ করো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-বৃগী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ

১) এখনকার সময় অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল (নাজুক), সেইজন্য কোনও উল্টোপাল্টা কাজ-কর্ম করা উচিত নয়। কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতিকে চিন্তনে রেখে সর্বদা স্প্রেষ্ঠ কর্মই করা উচিত।

২) যোগের দ্বারা সদাকালের জন্য নিজের কায়াকে (শরীর) নিরোগী করতে হবে। একমাংস প্রিয়তম পিতাকেই স্মরণ করতে হবে। বাবার থেকে অবিনাশী যে জ্ঞান-ধন পেয়েছো, তা দান করতে হবে।

বরদানঃ স্বমানে স্থির হয়ে বিশ্বের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তকারী দেহ-অভিমান মুক্ত ভব*
পঠন-পাঠনের মূল উদ্দেশ্যই হলো -- দেহ-অভিমানের উর্ধ্ব (ন্যায়ে) উঠে দেহী-অভিমানী হওয়া। এই দেহ-অভিমান থেকে পৃথক অথবা মুক্ত হওয়ার বিধিই হলো -- সর্বদা স্বমানে স্থির থাকা। সজাময়ুগের এবং ভবিষ্যতের অনেকপ্রকারের যে স্বমান রয়েছে তারমধ্যে যেকোনও একটি স্বমানে স্থির হলেই দেহ-অভিমান মুছে যেতে থাকবে। যারা স্বমানে স্থির থাকে তারা সত্যতঃই সম্মান প্রাপ্ত করে। যে সদা স্বমানে স্থির, সে-ই বিশ্ব মহারাজন হয় এবং বিশ্ব তাকে সম্মান প্রদান করে।

স্লোগানঃ সময়ানুসারে নিজেকে নমনীয়(মোল্ড) করে নেওয়া -- এটাই হলো রিয়েল গোল্ড হওয়া।

“মিস্টি বাচ্চারা - এখন ঘরে অর্থাৎ পরমধাম ফিরতে হবে, তাই দেহ-ভাব ভুলে নিজেকে অশরীরী আত্মা ভাবো, সব কিছু থেকে আসকিত মেটাও”

*প্রশ্নঃ - সজ্জাম যুগে তোমরা বাচ্চারা বাবার কাছে কোন্ বুদ্ধি প্রাপ্ত কর ?

*উত্তরঃ - তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান কীভাবে হবে, নিজের ভাগ্য কীভাবে উঁচু করবে, এই বুদ্ধিটি তোমরা এখনই শিখছো। যে যতখানি যোগযুক্ত এবং জ্ঞান যুক্ত হয়েছে, তার ততই উন্নতি হতে থাকে। উন্নতি প্রাপ্ত করা বাচ্চারা কখনও লুকিয়ে থাকতে পারে না। বাবা প্রত্যেকটি বাচ্চার অ্যাক্ট দেখে বোঝেন কোন্ বাচ্চাটি নিজের ভাগ্য উঁচু করার পরিশ্রম করছে।

*গীতঃ- মৃত্যু তোমার পথে

ওম্ শান্তি। সব বাচ্চারা এই গান শুনলো। বাচ্চারা বললে সব সেন্টারের বাচ্চারা জানে যে বাবা আমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের জন্ম বলছেন যে বাচ্চারা এই গান শুনেছে - জীবিত থেকে গলার হার হওয়ার জন্ম অর্থাৎ মূলবতনে গিয়ে বাবার ঘরে থাকার জন্ম। ওই হল শিববাবার নিবাস তাইনা, যেখানে সব শালিগ্রামরা থাকে। বাচ্চারা, ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ, স্বর্দশন চক্রধারীরা জানে যে যথাযথভাবে সেই বাবা এসেছেন। তিনি বলেন - এখন তোমাদেরকে অশরীরী হতে হবে অর্থাৎ দেহের অনুভূতি ভুলে যেতে হবে। এই পুরানো দুনিয়া তো শেষ হয়ে যাবে। এই দেহটি তো ত্যাগ করতে হবে অর্থাৎ সবাইকে ত্যাগ করতে হবে, কারণ এই দুনিয়াকেই শেষ হতে হবে। সুতরাং এখন ঘরে অর্থাৎ পরমধামে ফিরে যেতে হবে। সব বাচ্চাদেরই এখন খুশীর অনুভব হয় কারণ অধকল্প ঘরে ফেরার জন্ম অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। কিন্তু পথ মেলেনি! উপরন্তু ভক্তিমার্গের আড়ম্বর দেখে মানুষ আরও জড়িয়ে পড়েছে। এই হল ভক্তিমার্গের পাঁক যাতে মানুষ গলা পর্যন্ত ডুবে আছে। এখন বাচ্চারা বলে - বাবা আমরা পুরানো দুনিয়া, পুরানো শরীরকে ভুলে যাই। এখন তোমার সঙ্গে অশরীরী হয়ে ঘরে ফিরবো। সবার বুদ্ধিতে আছে পরমপিতা পরমাত্মা পরমধাম থেকে এসেছেন, আমাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার জন্ম। শুধু বলেন তোমরা পবিত্র হয়ে আমাকে স্মরণ করো। জীবিত থেকে মৃত অবস্থায় স্থিত হতে হবে। তোমরা জানো সেখানে ঘরে অর্থাৎ পরমধামে আত্মারা বাস করে। তাও আত্মা তো হল বিন্দু। নিরাকারী দুনিয়ায় সব আত্মারা চলে যাবে, যত মানুষ তত আত্মারা সেখানে থাকবে। আত্মারা ওই মহা তৎবের কতটা স্থান দখল করে। শরীর তো এত বিশাল, কতখানি জায়গা ঘিরে রাখে? বাকি আত্মাদের কতটুকু জায়গা চাই! আমরা আত্মারা কতটুকু জায়গা নেব? খুবই কম। বাচ্চাদের এইসব কথা বাবার কাছে শোনার সৌভাগ্য বর্তমানেই প্রাপ্ত হয়। বাবা বলেন তোমরা অশরীরী (শরীর বিহীন) এসেছিলে তারপরে শরীর ধারণ করে পটি প্লে করেছো, এখন আবার জীবিত থেকে মরতে হবে, সবকিছু ভুলে যেতে হবে। বাবা এসে মরতে শেখান। বলেন নিজের পিতাকে, নিজের ঘর পরমধামকে স্মরণ করো। খুব পুরুষাণ্ড করো। যোগযুক্ত থাকলে পাপ বিনষ্ট হবে। তখন আত্মা তমো প্রধান থেকে সতো প্রধান হয়ে যাবে। তাই বাবা পরামর্শ দেন - কল্প পূর্বেও বলেছিলেন যে দেহের সব সম্বন্ধ ত্যাগ করে মামেকম স্মরণ করো। উনি হলেন সকলের পিতা, তাইনা। তোমরা হলে ব্রহ্মার মুখবংশী সন্তান, যারা জ্ঞান প্রাপ্ত কর। শিবের সন্তান তো অবশ্যই। এই কথাটিতে সবার নিশ্চয় আছে - আমরা ভগবানের সন্তান। কিন্তু তাঁর নাম, রূপ, দেশ, কাল ভুলে যাওয়ার দরুন, ভগবানের সঙ্গে কারো এতখানি ভালোবাসা থাকে না। কাউকে দোষ দেওয়া হয় না। এও ভ্রামাতে নির্দিষ্ট আছে।

বাবা বোঝান তোমরা আত্মা হলে সূক্ষ্ম বিন্দু স্বরূপ, তাতে ৮৪ জন্মের পটি ভরা আছে। কতখানি আশ্চর্যের কথা। আত্মা কীভাবে শরীর ধারণ করে পটি প্লে করে। এখন তোমরা অসীম জগতের পটি প্লে করার কথা জেনেছো। এই জ্ঞান আর কারো বুদ্ধিতে নেই। তোমরাও দেহ-অভিমাত্রী ছিলে। এখন একেবারে পরিবর্তন হয়েছে। তাও প্রত্যেকের নিজস্ব ভাগ্য অনুযায়ী। কল্প পূর্বের ভাগ্যের সাক্ষাৎকার এখন হচ্ছে। দুনিয়ায় অসংখ্য মানুষ আছে, প্রত্যেকের নিজস্ব ভাগ্য আছে। যে যেরকম কর্ম করেছে সেই অনুযায়ী দুঃখী, সুখী, ধনী, গরিব হয়েছে। প্রাপ্ত হয় আত্মার। আত্মা কীভাবে সুখে আসে, তারপরে দুঃখে আসে, সেই কথা বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়ার বুদ্ধি বাবা'ই শেখান কল্প পূর্বের মতন। যে যতখানি বুদ্ধি পেয়েছে ততখানি এখন প্রাপ্ত করছে। শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকের ভাগ্যের কথা বুঝতে পারবে। তখন বলবে কল্প-কল্প প্রত্যেকের এমনই ভাগ্য থাকবে। যে খুব ভালোরকম যোগযুক্ত, জ্ঞান যুক্ত হয়ে থাকবে - সে সাভিসও করতে থাকবে। পড়াশোনাতে সর্বদা উন্নতি হতে থাকবে। কোনো বাচ্চারা খুব শীঘ্র উন্নতি প্রাপ্ত করে, কেউ খুব বেশী বুদ্ধি খাটায়। এখানেও সেইরকম আছে। কল্প পূর্বের মতন যারা উন্নতি করে, তারা লুকিয়ে থাকতে পারে না। বাবা তো জানেন তাইনা - সবার কানেকশন শিববাবার সঙ্গে তাইনা। ইনিও বাচ্চাদের অ্যাক্ট বুঝতে পারেন, তো উনিও সব দেখেন। ব্রহ্মা বাবার কাছে যদিও লুকানো যায় কিন্তু শিববাবার কাছে লুকানো সম্ভব নয়। ভক্তিমার্গেই পরমাত্মার কাছে কিছু লুকানো যায় না তাহলে জ্ঞান মাগে কীভাবে লুকাবে। বাবা বোঝাতে থাকেন, পড়াশোনা তো খুব সহজ। কর্মও করতে হবে। থাকতেও হবে মিত্র আত্মীয় স্বজনদের কাছে পুরানো দুনিয়ায়। সেখানে থেকেই পরিশ্রম করতে হবে। এখানে থেকে যারা পুরুষাণ্ড করছে তাদের চেয়ে ঘরে থেকে যারা পুরুষাণ্ড করছে তারা তীক্ষ্ণ এগিয়ে যেতে

পারে। যদি দৃঢ় পরিশ্রম করে তাহলে। শাস্ত্রের অর্জুন এবং একলবেয়র দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে তাইনা। যদিও একলবয় বাইরে থাকতো কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা তীর চালাতে সে অর্জুনের চেয়েও দক্ষ হয়ে গেছিল। অতএব গৃহস্থ থেকে পদ্ম ফুলের মতন থাকতে হবে। এর দৃষ্টান্তও তোমরা দেখতে পাবে। গৃহস্থ থেকে ভালো সাভিস করতে পারবে। তারা বেশী বৃষ্টি পাবে। এখানে যারা থাকে তাদের মায়া ছাড়ে না। এমন নয় যে বাবার কাছে গেলে মুক্ত হবে। না, প্রত্যেকের নিজস্ব পুরুষার্থ আছে। গৃহস্থ থেকে তারা এখানে থাকা বাচ্চাদের চেয়ে ভালো পুরুষার্থ করতে পারবে। খুব ভালো সাহসের পরিচয় দিতে পারবে, তাদেরকেই মহাবীর বলা হয়, যারা গৃহস্থ থেকে পদ্ম ফুলের মতন হয়ে দেখাবে। বাবাকে বলে, বাবা আপনি ত্যাগ করেছেন। বাবা বলেন - আমি তো ত্যাগ করিনি, আমাকেই ত্যাগ করে গেছে। বাবা তো কাউকে ত্যাগ করে আসেননি। ঘরে অনেক বাচ্চারা এসে গেছে। বাকি কন্যাদের উদ্দেশ্যে বাবা বলেন, তোমরা এই ঈশ্বরীয় সাভিস করো। ইনিও বাবা, উনিও বাবা। কুমাররাও অনেকে এসেছে কিন্তু চলতে পারেনি। কন্যারা তবু ভালো। কন্যা হল ১০০ বরাহমণের চেয়ে উৎতম। অতএব সেই কন্যা স্প্রষ্ঠ, যে ২১ কুলের উদ্ধার করে, জ্ঞানের বাণ মারতে পারে। বাকি যারা গৃহস্থ থেকে তারাও হল বি.কে.। ভবিষ্যতে গিয়ে তাদেরও বন্দন শেষ হয়ে যাবে। সাভিস তো করতে হবে তাইনা। অনেক সাভিসেবল বাচ্চারা বাপদাদার হৃদয়ে স্থান অর্জন করে আছে, যারা হাজার হাজার মানুষের কল্যাণ করছে। অতএব এমন সাভিসেবল বাচ্চারা আশীর্বাদ প্রাপ্ত করতে থাকবে। তারা হৃদয়ে বিরাজ করবে। যারা হৃদয়ে বিরাজিত তারাই সিংহাসনে বসবে। বাবা বলেন নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে যুক্তি রচনা করো, সবাইকে মার্গ বলে দেওয়ার। চিত্রও তৈরি হতে থাকে। এই সব হল প্রাকটিক্যাল কথা।

এখন তোমরা বোঝাও যে পরমপিতা হলেন নিরাকার, তিনি হলেন বিন্দু স্বরূপ। কিন্তু তিনি হলেন নলেজফুল, পতিত-পাবন। আত্মাও হল বিন্দু। সন্তান তো হয় ছোট। পিতা ও সন্তানের মধ্যে তফাৎ হয় তো তাইনা। আজকাল ১৫-১৬ বছরেও কেউ পিতা হয়ে যায়। তবুও তার সন্তান তার থেকে বয়সে ছোটই হবে তাইনা। এখানে দেখো ওয়ান্ডার আছে - পিতাও আত্মা, সন্তানও আত্মা। উনি হলেন সুপ্তীম আত্মা, নলেজফুল। বাকিরা সবাই নিজের পড়াশোনা অনুযায়ী নীচু বা উচ্চ পদমর্যাদা প্রাপ্ত করে। সম্পূর্ণ টা নির্ভর করছে পড়াশোনার উপরে। সুকর্ম করে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করে। এখন বাচ্চারা তোমাদের সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান আছে। স্বর্গে একমাত্র ভারত ই ছিল অন্য কোনও খন্ড ছিল না। অতএব ছোট নতুন ভারতে নিজের স্বর্গ দেখাও। যেমন দ্বারকা নাম নয়, লক্ষ্মী-নারায়ণের বংশের রাজত্ব লেখা উচিত। বুদ্ধিও বলে সৎ যুগে প্রথমে দেবতাংশীদের রাজ্য হবে। তাদের গ্রাম হবে, ছোট ছোট জায়গা হবে। এই কথাও বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। তার সাথে শিববাবার সজ্ঞা বুদ্ধির যোগ লাগাতে হবে। আমরা স্মরণের দ্বারাই বাদশাহী প্রাপ্ত করি। স্মরণের দ্বারা কাট মিটবে, এতেই আছে সম্পূর্ণ পরিশ্রম। অনেকের বুদ্ধি বাইরে বিচরণ করে, এখানে বসে থেকেও সারাটা সময় স্মরণে স্থির থাকতে পারেনা, বুদ্ধি অন্যত্র চলে যায়। ভক্তি মার্গেও এমন হয়। স্রীকৃষ্ণের ভক্তি করতে-করতে বুদ্ধি অন্য দিকে চলে যায়। নবধা ভক্তরা (নয় প্রকারের ভক্তির পরাকাষ্ঠা) সাক্ষাৎকারের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে। ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকে যাতে কৃষ্ণ বয়তীত অন্য কেউ যেন স্মরণে না আসে, খুব পরিশ্রম তাতে। এতে ৮-এর তারপর ১৬১০৮-এর মালা হয়ে যায়। তারা তো লাখের মালাও দেখায়। কিন্তু জ্ঞান মার্গের মালা হয় খুব মূল্যবান। ভক্তিমার্গের মালা হয় কম দামী, কারণ জ্ঞান মার্গে আত্মিক বা বৃহানী পরিশ্রম লাগে। কৃষ্ণকে দেখে খুশীতে ডান্স করে। ভক্তি ও জ্ঞানে রাত দিনের তফাৎ আছে, তোমাদেরকে এই কথা বোঝানো হয় না যে কৃষ্ণকে স্মরণ করলে জং দূর হবে। এখানে তো বোঝানো হয় যে বাবাকে যত স্মরণ করবে ততই পাপ বিনষ্ট হবে।

তোমরা বাচ্চারা এখন যোগ বলের দ্বারা বিশ্বের মালিক হও। এই কথাটি কারো স্বপ্নেও নেই হয়তো। লক্ষ্মী-নারায়ণ কোনও যুদ্ধ করেননি। তাহলে বিশ্বের মালিক হলেন কীভাবে? সেই কথা তো তোমরা জানো। বাবা বলেন যোগবলের দ্বারা তোমরা রাজত্ব প্রাপ্ত করবে। কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে চেষ্টাও করেনা। সাভিসেবল হয় না। বাবা তো নির্দেশ দেন এমন এমন করে প্রদর্শনী করো। মিনিমাম ১৫০ - ২০০ টি প্রদর্শনী যেন এক দিনে হয়ে যায়। গ্রামে-গ্রামে ঘুরে দেখো। যত গুলি সেন্টার, তত গুলি প্রদর্শনী। এক-একটি সেন্টারে প্রদর্শনী আয়োজিত হলে বোঝানো সহজ হবে। সেন্টারগুলিও দিন প্রতিদিন বড় হতে থাকবে যাতে চিত্র ইত্যাদি রাখা সম্ভব হবে। নতুন চিত্র আবিষ্কার হতে থাকে। বৈকুণ্ঠের চিত্র সুন্দর প্রাসাদ ইত্যাদির ছবি ভারতের বানানো উচিত। ভবিষ্যতে বোঝানোর জন্য ভালো-ভালো চিত্র তৈরি হবে। বাণপ্রস্থে যারা আছে তারা ঘুরতে ফিরতে সাভিস করতে পারে, যাদের ভাগ্য উদয় হবে তারা বেরোবে। অনেক বাচ্চারা কুর্কম করে নিজের সম্মান হারায়, অর্থাৎ যজ্ঞের সম্মান হারায়। যেমন আচরণ তেমন পদ মর্যাদা। যারা অনেক কে সুখ দেয়, তাদের তো মহিমা গায়ন হয়। এখনও সর্বগুণে সম্পন্ন তো হয় নি তাইনা। কেউ কেউ খুব ভালো সাভিস করছে। এমন এমন নাম শুনে বাবা খুশী হন। সাভিসেবল বাচ্চাদের দেখে বাবা তো খুশী হবেন তাইনা। ভালো সাভিস করার জন্য পরিশ্রম করে। সেন্টারও খোলে, যার দ্বারা হাজার মানুষের কল্যাণ হবে। তাদের দ্বারা আবার অনেকে জ্ঞান লাভ করবে। সম্পূর্ণ তো কেউ হয়নি। কিছু কিছু ভুল কাজ হয়েই যায়। মায়া ছাড়ে না। যত সাভিস করে নিজের উন্নতি করবে ততই হৃদয়ে স্থান অর্জন করবে। ততই উঁচু পদের অধিকারী হবে। তারপরে কল্প কল্প এমনই পদ মর্যাদা প্রাপ্ত হবে। শিববাবার কাছে কেউ কিছু লুকাতে পারে না। অন্তিম কালে প্রত্যেকের নিজের নিজের কর্মের সাক্ষাৎকার তো হয়েই থাকে। তখন আর কি করতে পারবে! তারস্বরে কাঁদতে হবে। তাই বাবা বোঝান যে, এমন কোনও কর্ম কোরো না যাতে শেষ সময়ে দন্ডের ভাগী হও, অনুতাপ করতে হয়। কিন্তু যতই বোঝাও যদি ভাগ্যে না থাকে তাহলে চেষ্টাও করে না। আজকালকার মানুষের তো বাবার পরিচয় জানা না। ভগবানকে

স্মরণ করে কিন্তু জানে না। তাঁর কথা মতন চলে না। এখন সেই অসীম জগতের পিতার কাছে তোমরা সৎযুগী স্বরাষ্ট্রের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত কর সেকেন্ডে। শিববাবার নাম তো সবাই পছন্দ করে তাইনা। বাচ্চারা জানে যে ওই অসীম জগতের পিতার কাছে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হচ্ছে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্মেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঠান্ডার আত্মাবূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) নিজের আচার আচরণের দ্বারা বাবার বা যজ্ঞের নাম উজ্জ্বল করতে হবে। এমন কোনও কর্ম করবে না যাতে বাবার সম্মানহানি হয়। সাভিস দ্বারা নিজের ভাণ্ড নিজের তৈরি করতে হবে।

২) বাবার মতন কল্যাণকারী হয়ে সর্বজনের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করে প্রথম নম্বর নিতে হবে। গৃহস্থ থেকে পদ্ম ফুলের মতন থাকার সাহসের পরিচয় দিতে হবে।

বরদানঃ-

সহযোগিতার দ্বারা নিজেকে সহজ যোগী রূপে পরিণত করে নিরন্তর যোগী ভব
সজ্জম যুগে বাবার সহযোগী হয়ে যাওয়া - এটাই হল সহজযোগী হওয়ার বিধি। যার প্রতিটি সঙ্কল্প, শব্দ এবং কর্ম বাবার অথবা নিজের রাষ্ট্রের স্থাপনার কর্তব্য পালনে সহযোগী থাকার হয়, তাকে জ্ঞানী, যোগী আত্মা নিরন্তর প্রকৃত সৎয সেবাধারী বলা হয়। মনের দ্বারা নয় তো তন বা দেহের দ্বারা, দেহের দ্বারা নয় তো ধনের দ্বারা, ধনের দ্বারাও নয় তো যেভাবে সহযোগী হতে পারো তাতেই সহযোগী হও, এও হল যোগ। যখন বাবার আপন হয়েই গেছো, তখন বাবা এবং তুমি - তৃতীয় কেউ নয় - এভাবেই নিরন্তর যোগী হয়ে যাবে।

স্লেগানঃ-

সজ্জমে সহ্য করা অর্থাৎ মরণ স্বীকার করাই হল স্বর্গের রাজ্য প্রাপ্ত করা।

"মিস্টি বাচ্চারা — বাবা তোমাদের জন্ম দূরদেশ থেকে এসেছেন নতুন রাজ্য স্থাপন করার জন্ম, তোমরা এখন স্বর্গের উপযুক্ত হয়ে উঠছো"

*প্রশ্নঃ - - যে বাচ্চাদের শিববাবার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস আছে তার লক্ষণ (চিহ্ন) কী?

*উত্তরঃ - — তারা চোখ বন্ধ করে বাবার স্রীমতে চলে, বাবা যে আদেশ দিয়ে থাকেন। কখনোই ভাবনাতেই আসে না যে, কোনও কষতি না হয়ে যায়। কেননা এমন দৃঢ় বিশ্বাস সম্পন্ন বাচ্চাদের দায়িত্ব বাবা স্বয়ং নিয়েছেন। তারা দৃঢ় নিশ্চয়ের শক্তি প্রাপ্ত করে থাকে। তাদের স্থিতি অচল, অটল হয়ে যায়।

*গীতঃ- — তুমিই মাতা, তুমিই পিতা....

ওম্ শান্তি । এটা কার মহিমা শুনলে ? যাকে পৃথিবীতে তোমরা বাচ্চারা ছাড়া আর কেউ জানেনা। এই মহিমা উচ্চ থেকে উচ্চতর বাবার। এছাড়া যারই মহিমা করুক না কেন সবই অর্থহীন হয়ে যায়। উচ্চ থেকে উচ্চতর হলেন এক বাবা। কিন্তু বাবার পরিচয় কে দেবে ? তিনি স্বয়ং এসে নিজের এবং আত্মাদের পরিচয় দিয়ে থাকেন। কোনো মানুষেরই আত্মার পরিচিতি নেই। যদিও বলে থাকে মহান আত্মা, জীব আত্মা। শরীর যখন ছেড়ে চলে যায় তখন বলে — আত্মা বেরিয়ে গেল। শরীর মরে যায়। আত্মা অবিনাশী। আত্মার কখনও বিনাশ হয় না। আত্মা যা নকশত্র স্বরূপ, সেটা অতি সূক্ষ্ম। এই চোখ দিয়ে দেখা যায় না। আত্মাই সব কর্তব্য করে, কিন্তু প্রতিটি মুহূর্তে দেহ-অভিমান থাকার কারণে বলে থাকে আমি অমুক, আমি এটা করেছি। বাস্তবে তো সব আত্মাই করে থাকে। শরীর তো অরণ্যাস। সাধু, সন্ন্যাসীরাও জানে যে আত্মা অতি সূক্ষ্ম যা ভরুকুটির মাঝখানে বিরাজ করে, কিন্তু তাদের এই জ্ঞান নেই যে, আত্মার মধ্যেই ভূমিকা পালন করার সংস্কার সঞ্চিত থাকে। কেউ বলে — আত্মার মধ্যে সংস্কার থাকে না, আত্মা নির্লেপ হয়। কেউ বলে সংস্কার অনুসারে জন্ম হয়। অনেক মতভেদ আছে। এটাও কারো জানা নেই কোন আত্মারা ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে। তোমরা জান সূর্যবংশীয়রাই ৮৪ চক্র ঘোরে। আত্মাই ৮৪ চক্র ঘুরে পতিত হয়ে যায়। তাদের এখন কে পবিত্র করে তুলবে ? পতিত-পাবন উচ্চ থেকে উচ্চতর এক বাবাই পবিত্র করে তুলতে পারেন, ওঁনার মহিমাও সবচেয়ে উচ্চ। ৮৪ জন্ম সবাই তো নেবেন। যারা পরে আসবে তারা তো ৮৪ জন্ম নিতে পারবে না। সবাই একসাথে তো আসবে না। যারা প্রথম-প্রথম সৎ যুগে আসবে, সূর্য বংশী রাজা এবং প্রজা তারাই ৮৪ জন্ম গ্রহণ করবে। পরে তো জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাইনা। তারপর কারো ৮৩ কারোও বা ৮০ টা জন্ম হয়। সৎযুগে সম্পূর্ণ আয়ু হয় ১৫০ বছরের। কারো মৃত্যুই তাড়াতাড়ি হয়না। এসব বিষয়ে বাবাই বসে বোঝান। এখন কেউ-ই পরমপিতা পরমাত্মাকে জানে না। বাবা বুঝিয়েছেন যেমন তোমাদের আত্মা, তেমনই আমারও। তোমাদের জন্ম-মৃত্যুর চক্রের আসতে হয়, আমাকে আসতে হয়না। আমাকে আহ্বান করা হয় যখন সবকিছু পতিত হয়ে যায়। যখন খুব দুঃখি হয়ে পড়ে তখনই আহ্বান করে। বাচ্চারা শিববাবা এখন তোমাদের শিক্ষা প্রদান করছেন।

কেউ-কেউ জিজ্ঞাসা করে কিভাবে মানবো যে পরমাত্মা আসেন ! ওদের বোঝাতে হবে যে সবাই আহ্বান করে বলে — হে পতিত-পাবন এসো। উনি হলেন নিরাকার, ওঁনার নিজের শরীর নেই, আসেন এই পতিত দুনিয়াতে। পবিত্র দুনিয়াতে তো যাবেন না। (পতিত দুনিয়াতে আসতে হয় পবিত্র করে তোলার জন্ম, পবিত্র দুনিয়াতে ভগবানের আসার প্রয়োজন পড়ে না)। এভাবে বোঝাতে হবে। এটাও বোঝাতে হবে পরমাত্মা বিন্দু স্বরূপ এতো সূক্ষ্ম যেমন আত্মাও ছোট্ট। কিন্তু উনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, এবং নলেজফুল। বাবা বলেন তোমরা আমাকে পরমপিতা পরমাত্মা বলে থাকো। আহ্বান কর যখন তবে তো নিশ্চয়ই আসতে হবে। গাওয়াও হয় দূরদেশ নিবাসী এসেছেন অন্যের দেশে। বাবার কাছ থেকেই এখন জেনেছি যে আমরা এখন অন্যের দেশে অর্থাৎ রাবণের দেশে আছি। সৎযুগ ত্রেতায় আমরা ঈশ্বরীয় দেশ অর্থাৎ নিজের দেশে ছিলাম তারপর দ্বাপর থেকে আমরা অন্যের দেশ, অন্যের রাজ্যে চলে আসি। বাম মাগে চলে আসি। তারপর শুরু হয় ভক্তি। প্রথমে তো শিববাবাকেই ভক্তি করে, শিবলিঙ্গকে কত বড়ো করে তৈরি করে, কিন্তু এতো বড়ো তো তিনি নন। এখন তোমরা বুঝেছ আত্মা আর পরমাত্মার মধ্যে কি পার্থক্য আছে! তিনি নলেজফুল, চির পবিত্র, সুখের সাগর, আনন্দের সাগর। এটাই তো পরমাত্মার মহিমা। তাঁকে আহ্বান করা হয় হে পতিত-পাবন এসো। তিনি হলেন পরমপিতা যিনি কল্পে-কল্পে আসেন। দূরদেশ নিবাসী পথিককে আহ্বান করা হয়, তাঁর মহিমা গাওয়া হয়। বরহমা, সরস্বতীকে আহ্বান করা হয়না। আহ্বান করে নিরাকার পরমাত্মাকে। আত্মা ডেকে বলে দূরদেশ থেকে এখন অন্যের দেশে এসো, কেননা সব পতিত হয়ে গেছে। আমিও যাই, যখন রাবণ রাজ্য শেষ হতে চলেছে। আমি আসি সজ্ঞা যুগে, এটা কারও জানা নেই।

বলাও হয় উনি পরম আত্মা, বিন্দু। আজকাল তো বলে থাকে প্রতিটি আত্মা পরমাত্মা এবং পরমাত্মা প্রতিটি আত্মা। আত্মা কখনও পরমাত্মা হতে পারে না। আত্মা, পরমাত্মা দুইই আলাদা। রূপ দুইয়েরই একরকম। কিন্তু আত্মাকে পতিত হতে হয়, ৮৪ জন্মের জন্ম ভূমিকা পালন করতে হয়। পরমাত্মা জন্ম-মৃত্যু রহিত। যদি আত্মাকেই পরমাত্মা বলা হয় তবে কি সতাপ্রধান পরমাত্মা তমোপ্রধান হয়ে যায়! না,

এটা তো হতে পারে না। বাবা বলেন আমি আসি সব আত্মাদের সাভিস করার জন্ম। তারা আমার জন্মের কথা বলতে পারেনা। আমি আসি নরকবাসীদের স্বর্গবাসী করে তুলতে। তিনি স্বর্গ স্থাপনা করার জন্মই বিদেশে (লৌকিক, সীমিত দুনিয়া) এসেছেন। বাবাই এসে আমাদের স্বর্গের উপযুক্ত করে তোলেন। এটাও বোঝান হয়েছে প্রত্যেক আত্মার ভূমিকা আলাদা-আলাদা। পরমাত্মা জন্ম-মৃত্যু রহিত (জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আসেন না)। পরমাত্মা আসেন তবেই তো শিবরাত্রির পালন করা হয়। কিন্তু তিনি কবে আসেন, কেউ জানেনা। না জেনে এভাবেই শিবজয়ন্তী পালন করে থাকে। তিনি অবশ্যই সজ্জামে আসেন, স্বর্গ স্থাপনা করার জন্ম। পতিতদের পবিত্র করে তোলার জন্ম অবশ্যই সজ্জামেই আসবেন তাইনা। পাবন সৃষ্টি হলো স্বর্গ। আহ্বান করে বলে পতিত-পাবন এসো। অবশ্যই পতিত দুনিয়া বিনাশের সময়, তবেই তো পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করবেন। যুগে-যুগে তিনি আসেন না। বাবা বলেন — আমাকে সজ্জাম যুগেই এসে পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করে তুলতে হয়। এটা অশ্বের দেশ, রাবণের দেশ। কিন্তু কোনো মানুষই জানেনা যে রাবণের রাজ্য চলছে। কবে থেকে এই রাবণ রাজ্য শুরু হয়েছিল, কিছুই জানা নেই। প্রধান বিষয়ই হলো আত্মা আর পরমাত্মার রহস্য বুঝিয়ে বলতে হবে, তারপর বোঝাতে হবে উনি কল্পের সজ্জাম যুগে আসেন পবিত্র করে তোলার জন্ম। এই কর্তব্য পরমাত্মার, কৃষ্ণের নয়। শ্রী কৃষ্ণ তো স্বয়ং ৮৪ জন্ম নিয়ে নীচে নেমে এসেছে সূর্যবংশীয়রা সবাই নীচে নেমে আসে। কল্প-বৃক্ষ অধিক তরতাজা, অধিক পুরানো তো হবেই না! জড়াজীর্ণ অবস্থা সবকিছুর হয়ে থাকে। কল্পের আয়ুও মানুষের জানা নেই। শাস্ত্রতেও দীর্ঘ আয়ুর কথা বলা হয়েছে। বাবাই এসে সব বোঝান। এর মধ্যে আর কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। রচয়িতা বাবা সত্যই বলেন। আমরা এতো সংখ্যক বি.কে সবাই মানি। নিশ্চয়ই সত্য তবেই তো মানি। তোমরা যেমন এগিয়ে যাবে এবং দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাবে তখনই বুঝতে সক্ষম হবে। প্রথমে মানুষকে এটাই বোঝাতে হবে পরমপিতা পরমাত্মা নিরাকার দূরদেশ থেকে এসেছেন। কোন শরীরে এসেছেন? সূক্ষ্ম বতনে এসে তিনি কি করবেন? নিশ্চয়ই এখানেই আসতে হবে। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকেও এখানে থাকা প্রয়োজন। ব্রহ্মা কে, তাও বাবা বসে বোঝান। যার মধ্যে প্রবেশ করি সেও তার জন্মকে জানতো না সুতরাং বাচ্চারাও জানেনা। বাচ্চারা আমার হয় যখন আমি অ্যাডপ্ট করি, আমি এই সাকার শরীর দ্বারা বাচ্চাদের বোঝাই যে, তোমরা নিজের জন্মকে ভুলে গেছ, এখন সৃষ্টি চক্র সম্পূর্ণ হতে চলেছে তারপর আবার রিপিট হবে। আমি এসেছি পবিত্র করে তোলার জন্ম, রাজযোগ শেখাতে। এছাড়া পবিত্র হওয়ার আর কোনো পথ নেই। যদি এই রহস্য মানুষ জানত তবে গঙ্গা ইত্যাদি নদীতে স্নান করতে, মেলা, তীর্থ ইত্যাদিতে যেত না। এই জলের নদীগুলিতে সব সময় স্নানই করতে থাকে। দ্বাপর থেকে করে আসছে। মানুষ মনে করে গঙ্গায় ডুব দিলেই পাপ নাশ হবে। কিন্তু কারো পাপ নাশ হয়না। প্রথমে তাদের আত্মা আর পরমাত্মার রহস্য বুঝিয়ে বলো, আত্মারাই পরমাত্মা বাবাকে আহ্বান করে থাকে, তিনি নিরাকার। অরগ্যান্স (অঙ্গ, কর্মেন্দ্রিয়) দ্বারাই আত্মা আহ্বান করে, ভক্তি করার পর ভগবানকে আসতেই হবে, এটাও ড্রামায় নির্ধারিত।

বাবা বলেন — আমাকে নতুন দুনিয়া স্থাপন করার জন্ম আসতে হয়। শাস্ত্রতেও লেখা আছে ভগবান সজ্জল্প করেছিলেন সুতরাং ড্রামার স্ক্যান অনুসারেই সজ্জল্প উঠেছিল। প্রথমে এই বিষয়গুলো কিছুই তোমরা বুঝতে না। প্রতিদিন একটু-একটু করে বুঝতে পারছ। বাবা বলেন — আমি তোমাদের নতুন-নতুন অতি গুহ্য (গভীর, গুরুত্বপূর্ণ) বিষয় শুনিয়ে থাকি। শুনতে-শুনতে তোমরাও বুঝতে পার, প্রথমে এমনটা বলতে না যে শিববাবা পড়াচ্ছেন। এখন ভালো ভাবে বুঝে গেছ, বোঝার জন্ম আরও অনেক বিষয় আছে। প্রতিদিন বুঝিয়ে থাকি কিভাবে কাউকে বোঝানো উচিত। প্রথমে এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত যে অসীম জগতের পিতা বোঝাচ্ছেন নিশ্চয়ই তিনি সত্য বলবেন। এতে বিভ্রান্তির কোনও ব্যাপার নেই। বাচ্চাদের মধ্যে কেউ পাককা (শক্তিশালী) কেউবা কাচা (দুর্বল)। কাচা হলে কাউকে বোঝাতে পারবে না। স্কুলেও নম্বরানুসারে হয় (পড়াশোনার অগ্রগতি অনুযায়ী)। অনেকের মধ্যেই এই সংশয় থাকে যে আমরা কিভাবে বুঝব যে পরমপিতা পরমাত্মা এসে জ্ঞান প্রদান করেন কেননা তাদের বুদ্ধিতে আছে শ্রী কৃষ্ণ জ্ঞান শুনিয়েছিলেন। এই পতিত দুনিয়াতে কৃষ্ণ তো এখন আসতে পারে না। এটাই ওদের কাছে প্রমাণ করো পরমাত্মাকেই আসতে হয়, পতিত দুনিয়া আর পতিত শরীরে। বাবা বোঝান প্রত্যেকের নিজ-নিজ বুদ্ধি আছে কেউ চট করে বুঝে নেয়। যতটুকু সম্ভব বোঝাতে হবে। ব্রাহ্মণ সবাই একরকম হবে না, কিছু বাচ্চাদের মধ্যে ভীষণ রকম দেহ-অভিমান থাকে। বাবাও জানেন বাচ্চাদের মধ্যে নম্বরানুসারে আছে। বাবার ডায়রেকশন অনুযায়ী বাচ্চাদের চলতে হবে। বড় বাবা (শিববাবা) যা বলেন, সেটা মানা উচিত। গুরু ইত্যাদিদের তো মেনে এসেছ। এখন বাবা যিনি স্বর্গে নিয়ে যেতে এসেছেন, তাঁর কথা চোখ বন্ধ করে মানা উচিত। কিন্তু এমন নিশ্চয় (অটুট বিশ্বাস) বুদ্ধি বাচ্চাদের নেই। এতে কোনো লাভ হোক বা কষতি গ্রহণ করা উচিত। মনে কর এতে কোনো কষতিই হবে তবুও বাবা বলছেন না! সবসময় মনে করবে — শিববাবা বলছেন। এমনটা ভেবোনা যে ব্রহ্মা বলছেন। শিববাবার দায়িত্ব। এটা (ব্রহ্মা) তাঁর রথ এবং তিনি অবশ্যই সবকিছু ঠিক রাখবেন। তিনি বলেন আমি এখানে বসে আছি। সবসময় মনে রেখো শিববাবা যিনি সবকিছু বলছেন। ব্রহ্মা কিছুই জানে না। সবসময় এভাবেই ভাবো, এই বিশ্বাস থাকা উচিত। শিববাবা বলেন আমার কথা মেনে চললে তোমাদের কল্যাণ হবে। এই ব্রহ্মাও যদি কিছু বলে থাকে তার দায়িত্বও আমার। বাচ্চারা তোমরা চিন্তা করোনা। শিববাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের অবস্থা আরও শক্তিশালী হবে। বিকর্ম বিনাশ হবে, শক্তি পাবে। যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই শক্তি বৃদ্ধি হবে।

যে শ্রীমতে চলে সাভিস করবে সেই উচ্চ পদ পাবে। অনেকের মধ্যেই ভীষণ ভাবে দেহ-অভিমান থাকে। বাবাকে দেখ সব বাচ্চাদের সাথে কত ভালোবাসার সাথে যোগাযোগ রেখে চলেন। সবার সাথে কথা বলেন। বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেন ভালোভাবে বসেছ? কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তো? বাচ্চাদের প্রতি অসীম জগতের পিতার অধিক ভালোবাসা থাকে। যে যত শ্রীমত অনুসারে চলে সাভিস করে সেই অনুসারে ভালোবাসা

থাকে। শুধুমাত্র সাভিসেই লাভ আছে। সাভিসের জন্ম অস্থি দিতে হয়। বাচ্চারা যখন সাভিস করে তখন তারা হৃদয়ে বসে থাকে এবং প্রথম শ্রেণীর বাচ্চা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। কিন্তু চলতে-চলতে কারো উপর প্রহর প্রভাব বিস্তার করে, কারণ মায়ার মুখোমুখি হতে হয় না! প্রহর কারণে জ্ঞানও ধারণ হয়না। কেউ আবার বিনা কলান্তিতে কর্ম দ্বারা সেবা করতেই থাকে।

তোমাদের কাজ হলো সবাইকে সুখধামের মালিক করে তোলা। কাউকে দুঃখ দেবে না। জ্ঞান না থাকার কারণে দুঃখ দিয়ে থাকে। যতই বোঝাও না কেন বুঝতেই চায়না। প্রথমে আত্মা আর পরমাত্মাকে বোঝাতে হবে। কিভাবে আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পটি সঞ্চিত থাকে, যা অবিনাশী, যা কখনোই পরিবর্তন হবে না, ভ্রামাতে ফিক্সড হয়ে আছে। এই দৃঢ় বিশ্বাস যাদের মধ্যে আছে তারা কখনোই টালমাটাল হবে না (স্থিতি ওঠানামা)। অনেকেই নড়বড়ে হয়ে পড়ে। অন্তিমে যখন খড়ের গাদায় আগুন লাগবে তখনই দৃঢ় বিশ্বাসে অটল হবে। এখন অনেক যুক্তি সহকারে বোঝাতে হবে। ভালো-ভালো বাচ্চারা নিরন্তর সাভিসের মধ্যেই থাকে। তারা হৃদয়ে বসে আছে। অনেকেই খুব দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে। তারা অনেক পরিশ্রম করে। সাভিসের জন্ম তাদের খুব আগ্রহ থাকে। যার মধ্যে যে গুণ রয়েছে বাবা তা বর্ণন করেন। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্মে মুখ্য সারঃ-

১) সাভিসে প্রতিটি অস্থি দিতে হবে, কোনও বিষয়ে সংশয় থাকা উচিত নয়। সবাইকে সাভিস দ্বারা সুখ দিতে হবে, দুঃখ নয়।

২) নিশ্চয়ের (দৃঢ় বিশ্বাসের) শক্তির দ্বারা নিজের অবস্থাকে অটল বানাতে হবে। যে স্ত্রীমত পাওয়া যায়, তার মধ্যেই কল্যাণ আছে, কেননা রেসপন্সিবল হলেন বাবা, সেইজন্য চিন্তা করা উচিত নয়।

বরদানঃ-

সহজযোগকে নেচার আর ন্যাচারাল করে তুলে প্রতিটি বিষয়ে পারফেক্ট ভব

যেমন তোমরা হলে বাবার সন্তান, এর মধ্যে কোনো পারসেন্টেজ নেই, একইভাবে নিরন্তর সহজযোগী বা যোগী হওয়ার স্টেজেও পারসেন্টেজ সমাপ্ত করতে হবে। ন্যাচারাল (স্বাভাবিক) নেচার (স্বভাব) হয়ে যাওয়া উচিত। যেমন কারো বিশেষ নেচার থাকে, ঐ নেচারের বশীভূত হয়ে চলতে না চাইলেও সেটাকে নিয়েই চলে। তেমনই এই সহজযোগী হওয়াও যেন স্বাভাবিক নেচার হয়ে যায়। কি করব, কিভাবে যোগযুক্ত হব — এইসব বিষয় ভাবনা থেকে দূর হয়ে গেলে প্রতিটি বিষয়ে পারফেক্ট (নিখুঁত) হয়ে যাবে। পারফেক্ট অর্থাৎ এফেক্ট (প্রভাব) আর ডিফেক্ট (ত্রুটি) থেকে মুক্ত।

স্লোগানঃ-

- সহন করতে হলে খুশি মনে করো, বাধ্য হয়ে নয়।

“মিস্তি বাচ্চারা - তোমাদেরকে ফুলের মতো হয়ে সবাইকে সুখ প্রদান করতে হবে, ফুলের মতো বাচ্চাদের মুখ থেকে রত্নই বের হবে”

*প্রশ্নঃ - যেসব বাচ্চারা ফুলের মতো হচ্ছে, তাদের জন্ম ভগবান এমন কোন্ শিক্ষা দিচ্ছেন যার দ্বারা তারা সর্বদা সুগন্ধিত হয়ে থাকবে ?

*উত্তরঃ - আমার ফুলের মতো বাচ্চারা, তোমরা নিজের অন্তরে দেখো যে আমার মধ্যে কোনো আসুরিক খারাপ গুণের কাঁটা নেই তো ? যদি নিজের অন্তরে কোনো কাঁটা থাকে, তবে অন্যের খারাপ গুণকে যেমন ঘৃণা করো, সেইরকম যদি নিজের খারাপ গুণগুলোকেও ঘৃণা করো, তবে সেই কাঁটা বেরিয়ে যাবে। নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ - মন, বাণী কিংবা কর্মের দ্বারা এমন কোনো বিকর্ম হচ্ছে না তো যার জন্ম দন্ড ভোগ করতে হবে।

ওম্ শান্তি । আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে আত্মিক পিতা বসে থেকে বোঝাচ্ছেন। এখন এটা রাবণ রাজ্য হওয়ার জন্ম সব মানুষই দেহের অভিমানে রয়েছে। তাই ওদেরকে জংলি কাঁটা বলা হয়। এইসব কথা কে বোঝাচ্ছেন ? অসীম জগতের পিতা। যিনি এখন কাঁটারদেরকে ফুল বানিয়ে দিচ্ছেন। মায়া এমনই যে কোনো কোনো কেষ্টের ফুল হতে হতেও পুনরায় কাঁটা বানিয়ে দেয়। এটাকে কাঁটার জঞ্জাল বলা হয়। এখানে অনেক রকমের পশুর মতো মানুষ থাকে। আসলে ওরাও মানুষ, কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে পশুর মতো লড়াই ঝগড়া করে। প্রত্যেক বাড়িতে ঝগড়া লেগেই আছে। সকলে বিষয় সাগরে ডুবে আছে। এই গোটা দুনিয়াটাই একটা বিশাল বড় বিষের সমুদ্র যেখানে মানুষ কেবল ধাক্কাই খাচ্ছে। এই দুনিয়াটাকেই পতিত এবং দুর্নীতির দুনিয়া বলা হয়। তোমরা এখন কাঁটা থেকে ফুল হচ্ছে। বাবাকে বাগানের মালিকও বলা হয়। বাবা বসে থেকে বোঝাচ্ছেন - গীতাতে ঙ্গণের কথা লেখা আছে আর ভাগবতে মানুষের আচরণ সম্বন্ধে লেখা আছে। কত কিছুই না লিখে দিয়েছে। সত্যযুগে কি এইরকম বলা হবে ? সত্যযুগে তো ফুলের বাগান। তোমরা এখন ফুলের মতো হচ্ছে। ফুল হওয়ার পরেও পুনরায় কাঁটা হয়ে যায়। আজকে হয়তো ভালোভাবে চলছে, কিন্তু হঠাৎ মায়াবী তুফান এসে যায়। দেখতে দেখতে মায়া তার কি হাল করে দেয়। বাবা বলছেন, আমি তোমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানাচ্ছি। ভারতবাসীদেরকে তিনি বলছেন, তোমরাই বিশ্বের মালিক ছিলে। এই তো কালকের কথা। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। হীরে মানিকের মহল ছিল। সেটাকেই গার্ডেন অফ আল্লাহ বলা হয়। এখানেই এখন জঞ্জাল আছে, আবার এখানেই বাগান হবে। ভারতে একসময় স্বর্গ ছিল। সেখানে কেবল ফুল আর ফুল ছিল। বাবাই ফুলের বাগান তৈরি করেন। ফুল হতে হতেও খারাপ সঙ্গে পড়ে খারাপ হয়ে যায়। বলে দেয় - বাবা, আমি এবার বিয়ে করব। চতুর্দিকে মায়ার জাঁকজমক দেখতে পায়। এখানে তো একেবারে শান্তি। এই গোটা দুনিয়াটাই জঞ্জাল। জঞ্জালে অবশ্যই আগুন লাগবে। তখন জঞ্জালবাসীরাও মারা যাবে। ৫ হাজার বছর আগে যে আগুন লেগেছিল, সেটাই আবার লাগবে। এরই নাম রাখা হয়েছে মহাভারতের যুদ্ধ। পরমাণু বোমার যুদ্ধ প্রথমে যাদবদের মধ্যেই শুরু হয়। সেটারও গায়ন আছে। সায়েন্সের সাহায্যে মিসাইল বানিয়েছে। শাস্ত্রের অনেক কাহিনী লিখে দিয়েছে। বাবা এখন বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন, এইভাবে কারোর পেট থেকে কি মুঘল বের হওয়া সম্ভব ? এখন তোমরা দেখতে পাচ্ছে যে সায়েন্সের দ্বারা কতো বোমা বানাচ্ছে। ২টো বোমা ফেললেই কতো শহর ধ্বংস হয়ে যাবে। কত মানুষ মারা যাবে। হয়তো লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাবে। এই এত বড় জঞ্জালে কোটি কোটি মানুষ থাকে। এতে অবশ্যই আগুন লাগবে।

শিববাবা বোঝাচ্ছেন। বাবা তো দয়ালু। তাঁকে তো সকলের কল্যাণ করতে হবে। ওরা আর কোথায় যাবে। যখন দেখবে যে সত্যি সত্যিই আগুন লাগছে, তখন এসে বাবার শরণাপন্ন হবে। বাবা সকলকে সদগতি প্রদান করেন। কিন্তু তিনি নিজে পূর্ণজন্ম নেন না। কিন্তু তাঁকেই আবার সর্ববয়সী বলে দিয়েছে। তোমরা হলে সজাময়ুগবাসী। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন সমস্ত ঙ্গণ রয়েছে। আত্মীয়-বন্ধুদের সাথেও সম্পর্ক রাখতে হবে। ওদের মধ্যে আসুরিক গুণ আছে, আর তোমাদের মধ্যে আছে দিব্যগুণ। তোমাদের কাজ হলো অন্যদেরকেও এগুলো বোঝানো। সবাইকে মন্ত্র দিতে থাকো। প্রদর্শনীর মাধ্যমে তোমরা কতো মানুষকে বোঝাও। এখন ভারতবাসীদের ৮৪ জন্ম পূর্ণ হয়েছে। এখন বাবা এসেছেন মানুষ থেকে দেবতা বানানোর জন্ম অর্থাৎ নরকবাসী মানুষদেরকে স্বর্গবাসী বানানোর জন্ম। দেবতার স্বর্গে থাকে। এখন নিজের আসুরিক গুণগুলোকে ঘৃণা করা উচিত। নিজেকে দেখতে হবে যে আমার মধ্যে কি দিব্যগুণ এসেছে ? আমার মধ্যে কোনো খারাপ গুণ নেই তো ? মন, বাণী কিংবা কর্মের দ্বারা আমি কোনো আসুরিক কর্ম করিনি তো ? আমি কি কাঁটা থেকে ফুল বানানোর সেবা করছি ? বাবা হলেন বাগানের মালিক। আর তোমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা হলে মালি। কত রকমের মালি থাকে। কেউ কেউ এতই আনাড়ি যে কাউকেও নিজের মতো বানাতে পারে না। বাগানের মালিক তো প্রদর্শনীতে যাবেন না। মালিরাই যাবে। এই মালি (ব্রহ্মাবাবা) যেহেতু শিববাবার সঙ্গেই রয়েছেন, তাই ইনিও যেতে পারবেন না। তোমরা মালিরা সাভিস করতে যাও। ভালো ভালো মালিদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। বাবাও বলেন, যারা অপটু, তাদেরকে ডাকবে না। বাবা কারোর নাম বলেন না। তবে থার্ডক্লাস মালিও আছে। বাগানের মালিক তাকেই ভালোবাসবে যে সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটিয়ে দেখাবে। তার ওপরে বাগানের মালিক খুশি হবে। তারা মুখ থেকে কেবল রত্নই বের করবে। কেউ যদি রত্নের

বদলে পাথর বের করে, তবে বাবা কি বলবেন। শিবের কাছে আকন্দ ফুলও দেয়। সুতরাং কেউ কেউ এইরকমও হয়। তাদের চালচলন দেখে কেমন। অনেক কাঁটাও এখানে আসে। তারপর আবার জঞ্জালে চলে যায়। সতোগ্রধান হওয়ার পরিবর্তে আরো তমোগ্রধান হয়ে যায়। তাদের আর কি গতি হবে।

বাবা বলছেন, আমি প্রথমত নিষ্কাম, দ্বিতীয়ত পরোপকারী। যে ভারতবাসীরা আমার নিন্দা করে, আমি সেই ভারতবাসীদেরই পরোপকার করি। বাবা বলছেন, আমি এই সময়ে এসেই স্বর্গ স্থাপন করি। যদি কাউকে বলা হয় যে স্বর্গে চলুন, তবে সে বলবে - আমি তো এখানে স্বর্গেই আছি। আরে, স্বর্গ তো সংযুগে থাকবে। কলিযুগে কোথা থেকে স্বর্গ আসবে? কলিযুগকে তো নরক বলা হয়। এটা পুরাতন তমোগ্রধান দুনিয়া। মানুষ জানেই না যে স্বর্গ কোথায় আছে। মনে করে, স্বর্গ বুঝি আকাশে আছে। দিলবড়া মন্দিরেও ওপরে স্বর্গ দেখানো হয়েছে। নিচে সবাই তপস্যা করছে। তাই মানুষ বলে দেয় যে অমুক ব্যক্তি স্বর্গগত হয়েছেন। কিন্তু স্বর্গ কোথায়? সকলের জন্মই বলা হয় যে স্বর্গগত হয়েছেন। এটা আসলে বিষয় সাগর। বিষ্ণুপুরীকে কষীরের সাগর বলা হয়। ওরা পূজা করার জন্ম একটা বড় জলাশয় বানিয়েছে। তার মধ্যে বিষ্ণুকে দেখানো হয়েছে। তোমরা বাচ্চারা এখন স্বর্গে যাওয়ার জন্ম প্রস্তুত হচ্ছে যেখানে দুধের নদী বইবে। তোমরা বাচ্চারা এখন ফুলের মতো হয়ে যাও। যেন এমন কোনো আচরণ প্রকাশিত না হয় যার জন্ম কেউ বলতে পারে যে এ তো কাঁটার মতো। সর্বদাই ফুলের মতো হওয়ার জন্ম পুরুষার্থ করে। মায়া কাঁটা বানিয়ে দেয়, তাই নিজেকে খুব সামলে রাখতে হবে। বাবা বলছেন, ঘর-গৃহস্থ থেকেও কমল পুষ্পের মতো পবিত্র হতে হবে। বাবা, যিনি বাগানের মালিক, তিনি এসেছেন কাঁটা থেকে ফুল বানাতে। দেখতে হবে, আমি কি ফুলের মতো হয়েছি। যারা ফুলের মতো, তাদেরকেই সেবার জন্ম সব জায়গায় আমন্ত্রণ জানানো হয়। বলে - বাবা, গোলাপ ফুল পাঠাও। দেখতেই তো পাওয়া যায় যে কে কেমন ফুল। বাবা বলছেন আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শেখানোর জন্মই আসি। এটাই হচ্ছে সংয নারায়ণের কথা। সংয প্রজার কথা নয়। রাজা-রানী তৈরি হলে, প্রজারাও তৈরি হয়ে যাবে। এখন তোমরা বুঝতে পারছো যে কীভাবে করমানুসারে রাজা-রানী এবং তাদের সজো মানানসই প্রজা তৈরি হচ্ছে। যে খুব গরিব, যার কাছে দুই কিংবা পাঁচ পয়সাও উদ্ভূত হয় না, সে কিভাবে কিছু দেবে? কিন্তু সেও ততটাই পেয়ে যায়, যতটা একজন হাজার টাকা দেওয়ার পরে পায়। ভারতই সবথেকে গরিব। কেউই জানে না যে আমরা ভারতবাসীরাই স্বর্গবাসী ছিলাম। দেবতাদের গুণগান করা হয়, কিন্তু সেই কথার অর্থগুলো কেউ বোঝে না। যেমন ব্যাঙ টরা-টরা করতে থাকে। বুলবুলি খুব ভাল শব্দ করে। কোনো অর্থ বোঝে না। আজকাল কত মানুষ গীতা শোনায়ে। তাদের মধ্যে অনেক মাতাজীও আছে। গীতার দ্বারা কোন্ ধর্ম স্থাপন হয়েছিল? এইসব কিছুই জানে না। কেউ কিছু ঋষি-সিদ্ধি দেখালেই মানুষ ভেবে নেয় ইনিই ভগবান। গায়ন আছে, পতিত-পাবন। তাহলে নিশ্চয়ই পতিত হয়ে গেছে। বাবা বলছেন, বিকারের বশীভূত হওয়াই নম্বর ওয়ান পতিত হওয়া। এই গোটা দুনিয়াটাই পতিত। সবাই বলছে, হে পতিত-পাবন, তুমি এসো। তাহলে তাঁকেই আসতে হবে নাকি গজা স্নান করলেই পবিত্র হয়ে যাবে? মানুষ থেকে দেবতা বানানোর জন্ম বাবাকে কতোই না পরিশ্রম করতে হয়। বাবা বলছেন, আমাকে স্মরণ করলেই তোমরা কাঁটা থেকে ফুলের মতো হয়ে যাবে। মুখ থেকে কখনো পাথর বের করবে না। ফুলের মতো হও। এটাও তো পড়াশুনা। চলতে চলতে প্রহর দশা বসলে ফেল হয়ে যায়। হোপফুল থেকে হোপলেস হয়ে যায়। তারপর বলে, আমি বাবার কাছে যাব। কিন্তু ইস্পের সভায় তো কোনো পতিত যেতে পারে না। এটা তো ইস্পের সভা, তাই না? যে ব্রাহ্মণী তাকে নিয়ে আসবে, তারও পাপ হবে। যদি সে বিকারের বশীভূত হয়ে যায়, তবে ব্রাহ্মণীর ওপরেও বোঝা হয়ে যাবে, তাই খুব সাবধানতা অবলম্বন করে কাউকে আনতে হয়। ভবিষ্যতে তোমরা দেখবে যে সাধুসন্ত সকলেই এসে লাইনে দাঁড়িয়ে যাবে। ভীষ্ম পিতামহ ইত্যাদির নাম তো লেখা আছে। বাচ্চাদের খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকতে হবে। তোমরা যেকোনো ব্যক্তিকেই বলতে পারো যে ভারত একসময়ে ফুলের বাগান ছিল, সেখানে দেবী-দেবতারা থাকত। এখন কাঁটা হয়ে গেছে। তোমাদের মধ্যে তো ৫ বিকার আছে, তাই না? রাবণ রাজ্য মানেই জঞ্জাল। বাবা এসে কাঁটা থেকে ফুল বানাচ্ছেন। ভেবে দেখবে যে এখন যদি আমি গোলাপ ফুল না হতে পারি, তবে জন্ম জন্মান্তর ধরে আকন্দ ফুল হব। প্রত্যেককেই নিজের কল্যাণ করতে হবে। এতে কি শিববাবার কল্যাণ করা হয়? নিজেরই কল্যাণ করতে হবে। এখন স্ত্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। বাগানে গেলে তো আগে সুগন্ধি ফুলের দিকেই নজর যাবে। আকন্দের দিকে কি নজর যাবে? দুনিয়ায় যেমন ফলাওয়ার শো হয়, এটাও সেইরকম ফলাওয়ার শো। অনেক মূল্যবান পুরস্কার পাওয়া যায়। একেবারে ফার্স্টক্লাস ফুল হতে হবে। আচরণ খুব মিষ্টি হতে হবে। ক্রোধান্বিত ব্যক্তির কাছে নম্র হয়ে যেতে হবে। আমরা স্ত্রীমৎ অনুসারে পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়া স্বর্গের মালিক হতে চাই। অনেক রকমের যুক্তি রয়েছে। মাতাদের মধ্যে অনেক রকমের নারীসুলভ বুদ্ধি (স্ত্রীয়া চরিত্রম্) থাকে। কোনো ভাবে বুদ্ধি খাটিয়ে পবিত্র থাকার জন্ম পুরুষার্থ করতে হবে। তোমরা বলতে পারো যে ভগবান বলেন - কাম বিকার সবথেকে বড় শত্রু, পবিত্র হলেই সতোগ্রধান হয়ে যাবে। তাহলে আমরা কি ভগবানের নির্দেশ পালন করব না। যুক্তির দ্বারা নিজেকে রক্ষা করতে হবে। বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্ম যদি একটু সহ্য করতে হয়, তবে কষতি কি? তোমরা তো নিজের জন্মই করছ। ওরা রাজত্বের জন্ম যুগ্ম করে। তোমরাও নিজের জন্মই সবকিছু করছ। পুরুষার্থ করতে হবে। বাবাকে ভুলে যাওয়ার জন্মই পড়ে যায়। তারপর লজ্জা হয় - কীভাবে দেবতা হব। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঙ্গনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্মে মুখ্য সারঃ-

১) মায়ার গ্রহদশা থেকে রক্ষা পেতে মুখ থেকে সর্বদা জ্ঞান রূপী রত্ন বের করতে হবে। কুসজ্জা থেকে নিজেকে নিরাপদে রাখতে হবে।

২) সুগন্ধি ফুল হওয়ার জন্ম খারাপ গুণগুলোকে ত্যাগ করতে হবে। স্ত্রীমৎ অনুসরণ করে অতিশয় নম্র হতে হবে। কাম বিকার রূপী মহাশত্রুর কাছে পরাজিত হওয়া যাবে না। যুক্তির দ্বারা নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

বরদানঃ-

সর্বদা পাওয়ারফুল বৃত্তির দ্বারা অসীম জগতের সেবায় নিযুক্ত থেকে সীমাবদ্ধ বিষয়গুলোর থেকে মুক্ত ভব যেমন সাকার বাবা সেবা ছাড়া অন্য কিছু দেখতে পেলেন না, সেইরকম তোমরা বাচ্চারাও নিজের পাওয়ারফুল বৃত্তির দ্বারা সর্বদা অসীম জগতের সেবায় নিযুক্ত থাকলে সীমাবদ্ধ বিষয়গুলো নিজে থেকেই সমাপ্ত হয়ে যাবে। সীমাবদ্ধ বিষয়ে সময় দেওয়া আসলে একরকমের পুতুল খেলা যাতে সময় এবং শক্তির অপচয় হয়। তাই ছোট ছোট বিষয়ে সময় কিংবা উপার্জিত শক্তির অপচয় ক'রো না।

স্লেগানঃ-

সেবাতে সাফল্য লাভের জন্ম ভাষণ এবং আচরণ হৃদয়স্পর্শী হোক।

“মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার মতন লাভলী বা প্রিয় হওয়ার জন্য নিজেকে আত্মা বিন্দু নিশ্চয় করে বিন্দু স্বরূপ পিতাকে স্মরণ করে”

*প্রশ্নঃ - স্মরণে থাকার অত্যান্ত আন্তরিক (হাড়ে হাড়ে) পরিশ্রম গুপ্ত রূপে প্রত্যেকটি বাচ্চাকে করতে হবে - কেন ?

*উত্তরঃ - কারণ স্মরণ বয়তীত আত্মা, পাপ আত্মা থেকে পুণ্য আত্মায় পরিণত হতে পারবে না। যখন গুপ্ত স্মরণে থাকবে, দেহী-অভিমানী হবে, তখন বিকর্ম বিনাশ হবে। ধর্ম রাজের দন্ড ভোগ থেকে সুরক্ষিত থাকার সাধন হল স্মরণ। মায়ার ঝড় স্মরণে বিঘন সৃষ্টি করে তাই স্মরণের গুপ্ত পরিশ্রম করো তবে ই লক্ষ্মী-নারায়ণের মতন লাভলী হতে পারবে।

*গীতঃ- ওম্ নমো শিবায়....

ওম্ শান্তি । এই মহিমা হল বাবার, উনি হলেন সকলের পিতা। স্মরণ করা হয় ভগবান অর্থাৎ পিতাকে, তাঁকে মাতা-পিতা বলা হয়, তাইনা। গড ফাদারও বলা হয়। এমন নয় সব মানুষদের গড ফাদার বলা হবে। বাবা সম্বোধন তো লৌকিক পিতাকেও করা হয়। লৌকিক পিতাও পারলৌকিক পিতাকে স্মরণ করে। বাস্তবে স্মরণ করে আত্মা, যে লৌকিক পিতাকেও স্মরণ করে। ওই আত্মা নিজের রূপ, নিজের অকূপেশান সম্বন্ধে জানেনা। আত্মা নিজেকেই জানেনা তো গড ফাদারকে কীভাবে জানবে। নিজের লৌকিক পিতাকে তো সবাই জানে, তাঁর কাছে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। তা নাহলে স্মরণ কেন করবে। পারলৌকিক পিতার কাছে নিশ্চয়ই কিছু উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। বলে - ও গড ফাদার। তাঁর কাছে দয়া, কৃপা প্রার্থনা করে কারণ পাপ করতে থাকে। এও ড্রামাতে নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু আত্মার বিষয়ে জানা এবং তারপরে পরমাত্মার পরিচয় জানা, এ হল কঠিন সাবজেক্ট। সরলের চেয়ে সরল আবার কঠিনের চেয়ে কঠিন। যতই সায়েন্স ইত্যাদি শিখুক, চাঁদে চলে যাক। তবুও এই নলেজের সামনে সবই তুচ্ছ। নিজেকে এবং বাবার পরিচয় জানা খুব কঠিন। যে বাচ্চারা নিজেদেরকে ব্রহ্মাকুমার - কুমারী বলে পরিচয় দেয়, তারাও নিজেদেরকে আত্মা নিশ্চয় করে। আমি আত্মা বিন্দু স্বরূপ, আমাদের পিতাও হলেন বিন্দু স্বরূপ - এই কথাটি ভুলে যায়। এই হল কঠিন সাবজেক্ট। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করতে ভুলে যায় তখন বাবাকে স্মরণ করতেও ভুলে যায়। যে আমি আত্মা ভিন্ন-ভিন্ন শরীর ধারণ করে পটি প্লে করি, সেই কথা কখনো কখনো ভুলে যায়। এই হল মুখ্য কথা, বুঝতে হবে। আত্মা ও পরমাত্মার পরিচয়টি ছাড়া বাকি নলেজ তো সকলের বুদ্ধিতে থাকে। আমরা ৮৪ জন্ম গ্রহণ করি, সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী হই। এই চক্রটি তো খুব সহজ। সবার জন্ম বোধগম্য। কিন্তু শুধু চক্রকে জানলে অত লাভ নেই, যত নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করলে ততই লাভ হয়। আমি আত্মা হলাম স্টার। তারপরে বাবাও হলেন স্টার অতি সূক্ষ্ম। তিনি হলেন সদগতি দাতা। তাঁকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হবে। এই রূপ স্মরণ কেউ নিরন্তর করে না। দেহী-অভিমানী হয় না। কখনো-কখনো এই কথা যেন স্মরণে থাকে আমি হলাম আত্মা। বাবার আদেশ হল আমাকে স্মরণ করো তো বিকর্ম বিনাশ হবে। আমি হলাম বিন্দু। এখানে এসে পটিধারী হয়েছি। আমার মধ্যে ৫ টি বিকারের জং পড়ে গেছে। লৌহ যুগে আছি। এখন স্রব্ণ যুগে যেতে হবে, তাই বাবাকে খুব ভালোবেসে স্মরণ করতে হবে। এই রূপ বাবাকে স্মরণ করলে মরিচা দূর হবে। এটাই হল পরিশ্রম। সাভিসের কথা তো অনেক বলে। আজ এই সাভিস করেছে, অনেকে প্রভাবিত হয়েছে কিন্তু শিবাবা বোঝেন আত্মা ও পরমাত্মার জ্ঞান পয়েন্টে কিছু প্রভাব পড়েনি। ভারত স্রব্ণ ও নরক (হেভেন ও হেল) কীভাবে হয়। ৮৪ জন্ম কীভাবে নেয়, সতো রজো তমোতে কীভাবে আসে। শুধু এই কথা শুনে প্রভাবিত হয়। পরমাত্মা হলেন নিরাকার, এই কথাও বুঝতে পারে। কিন্তু আমি আত্মা, আমার মধ্যে ৮৪ জন্মের পটি ভরা আছে। বাবা হলেন বিন্দু, তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। তাঁকেই স্মরণ করতে হবে। সেই কথা কেউ বুঝতে পারে না। মুখ্য কথা বোঝে না। বিশ্বের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফির নলেজ বাবা এসে দেন। গর্ভনমেন্টও চায় যে বিশ্বের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি থাকা উচিত। এই কথা তো তার চেয়েও সূক্ষ্ম। আত্মা কি, তাতে কীভাবে ৮৪ জন্মের পটি ভরা আছে। তাও অবিনাশী। এই কথা স্মরণ করতে হবে, নিজেকে বিন্দু নিশ্চয় করতে হবে এবং বাবাকে স্মরণ করতে হবে যার দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে - এই রূপ যোগ করতে কেউ রেডি থাকে না। এই রূপ স্মরণে থাকলে তো অনেক লাভলী বা প্রিয় হয়ে যাবে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ দেখো কতখানি লাভলী। এখানকার মানুষ দেখো কেমন। নিজেরাই বলে আমাদের মধ্যে কোনো গুণ নেই। আমরা হলাম স্লেচ্ছ, আপনি হলেন স্বচ্ছ। যখন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করে তখন সফল হবে। তা নাহলে একটু কম সফল হবে। ভাবে আমাদের জ্ঞান অনেক আছে। বিশ্বের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফির কথা আমরা জানি। কিন্তু যোগের চর্চা লেখে না। খুব কম যারা এই অবস্থায় থাকে অর্থাৎ নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করে। অনেকের তো প্র্যাক্টিস নেই। বাবা বোঝেন যে বাচ্চারা শুধু জ্ঞানের চক্র বুদ্ধিতে ঘোরায়। কিন্তু আমি আত্মা, বাবার সঙ্গে আমাকে যোগযুক্ত হয়ে থাকতে হবে, যার দ্বারা লৌহ যুগ থেকে বেরিয়ে স্রব্ণ যুগে চলে যাবো। আমি আত্মা আমাকে বাবার পরিচয় জানতে হবে, বাবার স্মরণে থাকতে হবে, এই রূপ প্র্যাক্টিস অনেকেরই কম আছে। যদিও অনেকেই আসে। ভালো-ভালো বলে। কিন্তু তারা এই কথাটি জানেনা আত্মায় কত জং লেগে আছে। সুন্দর থেকে শ্যাম হয়ে গেছে। আবার সুন্দর হবে কীভাবে? সে কথা কেউ জানে না। শুধু হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি জানবার কথা নয়। পবিত্র কীভাবে হবে? দন্ড ভোগ না করার উপায় হল - শুধুমাত্র স্মরণে থাকা। যোগ ঠিকঠাক না করতে পারলে ধর্মরাজের দন্ড প্রাপ্ত হবে। এই সাবজেক্টটি বিশাল, যা নেওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়। জ্ঞানের বিষয়ে নিজেকে সর্ব জ্ঞানী

ভেবে নেয়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মুখ্য কথা হল যোগের। যোগে অনেকে দুর্বল তাই বাবা বলেন সাবধানে থাকো, শুধুমাংস পন্ডিত হয়ো না। আমি আত্মা, পিতাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা আদেশ দিয়েছেন - "মন্মনাভব"। এটা হল মহামন্ত্র। নিজেকে স্টার নিশ্চয় করে বাবাকেও স্টার ভাবো তারপরে বাবাকে স্মরণ করো। বাবার কোনো বিরাট রূপ দৃষ্টিতে আসে না। সুতরাং দেহী-অভিমানী হওয়াতেই পরিশ্রম আছে। বিশ্বের মহারাজা-মহারানী হয় এক, যাদের লক্ষ্য প্রজা থাকে। প্রজা তো অনেক তাইনা। হিন্দুর-জিওগ্রাফি জানা সহজ কিন্তু যখন নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করবে তখন পবিত্র হবে। এইরূপ প্র্যাকটিস করা খুব কঠিন। স্মরণ করতে বসলে অনেক ঝড় বিঘন সৃষ্টি করবে। কেউ আধা ঘণ্টা একরস স্থিতিতে যদি বসে, খুব কঠিন কাজ। কখনো কখনো ভুলে যাবে। এতেই গুপ্ত রূপে সংয পরিশ্রম প্রয়োজন আছে। চক্করের রহস্য জানা সহজ। কিন্তু দেহী-অভিমানী হয়ে বাবাকে স্মরণ করা, সেই কথাটি খুব কম আত্মমারাই বোঝে এবং সেইরূপ অ্যাক্ট করে। বাবার স্মরণের দ্বারা তোমরা পবিত্র হবে। সুস্থ শরীর, দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হবে। শুধু বিশ্বের হিন্দুর জিওগ্রাফি বোঝালে মালায় স্থান প্রাপ্ত হবে না। স্মরণের দ্বারা মালায় স্থান অর্জন করবে। এইরূপ পরিশ্রম কেউ করতে পারে না। তারা নিজেরাও জানে স্মরণে থাকি না। ভালো-ভালো মহারথীরাও এই বিষয়ে খুব দুর্বল। মুখ্য কথা হল বোঝাতে পারে না। এই কথাটি যদিও কঠিন কথা। কল্পের আয়ু তারা বিশাল বানিয়ে দিয়েছে। তোমরা ৫ হাজার বছর প্রমাণ কর। কিন্তু আত্মা-পরমাংমার রহস্য কিছু জানে না, স্মরণ করে না তাই অবস্থা স্থির থাকে না। দেহ-অভিমান অনেক আছে। দেহী-অভিমানী হলে তবে মালায় মণি হতে পারবে। এমন নয় আমরা বিশ্বের হিন্দুর-জিওগ্রাফি বোঝাই তাই মালার কাছে এসে যাব, না। আত্মা খুব সূক্ষ্ম, তাতে ৮৪ জন্মের পটি ভরা আছে। এই কথাটি সর্ব প্রথমে বুঝিতে বসাতে হবে, তারপরে চক্করকে স্মরণ করতে হবে। মুখ্য কথা হল যোগের। যোগী অবস্থা চাই। পাপ আত্মা থেকে পুণ্য আত্মায় পরিণত হতে হবে। আত্মা পবিত্র হবে যোগের দ্বারা। যোগবলের অধিকারী আত্মমারাই ধর্মরাজের দন্ডভোগ থেকে সুরক্ষিত থাকতে সক্ষম। এই রূপ পরিশ্রম করা খুব কঠিন তাই খুব কম জন করতে পারে। মায়ার অনেক অনেক তুফান ঝড় আসবে। এই হল গুপ্ত রূপে হাড়ে হাড়ে পরিশ্রম করা। লক্ষ্মী-নারায়ণ হওয়া মাসীর বাড়ি নয় (সহজ কথা নয়)। এইরূপ অভ্যাসে অভ্যাসী হলে চলতে ফিরতে বাবার স্মরণে থাকবে, একেই বলা হয় যোগ। যদিও এই জ্ঞানের কথা তো ছোট বাচ্চারাও বুঝবে। চিত্রের সমস্ত যুগ ইত্যাদি আঁকা আছে। এই কথাটি সাধারণ। যখন কোনও কার্য শুরু করা হয় তখন স্বস্তিকা চিত্র বানানো হয়। এই চিত্রটি হল সংযযুগ, ত্রেতা.... যুগের বাকি উপরে ছোট করে আছে সজামযুগ। সুতরাং প্রথমে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে তবেই সেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। যোগের দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে। সম্পূর্ণ দুনিয়া এই কথাটি ভুলে গেছে আত্মা ও পরমাংমার বিষয়ে, কেউ বলে পরমাংমা হলেন হাজার সূর্যের চেয়ে আলোকময়, কিন্তু তা কি করে সম্ভব। একদিকে বলে - আত্মাই সেই পরমাংমা তাহলে তো দুইজনে এক হয়ে গেল তাইনা। ছোট বড় কোনো তফাৎ থাকবে না। এই বিষয়েও বোঝাতে হবে। আত্মার রূপ হল বিন্দু। আত্মাই সেই পরমাংমা অর্থাৎ পরমাংমার স্বরূপও হল বিন্দু, তাইনা। এতে কোনো তফাৎ নেই। সবাই পরমাংমা হলে তো সবাই রচয়িতা হয়ে যায়। সর্বজনের সদগতি করেন একমাংস পিতা। যদিও প্রত্যেকের নিজস্ব পটি রয়েছে। এই কথাটি বুঝি দিয়ে বুঝতে হবে। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো তাহলে কাট বা দাগ মিটে যাবে। এটাই হল পরিশ্রম। এক তো অর্ধকল্প দেহ-অভিমানী হয়ে ছিলে। সংযযুগে দেহী-অভিমানী থেকেও বাবার পরিচয় জানবে না। জ্ঞানের কথা জানবে না। এই সময়ে তোমরা নলেজ প্রাপ্ত কর সেই নলেজ লুপ্ত হয়। সেখানে শুধু এইটুকু জানবে যে আমরা আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য ধারণ করি। পটি প্লে করি। এতে চিন্তার কিছু নেই। প্রত্যেককে নিজস্ব পটি প্লে করতে হবে। কাঁদলে কি হবে? এই কথাটি বোঝানো হয় যদি বুঝতে পারে তাহলে শান্তি পাবে। নিজেরা বুঝলে অন্যদেরও বোঝাবে। বয়স্ক মানুষ বোঝায়, কাঁদলে কি ফিরে আসবে। শরীর ত্যাগ করে আত্মা বেরিয়ে গেছে এতে কাঁদবার কিছু নেই। জ্ঞানহীন অবস্থায় বোধ এমনই ছিল। কিন্তু তারা তো জানে না যে আত্মা ও পরমাংমা কি জিনিস। আত্মায় খাদ পড়েছে, তারা তো ভাবে আত্মা হল নিলিপ্ত। সুতরাং এ'সব হল সূক্ষ্ম কথা। বাবা জানেন অনেক বাচ্চারা স্মরণে থাকে না। শুধু বোঝালে কি হবে। খুব ভালো অনুভূতি হয়েছে, কিন্তু তাতে তার কল্যাণ হল না। আত্মা-পরমাংমার পরিচয় প্রাপ্ত হলে যথার্থভাবে বুঝবে আমরা তাঁরই সন্তান। বাবা হলেন পতিত-পাবন। এসে আমাদেরকে দুঃখ থেকে মুক্ত করেন। তিনি হলেন বিন্দু স্বরূপ। অতএব বাবাকে নিরন্তর স্মরণ করতে হবে। যদিও হিন্দুর-জিওগ্রাফি জানা কোনও বিশেষ কথা নয়। যতই বুঝতে আসুক কিন্তু এই স্থিতিতে স্থির হয়ে থাকুক যে আমি আত্মা, এতেই পরিশ্রম আছে। আত্মা পরমাংমার কথা তো আমাদেরকে বাবা এসেই বোঝান। সৃষ্টির চক্কর তো খুব সহজ। যতখানি সম্ভব উঠতে বসতে দেহী-অভিমানী থাকার পরিশ্রম করতে হবে। দেহী-অভিমানী খুব শান্ত থাকে। তারা ভাবে আমাদের সাইলেন্সে যেতে হবে। নিরাকারী দুনিয়ায় গিয়ে বিরাজিত হতে হবে। আমাদের পটি এখন পূর্ণ হয়েছে। তারা বুঝবে বাবার স্বরূপ খুব সূক্ষ্ম। উনি বিশাল লিঙ্গ স্বরূপ নন। বাবা খুবই সূক্ষ্ম। তিনি নলেজফুল, সর্বজনের সদগতি দাতা। আমি আত্মাও নলেজফুল হচ্ছি। এমন চিন্তন করলে তবে উচ্চ পদের অধিকারী হবে। দুনিয়ায় কেউ আত্মা ও পরমাংমার পরিচয় জানে না।

তোমরা ব্রাহ্মণরা এখন জেনেছো। সন্ন্যাসীরাও জানে না। তারা এসে বুঝবেও না। তারা তো সবাই নিজের নিজের ধর্মেই আসবে। হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে ফিরে যাবে। তোমাদেরই এইরূপ পরিশ্রম করলে বাবার কাছে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। এখন পুনরায় দেহী-অভিমানী হতে হবে। হৃদয় তো আছে আত্মাতে তাইনা। আত্মাকেই বাবার সঙ্গে হৃদয় যুক্ত করতে হবে। হৃদয় শরীরে নেই। শরীরে তো সবই স্থূল অর্গান আছে। অন্তরকে বাবার সাথে যুক্ত করা - এই কাজটি হল আত্মার। নিজেকে আত্মা ভেবে পরমাংমার সঙ্গে হৃদয়টিকে যোগ করতে হবে। আত্মা খুবই সূক্ষ্ম। আত্মা কত সূক্ষ্ম, পটি প্লে কতখানি করে। এটাই হল প্রকৃতি। এইটুকু আত্মাতে কতখানি অবিনাশী পটি ভরা

থাকে। যা কখনও শেষ হয় না। খুবই সূক্ষ্ম। তোমরা চেষ্টা করলেও কোনো বড় জিনিস স্মরণে আসবে। আমি আত্মা সূক্ষ্ম স্টার তো বাবাও হলেন সূক্ষ্ম। বাচ্চারা তোমাদের সর্ব প্রথমে এই পরিস্রম করতে হবে। এত সূক্ষ্ম আত্মাই এই সময় পতিত হয়েছে। আত্মাকে পবিত্র করার এই হল উপায়। পড়াশোনা করতে হবে। তারপরে খেলাধুলা তো আলাদা কথা। খেলা করাও একটি দক্ষতা। পড়াশোনা দ্বারা পদমর্যাদা প্রাপ্ত হয়। খেলাধুলার দ্বারা পদমর্যাদা প্রাপ্ত হয় না। খেলা ইত্যাদির ডিপার্টমেন্ট আলাদা। তার সঙ্গে জ্ঞান বা যোগের কানেকশন নেই। এই ভোগ ইত্যাদি অর্পণ করাও হল এক প্রকারের খেলা। মুখ্য কথা হল স্মরণের। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা গুঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্মে মুখ্য সারঃ-

১) ধর্ম রাজের দন্ডভোগ থেকে বাঁচার জন্ম স্মরণের গুপ্ত পরিস্রম করতে হবে। পবিত্র হওয়ার উপায় হল নিজেকে আত্মা বিন্দু নিশ্চয় করে বিন্দু স্বরূপ পিতাকে স্মরণ করা।

২) জ্ঞানের ক্ষেত্রে নিজেকে সর্ব জ্ঞানী ভাববে না, একরস অবস্থা বানানোর প্র্যাকটিস করতে হবে। বাবার যা আদেশ সেই আদেশ পালন করতে হবে।

বরদানঃ-

সত্যতা-স্বচ্ছতার ধারণার দ্বারা সমীপে অনুভবকারী সম্পূর্ণ মূর্তি ভব
সব ধারণার মধ্যে মুখ্য ধারণা হল সত্যতা ও স্বচ্ছতা। যেমন স্বচ্ছ জিনিসে সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায়। তেমনই একে অপরের ভাবনা, ভাব-স্বভাব যেন স্পষ্ট দেখা যায়। যেখানে সত্যতা-স্বচ্ছতা আছে সেখানে নৈকট্য আছে। যেমন বাপদাদার সমীপে আছো তেমনই নিজেদের মধ্যে মনের নৈকট্য যেন থাকে। স্বভাবের ভিন্নতা যেন সমাপ্ত হয়ে যায়। এর জন্ম মনের ভাব ও স্বভাবকে মেলাতে হবে। যখন স্বভাবে তফাৎ দেখা যাবে না তখন বলা হবে সম্পূর্ণ মূর্তি।

স্লোগানঃ-

ভুলকে সঠিক করা - এটাই হল সবচেয়ে বড় সেবা।

“মিস্তি বাচ্চারা - পতিত জগৎ থেকে সম্পর্ক ছেদ করে এক বাবার সাথে বুদ্ধিযোগকে যুক্ত করো, তাহলে মায়ার কাছে হার হবে না”

*প্রশ্নঃ - সর্মথ (শক্তিশালী) বাবা সাথে থাকা সত্ত্বেও যজ্ঞে এত বিঘন সৃষ্টি হয় কেন ? এর কারণ কী ?

*উত্তরঃ - এই সব বিঘন তো ড্রামা অনুসারে পড়তেই হবে, কেননা যজ্ঞে অসুররা বিঘন সৃষ্টি করেছিল বলেই তো পাপের ঘড়া ভরেছিল। এতে বাবা কিছু করতে পারেন না, এটা তো ড্রামাতেই রয়েছে। বিঘন পড়তেই হবে কিন্তু বিঘন দেখে তোমরা ঘাবড়াবে না।

*গীতঃ- মাতা কে আর পিতা কে....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা অসীম জগতের পিতার নির্দেশ (ফরমান) শুনছে। এই যে এই জগতের যারা মাম্মা আর বাবা রয়েছেন, তাঁদের সাথে তোমাদের যে সম্বন্ধ, তা হল দেহের সাথে সম্বন্ধ যুক্ত। কেননা সবার প্রথমে মা তারপর বাবার সাথে সম্বন্ধ যুক্ত হয় তারপর ভাই - বন্ধু ইত্যাদি হয়। তো অসীম জগতের বাবার কথা হল এটাই, জগতে এই যে মাতা - পিতা রয়েছেন, তাদের সাথে বুদ্ধিযোগকে ছিন্তা করো। এই জগতের সাথে সম্বন্ধ রেখো না, কারণ এসবই হল কলিযুগী ছিঃ ছিঃ সম্বন্ধ। জগৎ অর্থাৎ দুনিয়া। এই পতিত দুনিয়ার থেকে বুদ্ধির যোগকে ছিন্তা করে একমাত্র আমার সাথে যুক্ত করো আর তারপর নতুন জগতের সাথে যুক্ত করো। কারণ এখন তোমাকে আমার কাছে আসতে হবে। কেবল সম্বন্ধ যুক্ত করা, আর কোনো কিছুই নয়। আর কোনো কষ্টই নেই। সম্বন্ধ তারাই জুড়বে যারা ডায়রেকশন পায়। সংযুগে সম্বন্ধ প্রথমে ভালো হয়, সতাপ্রধান। তারপর নীচে নামতে থাকে। তারপর যে সুখের সম্বন্ধ, সেটা আস্তে আস্তে কমে যেতে থাকে। এখন তো একেবারেই এই পুরোনো দুনিয়ার থেকে সম্পর্ক ছিন্তা করতে হয়। বাবা বলেন আমার সাথে সম্পর্ক যুক্ত করো। শ্রীমৎ অনুসারে চলো আর যা কিছু দেহের সম্বন্ধ রয়েছে, সে সব কিছুকে ত্যাগ করো। বিনাশ তো হতেই হবে। বাচ্চারা জানে, বাবা যাকে পরমপিতা পরমাৎমা বলা হয়, তিনিও ড্রামা অনুসারে সান্ভিস করেন। তিনিও ড্রামার বাঁধনে বাঁধা। মানুষ তো মনে করে তিনি তো সর্বশক্তিমান। যেমন কৃষ্ণকেও সর্বশক্তিমান মনে করে। তাকে স্বর্দর্শন চক্র দিয়ে দিয়েছে। তারা মনে করে তার দ্বারা সে গলা কেটেছিল। কিন্তু এটা তারা বুঝতে পারে না যে, দেবতার হিংসার মতো কাজ কীভাবে করবে ? তা তো তারা করতে পারে না। দেবতাদের জন্ম বলা হয় - অহিংসা পরম ধর্ম ছিল। তাদের মধ্যে হিংসা কোথা থেকে এল ? যার যা মনে হয়েছে বসে লিখে দিয়েছে। ধর্মের কতই না গ্লানি করেছে। বাবা বলেন, এই সব শাস্ত্র গুলিতে সংয তো মাত্র আটাতে যেটুকু লবণ দেওয়া হয় ততটুকুই। এটাও লিখেছে যে, বৃন্দ জ্ঞান যজ্ঞে রচিত হয়েছিল। সেই যজ্ঞে অসুররা বিঘন সৃষ্টি করত। অবলাদের ওপরে অত্যাচার হত। সে'কথা তো ঠিকই লেখা হয়েছে। এখন তোমরা বুঝতে পারো যে - শাস্ত্র গুলির মধ্যে সংয কতটুকু রয়েছে আর বানানো হয়েছে কতটা। ভগবান নিজে বলেন, এই বৃন্দ জ্ঞান যজ্ঞে বিঘন অবশ্যই আসবে। ড্রামাতেই সেটা রয়েছে। এমন নয় যে পরমাৎমা সাথে রয়েছেন, তিনিই বিঘনকে দূরে সরিয়ে দেবেন। এতে বাবা কী করবেন ! ড্রামাতে রয়েছে যখন তখন তো হবেই। এই সব বিঘন আসবে তবেই তো পাপের ঘড়া ভরবে, তাই না ! বাবা তোমাদেরকে বোঝান, ড্রামাতে যেটা রয়েছে, সেটা তো হতেই হবে। অসুররা বিঘন অবশ্যই সৃষ্টি করবে। আমাদের রাজধানী যে স্থাপন হচ্ছে। আধা কল্প মায়ার রাজ্যে মানুষ কতো তমোপ্রধান বুদ্ধি, ভ্রষ্টাচারী হয়ে যায়। তারপর তাকে শ্রেষ্ঠাচারী বানানো তো বাবার কাজ, তাই না ! আধা কল্প লাগে ভ্রষ্টাচারী হতে। তারপর বাবা এক সেকেন্ডে শ্রেষ্ঠাচারী বানান। নিশ্চয় (বিশ্বাস দৃঢ় হতে) হতে কী কখনো সময় লাগে ! এমন অনেক ভালো ভালো বাচ্চারা রয়েছে, যাদের সাথে সাথে নিশ্চয় হয়ে যায়, সেই মুহূর্তেই প্রতীক্ষা করে। কিন্তু মায়াও তো কম পালোয়ান না। মনের মধ্যে কিছু না কিছু ঝড় ঝঞ্ঝার সৃষ্টি করবেই। পুরুষার্থ করতে হবে যে সে'সব যেন কর্মণাতে না আসে। সকলেই পুরুষার্থ করছে। কর্মাতীত অবস্থা এখনও হয়নি। তাই কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কিছু না কিছু হয়ে যায়। কর্মাতীত অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছানোর পথে বিঘন তো অবশ্যই আসবে। বাবা তোমাদেরকে বুঝিয়েছেন - পুরুষার্থ করতে করতে শেষে গিয়ে কর্মাতীত অবস্থা হয়, তখন তো এই শরীর আর থাকবে না। সেইজন্ম সময় লাগে। কিছু না কিছু বিঘন পড়বেই। কখনো কখনো মায়া হারিয়েও দেয়। বকিসং যে। চায় যে বাবার স্মরণে থাকি, কিন্তু থাকতে পারে না। অল্প বিস্তর যেটুকু সময় এখনও বাকি রয়েছে, ধীরে ধীরে সেই অবস্থাকে ধারণ করতে হবে। জন্মানোর সাথে সাথেই তো কেউ রাজা হয়ে যায় না। ছোট বাচ্চা ধীরে ধীরে তো বড় হবে, এতে তো টাইম লাগে। এখন তো সময় আর অল্পই বাকি রয়েছে। সব কিছুই পুরুষার্থের ওপরেই নির্ভর করছে। অ্যাটেনশন দিতে হবে, যেভাবেই হোক আমরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার অবশ্যই নেবো। মায়ার সাথে মোকাবিলাও অবশ্যই করব। মায়াও তো কম নয়। বাবা বলেন, বাচ্চারা তোমাদেরকে আমি এখন বোঝাচ্ছি। বাবার দ্বারাই তোমরা সদগতি পেয়ে থাকো। তারপর এই জ্ঞানের আর দরকারই থাকে না। জ্ঞানের দ্বারা সম্পত্তি হয়ে যায়। সম্পত্তি বলা হয় সংযুগকে।

তো মিস্তি মিস্তি বাচ্চারা এই লক্ষ্য এখন তোমাদের সামনে রয়েছে। তোমরা এটাও জানো যে, ড্রামা অনুসারে সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ বড় হতে সময় তো লাগবেই। বিঘন তো অনেক পড়ে। চেষ্টা তো হতে হয়। কড়ি থেকে হীরের মতো হয়ে উঠতে হয়। রাত দিনের প্রভেদ হয়ে যায়।

দেবতাদের মন্দির এখনও পর্যন্ত তৈরী করে যাচ্ছে। তোমরা ব্রাহ্মণরা এখন মন্দির বানাবে না, কারণ সেটা হল ভক্তি মার্গ। দুনিয়া এখন জানে না যে, ভক্তি মার্গ সমাপ্ত হয়ে এখন জ্ঞান মার্গ জিন্দাবাদ হবে। সে'কথা কেবল তোমরা বাচ্চারা'ই জানো। মানুষ তো মনে করে কলিযুগ এখন শৈশবে। তাদের সব কিছুই হল শাস্ত্রের কেম্ব্লিক। বাবা বসে বাচ্চারা তোমাদেরকে সকল বেদের শাস্ত্রের রহস্যকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। বাবা বলেন, এখনও পর্যন্ত তোমরা যা কিছু পড়েছো, সে' সব ভুলে যাও। তার দ্বারা কারও সন্ধান হয় না। হ্যাঁ কেবল স্বপ্ন কালের জন্ম একটু সুখ পাওয়া যায়। সদাই সুখই সুখ পাওয়া যায়, এমন হবে না। এ' সব হল কষণ ভজুর সুখ। মানুষ দুঃখের মধ্যে থাকে, তারা এটা জানে না যে সৎযুগে দুঃখের নামও থাকে না। মানুষ তো সেখানকার বিষয়ে বলে থাকে যে, সেখানে কৃষ্ণপুরীতে কংস ছিল, এই ছিল ঐ ছিল...। কৃষ্ণের জন্ম কারাগারে হয়েছিল। নানান কথা লিখে দিয়েছে। কৃষ্ণ তো হল স্বর্গের প্রথম প্রিন্স, সে কী কোনো পাপ করেছিল? এসব হল গল্প গাঁথা। এ সবার সৎযতা তোমরাই এখন বুঝতে পারো যখন বাবা তোমাদেরকে সৎযতা বলেন। বাবা-ই এসে সৎযখন্ড স্থাপন করেন। সৎযখন্ডে কতই না সুখ ছিল, মিথ্যাখন্ডে কতো দুঃখ। এ'সব মানুষ ভুলে গেছে। তোমরা জানো যে আমরা শ্রীমতের আধারে সৎযখন্ড স্থাপন করে তার মালিক হব।

বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝান, এইভাবে এইভাবে শ্রীমৎ অনুসারে চললে তোমার উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারবে। বাচ্চারা এটা জানে যে, আমাদেরকে এই ঈশ্বরীয় পড়াশোনা করে সূর্যবংশী মহারাজা মহারানী হতে হবে। সকলের মনের ইচ্ছা তো এটাই থাকে উচ্চ পদ পাওয়ার। সকলে তার জন্ম পুরুষার্থ করে। প্রকৃত ভক্ত যেখানেই যাবে সাথে করে তার প্রভুর ছবি বা মূর্তি নেবেই আর বারবারে তার ইষ্টকে স্মরণ করবে। বাবাও বলেন, ত্রিমূর্তির ছবি তোমরা সাথে রাখলে বারবারে স্মরণে আসবে। বাবার দ্বারা আমরা সূর্যবংশী ঘরানাতে যাব। ভোর বেলা উঠেই চোখ সেদিকেই পড়বে। এও একপ্রকারের পুরুষার্থ। বাবা মত দেন যে - ভালো ভালো ভক্তরা পুরুষার্থ করে। চোখ খুললেই যাতে কৃষ্ণের কথা স্মরণে আসে। সেইজন্ম ছবি সামনে রাখে। তোমাদের জন্ম তো আরও সহজ। যদি সহজে স্মরণে না আসে, মায়া হয়রান করে, তখন এই ছবি সাহায্য করবে। শিববাবা আমাদেরকে ব্রহ্মার দ্বারা বিষ্ণুপুরীর মালিক বানাচ্ছেন। আমরা বাবার দ্বারা বিশ্বের মালিক হতে চলেছি। এইভাবে স্মরণ করলেও অনেক সাহায্য হবে। যে বাচ্চারা মনে করে যে মাঝে মাঝেই স্মরণ করতে ভুল হয়ে যায়, তাদের উদ্দেশ্য বাবার রায় হল, চিত্র সামনে রেখে দাও, তাহলে বাবা এবং উত্তরাধিকার দুই'ই স্মরণে আসবে। কিন্তু ব্রহ্মাকে স্মরণ করতে হবে না। বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গেলে তখন কি আর কেউ দালালকে স্মরণ করে? তোমরা বাবাকে খুব ভালো করে স্মরণ করলে বাবাও তোমাদেরকে স্মরণ করবেন। স্মরণের দ্বারা'ই স্মরণ প্রাপ্ত হয়। এখন তোমরা তোমাদের প্রিয়তমের অ্যকুপেশনকে জানো। শিবের তো অনেক ভক্ত। শিব - শিব বলতেই থাকে। কিন্তু সেটা তো হল ভুল - শিবকাশী, বিশ্বনাথ তারপরে গজা বলে দেয়। জলের ধারে গিয়ে বসে পড়ে। এটা বোঝে না যে, জ্ঞানের সাগর হলেন বাবা। বেনারসে অনেক ফরেনাস আসে দেখার জন্ম। বড় বড় ঘাট রয়েছে সেখানে, তবুও বাবার মন্দির তাদেরকে আকৃষ্ট করে। সবাই ওঁনার কাছে যায়। মন্দির তো কারো কাছে যাবে না। মন্দিরের দেবতাই আকৃষ্ট করে। শিববাবার আর্কষণও আকৃষ্ট করে তাদেরকে। নম্বর ওয়ান হলেন শিববাবা তারপর সেকেন্ড নম্বরে হলেন এই ব্রহ্মা, সরস্বতী তথা বিষ্ণু। বিষ্ণু তথা ব্রহ্মা। ব্রাহ্মণ তথা বিষ্ণুপুরীর দেবতারা। বিষ্ণুপুরীর দেবতারা তথা ব্রাহ্মণ। এখন তোমাদের কাজই হল এটা - আমরাই ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হচ্ছি, তাহলে অন্যদেরকেও তার রাস্তা বলে দিতে হবে। অন্যরা তো জজালের পথ দেখায়। কিন্তু তোমাদেরকে জজাল থেকে বের করে বাগানে নিয়ে যাওয়া হয়। শিববাবা এসে কাঁটার থেকে ফুলে পরিণত করেন। তোমরাও এই কাজ করে থাকো। এই সব বিষয় একমাত্র তোমরাই জানো। কোনো রাজারানী তো নেই যে তাদেরকে তোমরা বোঝাবে। কথিত আছে, পান্ডবদের তিন পা পৃথিবীও মিলছিল না। শক্তিশালী বাবা তাদের সাথে ছিলেন, তাই তাদেরকে বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত করান। এখনও সেই পটিটাই প্লে হবে, তাই না! বাবা হলেন গুপ্ত। কৃষ্ণের উপরে তো কোনো বিঘ্ন আসতে পারে না। এখন বাবা এসেছেন। বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। তার জন্ম পরিস্রম করতে হয়। প্রতিদিন নতুন নতুন পয়েন্ট আসতে থাকে। দেখা গেছে যে, প্রদর্শনীতে ভালো প্রভাব পড়ে। বৃষ্টি বের করে দেখতে হবে যে প্রদর্শনীর দ্বারা ভালো প্রভাব পড়ে নাকি প্রজেক্টরের দ্বারা? প্রদর্শনীতে বোঝালে চেহারা দেখে বোঝা যেতে পারে। যখন বুঝতে পারে যে, গীতার ভগবান হলেন শিববাবা, তখন বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। তার জন্ম ৭ দিন দিতে হবে। এ'কথা লিখে দাও। নাহলে বাইরে গেলেই মায়া সব ভুলিয়ে দেবে। তোমাদের বৃষ্টিতে এসে গেছে - আমরা ৮৪ র পরিক্রমা করেছি, এখন আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে। এই চিত্র তো অবশ্যই সাথে থাকা চাই। খুব ভালো চিত্র। বিড়লাদের মতো যারা বিংশশালীরা আছেন, তারাও জানেন না যে, এই লক্ষ্মী নারায়ণ এই রাজ্য ভাগ্য কখন আর কীভাবে প্রাপ্ত করেছিলেন। তোমরা জানলে, তোমাদের তো অত্যাশ্চর্য খুশী হওয়ার কথা। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র সাথে নিয়েই সাথে সাথেই কাউকে বোঝাতে পারবে যে এনারা এই পদ কীভাবে পেয়েছিলেন। এই সব কথা বৃষ্টি দিয়ে বোঝার এবং অন্যদেরকে বোঝানোর মতো। লক্ষ্য তোমাদের অনেক উচ্চ। যে যেমন টিচার সে তেমন সাভিস করে থাকে। কে কে কোন্ কোন্ সেন্টারকে কীভাবে সামলাচ্ছেন নিজের নিজের স্থিতি অনুযায়ী, বাবা সেটা দেখেন। নেশা তো সকলের রয়েছে। কিন্তু বিবেক বলে, যে বোঝাবে সে যত সুবৃষ্টিসম্পন্ন হবে, সে সেবাও তত ভালো করবে। সবাই তো সুচতুর হতে পারে না। সব জায়গার জন্ম এক রকম টিচার তো হওয়া সম্ভব নয়। কল্প পূর্বে যেমন চলেছিল তেমনই চলছে। বাবা বলেন, তোমরা তোমাদের অবস্থাকে স্থির করার পুরুষার্থ করে যাও। এ হল কল্প কল্পের ব্যাপার। এটাই দেখা যায় যে, কল্প পূর্বের মতোই প্রত্যেকের পুরুষার্থ চলছে। যা কিছুই ঘটে, আমরা বলে থাকি কল্প পূর্বেও এমন ঘটেছিল। তাতে মনে খুশীও বজায় থাকে, শান্তিও। বাবা বলেন, কর্ম করবার সময়

বাবাকে স্মরণ করতে করতে কাজ করো। বুদ্ধির যোগ সেখানে (বাবার সাথে) ঝুলে থাকলে অনেক অনেক কল্যাণ হবে। যে করবে সে-ই পাবে। ভালো করলে ভালো পাবে। মায়ার মতে চলে সবাই খারাপই করে এসেছে। এখন (তোমাদের) প্রাপ্ত হয় স্রীমৎ ভালো করলে ভালোই হবে। প্রত্যেকে নিজের জন্মই পরিস্রম করে। যেমন করবে তেমনই পাবে। তাহলে কেন না আমরা বাবার সাথে যোগ যুক্ত হয়ে সাভিস করতে থাকি। যোগের দ্বারা আয়ু বৃদ্ধি পাবে। স্মরণের যাত্রার দ্বারা যদি নিরোগী হতে হয় তবে কেন না আমরা বাবার স্মরণে থাকি! যথার্থ হলে কেননা আমরা চেষ্টা করি। জ্ঞান তো একেবারেই সহজ। ছোট বাচ্চারাও নিজেরা বুঝে যায় আর বোঝায়ও। কিন্তু তাতে তো যোগী হয়ে গেল না। এটা পাকা করাতে হবে যে, স্মরণ করো। যারা মনে করে যে মাঝে মাঝেই স্মরণ করতে মনে থাকে না, তারা চিত্র কাছে রাখো, সেটাও ভালো। ভোর বেলায় ছবি দেখেই মনে পড়ে যাবে যে, শিববাবার থেকে আমরা বিষ্ণুপুরীর উত্তরাধিকার নিচ্ছি। এই ত্রিমূর্তির চিত্রই হল প্রধান। যার অর্থ তো তোমরা এখন বুঝেছো। দুনিয়াতে এমন ত্রিমূর্তির চিত্র আর কারো কাছেই নেই। এ তো একেবারেই সহজ। আমরা লিখি বা না লিখি, এটা তো সবাই জানে যে, বরহমার দ্বারা স্থাপন, বিষ্ণুর দ্বারা পালন। আচ্ছা।

মিস্তি-মিস্তি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-বৃগী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্মে মুখ্য সারঃ-

১) মায়ার বকিসং এ কখনো যেন তোমাদের হার না হয় - এ বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। কল্প পূর্বের স্মৃতির দ্বারা নিজের অবস্থাকে মজবুত করতে হবে। খুশীতে আর শান্তিতে থাকতে হবে।

২) নিজের ভালোর জন্ম স্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। এই পুরোনো দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। মায়ার ঝড় থেকে বাঁচার জন্ম চিত্রকে কাছে রেখে বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণে রাখতে হবে।

বরদানঃ-

নির্বল আত্মাদের মধ্যে শক্তির ফোর্স ভরে দিতে সক্ষম জ্ঞান - দাতা তথা বরদাতা ভব

বর্তমান সময়ে নির্বল আত্মাদের মধ্যে এতটা শক্তি নেই যে, জাম্প দিতে পারে, তাদের একসটরা ফোর্স প্রয়োজন। অতএব তোমাদের অর্থাৎ বিশেষ আত্মাদের নিজের মধ্যেই বিশেষ শক্তি ভরে নিয়ে তাদেরকে হাই জাম্প দেওয়াতে হবে। এর জন্ম জ্ঞান দাতার সাথে সাথে শক্তি গুলির বরদাতা হও। রচয়িতার প্রভাব রচনার উপরে পড়ে। সেই কারণে বরদানী হয়ে নিজের রচনাকেও সর্ব শক্তির বরদান দাও। এখন এই সাভিসের আবশ্যকতা রয়েছে।

স্লেগানঃ-

সাক্ষী হয়ে সকল খেলাকে দেখো, তাহলে সেফও থাকবে আর মজাও লাগবে।

"তন, মন, ধন আর শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধের শ্রেষ্ঠ সওদা"

আজ সমস্ত ভান্ডারের সাগর রত্নাকর বাবা তাঁর বাচ্চাদের দেখে মৃদু মৃদু হাসছিলেন, সর্ব ভান্ডারের রত্নাকর বাবার সওদাগর বাচ্চারা অর্থাৎ যারা লেনদেন করেছে তারা কারা আর কার সাথে করেছে ? পরমাৎম-সওদা যিনি প্রদান করেন আর যারা পরমাৎমার সাথে সওদা করে তাঁদের মুখ কতো নির্মল অথচ কতো বড় সওদা করেছে ! এই যে এত বড় সওদা করে সওদাগর আত্মারা, দুনিয়ার লোকে সেটা বুঝতে অপারগ ! দুনিয়ার লোকে যে আত্মাদের আশাহীন, অতি গরিব মনে করে, অসম্ভব ভেবে পাশে সরিয়ে দিয়েছে যে এই কন্যারা, মাতারা পরমাৎম-প্রাপ্তির অধিকারী কী হবে ! কিন্তু যারা সর্বাপেক্ষা বড় সওদা করে, বাবা প্রথমে সেই মাতাদের, কন্যাদের শ্রেষ্ঠ বয়স্কিত্ব গড়ে দেন ! জ্ঞানের কলস প্রথমে মাতাদের, কন্যাদের উপরে রেখেছেন ! তিনি গরিব কন্যাকে নিমিত্ত যজ্ঞ-মাতা, জগদম্বা, বানিয়েছেন ! মাতাদের কাছে তবুও কিছু না কিছু লুকানো প্রপাটি থাকে, কিন্তু কন্যা ! মাতাদের থেকেও গরিব হয় ! সুতরাং বাবা সবচেয়ে গরিবকে প্রথমে সওদাগর বানিয়েছেন, আর সেই সওদা কতো বড় ছিল, যা গরিব কুমারী থেকে জগত অম্বা তথা ধনদেবী লক্ষ্মী বানিয়ে দিয়েছে ! যা আজকের দিন পর্যন্ত যতই কেন না মাল্টিমিলিয়নার (কোটিপতি) হোক, তবুও লক্ষীর থেকে অবশ্যই ধন চাইবে, অবশ্যই পূজা করবে ! রত্নাকর বাবা নিজের সওদাগর বাচ্চাদের দেখে উৎফুল্ল হন ! এক জন্মের জন্ম এই সওদা করলে অনেক জন্ম সदा ধন ধান্বে সম্পন্ন পরিপূর্ণ হয়ে যায় ! আর যে সাধারণ লেনদেন করে সে যত বড়ই বিজনেসম্যান হোক না কেন, সে কিন্তু শুধু ধনের সওদা, বস্তুর সওদা করবে ! শুধুমাত্র অসীম জগতের এক বাবাই যিনি ধনেরও সওদা করেন, মনেরও সওদা করেন, তনেরও সওদা করেন আর সदा শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধেরও সওদা করেন ! এইরকম দাতা কেউ দেখেছে ? তোমরা চার রকমেরই সওদা করেছে, তাই না ? তোমাদের তন সदा সুস্থ থাকবে, মন সदा খুশি থাকবে, ধনের ভান্ডার সदा পরিপূর্ণ থাকবে আর তোমাদের সম্বন্ধে সदा নিঃস্বার্থ স্নেহ থাকবে, এই গ্যারান্টি আছে ! আজকাল লোকে মূল্যবান বস্তুর গ্যারান্টি দেয় ! পাঁচ বছর, দশ বছরের জন্ম গ্যারান্টি দেবে, আর কী করবে ? কিন্তু রত্নাকর বাবা কত সময়ের গ্যারান্টি দেন ? অনেক জন্মের গ্যারান্টি দেন ! চারটের মধ্যে একটাও কম হবে না ! যদি কেউ প্রজারও প্রজা হয়, তাহলেও তার লাস্ট জন্ম পর্যন্ত অর্থাৎ ত্রেতার অন্ত পর্যন্ত এই চারটে জিনিস প্রাপ্ত হবে ! এইরকম সওদা কখনো করেছে ? এখন সওদা করেছে তাই না ? পাকা সওদা করেছে নাকি কাঁচা ? পরমাৎমার সাথে কতো সস্তার লেনদেন করেছে ! কি দিয়েছ, কোনো কাজের জিনিস দিয়েছ তাঁকে ?

ফরেনাস বাপদাদার কাছে সদার্সবদা হৃদয়ের প্রতীক চিহ্ন বানিয়ে পাঠিয়ে দেয় ! হৃদয়-রূপ চিত্রের তারা পত্রও লেখে, গিফট হিসেবেও তারা হৃদয়েরই প্রতীকী পাঠাবে ! তাহলে তো হৃদয়ই দেওয়া হলো, তাই না ! কিন্তু কোন হৃদয় দিয়েছে ? একটা হৃদয় কতো টুকরো হয়ে পড়েছিল ! মা, বাবা, কাকা, মামা - কতো লম্বা লিস্ট ! কলিযুগে যদি সম্বন্ধের লিস্ট বের করো তাহলে লিস্ট কতো লম্বা হবে ! প্রথমে, সম্বন্ধে হৃদয় দিয়ে দিয়েছ, দ্বিতীয়তঃ, অপর বস্তুতেও হৃদয় দিয়েছ ... তাহলে কতো বস্তু আর কতো ব্যক্তি আছে যেখানে তোমাদের হৃদয় জুড়েছে ? সবার সাথে হৃদয় জুড়ে দিয়ে হৃদয়ই টুকরো টুকরো করে দিয়েছ ! বাবা অনেক টুকরো হয়ে যাওয়া হৃদয় এক অভিমুখী ক'রে জুড়ে নিয়েছেন ! তাহলে কী দিলে আর কী নিলে ! আর লেনদেনের বিধিও কতো সহজ ! সেকেন্ডের সওদা, তাই না ! "বাবা" শব্দই বিধি ! এই বিধি তো এক শব্দের, এতে কতো সময় লাগে ? শুধু হৃদয় দিয়ে বলেছ "বাবা", আর সেকেন্ডে সওদা হয়ে গেছে ! কতো সহজ বিধি ! এত সস্তা সওদা এই সঞ্জমযুগ বয়সীত অন্য কোনও যুগে তোমরা করতে পারবে না ! তাইতো, বাপদাদা সওদাগরদের মুখের সৌন্দর্য-মূর্তি দেখছিলেন ! দুনিয়ার তুলনায় তোমরা সবাই অতিশয় ভালো ! কিন্তু চমৎকার তো তোমরা নিরীহ-অকপট যারা তারাই করেছে ! সওদা করায় তোমরা দক্ষ, তাই না ! আজকের বড় বড়ো খ্যাতনামা ধনবান, ধন উপার্জনের পরিবর্তে ধন সামলানোর চিন্তায় পড়ে আছে ! সেই চিন্তায় বাবাকে চেনারও ফুরসৎ নেই ! নিজেদের রক্ষা করতে এবং ধন রক্ষা করতে তাদের সময় চলে যায় ! যদি বাদশাহ হয় তো উদ্ভিগ্ন বাদশাহ, কারণ যতই হোক, ধন তো অসৎ উপায়ের, তাই না ! সেইজন্য উদ্ভিগ্ন বাদশাহ, আর তোমরা বাহ্যিকরূপে কড়িহীন, কিন্তু নিশ্চিন্ত বাদশাহ, বেগার হয়েও বাদশাহ ! শ্রুতে তোমরা কী সাইন করতে ? বেগার টু প্রিন্স ! এখনো বাদশাহ, ভবিষ্যতেও বাদশাহ ! আজকালকার নম্বর ওয়ান ধনবান ব্যক্তিত্বের তুলনায় ত্রেতার অন্তে তোমাদের প্রজাও অধিক ধনবান হবে ! আজকালকার জনসংখ্যার হিসেবে ভাবো, ধন তো সেই একই হবে, চাপা পড়ে থাকা ধনও বেরিয়ে আসবে ! তো সংখ্যা অনুযায়ী ধন বন্টিত হয়েই আছে ! তাহলে ওখানে সংখ্যা কতো হবে ? সেই হিসেবে যদি দেখ, তবে কতো ধন হবে ! এমনকি, প্রজারও অপ্রাপ্ত কোনো বস্তু হবে না ! তাহলে, তারাও তো বাদশাহ হলো, তাই না ! বাদশাহ'র অর্থ এই নয় যে সিংহাসনাসীন হতে হবে ! বাদশাহ অর্থাৎ পরিপূর্ণ, কোনো অপ্রাপ্তি নেই, কোনকিছুর কমতি নেই ! সুতরাং এইরকম সওদা করেছে নাকি করছ ? নাকি এখন ভাবছ ? যখন তোমাদের কোনও ভালো জিনিস সস্তায় আর সহজে পেয়ে যাও, তখনও ধন্দে পড়ে যাও, 'জানিনা, ভালো নাকি মন্দ !' তোমরা তো এইরকম ধন্দের মধ্যে নেই, তাই না ? কারণ, যারা ভক্তিমার্গের তারা সহজকে এত কঠিন করে ফেলে যে তা' সবাইকে বিভ্রান্তিতে আরও ঠেলে দিয়েছে, যার ফলে আজও সেই রূপে বাবাকে খুঁজে যাচ্ছে ! ছোট বিষয়কে বড় বানিয়ে দিয়েছে, সেইজন্য বিভ্রান্তিকর অবস্থায় পড়ে যায় ! উঁচুতম থেকেও উঁচু ভগবান, তাঁর সজো মিলনের লম্বা-চওড়া বিধি বলে দিয়েছে ! সেই বিভ্রান্তিতে ভক্ত

আত্মারা চিন্তা-ভাবনার মধ্যেই পড়ে আছে । ভগবান ভক্তির ফল দিতে এসে গেছেন, কিন্তু বিভ্রান্তির কারণে ভক্ত আত্মারা পাতায় পাতায় জল দিতেই বিজি । যতই তোমরা বাঁতা দাও, তো তারা কী বলে ? এত শ্রেষ্ঠ ভগবান, এত সহজে তিনি আসেন ! হতেই পারে না । তাইতো বাবা মৃদুমৃদু হাসছিলেন যে আজকালকার ভক্তিতে খ্যাতানামা, তা' তাদের ধনের জন্মই হোক বা কোনো অক্যুপেশনের জন্ম - নিজেদের কার্যেই তারা বিজি । কিন্তু তোমরা সব সাধারণ আত্মারা বাবার সঙ্গে সওদা করে নিয়েছ । পান্ডবরা পাকা সওদা করে নিয়েছ, তাই না ? ডবল ফরেনার্স সওদা করায় চতুর । সওদা তো সবাই করেছে, কিন্তু সব বিষয়ে নম্বর-ক্রম আছে । বাবা তো সবাইকে সব ভান্ডার একইরকম দিয়েছেন, কারণ তিনি অনন্ত সাগর । বাবাকে ভান্ডার দেওয়ার জন্ম নম্বর ক্রমানুসারে দেওয়ার কোনও আবশ্যকতা নেই ।

যেমন আজকালকার বিনাশকারী আত্মারা বলে যে বিনাশের এত সামগ্রী তৈরি করা হয়েছে যে এইরকম দুনিয়ার মতো অনেক দুনিয়া বিনাশ হতে পারে । বাবাও বলেন, বাবার কাছে এত ভান্ডার আছে যা সারা বিশ্বের আত্মারা তোমাদের মতো সমঝদার হয়ে যদি সওদা করেও নেয়, তবুও অফুরান থাকবে । তোমরা ব্রাহ্মণরা সংখ্যায় যত, তার থেকে আরো পদমগুনও যদি আসে, তবুও নিতে পারে । এতই অসীম ভান্ডার ! কিন্তু যারা নেবে অর্থাৎ যারা গ্রহীতা তাদের মধ্যেই নম্বর ক্রম হয়ে যায় । দরাজ হুদয়ে লেনদেনকারী মাংর মুষ্টিমেয় সাহসী বের হয়, সেইজন্ম দু'রকমের মালা পূজন হয় । কোথায় অষ্ট রত্ন আর কোথায় ষোলো হাজারের লাস্ট নম্বর ! কতো তারতম্য হয়ে যায় ! সওদা করায় তো তোমরা সবাই একরকমই । লাস্ট নম্বরও বলে, 'বাবা' আর ফার্স্ট নম্বরও বলে 'বাবা' । শব্দে প্রভেদ নেই । সওদা করার বিধিও একরকম আর যিনি দেন সেই দাতাও এক । জ্ঞানের ভান্ডার অথবা শক্তির ভান্ডার, সজাময়ুগী যে সমস্ত ভান্ডারের ব্যাপারে তোমরা জানো, তা' সবার কাছে একই রকম আছে । কাউকে সর্বশক্তি দিলেন, কাউকে একটা শক্তি দিলেন বা কাউকে এক গুণ বা কাউকে সর্বগুণ দিলেন, এইরকম ভিন্তা হয় না । সবারই টাইটেল একই - আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান যারা জানে তারা ত্রিকালদর্শী, মাস্টার সর্বশক্তিমান । এইরকম নয় যে কেউ সর্বশক্তিমান, কেউ শুধু শক্তিমান । না । তোমাদের সবাইকে সর্বগুণ সম্পন্ন হতে যাওয়া দেব আত্মা বলা হয়, গুণমূর্ত বলা হয় । ভান্ডার সবার কাছে আছে । যে শুধু একমাস স্টাডি করেছে সেও জ্ঞান-ভান্ডার সম্বন্ধে সেইরকমই বলে, যারা ৫০ বছর স্টাডি করে জ্ঞানের ভান্ডার বর্ণন করে । যদি প্রতিটা গুণের বিষয়ে, শক্তি বিষয়ে ভাষণ দেওয়ার জন্ম বলা হয় তো খুব ভালো ভাষণ করতে পারে । বুদ্ধিতে থাকে তবেই তো করতে পারে, তাই না ! সুতরাং ভান্ডার সবার কাছে আছে, প্রভেদ তাহলে কীভাবে হয়ে গেল ? নম্বর ওয়ান সওদাগর ভান্ডারের মনন দ্বারা নিজের জন্ম কার্যে প্রয়োগ করে । সেই অনুভবের অথরিটি দ্বারা অনুভাবী হয়ে অন্যকে বিতরণ করে । কার্যে প্রয়োগ অর্থাৎ ভান্ডার বৃদ্ধি করা । একদিকে, যারা শুধু বর্ণন করে আরেকদিকে যারা মনন করে । সুতরাং, যারা মনন করে তারা যাকেই দেয় তারা স্বয়ং অনুভাবী হওয়ার কারণে অন্যকেও অনুভাবী বানাতে পারে । যারা বর্ণন করে তারা অন্যকেও বর্ণনকারী বানিয়ে দেয় । তারা মহিমা করতে থাকবে, কিন্তু অনুভাবী হবে না । তারা নিজে মহান হবে না, কিন্তু শুধুই মহিমা করবে ।

সুতরাং নম্বর ওয়ান অর্থাৎ মনন শক্তি দ্বারা ভান্ডারের অনুভাবী হয়ে অন্যদেরও অনুভাবী বানায় অর্থাৎ ধনবান বানায় । সেইজন্ম তাদের ভান্ডার সদা বেড়ে যায়, আর সময় অনুসারে তাদের নিজেদের জন্ম এবং অন্যদের জন্ম কার্যে প্রয়োগ করায় সদা সফলতা স্বরূপ থাকে । যারা শুধু বর্ণন করে তারা অন্যদের ধনবান বানাতে পারবে না এবং নিজের জন্মও সময় অনুসারে যে শক্তি, গুণ, যে জ্ঞানের বিষয় ইউজ করা প্রয়োজন, সময়কালে তারা পারবে না, সেইজন্ম খাজানার পরিপূর্ণ স্বরূপের সুখ আর দাতা হয়ে দেওয়ার অনুভব করতে পারে না । ধন থাকা সত্ত্বেও সেই ধন থেকে সুখ নিতে তারা অপারগ । শক্তি থাকলেও সময় মতো সেই শক্তি দ্বারা সফলতা লাভ করতে পারবে না । গুণ থাকলেও সময় অনুযায়ী গুণের ইউজ করতে পারে না । শুধু বর্ণন করতে পারে । ধন সবার কাছে আছে, কিন্তু ধনের সুখ সময়মতো ইউজ করাতেই অনুভব হয় । যেমন আজকালকার সময়তেও কোনো কোনো ধনবানের বিনাশী ধনও ব্যাংকে থাকবে, আলমারিতে হবে অথবা বালিশের নিচে হবে, না নিজে কার্যে লাগাবে, না অন্যদের লাগাতে দেবে । না নিজে লাভ নেবে, না অন্যদের লাভ দেবে । সুতরাং ধন থাকা সত্ত্বেও তা' থেকে তারা সুখ তো নিলো না, তাই না ! বালিশের নিচে থেকে যাবে, নিজে চলে যাবে । সুতরাং এই বর্ণন করা অর্থাৎ ইউজ না করা, সদা গরিব হিসেবে প্রতীয়মান হবে । এই ধনও যদি নিজের জন্ম বা অন্যদের জন্ম যথার্থ সময়ে ইউজ না করে, শুধু বুদ্ধিতে রেখে দেয়, তাহলে না নিজে অবিনাশী ধনের নেশায় খুশিতে থাকে, না অন্যকে দিতে পারে । সদা সর্বদা কী করব, কীভাবে করব ...এই বিধিতে চলতে থাকবে, সেইজন্ম দু'টা মালা তৈরি হয়ে যায় । এক, যারা মনন করে, দুই, যারা শুধু বর্ণন করে । তাহলে, কোন সওদাগর তোমরা ? নম্বর ওয়ান নাকি দু' নম্বরের ? এই ভান্ডারের কন্ডিশন (শর্ত) এটাই - অন্যদের যত দেবে, যত কার্যে প্রয়োগ করবে, ততই বাড়বে । বৃদ্ধির জন্ম এটাই বিধি । এতে বিধি আপন না করার কারণে নিজের মধ্যেও বৃদ্ধি নেই, আর অন্যদের সেবা করাতেও বৃদ্ধি নেই । সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে বাবা বলছেন না, বলছেন অন্যদের সম্পন্ন বানানোর বৃদ্ধির ব্যাপারে । অনেক স্টুডেন্ট সংখ্যা গুনতিতে তো আসে, কিন্তু এখনো তারা বলে যাচ্ছে - বুঝতে পারছি না যোগ কী, বাবাকে স্মরণ কীভাবে করতে হয় ? তাদের এখন শক্তি নেই । স্টুডেন্টদের লাইনে তো আছে, রেজিস্টারে নাম আছে, কিন্তু ধনবান তো হয়নি, তাই না ! তারা চাইতেই থাকবে । কখনো কোনো টিচারের কাছে গিয়ে সহায়তার জন্ম বলবে, কখনো বাবার সঙ্গে অধ্যাত্ম বাতলাপ করবে তো বলবে সহায়তা করো । সুতরাং পরিপূর্ণ তো হলো না, তাই না ! যে স্বয়ং মনন শক্তি দ্বারা নিজের জন্ম ধন-বৃদ্ধি করে, সে অন্যদেরও ধন-বৃদ্ধি করতে পারে । মনন শক্তি অর্থাৎ ধনকে বাড়ানো । অতএব, ধনবানের খুশি, ধনবানের সুখ অনুভব করা । বুঝেছ ? মনন শক্তির গুরুত্ব অনেক । আগেও তোমাদের সামান্য ইশারা দেওয়া হয়েছে । মনন শক্তির আরও মহৎ সম্বন্ধে বাবা

তোমাদের পরে বলবেন । বাবা তোমাদের নিজেদেরকে চেক করার কাজ দিতেই থাকেন । রেজাল্ট আউট হলে তোমরা আবার বলবে যে আমরা তো জানি না, এই বিষয়ে বাপদাদা তো বলেননি, সেইজন্য প্রতিদিন বলতে থাকেন । চেক করা অর্থাৎ চেঞ্জ করা । আচ্ছা ।

সর্বশ্রেষ্ঠ সওদাগর আত্মাদের, সদা সমস্ত ভান্ডার সঠিক সময়ে যারা কার্যে প্রয়োগ করে সেই মহান বিশাল বুদ্ধিমান বাচ্চাদের, যারা সদা নিজেকে সম্পন্ন অনুভব ক'রে অন্যকে অনুভাবী বানায়, অনুভবের অথরিটি সেই বাচ্চাদের অলমাইটি অথরিটি বাপদাদার স্মরণ-স্মেহ আর নমস্কার ।

"ইস্টার্ণ জোনের ভাই-বোনেদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাৎকার"-

পূর্ব দিকে সূর্য উদয় হয়, তাই না ! সুতরাং ইস্টার্ণ জোন অর্থাৎ সদা জ্ঞান-সূর্য উদয় হয়েই আছে । ইস্টার্ণের অর্থাৎ যারা সদা জ্ঞান-সূর্যের প্রকাশ দ্বারা সব আত্মাকে আলোতে নিয়ে আসে, অন্ধকার সমাপ্ত করে । সূর্যের কাজ অন্ধকার সমাপ্ত করা । সুতরাং তোমরা সব মাস্টার জ্ঞান-সূর্য অর্থাৎ চারিদিকের অজ্ঞান সমাপ্ত করো তোমরা, তাই না ! সবাই এই সেবাতে বিজি থাকো নাকি নিজের অথবা প্রবৃত্তির পরিস্থিতির জটিলতায় আটকে থাকো ? সূর্যের কাজ আলো দেওয়ার কাজে বিজি থাকা । তা' প্রবৃত্তিতেই হোক বা যেকোন বয়বহারে হোক, অথবা যে কোনও পরিস্থিতিই সামনে আসুক, সূর্য কিস্ত তার আলো দেওয়ার কর্তব্য বয়ভীত থাকতে পারে না । সুতরাং তোমরা এইরকম মাস্টার জ্ঞান-সূর্য, নাকি মাঝেমধ্যে জটিলতার মধ্যে আটকা পড়ে যাও ? প্রথম কর্তব্য - জ্ঞানের আলো দেওয়া । যখন এই স্মৃতি তোমাদের বজায় থাকে যে পরমার্থ দ্বারা বয়বহার এবং পরিবার উভয়ই শ্রেষ্ঠ বানাতে হবে, তখন এই সেবা নিজে থেকেই হয় । যেখানে পরমার্থ অর্থাৎ পরম ধারণা আছে সেখানে বয়বহার প্রমাণ-সিদ্ধ এবং সহজভাবে হয় । আর পরমার্থের ভাবনা দ্বারা পরিবারেও সত্যিকারের ভালোবাসা আপনা থেকেই এসে যায় । সুতরাং পরিবারও শ্রেষ্ঠ আর বয়বহারও শ্রেষ্ঠ । পরমার্থ পারিবারিক বা অন্যান্য সম্বন্ধ-বয়বহার থেকে সরিয়ে দেয় না, বরং পরমার্থ-কার্যে বিজি থাকায় পরিবার ও অন্যান্যদের সঙ্গে পারস্পরিক বয়বহারে সহযোগিতা লাভ হয় । অতএব, পরমার্থে সদা এগিয়ে চলো । যারা নেপাল থেকে, তাদের প্রতীকচিহ্নেও সূর্য দেখানো হয়, তাই না ! প্রসঙ্গতঃ, রাজাদের মধ্যে সূর্যবংশী রাজারা প্রসিদ্ধ, শ্রেষ্ঠ হিসেবে সুপরিচিত । সুতরাং তোমরাও মাস্টার জ্ঞান-সূর্য সবাইকে আলো প্রদান করো । আচ্ছা ।

বরদানঃ:-

সজাময়ুগে সব কর্ম কলা রূপে ক'রে ১৬ কলা সম্পন্ন ভব

সজাময়ুগ বিশেষ কর্মরূপী কলা দেখানোর যুগ । যার সব কর্ম কলা রূপে হয়, তার সব কর্মের এবং গুণের গায়ন হয় । ১৬ কলা সম্পন্ন অর্থাৎ তোমাদের সব কর্মকান্ড সম্পূর্ণ কলা রূপে যেন দৃশ্যমান হয় - এটাই সম্পূর্ণ স্টেজের লক্ষণ । যেমন সাকার রূপে বাবার চলাফেরায়, কথা বলায় ... সবকিছুতে তোমরা বিশেষত্ব দেখেছ, সেটাই তো কলা ! ওঠা, বসবার কলা, দেখার কলা, চলাফেরার কলা - সবকিছুর মধ্যে স্বতন্ত্রতা এবং বিশেষত্ব ছিল । অতএব, এইভাবে ফলো ফাদার করে ১৬ কলা সম্পন্ন হও ।

স্লোগানঃ:-

পাওয়ারফুল সেই, যে তৎক্ষণাৎ পরখ করে নিষ্পত্তি করতে পারে ।

“মিস্টি বাচ্চারা - এটা হলো তোমাদের ওয়ান্ডারফুল ইউনিভার্সিটি, যেখানে সঠিক পথের দিশারী ভোলানাথ বাবা টিচার হয়ে তোমাদের পড়াচ্ছেন”

*প্রশ্নঃ - এই অন্তিম সময়ে বাচ্চারা তোমরা সবাইকে কি এমন লক্ষ্য দিতে থাকো ?

*উত্তরঃ - হে আত্মারা এখন পবিত্র হও, পবিত্র না হলে বাড়ি ফিরে যেতে পারবে না। অর্ধেক কল্প ধরে যে রোগ লেগে আছে, তার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তোমরা সবাইকে সাতদিনের ভাটিটিতে বসাও। পতিতদের সজা থেকে দূরে থাকো, কেউ যেন না স্মরণে আসে, তবেই বুদ্ধিতে কিছু জ্ঞানের ধারণা হতে পারে।

*গীতঃ- তোমরা রাত কাটিয়েছ ঘুমিয়ে ...

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদেরকে এটা কে বলছেন? যেহেতু স্কুলে বসে আছো তো অবশ্যই টিচার বলেছেন। প্রশ্ন ওঠে যে এই টিচার বলেছেন, বাবা বলেছেন নাকি সন্তুর বলেছেন? এই আশীর্বাদ কে বলছেন? বাচ্চাদের বুদ্ধিতে সর্বপ্রথম এটাই আসা চাই যে ইনি হলেন আমাদের অসীম জগতের বাবা, যাকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়। তাই বাবাও বলেছেন, শিক্ষকও বলেছেন তো সাথে সাথে সন্তুরও বলেছেন। এটা তোমাদেরই বুদ্ধিতে আছে, যারা স্টুডেন্ট হয়েছে। অন্যান্য কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে যে টিচার পড়ান, তাদেরকে কোনও ফাদার বা গুরু বলা যায় না। এটাও হলো পাঠশালা, আবার ইউনিভার্সিটি বলো বা কলেজ বলো। হয় তো পড়াশোনা, তাইনা! সর্বপ্রথম এটাই বুঝতে হবে যে, পাঠশালাতে আমাদেরকে কে পড়াচ্ছেন? বাচ্চারা জানে যে তিনি হলেন নিরাকার, যিনি সকল আত্মাদের বাবা, সকলের সম্প্রতি দাতা, তিনি আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। এই সমস্ত রচনা সেই এক রচয়িতার সম্প্রতি। তাই নিজেই বসে রচনার আদি মধ্য অন্তের রহস্য বোঝাচ্ছেন। বাচ্চারা তোমরা বাবার কাছে জন্ম নিয়েছো। তোমরা বুদ্ধির দ্বারা জানতে পারো যে তিনিই হলেন আমাদের সকল আত্মাদের বাবা, যাকে জ্ঞানের সাগর, নলেজফুল বলা হয়। তিনি জ্ঞানের সাগর, পতিতপাবন। জ্ঞানের দ্বারাই সম্প্রতি হয়ে থাকে, মানুষ পতিত থেকে পবিত্র হয়। এখন বাচ্চারা তোমরা এখানে বসে আছো। অন্যান্য স্কুলে কারোর বুদ্ধিতে এটা থাকে না যে আমাদের জ্ঞানের সাগর নিরাকার বাবা পড়াচ্ছেন। এটা এখানেই তোমরা জানতে পারো। তোমাদেরকেই বোঝানো হয়ে থাকে। মুখ্যতঃ ভারত আর গৌণ ভাবে সমগ্র দুনিয়াতে এইরকম কেউই বুঝতে পারবে না যে আমাদেরকে নিরাকার পরমাত্মা পড়াচ্ছেন। তাদেরকে যারা পড়াচ্ছেন তারা তো হলেন মানুষরূপী টিচার। আর এই রকম জ্ঞানও নেই যে বুঝবে, যে আমরা হলাম আত্মা। আত্মাই পড়ছে। আত্মাই সবকিছু করছে। অমুক আত্মা চাকরি করছে এই অজ্ঞ-প্রত্যজ্ঞের দ্বারা। তাদের বুদ্ধিতে তো এটাই থাকে যে আমি হলাম অমুক। শীঘ্রই তার নাম রূপ স্মরণে এসে যায়। আমরা এটা করছি, আমরা এইরকমভাবে করছি। শরীরের নামই স্মরণে এসে যায়, কিন্তু সেটা হল ভুল। প্রথমে আমরা তো হলাম আত্মা। পড়ে এই শরীর ধারণ করেছি। শরীরের নাম পরিবর্তন হতে থাকে, আত্মার নাম তো পরিবর্তন হয়না। আত্মা তো এক-ই থাকে। বাবা বলেছেন যে আমি আত্মার একটাই নাম - শিব। এটা সমগ্র দুনিয়া জানে। বাকি এত সব নাম শরীরের রাখা হয়। শিব বাবাকে তো শিবই বলা হয়ে থাকে, বয়স্। তাঁর কোনো শরীর দেখা যায় না। মানুষের নাম দেওয়া হয়, আমি হলাম অমুক। আমাকে অমুক টিচার পড়াচ্ছেন। তার নাম বলবে, তাই না! বাস্তবে আত্মা শরীরের দ্বারা টিচারের কাজ করে, তার আত্মাকে পড়ায়। সংস্কার আত্মার মধ্যেই হয়ে থাকে। অজ্ঞ-প্রত্যজ্ঞের দ্বারা পড়ায়, ভূমিকা পালন করে, সংস্কার অনুসারে। কিন্তু দেহের যে নাম দেওয়া হয়, তার উপর সমস্ত কাজকর্ম ইত্যাদি চলতে থাকে। এখানে বাচ্চারা তোমরা জানো যে আমাকে নিরাকার বাবা পড়াচ্ছেন। তোমাদের বুদ্ধি কোথায় চলে গেছে? আমি আত্মা সেই বাবার হয়েছি। আত্মা বুঝতে পারে যে নিরাকার ফাদার আমাদেরকে এসে এই সাকার দ্বারা পড়াচ্ছেন। তার নাম হলো শিব। শিব জয়ন্তীও মানাতে থাকে। শিব তো হলেন অসীম জগতের বাবা, তাঁকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়। তিনি হলেন সকল আত্মার বাবা, এখন তাঁর জয়ন্তি কিভাবে মানানো হয়। আত্মা শরীরে প্রবেশ করে নাকি গর্ভে আসে? উপর থেকে আসে, এটা কারোরই জানা থাকে না। ক্রাইস্টকে ধর্ম স্থাপক বলা হয়। ওঁনার আত্মাকে প্রথম উপর থেকেই আসতে হয়। সতোগ্রধান আত্মা আসে। পূর্বে কোনো বিকর্ম করেননি। প্রথমে সতোগ্রধান তারপর সত্য তারপর রজো এবং পরে তমোতে আসে, তখনই বিকর্ম হয়। যে আত্মা প্রথমবার আসবে, সতোগ্রধান হওয়ার কারণে কোনও দুঃখ ভোগ করবে না। অর্ধেক সময় যখন সম্পূর্ণ হয় তখন বিকর্ম করতে থাকে।

আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে বরাবর সূর্যবংশী রাজ্য ছিল, অন্যান্য সকল ধর্ম পরবর্তীকালে এসেছে। ভারতবাসীরাই বিশ্বের মালিক ছিলেন। ভারতকেই অবিনাশী খন্ড বলা যায়, তখন অন্যান্য কোনও খন্ড ছিল না। তাই শিব বাবা হলেন ভুল পথের যাত্রীদের সৎ পথের দিশারী, ভোলানাথ - শিবকেই বলা যায় নাকি শঙ্করকে? ভোলানাথ শিব হলেন সৎ পথের দিশারী। শিব আর শংকর এক নয়, আলাদা আলাদা। বরহমা-বিশ্বু-শঙ্করের কোনও মহিমা নেই। মহিমা কেবল এক শিব বাবারই হয়, যিনি সৎ পথের দিশারী। তিনি বলেন যে আমি সাধারণ বৃন্দ শরীরে প্রবেশ করি। ইনি ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছেন, এখন খেলা সম্পন্ন হয়েছে। এই পুরানো শরীর, পুরানো সম্বন্ধও বিনাশ হয়ে

যাবে। এখন কাকে স্মরণ করবে? যে জিনিস বিনাশ হয়ে যায় তাকে স্মরণ করা হয় না। নতুন মহল তৈরি হলে তখন পুরানো বাড়ির থেকে আর্কষণ কেটে যায়। এসব হলো অসীম জগতের কথা। সকলের সম্প্রতি হয় অর্থাৎ রাবণের রাজ্য থেকে সকলের মুক্তি প্রাপ্ত হয়। রাবণ সবাইকেই বিকারী বানিয়ে দিয়েছে। ভারত একদমই কাজাল ভরস্টাচারী হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষ ভরস্টাচার বলতে মনে করে দুর্নীতি, জালিয়াতি, চুরি, ঠকানো। কিন্তু বাবা বলেন যে - প্রথম ভরস্টাচার হল নোংরা বিকারী হয়ে যাওয়া। শরীর বিকারের দ্বারা জন্ম হয়, এই জন্ম একে বিকারী দুনিয়া বলা হয়। সৎযুগকে নিবিকারী দুনিয়া বলা হয়। আমরা সৎযুগে প্রবৃত্তি মার্গের দেবী দেবতা ছিলাম। বলে যে পবিত্র হলে বিকার ছাড়া বাচ্চা কিভাবে জন্ম নেবে? বলা- আমরা নিজেদের রাজধানী বাহুবলের দ্বারা নয়, যোগবলের দ্বারা স্থাপন করছি, তাহলে কি যোগবলের দ্বারা বাচ্চা জন্ম নিতে পারে না? যখন হলোই নিবিকারী দুনিয়া, পবিত্র গৃহস্থ আশ্রম। যথা রাজা-রানী সম্পূর্ণ নিবিকারী তথা প্রজা। এখানে হলো সম্পূর্ণ বিকারী। সৎযুগে বিকার হয়না। তাকে বলা যায় ঈশ্বরীয় রাজ্য। ঈশ্বর বাবা স্থাপন করছেন। এখন তো হলো রাবণ রাজ্য। শিব বাবার পূজা হয়, যিনি স্বর্গ স্থাপন করেছেন। রাবণ, যে নরক বানিয়েছে তাকে জ্বালিয়ে দেয়। দ্বাপর কবে থেকে শুরু হয়েছে, এটাও কারোর জানা নেই। এটাও হলো বোঝার কথা। এটা হলই তমোপ্রধান আসুরিক দুনিয়া। সেটা হল ঈশ্বরীয় দুনিয়া। তাকে স্বর্গ দৈব পবিত্র দুনিয়া বলা হয়। এটা হল নরক, পতিত দুনিয়া। এইসব কথা সে-ই বুঝতে পারবে যে প্রতিদিন মুরলী পড়বে। অনেকেই বলে যে অমুক জায়গায় স্কুল খোড়াই আছে। আরে হেড-অফিস তো আছে তাই না! তোমরা এসে ডাইরেকশন নিয়ে যাও। বড় কথা তো নয়। সৃষ্টিচক্রকে সেকেন্ডে বোঝানো যায়। সৎযুগ, ত্রেতা পাষ্ট হয়ে গেছে, পুনরায় দ্বাপর, কলিযুগ এটাও পাষ্ট হয়ে গেছে। এখন হল সজাম যুগ। নতুন দুনিয়াতে যাওয়ার জন্ম পড়াশোনা করতে হবে। প্রত্যেকের অধিকার আছে এই মুরলী পড়ার। বাবা আমি চাকরি করি। আচ্ছা এক সপ্তাহ জ্ঞান নিয়ে তারপর চলে যেও, মুরলী প্রাপ্ত হতে থাকবে। প্রথমে সাতদিনের ভাটিতে অবশ্যই থাকতে হবে। যদিও সাত দিন আসবে কিন্তু সকলের বুদ্ধি তো একরকম নয়। সাতদিনের ভাটি মানে কারোর কথা স্মরণে যেন না আসে। কারো সাথে পত্র মারফতও ব্যবহার ইত্যাদি যেন না হয়। সবাই একই রকম তো বুঝতে পারে না। এখানে পতিতদেরকে পবিত্র হতে হয়। এই পতিতপনাও হল রোগ। এখনকার মানুষ হল অধিক কল্পের মহারোগী। তাদেরকে আলাদা বসাতে হবে। কারোর সঙ্গে নয়। বাইরে যাবে, উল্টো-পাল্টা খাবে, পতিতদের হাতে খাবে। সৎযুগে দেবতার পবিত্র ছিলেন, তাই না। তাদের জন্ম দেখো স্পেষ্ঠ মন্দির তৈরি হয়। দেবতাদেরকে আবার কোনও পতিত স্পর্শ করতে পারে না। এই সময় তো মানুষ একদমই পতিত ভরস্টাচারী হয়ে গেছে। শরীর বিষের দ্বারা জন্ম হয়, এইজন্ম একে ভরস্টাচারী বলা যায়। সন্ন্যাসীদেরও শরীর বিষের দ্বারা তৈরি হয়েছে। বাবা বলেন যে প্রথম প্রথম আত্মাকে পবিত্র হতে হবে, তারপর তো শরীরও পবিত্র চাই, এই জন্ম পুরানো অপবিত্র শরীর সব বিনাশ হয়ে যাবে। সবাইকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে। এটা হল বিনাশের সময়। সবাইকে পবিত্র হয়ে বাড়ি ফিরে যেতে হবে। ভারতেই হোলিকা দহন পালন করা হয়। এখানে ৫ তৎৎবর শরীর হলো তমোপ্রধান। সৎযুগে শরীরও সতোপ্রধান হয়ে থাকে। স্রীকৃষ্ণের চিত্র তো আছে তাইনা! নরককে লাখি মারছে, কেননা সৎযুগে যেতে হবে। মৃত-কে যখন স্মশানে নিয়ে যাওয়া হয় তখন প্রথমে মুখ শহরের দিকে আর পা স্মশানের দিকে থাকে। আবার যখন স্মশানের ভিতরে প্রবেশ করে তখন মুখ স্মশানের দিকে করে দেয়। এখন তোমরা স্বর্গে যাচ্ছো তাই তোমাদের মুখ সেই দিকে আছে। শান্তিধাম আর সুখধাম, পা দুঃখ ধামের দিকে আছে। সেটা তো হলো মৃতদের কথা। এখানে তো পুরুষাথ করতে হয়। সুইট হোমকে স্মরণ করতে-করতে তোমরা আত্মারা সুইট হোমে চলে যাবে। এটাই হলো বুদ্ধির স্মার্কটিস। এই বাবা বসে সমস্ত রহস্য বোঝাচ্ছেন। তোমরা জানো আমাদের আত্মাদেরকে ঘরে যেতে হবে। এটা হল পুরানো শরীর, পুরানো দুনিয়া, নাটক সম্পন্ন হয়েছে মানে ৮৪ জন্ম অভিনয় করেছে। এটাও বোঝানো হয় যে সবাই ৮৪ জন্ম নেয় না। যারা পরবর্তীকালে আসে অন্যান্য ধর্মে, অবশ্যই তাদের কম জন্ম হবে। ইসলামীর থেকে বৌদ্ধদের কম। ক্রিস্টানদের তার থেকেও কম। গুরু নানকের শিখ ধর্মাবলম্বীরা এসেইছে এখন। গুরু নানকের ৫০০ বছর হয়েছে তো তারা খোরাই ৮৪ জন্ম নেবে। হিসাব করা যায়। ৫ হাজার বছরে এত জন্ম, তো ৫০০ বছরে কত জন্ম হবে? ১২ থেকে ১৩ জন্ম। ক্রাইস্টের ২০০০ বছর হলে, তাদের কত জন্ম হবে? অধিকেরও কম হয়ে যাবে। হিসাব আছে তাই না। এতে কে কত, কে কত, অ্যাকুরেট কেউ বলতে পারে না। এইসব কথাতে তর্ক করে বেশী সময় নষ্ট করো না। তোমাদের কাজ হল বাবাকে স্মরণ করা। ফালতু কথাতে বুদ্ধি যেন না যায়। বাবার সাথে যোগ লাগাতে হবে, চক্রকে জানতে হবে। বাকি পাপ নষ্ট হবে স্মরণের দ্বারা। এতেই পরিস্রম আছে। এইজন্ম ভারতের প্রাচীন যোগ বলা হয়, যেটা বাবা-ই শেখাচ্ছেন। সৎ যুগ, ত্রেতাতে তো যোগের কোনো কথাই নেই। পুনরায় ভক্তি মার্গে হঠাৎ যোগ শুরু হয়। এটা হল সহজ রাজযোগ। বাবা বলেন যে আমাকে স্মরণ করলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। মূলকথা হলো স্মরণের। কোনও পাপ কাজ করো না। দেবী দেবতাদের মন্দির আছে কেননা তাঁরা হলেন পবিত্র। যারা পূজারী তারা পতিত হয়ে গেছে। পবিত্র দেবতাদেরকে স্মান ইত্যাদি করায়। বাস্তবে পতিতদের হাত লাগানোই উচিত নয়। এই সব হল ভক্তি মার্গের রীতি-রেওয়াজ। এখন তো আমরা পবিত্র হচ্ছি। পবিত্র হয়ে গেলে পুনরায় দেবতা হয়ে যাব। সেখানে তো পূজা ইত্যাদির দরকারই নেই। সকলের সম্প্রতি দাতা হলেনই এক বাবা। তাঁকেই ভোলানাথ বলা হয়। আমি আসি পতিত দুনিয়া পতিত শরীরে, পুরানো রাবন রাজ্যে। হ্যাঁ, যে কারোরই শরীরে প্রবেশ করে মুরলী চালাতে পারি, তার মানে এই নয় যে সর্বব্যাপী। প্রত্যেকেরই তো নিজের নিজের আত্মা আছে। ফর্মো লেখানো হয় যে তোমাদের আত্মার বাবা কে? কিন্তু বুঝতে পারে না। আত্মাদের বাবা তো এক-ই হবেন। আমরা সবাই হলাম ভাই-ভাই, বাবা হলেন এক। তাঁর থেকে জীবন মুক্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। তিনি হলেন মুক্তিদাতা, গাইড। সকল আত্মাদেরকে নিয়ে যান সুইট হোমে, এইজন্ম পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যায়। হোলিকা দহন হয়, তাই না! শরীরের সব কিছু শেষ হয়ে যাবে, বাকি আত্মারা সকলেই বাড়ি ফিরে যাবে। সৎযুগে তো পুনরায় খুবই অল্পসংখ্যক হবে। বোঝাতে হবে যে স্বর্গের স্থাপনা কে করেন? কলিযুগের বিনাশ কে

করেন? সেটাও তো পরিস্কারভাবে লেখা আছে। বলেন যে -“মিঠরা ঘুর তো ঘুরায়” অর্থাৎ ভালোবাসো তো ভালোবাসা প্রাপ্ত হবে। বাবা বলেন, যে আমার জন্ম অনেক সাভিস করে, মানুষকে দেবতা বানানোর - সে-ই আমার কাছে বেশী প্রিয়।

যে পুরুষার্থ করবে সে-ই উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে। উত্তরাধিকার পরমাৎমা বাবার থেকেই প্রাপ্ত হয়। আত্ম অভিমানী হতে হবে। কেউ অনেক ভুলও করে, পুরানো সংস্কার পাককা হয়ে যায়। তখন তাকে যতই বোঝাও, সে বুঝতে পারে না। নিজের-ই পদ কম করে দেয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুস্বভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্মে মুখ্য সারঃ-

১) কোনও কথাতে তর্ক করে নিজের সময় নষ্ট ক'রো না। বর্যথ কথাতে বুদ্ধি যেন অধিক না যায়। যতটা সম্ভব স্মরণের যাওয়ায় থেকে বিকর্ম বিনাশ করতে হবে। আত্ম-অভিমানী হয়ে থাকার সংস্কার ধারণ করতে হবে।

২) এই পুরানো দুনিয়ার থেকে নিজের মুখ ঘুরিয়ে নিতে হবে। শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করতে হবে। নতুন মহল তৈরি হচ্ছে তাই পুরানোর থেকে বুদ্ধি সরিয়ে নিতে হবে।

বরদানঃ-

মায়ার বিঘনকে খেলার সমান অনুভবকারী মাস্টার বিশ্ব-নির্মাতা ভব

যেরকম কোনো বয়স্কের সামনে ছোট বাচ্চা নিজের শৈশবের দুর্বলতার কারণে কিছু কথা বলে দেয়, কোনও এমন কর্তব্যও করে ফেলে তো বয়স্ক ব্যক্তি বোঝে যে এ তো নির্দোষ, অজ্ঞানী, ছোট বাচ্চা। কোনও প্রভাব পড়ে না। এরকমই যখন তোমরা নিজেদেরকে মাস্টার বিশ্ব-নির্মাতা মনে করবে, তো এই মায়ার বিঘন বাচ্চাদের খেলার সমান মনে হবে। মায়া যে কোনও আত্মার দ্বারা সমস্যা, বিঘন বা পরীক্ষার পেপার হয়ে এসে যাবে তো তাতে ঘাবড়ে যাবে না বরং তাকে নির্দোষ মনে করবে।

স্মোগানঃ-

স্নেহ, শক্তি আর ঈশ্বরীয় আকর্ষণ নিজের মধ্যে ভরো তাহলে সবাই সহযোগী হয়ে যাবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাচ্চারা, বাবা যা, যেমন তাঁকে তোমরাও নম্বরের অনুক্রমে সেভাবেই জেনেছো, যদি সকলেই জেনে যায় তবে তো অত্যাশ্চর্য ভীড় জমে যাবে"

*প্রশ্নঃ - চতুদিকে প্রত্যাশার আওয়াজ কবে ছড়িয়ে পড়বে ?

*উত্তরঃ - যখন মানুষ জানবে যে স্বয়ং ঈশ্বর এই পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ করে নতুন দুনিয়া স্থাপন করতে এসেছেন। ২) আমাদের সকলের সম্প্রতিদাতা বাবা আমাদের ভক্তির ফল প্রদান করতে এসেছেন। এই নিশ্চয় থাকলে তবেই প্রত্যাশা হয়ে যাবে। চতুদিকে হট্টগোল শুরু হয়ে যাবে।

*গীতঃ- যে প্রিয়তমের সঙ্গো রয়েছে.....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গানের দু'লাইন শুনেছে। যে প্রিয়তমের সঙ্গো রয়েছে, এখন এই প্রিয়তমটি কে ! তা এই জগৎ জানে না। যদিও অসংখ্য বাচ্চা আছে, তবুও তার মধ্যে অনেকেই আছে যারা জানে না যে কিভাবে বাবাকে স্মরণ করা উচিত। সেইভাবে স্মরণ করতে জানে না। প্রতি মুহূর্তে ভুলে যায়। বাবা বোঝান -- বাচ্চারা, স্বয়ং-কে আত্মা মনে করো, আমরা বিন্দু। বাবা জ্ঞানের সাগর, ওঁনাকেই স্মরণ করতে হবে। স্মরণের যেন এমন অভ্যাস হয়ে যায় যে নিরন্তর স্মরণ চলতে থাকে। পরে যেন এটাই স্মরণে থাকে যে, আমি আত্মা, শরীরও আছে কিন্তু এই জ্ঞান বুদ্ধিতে রাখতে হবে যে, আমি আত্মা। বাবার ডায়রেকশন পেয়েছো যে, আমি যা সেইরূপে কোনো বিরল ব্যক্তিত্বই স্মরণ করে। বাচ্চারা অত্যাশ্চর্য দেহ-অভিমনে থাকে। বাবা বোঝান -- কাউকে যতক্ষণ না পর্যন্ত বাবার পরিচয় দিয়েছো ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই বুঝতে পারবে না। প্রথমে তো তারা এটাই জানুক যে সেই নিরাকার আমাদের বাবা, গীতার ভগবান, সকলের সম্প্রতিদাতা। তিনি এখন সম্প্রতি দানের ভূমিকা পালন করছেন। এই পয়েন্টে যদি নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে যায় তবে এত যে সাধু-সন্তাদি রয়েছে সকলেই এক সেকেন্ডে চলে আসবে। ভারতে বড় হট্টগোল বেঁধে যাবে। এখন যদি জানতে পারে যে এই জগৎ বিনাশপ্রাপ্ত হবে। এই কথায় যদি নিশ্চয় হয়ে যায় তবে মুম্বই থেকে আবু পর্যন্ত লাইন পড়ে যাবে। কিন্তু এত শীঘ্র কারোর নিশ্চয় আসতে পারে না। তোমরা জানো যে বিনাশ হবে, এরা সকলে গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে থাকবে। পুনরায় অন্তিম সময়ে তোমাদের প্রভাব দেখা যাবে। মাসির বাড়ি যাওয়ার মতো সহজ ব্যাপার নয় যে এই কথায় নিশ্চয় হয়ে যাবে যে, গীতার ভগবান পরমপিতা পরমাত্মা শিব। এ'কথা প্রসিদ্ধ হয়ে গেলে সমগ্র ভারতে আওয়াজ উঠবে। এখন তো তোমরা একজনকে বোঝালে অন্যে বলবে তোমরা মোহজালে আবদ্ধ হয়ে গেছো। এই বৃক্ষ অতি ধীরে-ধীরে বৃদ্ধি পাবে। সময় এখন সামান্যই রয়েছে তবুও পুরুষাণ করতে কোনো অসুবিধা নেই। তোমরা গম্ভীরবাদের বোঝাও, কিন্তু তারা কি কিছু বোঝে নাকি! বাচ্চাদের মধ্যেও অনেকেই এই নলেজকে বোঝে না। বাবার স্মরণেও নেই তাই তেমন স্থিতিও নেই। বাবা জানান যে নিশ্চয় কাকে বলে। মুশকিলই এখন ১-২ শতাংশই হবে যারা বাবাকে স্মরণ করে। যদিও এখানে বসে রয়েছে, বাবার সঙ্গো সেই ভালোবাসা থাকে না। এরজন্য ভালোবাসা চাই, ভাণ্য চাই। বাবার সঙ্গো ভালোবাসা থাকলে তবেই বুঝবে, প্রতিটি পদক্ষেপে আমাদের বাবার শ্রীমতানুসারে চলতে হবে। আমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাই। আধাকল্পের দেহ-অভিমান বসে রয়েছে তাই এখন দেহী-অভিমাত্রী হতে অত্যাশ্চর্য পরিশ্রম লাগে। নিজেকে আত্মা মনে করে প্রিয়তম বাবাকে স্মরণ করা মাসির বাড়ি যাওয়ার মতো সহজ নয়। তাদের চেহারাতেই ঔজ্জ্বল্য থাকবে। কন্যা যখন বিয়ে করে, অলঙ্কারাদি পড়ে তখন তার চেহারা খুশী সম্পূর্ণরূপে ধরা পড়ে। কিন্তু এখানে তো প্রিয়তমকে স্মরণই করে না, সে'জন্য চেহারা ঔজ্জ্বল্যহীন হয়ে থাকে। সে'কথা আর জিজ্ঞাসা করো না। কন্যা যখন বিয়ে করে তখন তার চেহারা খুশীতে ভরে যায়। কারো-কারোর মুখ তো আবার বিয়ের পরেও মৃত মানুষের মতন থাকে। নানারকমের হয়। কেউ আবার অন্য ঘরে (পরগৃহে) গিয়ে দুঃখী হয়ে পড়ে। এখানেও এমন হয়। বাবাকে স্মরণ করতেই পরিশ্রম। এই গায়ন অন্তিম সময়ের যে অতীন্দ্রিয় সুখের কথা গোপী-বল্লভের গোপ-গোপিনীদের কাছে জিজ্ঞাসা করো। নিজেকে গোপ-গোপিনী মনে করা আর নিরন্তর বাবার স্মরণে থাকা, এমন স্থিতি হতে হবে। বাবার পরিচয় সকলকে দিতে হবে। বাবা এসেছেন, তিনি

উত্তরাধিকার প্রদান করছেন। এরমধ্যেই সমগ্র জ্ঞান চলে আসে। লক্ষ্মী-নারায়ণ যখন ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করে তখন বাবা অন্তিমে এসে রাজযোগ শিখিয়ে রাজত্ব প্রদান করেন। লক্ষ্মী-নারায়ণের এই চিত্রই নন্দর ওয়ান। তোমরা জেনেছো যে ওঁনারা পূর্বজন্মে এমন কর্ম করেছিলেন, সেই কর্মই বাবা এখন শেখাচ্ছেন। তিনি বলেন -- মন্মনাভব, পবিত্র হয়ে থাকো। কোনও পাপ কোরো না কারণ তোমরা এখন স্বর্গের মালিক, পুণ্যাত্মা হতে চলেছো। অধিক কল্প ধরে মায়া রাবণ পাপ করিয়ে এসেছে। এখন নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে -- আমার দ্বারা কোনো পাপ হয়ে যাচ্ছে না তো? পুণ্যকর্ম করে কি? অন্ধের লাঠি হয়েছে কি? বাবা বলেন -- "মন্মনাভব"। এও জিজ্ঞাসা করতে হয় যে মন্মনাভব কে বলেছেন? ওরা বলবে কৃষ্ণ বলেছে। তোমরা বিশ্বাস করো যে পরমপিতা পরমাত্মা শিব বলেছেন। রাত-দিনের পাঁথক্য। শিব-জয়ন্তীর সঙ্গে গীতা-জয়ন্তীও রয়েছে। গীতা-জয়ন্তীর সঙ্গে কৃষ্ণ-জয়ন্তী। তোমরা জানো যে আমরা ভবিষ্যতে প্রিন্স হবো। বেগার টু প্রিন্স হতে হবে। এটাই হলো রাজযোগের এইম অবজেক্ট। তোমরা প্রমাণ করে বলো যে গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছিল না, তিনি ছিলেন নিরাকার। তাহলেই সর্বব্যাপীর জ্ঞান উড়ে যাবে। সকলের সম্প্রতিদাতা, পতিত-পাবন হলেন বাবা। বলাও হয় যে তিনি হলেন মুক্তিদাতা, পুনরায় সর্বব্যাপী বলে দেয়। যা কিছু বলে, তা বোঝে না। ধর্মের বিষয়ে যা কিছু (মনে) আসে তাই বলে দেয়। মুখ্য ধর্ম হলো তিনটি। দেবী-দেবতা ধর্ম অধিককল্প চলে। তোমরা জানো বাবা বরাহ্মণ, দেবতা, কষ্টিয় ধর্ম স্থাপন করেন। এই জগৎ তা জানে না। ওরা তো সংযুগকেই লক্ষ-লক্ষ বছর বলে দিয়েছে। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম সর্বাপেক্ষা উচ্চ। কিন্তু এরা নিজেদের ধর্মকে ভুলে ধর্মবিমুখ (অধামিক) হয়ে পড়েছে। খ্রিস্টানরা নিজেদের ধর্মকে ত্যাগ করে না। ওরা জানে -- খ্রাইস্টই আমাদের ধর্মের স্থাপনা করেছিলেন। ইসলাম, বৌদ্ধ, তারপর খ্রিস্টান, এই হলো মুখ্য ধর্ম। এছাড়া ছোট-ছোট অনেক রয়েছে। কোথা থেকে বৃষ্টি পেয়েছে? তা কেউ জানে না। (হজরত) মোহাম্মদের এখন অল্পসময়ই হয়েছে, ইসলাম পুরোনো। খ্রিস্টানও বিখ্যাত। এছাড়া কত অসংখ্য রয়েছে। সকলের নিজের-নিজের ধর্ম রয়েছে। নিজেদের বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন নাম রয়েছে তাই বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। এ'কথা জানে না যে মুখ্য ধর্মশাস্ত্র রয়েছে ৪টি। এরমধ্যে দেবত্ব, বরাহ্মণত্বও এসে যায়। বরাহ্মণ তথা দেবতা, দেবতা তথা কষ্টিয়, তা কারোর জানা নেই। গীতাও গায় বরাহ্মণ দেবতায় নমঃ। পরমপিতা বরাহ্মণ, দেবতা, কষ্টিয় ধর্মই স্থাপন করেছেন। শব্দ গুলোও রয়েছে, কিন্তু পড়ে এমনভাবে যেন তোতাপাখি। এ হলো কাঁটার জঞ্জাল। ভারত গার্ডেন অফ ফ্লাওয়ার ছিল, তা মানে। কিন্তু তা কখন, কিভাবে, কে করেছিল, পরমাত্মা কি বস্তু, তা কেউই জানে না। তবেই তো অনাথ হয়ে গেছে, তাই না! সেইজন্যই এই লড়াই-ঝগড়া ইত্যাদি হয়। কেবল ভক্তি করেই খুশীতে থাকে। এখন বাবা এসেছেন আলোকজ্বল করতে, সেকেন্ডে জীবনমুক্তি দেন। অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশের জন্য সন্দুর জ্ঞান-অঞ্জলি দিয়েছেন। তোমরা এখন জানো যে আমরা আলায় রয়েছি। বাবা তৃতীয় নেত্র প্রদান করেছেন। যদিও দেবতাদের ত্রিনেত্র দেখানো হয়েছে কিন্তু অর্থ কিছুই জানে না। বাস্তবে ত্রিনেত্র রয়েছে তোমাদের। ওরা (অজ্ঞানী) আবার তা দিয়ে দিয়েছে দেবতাদের। গীতায় বরাহ্মণদের কোনো কথাই নেই। তাতে আবার কৌরব, পাণ্ডবাদের লড়াই, ঘোড়ার গাড়ি(রথ) ইত্যাদি লিখে দিয়েছে, কিছুই বোঝে না। তোমরা বোঝালে বলবে যে, তোমাদের শাস্ত্রাদির প্রতি বিশ্বাস নেই। তোমরা বলতে পারো যে, জানো কি! আমরা শাস্ত্রকে কেন মান্য করি না! কারণ এ'সব ভক্তিমার্গের সামগ্রী। গায়নও রয়েছে, জ্ঞান আর ভক্তি। যখন রাবণ-রাজ্য আসে তখন ভক্তি শুরু হয়। ভারতবাসী বাম-মাগে গিয়ে ধর্মভরস্ট এবং কর্মভরস্ট হয়ে যায় তাই এখন হিন্দু বলা হয়। অপবিত্র হয়ে গেছে। অপবিত্র কে করেছে? রাবণ। রাবণকে দহন করা হয়, মনে করে যে এ তো পরম্পরাগতভাবে হয়ে আসছে। কিন্তু সংযুগে তো রাবণ-রাজ্য ছিলই না। কিছুই বোঝে না। মায়া সম্পূর্ণ প্রস্তরবুদ্ধিসম্পন্ন করে দেয়। পাথর থেকে পারশে পরিণত বাবা-ই করেন। যখন (বাবা) আয়রন-এজে (কলিযুগে) আসবেন তখনই তো গোল্ডেন এজ (সংযুগ) স্থাপন করবেন। বাবা বোঝাতে থাকেন তবুও এ'কথা অত্যাশ্চর্য মুশকিলই কারোর বুদ্ধিতে বসে। তোমাদের অর্থাৎ কুমারীদের এখন বাগদান হয়। তোমাদের পাটরানী করেন। তোমাদের ভাগিয়ে নিয়ে গেছিল অর্থাৎ আত্মা-বৃষী তোমাদের বলেন -- তোমরা আমার ছিলে এখন তোমরা আমায় ভুলে গেছো। দেহ-অভিমানী হয়ে মায়ার বশে হয়ে যাও। এছাড়া ভাগিয়ে নিয়ে যাওয়ার তো কোনো কথাই নেই। মামেকম্ স্মরণ করো। স্মরণেই পরিশ্রম। অনেকেই দেহ-অভিমানে এসে বিকর্ম করে। বাবা জানেন যে এই আত্মা আমায় স্মরণই করে না। দেহ-অভিমানে এসে অনেক পাপ করে তাই পাপের ঘড়া শতগুণ ভরে যায়। অন্যদের মার্গদর্শনের পরিবর্তে স্বয়ং-ই ভুলে যায়। আরোই অধিক দুর্গতি ভোগ করে। লক্ষ্য অনেক উঁচু। উত্তরণে (চড়লে) বৈকুণ্ঠ-রস চাখতে পারবে, অধঃপতনে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। এই রাজত্ব স্থাপিত হচ্ছে। দেখো, এতে কত পাঁথক্য হয়ে যায়। কেউ আবার অধ্যয়ন করে আকাশে উঠে যায়, কেউ ভূমিতে পড়ে যায়। বুদ্ধি ডাল (প্রখরতা

নেই) তাই পড়তে পারে না। কেউ-কেউ বলে -- বাবা আমরা কাউকে বোঝাতে পারি না। আমি বলি -- আচ্ছা, কেবল নিজেকে আত্মা মনে করো, আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই আমি তোমাদের সুখ প্রদান করবো। কিন্তু স্মরণই করে না। স্মরণ করলে তবেই তো অন্যদের স্মরণ করতে থাকবে। বাবাকে স্মরণ করলে পাপ বিনষ্ট হয়ে যায়। ঊনাকে স্মরণ বয়তীত তোমরা সুখধামে যেতে পারবে না। ২১ জন্মের উত্তরাধিকার বাবার থেকেই প্রাপ্ত হতে পারে। বাকি সকলেই তো অল্পসময়ের জন্ম সুখ দিয়ে থাকেন। কেউ রিম্বি-সিম্বির(জাদু) দ্বারা সন্তান প্রাপ্ত করে বা আর্শীবাদের দ্বারা লটারি পেয়ে যায়, বয়স তখন বিশ্বাস হয়ে যায়। কারোর যদি ২-৪ কোটি লাভ হয়ে যায় তখন অত্যাশ্চর্য্য মহিমা করতে থাকবে। কিন্তু তা হলো অল্প সময়ের জন্ম। ২১ জন্মের জন্ম তো হেল্‌থ-ওয়েল্‌থ পেতে পারে না। কিন্তু মানুষ তা জানে না। দোষ দেওয়াও যেতে পারে না। অল্পসময়ের সুখেই খুশী হয়ে যায়। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে স্বর্গের রাজত্ব প্রদান করেন। কত সহজ। কেউ তো একদমই বোঝাতে পারে না। কেউ বুঝতেও পারে কিন্তু যোগযুক্ত না থাকার কারণে কারোর তীর লাগে না। দেহ-অভিমাণে আসার কারণে কিছু না কিছু পাপ হতেই থাকে। যোগই মুখ্য। তোমরা যোগবলের দ্বারাই বিশ্বের মালিক হও। প্রাচীন যোগ ঈশ্বরই শিখিয়েছিলেন, স্রীকৃষ্ণ নয়। স্মরণের যাওয়া অত্যাশ্চর্য্যই ভাল। তোমরা নাটক দেখে এলে সবকিছু তোমাদের সামনে বুদ্ধিতে চলে আসবে। কাউকে বলতে সময় লাগবে। এও তেমনই। বীজ এবং বৃক্ষ। এই চক্র অত্যাশ্চর্য্য পরিস্কার। শান্তিধাম, সুখধাম, দুঃখধাম.....সেকেন্ডের কাজ, তাই না! কিন্তু স্মরণে থাকবে, তবেই না! মুখ্য বিষয় হলো বাবার পরিচয়। বাবা বলেন -- আমায় স্মরণ করলে তোমরা সবকিছু জেনে যাবে। আচ্ছা। বাচ্চারা, শিববাবা তোমাদের স্মরণ করেন, বরহমাবাবা স্মরণ করেন না। শিববাবা জানেন যে কোন্-কোন্ বাচ্চারা আমার সুপুত্র। সাভিসেবেল সুসন্তানদের তিনি স্মরণ করেন। ইনি(বরহমা) কি কাউকে স্মরণ করবেন নাকি, না তা করবেন না। ঐনার আত্মাকেও তো ডায়রেকশন দেওয়া রয়েছে -- মামেকম্ স্মরণ করো। আচ্ছা!

মিস্টি-মিস্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্মেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্মে মুখ্য সারঃ

১) সৌভাগ্যশালী হওয়ার জন্ম অদ্বিতীয় পিতার সজো সত্যিকারের ভালোবাসার সম্পর্ক রাখতে হবে। ভালবাসা অর্থাৎ প্রতিটি পদক্ষেপে একজনের শ্রীমতানুসারেই চলতে থাকা।

২) প্রত্যহ পুণ্য কর্ম অবশ্যই করতে হবে। সর্বাপেক্ষা বড় পুণ্য হলো সকলকে বাবার পরিচয় দেওয়া। বাবাকে স্মরণ করা এবং সকলকে স্মরণ করানো।

বরদানঃ-

স্থূল কার্য করতে-করতেও মনের(মন্সা) দ্বারা বিশ্ব-পরিবর্তনের সেবাদানকারী দায়িত্ব সচেতন আত্মা ভব

কোনো স্থূলকার্য করতে-করতেও সর্বদা যেন এই স্মৃতি থাকে যে আমি বিশ্বের পটভূমিতে বিশ্ব-কল্যাণের সেবাথে নিমিত্ত হয়েছি। আমি নিজের শ্রেষ্ঠ মন্সার দ্বারা বিশ্ব-পরিবর্তনের কার্যের অনেক বড় দায়িত্ব পেয়েছি। এই স্মৃতিতে থাকলে দায়িত্ব অসচেতনতা সমাপ্ত হয়ে যাবে আর সময়ও বর্যথভাবে অতিবাহিত হয়ে যাবে না। প্রতিটি সেকেন্ড অমূল্য মনে করে বিশ্ব-কল্যাণের উদ্দেশ্যে অথবা জড়কে চৈতন্যে পরিবর্তন করার কার্যকে সফল করতে থাকবে।

স্লেগানঃ-

এখন যোন্ধা হওয়ার পরিবর্তে নিরন্তর যোগী হও।

"মিষ্টি বাচ্চারা - অন্তর্মুখী হয়ে জ্ঞান রূপ অবস্থায় থেকে এই মহাবাক্যকে ধারণ করো, তখনই নিজের এবং অন্য আত্মাদের কল্যাণ করতে পারবে, নিজের মন বা হৃদয় রূপী মন্দিরকে ঈশ্বরীয় গুণ রূপী মূর্তির দ্বারা সাজাও, আর পবিত্র সজ্জল্লের সুগন্ধ ছড়িয়ে দাও"

*প্রশ্নঃ - সর্বোত্তম প্রকৃত সেবা কি ? যথার্থ সেবার সূক্ষ্ম আর অতি সূক্ষ্ম রহস্য কি ?

*উত্তরঃ - কারোর যখন কোনো ভুল হয়, তখন তাদের সাবধান করার সাথে সাথে সূক্ষ্ম ভাবে নিজের যোগ শক্তি তাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে তাদের অশুদ্ধ সজ্জল্লকে ভস্ম করা, এটাই হলো সর্বোত্তম প্রকৃত সেবা । এর সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্রতিও মনোযোগ দেওয়া, যাতে মনেও যেন কোনো অশুদ্ধ সজ্জল্ল উৎপন্ন না হয় । এতে নিজেও সাবধান থেকে আর অন্যের প্রতিও এমন দিব্য সেবা করো, এটাই হল সেবার সূক্ষ্ম এবং অতি সূক্ষ্ম রহস্য ।

ওম্ শান্তি । প্রত্যেক পুরুষাখী বাচ্চাকে প্রথমে অবশ্যই অন্তর্মুখী অবস্থা ধারণ করতে হবে । এই অন্তর্মুখীতাকে অনেক কল্যাণ নিহিত আছে, এই অবস্থা থেকেই অচল, স্থির, ধৈর্য, নির্মাণচিত্ত ইত্যাদি দৈবী গুণের ধারণা হতে পারে অথবা সম্পূর্ণ জ্ঞানময় অবস্থা প্রাপ্ত হতে পারে । অন্তর্মুখী না হওয়ার কারণে সেই সম্পূর্ণ জ্ঞান রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় না, কেননা যে মহাবাক্য সামনে শোনে, তা গভীরতায় গিয়ে গ্রহণ করে না, কেবল সেই মহাবাক্য শুনে রিপিট করে দেয়, ফলে সেই মহাবাক্য বাক্য হয়ে যায় । জ্ঞান রূপ অবস্থায় থেকে যে মহাবাক্য না শোনে, সেই মহাবাক্যের উপর মায়ার ছায়া পড়ে যায় । এখন এই মায়ার অশুদ্ধ ভাইবেরশনে ভরপুর মহাবাক্য শুনে তা রিপিট করাতে নিজের সঙ্গে অন্যের কল্যাণ হওয়ার পরিবর্তে অকল্যাণ হয়ে যায়, তাই হে বাচ্চারা, তোমরা অন্তর্মুখী হয়ে যাও ।

তোমাদের এই মন হল মন্দিরের মতো । মন্দির থেকে যেমন সর্বদা সুগন্ধ আসে, তেমনই মন মন্দির যখন পবিত্র হয়, তখন সজ্জল্লও পবিত্রই ইমার্জ হয় । মন্দিরে যেমন পবিত্র দেবী - দেবতার চিত্রই রাখা হয়, নাকি দৈত্যদের । তেমনই তোমরা বাচ্চারা তোমাদের মন বা হৃদয় রূপী মন্দিরকে সর্ব ঈশ্বরীয় গুণের মূর্তিতে সাজিয়ে দাও, সেই গুণ হলো - নির্মোহ, নিলোভ, নির্ভয়, ধৈর্যবৎ, নিরহংকার ইত্যাদি, কেননা এইসব তোমাদেরই দিব্য লক্ষণ । বাচ্চারা, তোমাদের মন মন্দিরকে উজ্জ্বল অর্থাৎ সম্পূর্ণ শুদ্ধ বানাতে হবে । মন মন্দির যখন শুদ্ধ বা উজ্জ্বল হবে তখনই নিজের উজ্জ্বল, প্রিয় বৈকুণ্ঠ দেশে যেতে পারবে । তাই এখন নিজের মনকে উজ্জ্বল বানানোর প্রচেষ্টা করতে হবে তথা মন সহ বিকারী কর্মমিয়াকে বশ করতে হবে । কিন্তু তা কেবল নিজের নয়, অন্যের প্রতিও এই দিব্য সেবা করতে হবে ।

বাস্তবে সেবার অর্থ অতি সূক্ষ্ম এবং মিহি । এমন নয় যে কারোর ভুল দেখে কেবলমাত্র সাবধান করা, সেবা শুধু এই পর্যন্তই । তা কিন্তু নয়, বরং সূক্ষ্ম ভাবে তাদেরকে নিজের যোগের শক্তি পৌঁছে দিয়ে, তাদের অশুদ্ধ সজ্জল্ল ভস্ম করে দিতে হবে, এটাই হলো সর্বোত্তম প্রকৃত সেবা । আর এর সাথে সাথে নিজের প্রতিও মনোযোগ দিতে হবে । কেবলমাত্র বাণী বা কর্ম পর্যন্তই নয়, মনেও যদি কোনো অশুদ্ধ সজ্জল্লের উৎপত্তি হয়, তাহলে সেই ভাইবেরশন অন্যদের কাছে গিয়ে সূক্ষ্মভাবেও তাদের অকল্যাণ করে, যার বোঝা নিজের উপর আসে, আর সেই বোঝা-ই বন্ধনে পরিণত হয় । তাই হে বাচ্চারা, তোমরা সাবধান থাকো, আর অন্যদের প্রতিও এমন দিব্য সেবা করো, এটাই হলো তোমাদের মতো সেবাপ্রার্থী বাচ্চাদের অলৌকিক কর্তব্য । এমন সেবা যারা করে, তাদের তখন নিজের প্রতি কোনো পৃথক সেবা করতে হয় না । মনে করো, যদি কখনো কোনো ভুল অসাবধানতা বশতঃ হয়েও যায়, তাহলে তাকে নিজের বুদ্ধিযোগের বলের দ্বারা চির কালের জন্ম ঠিক করে দিতে হবে । এমন তীব্র পুরুষাখী সামান্য ইশারা পেলেই শীঘ্রই তা অনুভব করে পরিবর্তন করে নেয় আর ভবিষ্যতের জন্ম খুব ভালোভাবে সাবধান হয়ে চলে । এটাই হলো বিশাল বুদ্ধি বাচ্চাদের কর্তব্য ।

হে আমার প্রাণেরা, পরমাৎমার দ্বারা রচিত এই অবিদ্যাশী জ্ঞান যজ্ঞের প্রতি নিজের তন, মন এবং ধনকে সম্পূর্ণ ভাবে স্বাহা করার রহস্য অতি মিহি (সূক্ষ্ম) । যে মুহূর্তে তোমরা বলো যে, আমি তন, মন এবং ধন সহ যজ্ঞেতে স্বাহা অর্থাৎ অর্পণ হয়ে মৃত হয়ে গেছি, সেই মুহূর্ত থেকে আর নিজের বলে কিছুই থাকে না । এতেও প্রথমে তন এবং মনকে সম্পূর্ণ ভাবে সেবাতে নিয়োজিত করতে হবে । সবকিছুই যখন যজ্ঞ বা পরমাৎমার জন্ম, তখন নিজের জন্ম আর কিছুই থাকতে পারে না, ধনও বর্ষ্য নষ্ট করতে পারো না । মনও অশুদ্ধ সজ্জল্ল - বিকল্পের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে না, কেননা তা পরমাৎমাকে অর্পণ করে দিয়েছে । এখন পরমাৎমা তো হলোই শুদ্ধ শান্ত স্বরূপ । এই কারণে অশুদ্ধ সজ্জল্ল শীঘ্রই শান্ত হয়ে যায় । মন যদি মায়ার হাতে সর্মপণ করে দাও, মায়ার বিভিন্ন রূপ থাকার কারণে অনেক প্রকারের বিকল্প উৎপন্ন করিয়ে মন রূপী ঘোড়ায় সাওয়ার হয়ে যায় । এখনো যদি কোনো বাচ্চার সজ্জল্ল বা বিকল্প আসে, তাহলে বোঝা উচিত যে, এখনও পর্যন্ত মন পূর্ণতঃ স্বাহা হয়নি, অর্থাৎ ঈশ্বরীয় মন তৈরী হয়নি, তাই হে সর্বব্যাপী বাচ্চারা, এই গৃহ্য রহস্যকে বুঝে কর্ম করাকালীন সাক্ষী হয়ে নিজেকে

দেখে খুব সাবধানের সঙ্গে চলতে হবে ।

স্বয়ং গোপী বল্লভ তাঁর প্রিয় তোমাদের মতো গোপ - গোপিনীদের বোঝাচ্ছেন যে - তোমাদের প্রণেয়কের বাস্তবিক প্রকৃত প্রেম কি ! হে প্রাণী, তোমাদের একে অপরের প্রেম ভরা সাবধানবাণীকে স্বীকার করতে হবে, কেননা যত প্রিয় ফুল ততই স্নেহ পালন । ফুলকে মূল্যবান তৈরী করার কারণে মালিকে কাঁটার আঘাত দিয়ে পার হতে হয় । তেমনই তোমাদেরও কেউ যখন সাবধান করে, তখন বুঝতে হবে যে, সে আমার পালনা করেছে অর্থাৎ আমার সেবা করেছে । সেই সেবা বা পালনের সম্মান দিতে হবে, এই হলো সম্পূর্ণ হওয়ার যুক্তি । এ হলো জ্ঞান সহ আন্তরিক প্রকৃত প্রেম । এই দিব্য প্রেমে একে অপরের প্রতি খুব সম্মান থাকার প্রয়োজন । প্রতিটি বিষয়ে প্রথমে নিজেকে সাবধান করতে হবে, এই হলো নির্মাণ চিত্ত অতি মধুর অবস্থা । এমন প্রেম পূর্বক চললে তোমাদের এখানেই সৎযুগের তুল্য সুন্দর দিনের আন্তরিক অনুভব হবে । ওখানে তো এই প্রেম স্বাভাবিকভাবে থাকে, কিন্তু সজ্ঞার এই অতি মিষ্টি সময়ে একে অপরের জন্য সেবা করার এ হলো অতি মিষ্টি রমণীয় প্রেম, এই শূন্য প্রেমের মহিমাই জগতে করা হয়েছে ।

তোমাদের মতো প্রণেয়ক চৈতন্য ফুলদের সর্বদা হষিত মুখ হয়ে থাকা চাই, কেননা নিশ্চয় বুদ্ধি হওয়ার কারণে তোমাদের শিরা - উপশিরাতে সম্পূর্ণ ঈশ্বরীয় শক্তি মিশে রয়েছে । এমন আকর্ষণ শক্তি দিব্য চমৎকার রূপের অবশ্যই বহিঃপ্রকাশ করে । ছোটো নির্দোষ বাচ্চা যেমন শূন্য পবিত্র হওয়ার কারণে সর্বদা হাসতে থাকে, আর নিজের সুন্দর চরিত্রের জন্য সবাইকে আকর্ষণ করে । তেমনই তোমাদের প্রণেয়কেরই এমন ঈশ্বরীয় সুন্দর জীবন হওয়া উচিত, এরজন্য তোমাদের যে কোনো উপায়েই নিজের আসুরিক স্বভাবের উপর জয় প্রাপ্ত করতে হবে । কাউকে যখন দেখবে যে, এ ক্রোধ বিকারের বশীভূত হয়ে আমার সামনে এসেছে, তখন তার সামনে জ্ঞান রূপ হয়ে বাচ্চা সুলভ মিষ্টি রীতির সঙ্গে হাসতে থাকো, তখন সে নিজে থেকেই শান্ত চিত্ত হয়ে যাবে অর্থাৎ বিস্মৃতি স্বরূপ থেকে স্মৃতি স্বরূপে এসে যাবে । যদিও সে বুঝতেও না পারে, কিন্তু তোমরা সূক্ষ্ম রীতিতে তাদেরকে জয় করে মালিক হয়ে যাও, এই হলো মালিক আর বালক ভাবের সর্বোচ্চ শিরোমণি বিধি ।

ঈশ্বর যেমন সম্পূর্ণ জ্ঞান রূপ, তেমনই সম্পূর্ণ প্রেম রূপও । ঈশ্বরের মধ্যে দুই গুণই বিলীন হয়ে আছে, তবুও প্রথম হলো জ্ঞান, আর দ্বিতীয় প্রেম । কেউ যদি প্রথমে জ্ঞান রূপ না হয়ে কেবল প্রেম রূপ হয়ে যায়, তাহলে সেই প্রেম অশুষ্ক খাতায় নিয়ে যায়, তাই প্রেমকে মার্জ করে প্রথমে জ্ঞান রূপ হয়ে তারপর ভিন্ন - ভিন্ন রূপে আসা মায়ায় জড় করে পরে প্রেম রূপ হতে হবে । জ্ঞান ছাড়া যদি প্রেমে আসো তাহলে কোথাও বিচলিতও হয়ে যাবে । যেমন কেউ জ্ঞান রূপ হওয়া ছাড়া ধ্যানে যায়, তখন কোনো কোনো বার মায়াতে আটকে যায়, তাই বাবা বলেন, হে বাচ্চারা, এই ধ্যানও এক সুতোয় শৃঙ্খল, কিন্তু জ্ঞান রূপ হয়ে পরে ধ্যান করলে অতি আনন্দের অনুভব হয় । তাই প্রথমে হলো জ্ঞান, তারপর ধ্যান । ধ্যানিষ্ট অবস্থা থেকে জ্ঞানিষ্ট অবস্থা স্নেহ । তাই হে বাচ্চারা, প্রথমে জ্ঞান রূপ হয়ে তারপর প্রেম ইমার্জ করতে হবে । জ্ঞান ছাড়া প্রেম এই পুরুষাধী জীবনে বিঘ্ন সৃষ্টি করে ।

সাক্ষীভাবের অবস্থা অতি মিষ্টি, রমণীয় এবং সুন্দর । এই অবস্থার উপরই ভবিষ্যৎ জীবনের সবকিছুই নির্ভর করে । যেমন কারোর কাছে যদি কোনো শারীরিক ভোগ আসে, সেই সময় যদি সে সাক্ষী, সুখ স্বরূপ অবস্থায় উপস্থিত থেকে তা ভোগ করে তাহলে অতীত কর্মের ভোগকেও শোধ করতে পারে, এর সাথে সাথে ভবিষ্যতের জন্মও সুখের হিসাব তৈরী করে । তাই এই সাক্ষীভাবের সুখ রূপ অবস্থা অতীত এবং ভবিষ্যৎ এই দুইয়েরই যোগ রাখে । তাই এই রহস্যকে বুঝতে পারলে কেউই এমন বলবে না যে, আমার এই সুন্দর সময় কেবল শোধ করাতেই চলে গেলো । তা নয়, এই সুন্দর সময় হলো পুরুষাধীর সময়, যেই সময় দুই কর্যই সম্পূর্ণ রীতিতে সিদ্ধ হয় । এমন দুই কর্যকে সিদ্ধ করা পুরুষাধী সুখ আর আনন্দের অনুভবে থাকে ।

বাচ্চারা, ভয়ারাইটি এই বিরাট ড্রামার প্রতিটি বিষয়ে তোমাদের সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকা উচিত, কেননা এই বানানো ড্রামা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য । দেখো, এই ড্রামা প্রণেয়ক জীব - প্রাণীর থেকে তার পটি সম্পূর্ণ ভাবে করিয়ে নেয় । যদিও কেউ ভুল হয়, তাও সেই ভুল পটিও পূর্ণ রীতিতে করে । এও ড্রামাতে লিপিবদ্ধ আছে । যখন ভুল এবং ঠিক দুইই প্লামে লিপিবদ্ধ আছে, তখন কোনো বিষয়ে সংশয় আসা, এ কোনো জ্ঞান নয়, কেননা প্রণেয়ক অভিনেতাই তার নিজের নিজের অভিনয় করে চলেছে । বায়োস্কোপে যেমন অনেক ভিন্ন - ভিন্ন নাম - রূপধারী অভিনেতা নিজের নিজের অভিনয় করে, তাই তাদের কারোর প্রতি ঘৃণা বা কাউকে দেখে আনন্দিত হলে, এমন হয় না । এটা জানা থাকে যে, এ এক খেলা, যাতে প্রণেয়কেই নিজের ভালো বা মন্দ পটি পেয়েছে । তেমনই এই অনাদি বানানো বায়োস্কোপকেও সাক্ষী হয়ে একরস অবস্থায় হষিত মুখ হয়ে দেখতে হবে । সংগঠনে এই পয়েন্ট খুব ভালোভাবে ধারণ করতে হবে । একে অপরকে ঈশ্বরীয় রূপে দেখতে হবে, অনুভবের জ্ঞানে সর্ব ঈশ্বরীয় গুণের ধারণা করতে হবে । নিজের লক্ষ্য স্বরূপের স্মৃতিতে শান্তচিত্ত, নির্মাণচিত্ত, ধৈর্যবৎ, মিষ্টতাপূর্ণ, শীতলতা ইত্যাদি সর্ব দৈবী গুণ ইমার্জ করতে হবে ।

ধৈর্যবৎ অবস্থা ধারণ করার মুখ্য ফাউন্ডেশন হলো - ওয়েট এন্ড সি । এ আমার প্রিয় বাচ্চারা, ওয়েট অর্থাৎ ধৈর্য ধরা, সি অর্থাৎ দেখা । নিজের হৃদয়ের গভীরে প্রথমে ধৈর্যবৎ গুণ ধারণ করে তারপর বাইরে থেকে এই বিরাট ড্রামাকে সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে । যতক্ষণ না

কোনো রহস্য শোনার সময় নিকটে আসে, ততক্ষণ এই ধৈর্যের গুণ ধারণ করতে হবে । সময় আসলে সেই ধৈর্যতার গুণের সঙ্গে রহস্য শুনলে কখনোই বিচলিত হবে না । তাই হে পুরুষাথী প্ৰাণী, তিষ্ঠ, আর সামনে এগিয়ে রহস্য দেখতে থাকো । এই ধৈর্যবৎ অবস্থার দ্বারা সমস্ত কৰ্তব্য সম্পূর্ণ রূপে সিদ্ধ (সফল) হয় । এই গুণ নিশ্চয়ের সাথে যুক্ত হয়ে আছে । এমন নিশ্চয়বুদ্ধি, সাক্ষীদ্রষ্টা হয়ে প্রতিটি খেলাকে আনন্দিত চেহারায়ে দেখে আন্তরিক ধৈর্য এবং অটলচিত্ত থাকে, এই হলো জ্ঞানের পরিপক্ক অবস্থা, যা অন্তিমে সম্পূর্ণতার সময় প্রত্যক্ষভাবে থাকে, তাই দীর্ঘ সময় ধরে এই সাক্ষীভাবের অবস্থায় স্থির থাকার পরিশ্রম করতে হবে ।

নাটকে যেমন অভিনেতাকে তার পটি পূর্ণ রূপে অভিনয় করার জন্য আগে থেকেই রিহাসাল দিতে হয়, তেমনই তোমাদের মতো প্রিয় ফুলদেরও আগত ভারী পরীক্ষাকে যোগবলের দ্বারা পাস করার জন্য পূর্ব হতেই রিহাসাল অবশ্যই করতে হবে , কিন্তু দীর্ঘকালের পুরুষাথী যদি না করা হয়, তাহলে সেই সময় ঘাবড়ে যাওয়ার কারণে ফেল করে যাবে, তাই প্রথমে নিজের ঈশ্বরীয় ফাউন্ডেশন পাকা করে দৈবীগুণধারী হয়ে যেতে হবে ।

জ্ঞান স্বরূপ স্থিতিতে স্থির থাকলে শীঘ্রই জ্ঞান রূপ অবস্থা হয়ে যায় । 'জ্ঞানী তু আত্মা' বাচ্চারা যখন একত্রিত হয়ে মুরলী শোনে, তখন চারিদিকে শান্তির বায়ুমণ্ডল তৈরী হয়, কেননা তারা যে মহাবাক্যই শোনে তাতেই আন্তরিক গভীরতায় চলে যায় । এই ডীপে (গভীরতায়) যাওয়ার কারণে তাদের আন্তরিক শান্তির মিষ্টি অনুভব হয় । তখন আর এরজন্য বসে বিশেষ কোনো পরিশ্রম করার প্রয়োজন পড়ে না, কিন্তু জ্ঞানের অবস্থায় স্থিত থাকলে এই গুণ অনায়াসেই এসে যায় । বাচ্চারা, তোমরা যখন ভোরবেলা উঠে একান্তে বসো তখন শুদ্ধ বিচার রূপী ঢেউ উৎপন্ন হয়, সেই সময় খুবই উপরাম (উর্ধ্ব) অবস্থার প্রয়োজন । এরপর নিজের শুদ্ধ সঙ্কল্পে স্থিত হলে অন্য সব সঙ্কল্প নিজে থেকেই শান্ত হয়ে যাবে, আর মন দৃঢ়চেতা হয়ে যাবে, কেননা মনকে বশ করার জন্যও কোনো শক্তির তো অবশ্যই প্রয়োজন, তাই প্রথমে নিজের লক্ষ্য স্বরূপের শুদ্ধ সঙ্কল্প ধারণ করো । আন্তরিক বুদ্ধিযোগ যখন উচিত মতো হবে, তখন শীঘ্রই তোমাদের নিঃসঙ্কল্প অবস্থা হয়ে যাবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি, জ্ঞান গুলজারী, জ্ঞান নক্ষত্রদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ

১) নিজ লক্ষ্য স্বরূপের স্মৃতিতে শান্ত চিত্ত, নির্মাণ চিত্ত, ধৈর্যবৎ, মিষ্টতাপূর্ণ, শীতলতা ইত্যাদি সর্ব দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে ।

২) নিশ্চয়বুদ্ধি, সাক্ষীদ্রষ্টা হয়ে আনন্দিত চেহারায়ে এই খেলাকে দেখে আন্তরিক ধৈর্য এবং অটলচিত্ত থাকতে হবে । দীর্ঘ সময়ের জন্য এই সাক্ষীভাবের অবস্থায় স্থিত থাকার পরিশ্রম করতে হবে ।

বরদানঃ

স্নেহ এবং শক্তি রূপের ভারসাম্যের দ্বারা সেবাকারী সফলতামূর্তি ভব

এক চোখে যেমন বাবার স্নেহ আর অন্য চোখে বাবার কাছ থেকে প্রাপ্ত কৰ্তব্য অর্থাৎ সেবার স্মৃতিতে থাকতে হবে, এমন স্নেহী মূর্তির সঙ্গে সঙ্গে এখন শক্তি রূপও হও । স্নেহের সঙ্গে সঙ্গে শব্দতে যেন এমন ধার থাকে যা কারোর হৃদয়ও বিদ্ধ হয়ে যায় । মা যেমন বাচ্চাদের যে কোনো শব্দেই শিক্ষা দিক না কেন, মায়ের স্নেহের কারণে সেই শব্দ তেজ বা কটু অনুভব হয় না । তেমনই জ্ঞানের যে সব সংঘ কথা আছে, তা স্পষ্ট শব্দে বলো - কিন্তু সেই শব্দতে যদি স্নেহ মিশে থাকে তাহলে তা সফলতামূর্ত হয়ে যাবে ।

স্লোগানঃ

সর্বশক্তিমান বাবাকে যদি সাথী বানিয়ে নাও তাহলে অনুতাপ থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে ।

“মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার মতন দয়ালু হয়ে অনেককে পথ বলে দাও, যে বাচ্চারা দিন রাত সাভিস করতে ব্যস্ত থাকে - তারাই হল সাহসী”

*প্রশ্নঃ - উঁচু ভাগ্যের মুখ্য আধার কোন্ কথায় নির্ভর করে ?

*উত্তরঃ - স্মরণের যাত্রার উপরে। যে যত স্মরণ করে সে ততই উঁচু ভাগ্য প্রাপ্ত করে। শরীর নির্বাহের জন্ম কর্ম করতে করতে বাবাকে এবং অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে থাকো, তাহলে উঁচু ভাগ্য নির্মাণ হতে থাকবে।

*গীতঃ- ভাগ্য জাগিয়ে এসেছি

ওম্ শান্তি । সন্তান যখন জন্ম নেয় তখন নিজের সজ্ঞো কর্ম অনুসারে ভাগ্য নিয়েই আসে। কেউ ধনী ব্যক্তির কাছে, কেউ গরিবের কাছে জন্ম নেয়। বাবাও ভাবে উত্তরাধিকারী এসেছে। যেমন যেমন দান-পুণ্য করে থাকে, সেই অনুসারে জন্ম হয়। এখন তোমরা মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে কল্প পরে এসে বাবা পুনরায় বোঝাচ্ছেন। বাচ্চারাও জানে যে আমরা নিজেদের ভাগ্য নিয়ে এসেছি। স্বর্গের বাদশাহীর ভাগ্য নিয়ে এসেছি, যারা ভালোভাবে জেনেছে এবং তারা বাবাকে স্মরণ করছে। স্মরণের সাথে ভাগ্যের কানেকশনও আছে। জন্ম নিয়েছে - তো বাবার স্মরণ থাকা উচিত। যত স্মরণ করবে ততই উঁচু ভাগ্য হবে। কতখানি সহজ এই কথা। সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়। তোমরা এসেছো সুখধামের ভাগ্য প্রাপ্ত করতে। এখন প্রত্যেকে পুরুষার্থ করছে। প্রত্যেকে নিজেকে দেখছে যে আমরা কিরকম পুরুষার্থ করছি। যেমন মাম্মা বাবা এবং সাভিসেবল বাচ্চারা পুরুষার্থ করে, তাদেরকে ফলো করা উচিত। সবাইকে বাবার পরিচয় দেওয়া উচিত। বাবার পরিচয় দিলেই রচনার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞানও এসে যাবে। ঋষি, মুনি ইত্যাদি কেউই রচয়িতা ও রচনার আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ দিতে পারে না। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ চক্র স্মৃতিতে আছে। দুনিয়ায় কেউ বাবা এবং বাবা প্রদত্ত উত্তরাধিকারের কথা জানেনা। তোমরা বাচ্চারা এখন বাবাকে এবং নিজের ভাগ্যকে জেনেছো। এখন বাবাকে স্মরণ করতে হবে। শরীর নির্বাহের জন্ম কর্মও করতে হবে। ঘর সংসার চালাতে হবে। কেউ যদি নির্বন্ধন থাকে তাহলে সে ভালো সাভিস করতে পারে। সন্তান ইত্যাদি না থাকলে সাভিস করার অনেক চান্স আছে। স্ত্রীর বন্ধন থাকে স্বামী আর সন্তানের। যদি সন্তান না থাকে তার অর্থ হল বন্ধনমুক্ত, তাইনা। তারা তো বাণপ্রস্থ হয়ে গেল। তারপর মুক্তিদাম যাওয়ার জন্ম সজ্ঞা চাই। ভক্তিমার্গে তো সজ্ঞা পাওয়া যায় - সাধু, সন্ন্যাসী ইত্যাদির। তারা সন্ন্যাস ধর্মের হয়ে প্রবৃত্তি মার্গের নলেজ প্রদান করতে পারেনা। তোমরা বাচ্চারা প্রদান করতে পারো। তোমাদেরকে বাবা পথ বলে দিয়েছেন। ভারতের হিন্দুর-জিওগ্রাফি ৮৪ জন্মের বসে বোঝাও। ভারতবাসীরাই ৮৪ জন্ম নেয়। একজনের কথা নয়। সূর্যবংশীরাই হয় চন্দ্রবংশী, বৈশ্যবংশী কুলে জন্ম নেয়, নম্বর অনুক্রমে, তাইনা। ভারতের প্রথম নম্বর প্রিন্স হলেন স্রীকৃষ্ণ, তাকে দোলনায় দোলানো হয়। দ্বিতীয় নম্বরে যে থাকে তাকে দোলনায় ঝোলানো হয় না, কারণ কলা বা কোয়ালিটি কম হয়ে গেছে। যে প্রথম নম্বরে থাকে, পূজা তারই হয়। মানুষ বোঝে না কৃষ্ণ একটি নাকি দুই তিনটি। কৃষ্ণের বংশ চলে, সে কথা কেউ জানে না। পূজা কেবল প্রথম নম্বরের হয়। মার্কস নম্বর অনুযায়ী প্রাপ্ত হয়। সুতরাং পুরুষার্থ করা উচিত, যাতে আমরা প্রথম নম্বরে আসি। মাম্মা বাবাকে ফলো করে রাজধানী প্রাপ্ত করি। যে ভালো সাভিস করবে সে মহারাজার ঘরে জন্ম নেবে। সেখানে তো থাকবেই মহারাজা-মহারানী। সেইসময় কোনো রাজা-রানীর টাইটেল থাকে না। সেসব পরে শুরু হয়। দ্বাপরে যখন পতিত হয় তখন বিশাল সম্পত্তির অধিকারীকে রাজা বলা হয়। তখন মহারাজার প্রভাব কম হয়ে যায়, প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। তারপরে যখন ভক্তিমার্গ শুরু হয় তখন গরিব, ধনীর মধ্যে তফাৎ তো থাকে তাইনা। এখন তোমরা বাচ্চারা শিববাবাকে স্মরণ করছো এবং তাঁর কাছে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো। অন্য সংসজ্ঞো মানুষ বসে কাহিনী শোনায়, মানুষ মানুষকে ভক্তিত শেখায়। তারা জ্ঞান প্রদান করে সদগতি করতে পারে না। বেদ, শাস্ত্র ইত্যাদি হল সব ভক্তিমার্গের। সদগতি তো জ্ঞানের দ্বারা হয়। পূর্নজন্মেও বিশ্বাস আছে। মাঝখান থেকে কেউ ফিরে যেতে পারে না। শেষ সময়েই বাবা এসে সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। এত সব আত্মারা কোথায় গিয়ে থাকবে? (পরমধামে) সব ধর্মের সেকশন তো আলাদা আছে, তাইনা। সুতরাং এই কথাও বোঝাতে হবে। এই কথা কেউ জানেনা যে আত্মাদেরও বৃক্ষ আছে। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ বৃক্ষের জ্ঞান আছে। আত্মাদের বৃক্ষও আছে, জীব আত্মাদেরও বৃক্ষ আছে। বাচ্চারা জানে যে আমরা এই পুরানো দেহ ত্যাগ করে ঘরে অর্থাৎ পরমধাম যাচ্ছি। "আমি আত্মা" এই দেহ থেকে পৃথক - এই কথাটি বুঝে নেওয়া অর্থাৎ জীবিত অবস্থায় মৃত স্বরূপ হওয়া। আমি মরলে দুনিয়াও আমার কাছে মৃত। তোমরা মিত্র, আত্মীয়স্বজন ইত্যাদি সবাইকে ত্যাগ করলে। প্রথমে সম্পূর্ণ শিক্ষা নিয়ে পদ র্মযাদা প্রাপ্ত করে তারপরে ফিরে যেতে হবে। বাবাকে স্মরণ করা তো খুব সহজ। যদি কেউ অসুস্থ থাকে, তাকেও বলা উচিত যে শিববাবাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে। যে পাকা যোগী হবে তার শীঘ্র মৃত্যু অর্থাৎ দেহ ত্যাগ হওয়া ভালো নয় কারণ সে যোগ যুক্ত থেকে আত্মিক বা রূহানী সেবা করে। মরে গেলে সেবা করতে পারবে না। সেবা করলে উঁচু পদ র্মযাদা প্রাপ্ত করবে এবং ভাই-বোনদের সেবাও হবে। তারাও বাবার কাছে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে। আমরা নিজেদের মধ্যে হলাম ভাই-ভাই, এক পিতার সন্তান।

বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে। আগেও এইরকম বলেছিলেন। কাউকে বোঝাতে চাইলে বোঝাও, বলো বোন বা

ভাই জী, তোমার আত্মা এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে। যা সতোপ্রধান ছিল এখন আবার তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে সতোপ্রধান দুনিয়ায় যেতে হবে। আত্মাকে সতোপ্রধান বানাতে হবে স্মরণের যাত্রা দ্বারা। স্মরণ করার সম্পূর্ণ চটি রাখা উচিত। জ্ঞানের চটি রাখতে পারবে না। বাবা তো জ্ঞান দান করতে থাকেন। খেয়াল রাখতে হবে আমাদের উপরে যে বিকর্মের বোঝা আছে, সেই বোঝা কমবে কীভাবে, তাই স্মরণের চটি রাখা হয়। আমরা কত ঘন্টা স্মরণ করছি? মূল বতনকেও স্মরণ করতে হয় তারপর নতুন দুনিয়াকেও স্মরণ করতে হয়। দুনিয়ায় ধ্বংসাৎমক পরিস্থিতি আসবে। তার জন্ম প্রস্তুতি চলছে। বোমা ইত্যাদিও তৈরি হবে। এক দিকে বলে আমরা মৃত্যুর জন্ম এমন এমন জিনিস তৈরি করছি। অন্য দিকে বলে মৃত্যুর জিনিস তৈরি করবে না। সমুদ্রের তলায় ধ্বংসের জিনিস রাখা আছে, উপরে এসে বোমা ছেড়ে আবার সমুদ্রের তলায় চলে যাবে। এমন জিনিস বানিয়েছে। এইসব নিজেদের বিনাশের জন্মই করছে। মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে। বিশাল মহল বানাচ্ছে। তোমরা জানো এইসব মাটিতে মিশে যাবে। কারো ধুলোয় ধন ধূলায় মিশে যাবে.... যুগ্ম তো নিশ্চয়ই হবে। সবার পকেট খালি হওয়ার নানা ফন্দিফিকির হবে। চোরের উপস্রব কত বেড়ে গেছে। যুগ্মের সরঞ্জামে কতো খরচ করে। এই সব মাটিতে মিশে যাবে। বাড়ি ঘর ইত্যাদি সব ভেঙে পড়বে। বোমা বিস্ফোরণের পর সৃষ্টির ৩ ভাগ শেষ হয়ে যায়। এক ভাগ বাকি থাকে। এক ভাগে ভারত আছে। বাকি তো সব পরে এসেছে। এখন ভারতের ভাগটাই বাকি থাকবে। মৃত্যু তো সবারই হবে তাহলে আমরা বাবার কাছে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার যেন প্রাপ্ত করি, তাই বাবা বলেন লৌকিক আত্মীয় স্বজনদের প্রতি কর্তব্য করে যাও। বাবা পরামর্শ দেন যদি কোনো বন্দন না থাকে তাহলে সাভিস করো। যদি স্বাধীন আছে তাহলে তো অনেকের কল্যাণ করতে পারবে। আচ্ছা যদি কোথাও বাইরে না যাও তবু নিজের আত্মীয় স্বজনদের উপরে দয়া ভাব রাখা উচিত (জ্ঞান শোনানো অর্থাৎ দয়া ভাব)। আগে তোমরা বলতে না বাবা দয়া করো। এখন তো তোমরা পথ পেয়েছো, তাই অন্যদের উপরেও দয়া করা উচিত অর্থাৎ পথ বলে দেওয়া উচিত, যেমন বাবা দয়া করেন। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে। সন্ধ্যাসীরা হঠাৎ যোগ করে কত পরিস্রম করে। এখানে তো সেসব কিছু নেই। শুধুমাত্র স্মরণ করো তাহলে পাপ ভস্ম হবে, এতে কোনো কষ্ট নেই। শুধু স্মরণের যাত্রার কথা। উঠতে বসতে, কর্মস্রিয়ের দ্বারা কর্ম করতে করতে, শুধু বুদ্ধির যোগ বাবার সাথে যুক্ত করো। প্রকৃত সৎ প্রিয়তমা হতে হবে এক প্রিয়তমের। তিনি নিজে বলেন হে প্রিয়তমা, হে সন্তানরা! ভক্তিমার্গে তো অনেক স্মরণ করেছে। কিন্তু এখন আমাকে, এই প্রিয়তমকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের পাপ ভস্ম হবে। আমি গ্যারান্টি করছি। কোনও কোনও কথা শাস্ত্রের চলে এসেছে। ভগবানের দ্বারা গীতা শুনে তোমরা জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করে থাকো। মানুষের দ্বারা গীতা শুনে জীবনবন্ধে এসেছো, সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমেছো। প্রত্যেকটি কথায় বিচার সাগর মন্ডন করতে হয়। নিজের বুদ্ধি খরচ করতে হয়। এ হল বুদ্ধির যাত্রা, যার দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে। বেদ, শাস্ত্র, যজ্ঞ, তপ ইত্যাদি করলে পাপ বিনষ্ট হবে না। নীচের দিকেই নেমে এসেছে মানুষ। এখন তোমাদের উপরের দিকে যেতে হবে। শুধুমাত্র সিঁড়ির চিত্র দিয়ে কেউ বুঝবে না, যতক্ষণ না কেউ বুঝিয়ে দিচ্ছে। যেমন ছোট বাচ্চাদের চিত্র দেখিয়ে শেখাতে হয় - এই ছবিটি হল হাতির ছবি। যখন হাতি দেখবে তখন চিত্র স্মরণে আসবে। যেমন তোমাদের বুদ্ধিতে এসেছে। চিত্রের সর্বদা ছোট জিনিস দেখানো হয়। তোমরা জানো বৈকুণ্ঠ তো বড় হবে তাইনা। বিশাল রাজধানী হবে। সেখানে হীরে জহরতের মহল থাকে, সেসব লুপ্ত হয়ে যায়। সব জিনিস লুপ্ত হয়ে যায়। তা নাহলে ভারত গরিব হল কীভাবে? ধনী থেকে গরিব, গরিব থেকে ধনী হতে হবে। এই ড্রামাটি পূর্ব নির্দিষ্ট তাই সিঁড়ির চিত্রের বোঝানো হয়, নতুন যারা আসে তাদেরকেও বোঝালে স্মার্টস হবে, মুখ দিয়ে জ্ঞানের কথা বেরোবে। বাচ্চাদের সাভিস করার উপযুক্ত বানানো হয়। অনেক সেন্টারে বাচ্চারা অশান্তি সৃষ্টি করতে থাকে। বুদ্ধিযোগ যখন বাইরে থাকে তখন কষতি করে দেয়। পরিবেশ খারাপ করে দেয়। নন্দর অনুকরণে তো আছে, তাইনা। তখন বাবা বলবেন তোমরা পড়াশোনা করো না, তাই নিজেদের এই অবস্থা দেখো। দিন দিন বেশী করে সাক্ষাৎকার হবে। যারা পাপ করবে তারা দন্দও ভোগ করবে। তখন বলবে - আমরা পাপ করে ভুল করলাম। বাবাকে বলে প্রায়শ্চিত্ত করলে কিছু কম হয়ে যেতে পারে। তা নাহলে বুদ্ধি হতে থাকবে। এমন হয়। নিজেও অনুভব করবে কিন্তু বলবে কি করি আমার স্বভাব পরিবর্তন হচ্ছে না, এর চেয়ে ভালো ঘরে থাকি। কেউ আবার ভালো সাভিস করে। কেউ ডিস-সাভিস করে। আমাদের সৈন্যবাহিনীতে সাহসী কে কে আছে, তাদের নাম বাবা বসে বলেন। যদিও যুগ্ম ইত্যাদির কোনো কথা নেই। এ হল অসীম জগতের কথা। ভালো বাচ্চা হলে বাবা নিশ্চয়ই মহিমা বা প্রশংসা করবেন। বাচ্চাদের খুব দয়ালু, কল্যাণকারী হতে হবে। অপ্দের লাঠি হতে হবে। সবাইকে পথ বলে দিতে হবে যে বাবাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে। পাপ আত্মা ও পুণ্য আত্মা বলা হয়, তাইনা। এমন তো নয় ভিতরে পরমাত্মা আছেন বা আত্মা পরমাত্মায় পরিণত হয়ে যায়। এইসব কথা ভুল। পরমাত্মাকে পাপ স্পর্শ করে না। তাঁর তো ড্রামাতে পটি রয়েছে সাভিস করার। মানুষই পাপাৎমা, পুণ্য আত্মা হয়। যারা সতোপ্রধান ছিল, তারাই তমোপ্রধান হয়েছে। বরহমা বাবার দেহে শিববাবা বসে সতোপ্রধান বানান, তাই বাবার স্রীমৎ অনুসারে চলতে হয়, তাইনা।

বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদের বিশালবুদ্ধি বানাচ্ছেন। এখন তোমরা জানো যে রাজধানী কীভাবে স্থাপন হচ্ছে। বাবা স্বয়ং বরহমা দেহে এসে বরহমা মুখ বংশী বাচ্চাদের রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করে দেবী দেবতা বানাচ্ছেন। পূর্নজন্ম নিয়ে আবার সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামবে। এখন পুনরায় সব রিপিট করতে হবে। বাবা আবার বরহমার দ্বারা স্থাপনা করাচ্ছেন। যোগ বলের দ্বারা তোমরা ৫-টি বিকারকে জয় করে জগৎজিত হও। এতে যুগ্ম বিপ্লবের কোনো কথা নেই। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্মেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঙ্ণার আত্মাবূপী

বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বন্ধন মুক্ত হয়ে বাবার সাভিস করো, তবেই উঁচু ভাণ্ডের অধিকারী হবে। দয়ালু স্বরূপধারী হয়ে অনেককে পথ বলে দিতে হবে। অন্ধের লাঠি হতে হবে।

২) এই শরীরের প্রতি আসক্তি মিটিয়ে জীবিত অবস্থায় মৃত স্বরূপ হতে হবে, কারণ এখন আত্মাদের ঘরে ফিরতে হবে। রোগী অবস্থায় এক বাবার স্মরণে থাকলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে।

বরদানঃ-

অন্য আত্মাদের সেবার সাথে সাথে নিজেরও সেবা করে সফলতামূর্তি ভব
সেবায় সফল হতে হলে অন্যদের সেবা করার সাথে সাথে নিজেরও সেবা করো। যখন কোনও সেবায় যাচ্ছ তখন এমন চিন্তা
করো যে সাভিস করার সাথে সাথে নিজেরও পুরানো সংস্কার গুলির অন্তিম সংস্কার অর্থাৎ দাহ সংস্কার করছি। সংস্কার
গুলির যত সংস্কার করবে ততই সৎকার প্রাপ্ত হবে। সব আত্মারা তোমাদের সামনে মন থেকে প্রণাম জানাবে। শুধুমাত্র
বাইরে হাত জোড় করে প্রণাম জানাবে এমন নয়। বরং মন থেকে প্রণাম করবে আত্মারা, এমন ভাবে তৈরি হও।

স্লেগানঃ-

অসীম জগতের সেবার লক্ষ্য থাকলে জাগতিক সব বন্ধন খুলে যাবে।

“মিস্তি বাচ্চারা - বাবা এবং উত্তরাধিকারের কথা স্মরণ করলেই তোমরা রমণীয় (মনোরঞ্জনের অনুভব হবে) হয়ে যাবে, বাবাও রমণীয়, তাই বাচ্চাদেরও রমণীয় হওয়া উচিত”

*প্রশ্নঃ - দেবতাদের ছবির প্রতি সবাই আকৃষ্ট হয় কেন ? তাদের মধ্যে কোন বিশেষ গুণ বিদ্যমান ?

*উত্তরঃ - দেবতারা খুব রমণীয় এবং পবিত্র। মনোরঞ্জক হওয়ার জন্য তাদের ছবির প্রতি সকলে আকৃষ্ট হয়। দেবতাদের মধ্যে পবিত্রতার বিশেষ গুণও রয়েছে। এই গুণ থাকার জন্যই অপবিত্র মানুষ তাদের সামনে নত মস্তক হয়। সে-ই মনোরঞ্জক হতে পারে, যার মধ্যে সমস্ত দিব্যগুণ রয়েছে এবং যে সর্বদা খুশিতে থাকে।

ওম্ শান্তি । আত্মা এবং পরমাত্মার মিলন কতোই না বিস্ময়কর। তোমরা এইরকম অসীম জগতের পিতার সন্তান, তাই সন্তানদেরকেও কতো মনোরঞ্জক হতে হবে। দেবতারাও খুব মনোরঞ্জক। কিন্তু রাজধানী তো অনেক বড়। সবাই এইরকম মনোরঞ্জক হবে না। তবে কোনো কোনো সন্তান অবশ্যই খুব মনোরঞ্জক। কারা মনোরঞ্জক হতে পারে ? যে সর্বদা খুশিতে থাকে এবং যার মধ্যে দিব্যগুণ রয়েছে। এই রাখা-কৃশও খুব মনোরঞ্জক ছিল, তাই না ? ওরা খুবই চিত্তাকর্ষক। কিসের আকর্ষণ ? কারণ এদের আত্মাও পবিত্র এবং তার সজো শরীরও পবিত্র। আর পবিত্র আত্মারা অপবিত্রদেরকে আকর্ষণ করে। তাদের পায়ে পড়ে। তাদের মধ্যে অনেক শক্তি থাকে। হয়তো ওরা সন্ন্যাসী, কিন্তু ওরাও দেবতাদের সামনে নতমস্তক হয়। হয়তো কেউ কেউ খুব অহংকারী হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও দেবতাদের সামনে কিংবা শিবের সামনে অবশ্যই মাথা নত করবে। দেবীদের ছবির সামনেও মাথা নত করে, কারণ বাবাও যেমন মনোরঞ্জক, বাবার সৃষ্টি করা দেবী-দেবতারাও সেইরকম মনোরঞ্জক। তাদের মধ্যে পবিত্রতার আকর্ষণ রয়েছে। তাদের সেই আকর্ষণ এখনো রয়েছে। এরা যতটা চিত্তাকর্ষক, তোমরা যারা লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে চাও, তাদেরকেও সেইরকম আকর্ষক হতে হবে। এইসময়ে তোমাদের এই আকর্ষণ অবিনাশী হয়ে যায়। তবে সকলে এইরকম হয় না। ক্রমানুসারে হয়। যারা ভবিষ্যতে উঁচু পদমর্যাদা পাবে, তারা এখন থেকেই চিত্তাকর্ষক হবে, কারণ আত্মা পবিত্র হয়ে যায়। তোমাদের মধ্যে তারাই বেশী চিত্তাকর্ষক হয়, যারা স্মরণের যাত্রার জন্য বিশেষ সময় দেয়। যাত্রা করার সময়ে অবশ্যই পবিত্র থাকে। পবিত্রতার মধ্যেই আকর্ষণ রয়েছে। পবিত্রতার প্রতি আকর্ষণ, পড়াশুনার ক্ষেত্রেও আকর্ষক বানিয়ে দেয়। এইসব তোমরাই এখন জেনেছ। তোমরা ওদের (লক্ষ্মী-নারায়ণ) অক্যুপেশন সম্বন্ধে জেনেছো। ওরাও নিশ্চয়ই বাবাকে অনেক স্মরণ করেছিল। ওরা যে এতো রাজত্ব পেয়েছিল, সেইসব নিশ্চয়ই রাজযোগের দ্বারা পেয়েছিল। এখন তোমরা এখানে ওই পদপ্রাপ্তির জন্য এসেছ। বাবা স্বয়ং বসে থেকে তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। এই বিষয়ে পুরো নিশ্চিত হয়েই তোমরা এখানে এসেছো তো ? বাবাও তিনি, শিক্ষাদাতাও তিনি। তিনিই সাথে করে নিয়ে যাবেন। তো, এই গুণটা যেন সর্বদাই থাকে। সবসময় হাসিমুখে থাকো। বাবার স্মরণে থাকলেই সর্বদা হাসিখুশি থাকতে পারবে। তখন উত্তরাধিকারের কথাও স্মরণে থাকবে এবং মনোরঞ্জকও হয়ে যাবে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে এখানে আমরা মনোরঞ্জক হলে, ভবিষ্যতেও এইরকম মনোরঞ্জক হব। এখানে যা শিক্ষালাভ করা হয়, সেটাই অমরপুরীতে নিয়ে যায়। এই সত্যিকারের বাবা তোমাদেরকে সত্যিকারের উপার্জন করাচ্ছেন। এই সত্যিকারের উপার্জন ২১ জন্মের জন্য সাথে থাকবে। তারপর ভক্তিমার্গে যে উপার্জন করবে সেটা কৃষিকের সুখের জন্য। ওটা সর্বদা সজো থাকবে না। অতএব, বাচ্চাদেরকে এই পড়াশুনা খুব মন দিতে হবে। তোমরাও সাধারণ, আর তোমাদেরকে যিনি শিক্ষা দিচ্ছেন তিনিও অতি সাধারণ রূপেই রয়েছেন। তাই যারা শিক্ষা গ্রহণ করছে, তারাও নিশ্চয়ই সাধারণ হবে। নাহলে তো লজ্জা হবে। আমরা কীভাবে ভালো পোশাক পড়ব ? আমাদের মা-বাবা কতো সাধারণ থাকেন, তাই আমরাও অতি সাধারণ। এনারা কেন এতো সাধারণ থাকেন ? কারণ এটা তো বনবাস। এখন তোমাদেরকে ফেরৎ যেতে হবে। এখানে কোনো বিয়ে করতে হবে না। ওরা যখন বিয়ে করে, তখন কুমারীরা বনবাসে থাকে। ময়লা কাপড় পড়ে, তেল দেয়, কারণ স্বশুর বাড়ী যায়। ব্রাহ্মণের দ্বারা আশীর্বাদ সম্পন্ন হয়। তোমাদেরকেও স্বশুর বাড়ী যেতে হবে। রাবণ পুরী থেকে রাম পুরী বা বিষ্ণু পুরীতে যেতে হবে। এই বনবাসে থাকার নিয়ম রাখার কারণ হলো, দেহের কিংবা পোশাকের কোনো অভিমান যেন না থাকে। কারোর হয়তো সাধারণ শাড়ি আছে, সে যদি দেখে যে অন্য কারোর কাছে ভালো শাড়ি আছে, তখন সে ভাবে - এ তো বনবাসে নেই। কিন্তু তোমরা বনবাসে এইরকম সাধারণ ভাবে থেকেও কাউকে এত স্নেহ ঙ্গণ শোনাও, এতো নেশায় থাকো যে তার বুদ্ধিতেও তীর লেগে যায়। হয়তো বাসন মাজছ কিংবা কাপড় ধুচ্ছ, কিন্তু তোমাদের সামনে কেউ এলেই সজো সজো তাকে বাবার কথা স্মরণ করাও। তোমরা যদি এই নেশায় থাকো, আর সাদা পোশাক পড়ে কাউকে ঙ্গণ শোনাও, তাহলে ঐ ব্যক্তিও আশ্চর্য হয়ে যাবে যে এদের কাছে এতো স্নেহ ঙ্গণ আছে ! এটা তো ভগবানের দেওয়া গীতাঙ্গণ। রাজযোগ তো গীতার ঙ্গণ। এইরকম নেশা হয় কি ? যেমন বাবা নিজের উদাহরণ দেন। মনে করো আমি বাচ্চাদের সজো খেলছি। তখন কোনো কৌতূহলী ব্যক্তি যদি আমার সামনে আসে, তবে সজো সজো তাকে বাবার পরিচয় দিয়ে দিই। যোগের শক্তি থাকার জন্য সেই ব্যক্তি সেখানেই দাঁড়িয়ে যাবে আর আশ্চর্য হয়ে ভাববে যে এতো সাধারণ একজন মানুষের মধ্যে এতো শক্তি ! তখন সে আর কিছুই বলতে পারবে না। মুখ থেকে একটাও কথা বেরাবে না। তোমরা যেমন বাণীর ওপরে রয়েছ, সেই ব্যক্তিও তখন বাণীর উর্ধ্বে উঠে

যাবে। অন্তরে এইরকম নেশা থাকা উচিত। যেকোনো ভাই-বোন এলেই তাকে দাঁড় করিয়ে বিশ্বের মালিক হওয়ার স্পেশাল মত শোনাতে পারো। অন্তরে এইরকম নেশা থাকতে হবে। নিজেই উৎসাহিত হয়ে সেবা করতে হবে। বাবা সবসময় বলেন যে তোমাদের কাছে জ্ঞান থাকলেও যোগের শক্তি নেই। পবিত্র এবং যোগযুক্ত থাকলেই তীক্ষ্ণতা আসবে। স্মরণের যাত্রার দ্বারা-ই তোমরা পবিত্র হয়ে যাও। শক্তি আসে। জ্ঞানের সাথে সম্পত্তির সম্পর্ক রয়েছে। যেমন স্কুলে পড়াশুনা করে এম.এ., বি.এ. ইত্যাদি পাস করলে সেইরকম উপার্জন করতে পারে। এখানে বিষয়গুলো আলাদা। ভারতের প্রাচীন যোগ সুপ্রসিদ্ধ। এটাই হলো স্মরণ। বাবা সর্ব শক্তিমান হওয়ার কারণে বাচ্চারা বাবার কাছ থেকে শক্তি পেয়ে যায়। বাচ্চাদের অন্তরেও থাকতে হবে যে আমরা বাবার সন্তান হলেও বাবার মতো পবিত্র নই। এখন ঐরকম হতে হবে। এটাই এখন এম অবজেক্ট। যোগের দ্বারা তোমরা পবিত্র হয়ে যাও। যারা অনন্য সন্তান, তারা সারাদিন ধরে এইরকম চিন্তন করবে। যেকোনো ব্যক্তি এলেই আমি তাকে রাস্তা বলে দেব। করুণা হওয়া উচিত - এ তো বেচারার অন্ধ। অন্ধ ব্যক্তিকে লাঠি ধরিয়ে নিয়ে যায়। এরাও সবাই জ্ঞান চক্ষুহীন অন্ধ।

তোমরা এখন জ্ঞানের ত্রিনয়ন পেয়েছ, তাই সবকিছু জেনে গেছ। সমগ্র সৃষ্টির আদি, মধ্য এবং অন্তকে আমরা এখন জেনে গেছি। এগুলো সব ভক্তিমার্গের বিষয়। তোমরা কি আগেও জানতে যে মন্দ কিছু শুনতে নেই, মন্দ কিছু দেখতে নেই...? এই ছবিটা কেন বানানো হয়েছিল? দুনিয়ার কেউই এই ছবির অর্থ বোঝে না। তোমরা এখন বুঝতে পেরেছো। বাবা যেমন নলেজফুল, সেইরকম তাঁর সন্তান হয়ে তোমরাও এখন নলেজফুল হয়ে যাচ্ছ। তবে পুরুষার্থের ক্রমানুসারে। কোনো কোনো বাচ্চার অনেক নেশা হয়ে যায়। বাঃ! বাবার সন্তান হয়েও যদি বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার না নিলাম, তবে বাচ্চা হয়ে কি করলাম? প্রতিদিন রাত্রে নিজের দিনলিপি দেখ। বাবা তো ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ীরা সহজেই প্রতিদিনের হিসাব রাখতে পারে। সরকারি কর্মচারীরা সহজে প্রতিদিনের হিসাব রাখতে পারে না। ওরা ব্যবসা করে না। ব্যবসায়ীরা এটা ভালো বুঝবে। তোমরাও ব্যবসায়ী। তোমরা নিজের লাভ লোকসানের বিষয়টা বুঝতে পারবে। তাই প্রতিদিন রাত্রে নিজের দিনলিপি দেখ। নিজের কারবার সামলাও। লাভ হচ্ছে নাকি লোকসান হয়ে যাচ্ছে? তোমরা তো সওদাগর। গায়ন আছে - বাবা হলেন সওদাগর, রৎনাকর... ইত্যাদি। অবিনাশী জ্ঞান রত্নের ব্যবসা করেন। পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে এগুলো তোমরা জানো। সকলেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী নয়। এক কান দিয়ে শোনার পর অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। ঝুলির (থলি) ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে যায়। ঝুলি আর ভতি হয় না। বাবা বলেন, ধনসম্পদ দান করলে কখনো সেগুলো কমে যায় না। এগুলো এমন জ্ঞানরত্ন যার কোনো বিনাশ নেই। বাবা হলেন জ্ঞানী এবং যোগী। আত্মা রয়েছে এবং আত্মার মধ্যেই জ্ঞান রয়েছে। তাঁর সন্তান হয়ে তোমরাও জ্ঞানী-যোগী হয়েছ। আত্মার মধ্যেই জ্ঞান ভরে দেওয়া হয়। আত্মার নিদিষ্ট রূপ আছে। হয়তো আত্মা খুব ছোট, কিন্তু একটা রূপ তো অবশ্যই আছে। আত্মার উপস্থিতি জানতে পারা যায়। পরমাত্মাকেও জানতে পারা যায়। সোমনাথের পূজা করার সময়ে এতো ছোট স্টারকে কিভাবে পূজা করবে? তাই পূজার জন্য অনেক লিঙ্গা বানিয়েছে। ছাদের সমান উচ্চতার বড় বড় শিবলিঙ্গা বানায়। হয়তো রূপে খুব ছোট, কিন্তু তাঁর পদ তো কতো বড়।

আগের কল্পেও বাবা বলেছিলেন যে জপ, তপ ইত্যাদির দ্বারা কোনো প্রাপ্তি হয় না। এইসব করতে করতেই ক্রমশ অধঃপতন হয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এসেছ। তোমাদের এখন উন্নতি হচ্ছে। তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে এক নম্বর জিন। গল্পে আছে - একটা জিন বলেছিল যে তাকে কাজ না দিলে সে খেয়ে ফেলবে। তখন তাকে কাজ দেওয়া হলো - সিঁড়ি দিয়ে ওঠো আর নামো। সেই জিন তখন কাজ পেয়ে গেল। বাবা এখন বলছেন, তোমরা এই অসীম জগতের সিঁড়ি দিয়ে নামো, তারপর আবার ওঠো। তোমরাই পুরো সিঁড়ি নেমে আসো, এবং তারপর ওঠো। তোমরাই হলে জিন। অন্য কেউ পুরো সিঁড়ি ওঠে না। পুরো সিঁড়ির জ্ঞান পাওয়ার জন্য তোমরা কতো উঁচু পদ পেয়ে যাও। তারপর আবার নীচে নামো, তারপর আবার ওপরে ওঠো। বাবা বলছেন - আমি তোমাদের পিতা। তোমরা আমাকে পতিত পাবন বেলো। আমি হলো সর্বশক্তিমান কারন আমি আত্মা সর্বদা ১০০ শতাংশ পবিত্র থাকি। আমার রূপ বিন্দু, আমিই অথরিটি। সকল শাস্ত্রের রহস্য আমি জানি। কতো আশ্চর্যের ব্যাপার। এগুলো খুব ওয়ান্ডারফুল নলেজ। কখনোই শোনানি যে আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের অবিনাশী ভূমিকা ভরা আছে যেটা কখনোই মুছে যায় না। ক্রমাগত আবর্তিত হয়। ৮৪ জন্মের চক্র আবর্তিত হয়। ৮৪ জন্মের রেকর্ড ভরা আছে। কতো ছোট আত্মার মধ্যে এত জ্ঞান ভরা আছে। বাবার মধ্যেও আছে, তোমাদের মতো বাচ্চাদের মধ্যেও আছে। কতো রকম ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়। এইসব পটি কখনোই মুছে যাবে না। এই চোখের দ্বারা আত্মাকে কখনোই দেখা যায় না। আত্মার রূপ হলো বিন্দু। বাবা বলেন, আমিও বিন্দু রূপ। তোমরা বাচ্চারাও এখন এই কথাটা বুঝতে পারো। তোমরা হলে অসীম জগতের ত্যাগী এবং রাজস্বয়ি। কতো নেশা হওয়া উচিত। রাজস্বয়ি একেবারে পবিত্র থাকে। সূর্যবংশী আর চন্দ্রবংশীরা হলো রাজস্বয়ি, যারা এখানে রাজত্ব নিচ্ছে। বাচ্চারা জানে যে আমরা এখন যাচ্ছি। মাঝির নৌকায় বসে আছো। এটাও জানো যে এটা হলো পুরুষোত্তম সজাময়ুগ। পুরাতন দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়ায় অবশ্যই যেতে হবে, ভায়া শান্তিধাম। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে সবসময় এই কথাগুলো থাকতে হবে। আমরা যখন সৎযুগে ছিলাম, তখন অন্য কোনো ভুখন্ড ছিল না। কেবল আমাদের রাজত্ব ছিল। এখন পুনরায় যোগবলের দ্বারা নিজের রাজত্ব নিচ্ছে। বোঝানো হয়েছে যে যোগবলের দ্বারা-ই বিশ্বের রাজত্ব পাওয়া যায়। বাহুবলের দ্বারা পাওয়া যায় না। এটা অসীম জগতের নাটক। খেলাটা তৈরি করা আছে। বাবা এসেই এই খেলাটা বুঝিয়ে দেন। প্রথম থেকে সমগ্র দুনিয়ার হিস্ট্রি জিওগ্রাফি শোনান। তোমরা সূক্ষ্মলোক আর মূল লোকের রহস্যকেও ভালো করে জেনেছো। স্থূললোকে এনাদের আর আমাদের রাজত্ব ছিল। কিভাবে তোমরা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামো, সেটাও মনে পড়েছে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামার এই

খেলা বাচ্চাদের বুদ্ধিতে ধারণ হয়েছে। বুদ্ধিতে আছে যে কিভাবে এই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি রিপোর্ট হয়। এতে আমাদের হিরো, হিরোইনের ভূমিকা আছে। আমরাই হেরে যাই, তারপর আমরাই আবার জয়ী হই। সেইজন্যই নাম রাখা হয়েছে - হিরো, হিরোইন। আচ্ছা -

মিস্ট্রি-মিস্ট্রি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঙ্গনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্মে মুখ্য সারঃ-

১) এখন আমরা বনবাসে আছি, তাই খুব সাবধানে থাকতে হবে। দেহের কিংবা পোশাকের কোনো অভিমান যেন না থাকে। যেকোনো কর্ম করার সময়ে বাবার স্মরণের নেশায় থাকতে হবে।

২) আমরা অসীম জগতের ত্যাগী এবং রাজস্বয়ী - এই নেশাতে থেকে পবিত্র হতে হবে। জ্ঞান-ধনে ভরপুর হয়ে দান করতে হবে। সত্যিকারের সওদাগর হয়ে নিজের দিনলিপি লিখতে হবে।

বরদানঃ-

স্মরণের সার্চ লাইটের দ্বারা বায়ুমন্ডলের রচনা করে বিজয়ী রত্ন ভব সেবাদানকারী আত্মাদের কপালে সর্বদাই জয়ের তিলক লেগে থাকে, কিন্তু যে স্থানের সেবা করতে হবে সেই স্থানে আগে থেকেই সার্চ লাইটের প্রকাশ ফেলতে হবে। স্মরণের সার্চ লাইটের দ্বারা এমন বায়ুমন্ডলের রচনা হবে যে অনেক আত্মা খুব সহজেই নিকটে আসবে। তখন কম সময়ের মধ্যে সহস্র গুণ সাফল্য লাভ হবে। এর জন্ম দৃঢ় সংকল্প করো যে আমরা বিজয়ী রত্ন এবং আমাদের প্রত্যেক কর্মের মধ্যেই বিজয় নিহিত আছে।

স্মরণঃ-

যে সেবা নিজেকে কিংবা অপরকে ডিস্টার্ব করে, সেটা সেবা নয়, বোঝা।

“মিস্ট্রি বাচ্চারা - বাবার কাছে যা কিছু আছে (সিম্পি শব্দ বকখর), তার শেষটুকু পর্যন্ত পুরোটাই তোমরা পেয়েছো, তোমরা সে'গুলিকে ধারণ করো আর করাও”

*প্রশ্নঃ - ত্রিকালদর্শী বাবা ড্রামার আদি - মধ্য - অন্তকে জানা সৎৎবও কালকের কথা আজ বলেন না - কেন ?

*উত্তরঃ - বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি যদি আগে থেকেই বলে দিই, তাহলে তো ড্রামার আর মজাই থাকবে না। ল' এটা বলে না। সব কিছু জেনেও আমিও ড্রামার অধীন। আগেই বলে দিতে পারি না। সেইজন্য কী হবে তোমরা তার বিষয়ে চিন্তা ক'রো না। চিন্তা করা ছেড়ে দাও।

*গীতঃ- মরণ তোমারই পথে...

ওম্ শান্তি। ইনি হলেন পারলৌকিক আত্মাদের পিতা। আত্মাদের সাথেই কথা বলেন। তাদেরকে বাচ্চারা - বাচ্চারা বলে কথা বলার প্যাকটিস হয়ে যায়। শরীর যদিও কন্যার কিন্তু সব আত্মারাই তো হল বাচ্চা। সব আত্মারাই হল উত্তরাধিকারী অর্থাৎ উত্তরাধিকার নেওয়ার অধিকারী। বাবা এসে বলেন, বাচ্চারা তোমাদের প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে উত্তরাধিকার নেওয়ার। অসীম জগতের পিতাকে অনেক অনেক স্মরণ করতে হবে। এতেই তো পরিশ্রম রয়েছে। বাবা পরমধাম থেকে এসেছেন আমাদেরকে পড়াতে। সাধু সন্তরা তো নিজেদের বাড়ি থেকে আসে বা কেউ কোনো গ্রাম থেকে। বাবা তো পরমধাম থেকে এসেছেন আমাদেরকে পড়াতে। এ'কথা কারোরই জানা নেই। অসীম জগতের পিতা তিনিই, সেই পতিত পাবন গড ফাদার। তাঁকে ওশান অফ নলেজও বলা হয়, অথরিটি তো তিনি। কী এই নলেজ? ঈশ্বরীয় নলেজ। বাবা হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ। সৎ - চিং - আনন্দ স্বরূপ। তাঁর মহিমা অনেক উচ্চ। ওঁনার কাছে এই সব সমস্ত কিছুই রয়েছে। কারো নিজের দোকান থাকলে বলবে আমার দোকানে এই এই ভ্যারাইটি আছে। বাবাও বলেন, আমি হলাম ঙ্গ্রানের সাগর, আনন্দের সাগর, শান্তির সাগর। আমার কাছে এই সব কিছু মজুত আছে। আমি সজ্ঞা আসি ডেলিভারী করতে। যা কিছু আমার কাছে আছে, সব ডেলিভারী করে দিই। তারপর যে যতটুকু ধারণ করবে বা যতখানি পুরুষাথ করবে। বাচ্চারা জানে - বাবার কাছে কী কী আছে আর অযাক্যুরেট জানেন তিনি। আজকাল নিজের শেষ পর্যন্ত কী আছে কেউই বলতে চায় না। কিন্তু কথায় আছে - কারো ধন যাবে ধূলায় মিশে...এই সব কিছুই হল এখনকার বিষয়ে। আগুন লাগলে সব শেষ হয়ে যাবে। রাজাদের নিজেদের রাজমহলের ভিতরে বড় মজবুত গুহা বা কুঠুরি থাকে। যতই ভূমিকম্প ইত্যাদি হোক না কেন, ভয়ঙ্কর ভাবে আগুনও লাগুক না কেন, তবুও তার থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে, এখনকার কোনো জিনিসই ওখানে (সৎযযুগে) কাজে আসে না। খনিগুলিও আবার নতুন করে ভতি হয়ে যাবে। সায়েন্সও রিফাইন হয়ে তোমাদের কাজে আসে। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে এখন সমস্ত ঙ্গ্রান রয়েছে। বাচ্চারা জানে যে, আমরা সৃষ্টির আদি - মধ্য - অন্তকে জানি। আর বাকি শেষের যেটুকু রয়েছে, সেটাকে আমরা জেনে যাব। বাবা আগে থাকতেই কেন বলে দেবেন। বাবা বলেন - আমিও ড্রামার অধীন। যে ঙ্গ্রান এখনও পর্যন্ত তোমরা পেয়েছো, সেটাই ড্রামার মধ্যে লিখিত রয়েছে। যে সেকেন্ড অতিবাহিত হয়ে গেছে, তাকে ড্রামা মনে করতে হবে। বাকি যা কিছু কালকে হবে সেটা পরে দেখা যাবে। কালকের কথা আজকে বলা হবে না। এই ড্রামার রহস্যকে মানুষ বুঝতে পারে না। কল্‌পের আয়ুই কতো লম্বা চওড়া লিখে দিয়েছে। এই ড্রামাকে বোঝার জন্মও সাহসের প্রয়োজন। আত্মা (মা) মরলেও হালুয়া খাওয়া (ড্রামা / ঙ্গ্রানের পয়েন্টকে স্মরণ করে নিশ্চিন্ত থাকা)...মনে করে এর পর তো মা অন্য কোথাও জন্ম নিয়েছে। আমরা তবে কাঁদব কেন? বাবা তোমাদেরকে বুঝিয়েছেন - সংবাদপত্রের তোমরা লিখতে পারো, এই প্রদর্শনী আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে এই তারিখে, এই স্থানেই এইভাবেই হয়েছিল। এই ওয়াল্টার হিষ্ট্রি - জিওগ্রাফি রিপোর্ট হচ্ছে, এইভাবে লিখে দেওয়া উচিত। এটা তো জানা কথাই যে - এই দুনিয়ার আর কিছুদিনই বাকি রয়েছে, এই সব খতম হয়ে যাবে। আমরা তো পুরুষাথ করে বিকর্মাজিত হয়ে যাব, তারপর দ্বাপর থেকে বিক্রম সম্ভৎ শুরু হবে অর্থাৎ বিক্রম হওয়ার সম্ভৎ। এই সময় তোমরা বিক্রমের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করো, তবেই বিকর্মাজিত হয়ে যাও। পাপ কর্মকে স্রীমতের দ্বারা জয় করে বিকর্মাজিত হয়ে যাও তোমরা। ওখানে তোমরা আত্ম - অভিমানী হয়ে যাও। ওখানে দেহ - অভিমান থাকে না। কলিযুগে দেহ-অভিমান থাকে। সজ্ঞাময়ুগে তোমরা দেহী-অভিমানী হয়ে ওঠো। পরমপিতা পরমাত্মাকেও জানতে পারলাম। এটা হল শূন্য অভিমান। তোমরা বরাহমণরা হলে সবচেয়ে উচ্চ। তোমরা হলে সর্বোত্তম বরাহমণ কুলভূষণ। এই নলেজ কেবলমাত্র তোমরাই পাও, অন্য আর কেউই পায় না। তোমাদের কুল হল সর্বোত্তম। বলাও হয়ে থাকে - অতীন্দ্রিয় সুখ গোপী বল্লভের বাচ্চাদেরকে জিঁগ্গেসা করো। তোমরা এখন লটারি পেয়ে থাকো। কোনো জিনিস পেয়ে গেলে, তার জন্ম তেমন খুশী হয় না। যখন গরিব থেকে বড়লোক হয়ে যায়, তখন খুব খুশী হয়। তোমরাও জানো যে, আমরা যত পুরুষাথ করবো, ততই বাবার থেকে রাজধানীর উত্তরাধিকার নেবো। যে যত পুরুষাথ করবে, ততই পাবে। মুখ্য কথা হল, বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমাদের মোস্ট বিলাভেট বাবাকে স্মরণ করো। তিনি হলেন সকলের বিলাভেট বাবা। তিনিই এসে সকলকে সুখ শান্তি প্রদান করেন। এখন দেবী - দেবতাদের রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। সেখানে কিং - কুইন হয় না। ওখানে বলা হবে মহারাজা - মহারানী। যদি ভগবান - ভগবতী বলাও, তবে তো যথা রাজা - রানী তথা প্রজা, সবাই ভগবান ভগবতী হয়ে যাবে। সেইজন্য ভগবান ভগবতী বলা যাবে না।

সূক্ষ্মলোকবাসী বরহমা, বিষ্ণু - শংকরকেও দেবতা বলা হয়। স্থূললোকনিবাসীদেরকে আমরা ভগবান ভগবতী কীভাবে বলব? উচ্চ থেকে উচ্চ হল মূললোক তারপর হল সূক্ষ্মলোক আর এটা হল থাউ নম্বর। এইসব তোমাদের বুঝিতে থাকা উচিত। আমরা আত্মাদের বাবা শিববাবাই হলেন শিক্ষকও, গুরুও। তিনি স্রষ্টা, ব্যারিস্টার সব। সবাইকে তিনি রাবণের জেল থেকে ছাড়ান। শিববাবা কত বড় ব্যারিস্টার। তো এমন বাবাকে কেন ভুলে যাওয়া হয়। কেন তোমরা বলো যে, বাবা আমরা ভুলে যাই। মায়ার অনেক ঝড় ঝাপটা আসে। বাবা বলেন, এ তো হবেই। কিছু তো পরিস্রম করতে হবে। এ হল মায়ার সাথে লড়াই। এ তোমাদের অর্থাৎ পান্ডবদের কোনো কৌরবদের সাথে যুদ্ধ নয়। পান্ডব কীকরে যুদ্ধ করবে? তবে তো হিংসক হয়ে যাবে। বাবা কখনোই হিংসা শেখান না। কিছুই বুঝতে পারে না। বাস্তবে আমাদের তো কোনো যুদ্ধ বিগ্রহই নেই। বাবা কেবল যুক্তি বলে দেন যে, আমকে স্মরণ করো, মায়ার আঘাত লাগবে না। এর ওপরেও একটা কাহিনী ছিল, প্রসন্ন ছিল আগে সুখ চাই না দুঃখ? তাতে বলল, সুখ। দুঃখ তো হতে পারে না সত্যযুগে।

তোমরা জানো - এই সময় সব সীতার রাবণের শোক বাটিকাতে রয়েছে। এই সমগ্র দুনিয়া হল সাগরের মাঝে বড় লজ্জা। এখন সবাই জেলে পড়ে রয়েছে। সকলের সন্ততি করার জন্ম বাবা এসেছেন। সবাই শোক বাটিকাতে রয়েছে। স্বর্গে রয়েছে সুখ, নরকে হল দুঃখ। একে শোক বাটিকা বলা হবে। ওটা হল অশোক, স্রষ্টা। অনেক বড় প্রভেদ। বাচ্চারা, তোমাদের অনেক অনেক প্রচেষ্টা করে বাবাকে স্মরণ করা উচিত, তবে খুশীর পারদ উৎসবমুখী হবে। বাবার রায় মেনে না চললে তবে তো সতীনপুত্র বলা হবে। তাহলে প্রজাতে চলে যাবে। সহ-জাত হলে তবে তো রাজধানী চলে আসবে। রাজধানীতে আসতে যদি চাও, তবে স্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। কৃষ্ণের মত প্রাপ্ত হয় না। মত হল দুটি। এখন তোমরা স্রীমৎ প্রাপ্ত করো তারপর সত্যযুগে তার ফল তোমরা ভোগ করো। তারপর দ্বাপরে রাবণের মত প্রাপ্ত হয়। সবাই রাবণের মতে অসুর হয়ে যায়। তোমাদের প্রাপ্ত হয় ঈশ্বরীয় মত। মত প্রদানকারী হলেন এক বাবা-ই। তিনি হলেন ঈশ্বর। তোমরা ঈশ্বরীয় মতে কতো পবিত্র হয়ে যাও। প্রথম পাপ হল - বিষয় সাগরে হাবুডুবু খাওয়া। দেবতারা বিষয় সাগরে হাবুডুবু খাবে না। প্রসন্ন উঠবে তাহলে ওখানে কী সন্তান আদি হয় না? সন্তান আদি হবে না কেন! সেটা হল ভাইসলেস দুনিয়া, সম্পূর্ণ নিবিকারী। সেখানে এই রকম কোনও বিকার হয় না। বাবা তোমাদেরকে বুঝিয়েছেন - দেবতারা কেবল আত্ম-অভিমানী হয়, পরমাত্ম-অভিমানী নয়। তোমরা আত্ম-অভিমানীও হও, পরমাত্ম-অভিমানীও। আগে দুটোই ছিলে না। সত্যযুগে পরমাত্মাকে তারা জানে না। আত্মাকে জানে যে, আমরা আত্মারা এই পুরোনো শরীর ছেড়ে আবার গিয়ে নতুন শরীর নেবো। আগে থাকতেই তারা বুঝতে পেরে যায় যে, এখন নতুন নিতে হবে। সন্তান জন্মানোর পূর্বেই সাক্ষাৎকার হয়ে যায়। যোগবলের দ্বারা তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। তাহলে যোগবলের দ্বারা কি বাচ্চা জন্মাতে পারে না! যোগবলের দ্বারা তোমরা যে কোনো জিনিসকেই পবিত্র বানিয়ে ফেলতে পারো। কিন্তু তোমরা স্মরণ করতে ভুলে যাও। কারো আবার অভয়াসও হয়ে যায়। অনেক সন্ধ্যাসীও আছে, যারা আহারের বিষয়ে অত্যাশ্রিত সতর্ক। তারা সেই সময় অনেক মন্ত্র উচ্চারণ করে তবে আহার গ্রহণ করবে। তোমাদেরকেও তো আহারের বিষয়ে সতর্কীকরণ দেওয়া আছে। মাছ - মাংস, মদিরা কোনো কিছুই তোমরা খাবে না। তোমরা তো দেবতা হবে, তাই না! দেবতারা কখনো নোংরা জিনিস খায় না। তো এই রকম পবিত্র হতে হবে। বাবা বলেন, আমার দ্বারা তোমরা আমাকে জানলে 'পরে তোমরা সব কিছু জেনে যাবে। তারপর আর কিছু জানার বাকি থাকবে না। সত্যযুগে তারপর পড়াশোনাও অন্যরকম হয়। এই মৃত্যুলোকের পড়াশোনার এখন হল সমাপ্তি। মৃত্যুলোকের সকল কারবার সমাপ্ত হয়ে এরপর অমরলোক এর শুরু হবে। বাচ্চাদের এতখানি নেশা থাকা উচিত। অমরলোকের মালিক ছিলে তোমরা। বাচ্চারা, তোমাদের অতীন্দ্রিয় সুখ, পরম সুখে থাকা উচিত। আমরা বাচ্চারা হলাম পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান বা স্টুডেন্ট আমরা। পরমপিতা পরমাত্মা আমাদেরকে এখন গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন, তাকেই পরমানন্দ বলা হয়। সত্যযুগে এ'সব কিছুই হয় না। এইসব এখন তোমরা শুনে থাকো, এই সময় তোমরা হলে ঈশ্বরীয় ফ্যামিলির। এখনকারই প্রসঙ্গিত রয়েছে - অতীন্দ্রিয় সুখের কথা গোপ গোপীদেরকে জিজ্ঞাসা করো। পরমধামের বাসিন্দা বাবা এসে আমাদের বাবা, টিচার, গুরু হন। তিন রূপে সেবা করেন। কোনো রকমের অভিমান (অহংকার) রাখেন না। তিনি বলেন - আমি তোমাদের সেবা করে তোমাদেরকে সব কিছু দিয়ে নির্বাণধামে গিয়ে বসে যাব, তাহলে সার্ভেন্ট হলাম না! ভাইসরয় প্রমুখরা সব সময় সাক্ষর করার সময় তো ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট লেখে। বাবাও হলেন নিরাকার, নিরহংকারী। কীভাবে বসে পড়ান। এত উচ্চ পড়াশোনা আর কেউই পড়াতে পারে না। এত এত পয়েন্টস কেউই দিতেই পারবে না। মানুষ তো জানতেই পারে না, এনাকে কোনো গুরু এ'সব শেখাননি। গুরু থাকলে তো অনেকের থাকত, কেবল একজনের হয় কী? এই বাবা-ই পতিতদেরকে পবিত্র বানান। আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছেন তিনি। বাবা বলেন, আমি কল্প - কল্প, কল্পের সজামযুগে এসে থাকি। বলা হয় না - বাবা আমরা কল্প পূর্বেও মিলিত হয়েছিলাম। বাবা-ই এসে পতিতদেরকে পবিত্র বানাবেন। ২১ জন্মের জন্ম তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে আমি পবিত্র বানাই। তো এইসব ধারণা করা উচিত, তারপর বাবাকে জানানো উচিত বাবা কী বুঝিয়েছেন। বাবার কাছ থেকে আমরা ২১ জন্মের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। এ'কথা স্মরণে থাকলে তখন মনে খুশীও থাকবে। এ হল পরম - আনন্দ। মাস্টার নলেজফুল, বিলসফুল এই সব বরদান বাবার থেকে এখন তোমাদের প্রাপ্ত হয়। সত্যযুগে তো বুদ্ধ হবে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের তো কোনোই নলেজ নেই। তাদের যদি থাকত তবে পরস্পরা অনুসারে চলে আসত। তোমাদের মতো পরম আনন্দ দেবতাদেরও হতে পারে না। আচ্ছা -

১) দেবতা হওয়ার জন্য খান্স - পানীয়ের বিষয়ে অনেক শৃঙ্খি রাখতে হবে । এ বিষয়ে অত্য়ন্ত বুঝে শুনে চলতে হবে । যোগবলের দ্বারা খাবারকে দৃষ্টি দিয়ে শৃঙ্খি বানিয়ে স্বীকার করতে হবে ।

২) পরমপিতা পরমাৎমার আমরা সন্তান বা স্টুডেন্ট । তিনি আমাদেরকে এখন আমাদের প্রকৃত নিকেতনে নিয়ে যাবেন । এই নেশাতে থেকে পরম সুখ, পরম আনন্দের অনুভব করতে হবে ।

বরদানঃ

নিজের টেনশনের উপরে অ্যাটেনশন দিয়ে বিশ্বের টেনশনকে সমাপ্তকারী বিশ্ব কল্যাণকারী ভব
যখন অন্যদের উপরে অধিক অ্যাটেনশন দাও, তখন নিজের ভিতরে টেনশন চলতে থাকে । সেইজন্য বিস্তার করবার পরিবর্তে সার স্বরূপে স্থিত হয়ে যাও, কোয়ালিটির সংকল্প গুলোকে সমাযিত করে নিয়ে কোয়ালিটির সংকল্প করো । আগে নিজের টেনশনের উপরে অ্যাটেনশন দাও, তখন বিশ্ব নানান প্রকারের যে সব টেনশন রয়েছে, সেগুলোকে সমাপ্ত করে বিশ্ব কল্যাণকারী হতে পারবে । আগে নিজেকে নিজে দেখো, নিজের সাভিস প্রথমে (ফার্স্ট), নিজের সাভিস করলে তখন অন্যদের সাভিস স্বতঃতই হয়ে যাবে ।

স্লেগানঃ

যোগের অনুভূতি করতে হলে দৃঢ়তার শক্তির দ্বারা মনকে কন্ট্রোল করো ।

"সঙ্গামযুগী ব্রাহ্মণ জীবনের তিন বিশেষত্ব"

আজ বাপদাদা তাঁর সকল সদা সাথে থাকা, সদা সহযোগী হয়ে, সেবার সাথী হয়ে সেবারত আর সাথে যেতে সর্মথ শ্রেষ্ঠ বাচ্চাদেরকে দেখে পুলকিত হচ্ছেন। সাথে থাকা অর্থাৎ সহজ স্বতঃ যোগী আত্মারা। সদা সেবাতে সহযোগী সাথী হয়ে সাথে যেতে সর্মথ অর্থাৎ বাবা সম জ্ঞানী আত্মারা, সত্যিকারের সেবাদারী। সাথে যেতে সর্মথ অর্থাৎ সমান এবং সম্পন্ন কর্মাতীত আত্মারা। বাপদাদা সকল বাচ্চাদের মধ্যে এই তিনটি বিশেষত্বকে দেখছিলেন যে, তিনটি বিষয়ের মধ্যে বাচ্চারা কতদূর সম্পূর্ণ হয়েছে? সঙ্গামযুগের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জীবনের এই তিনটি বিশেষত্বই আবশ্যিক। যোগী আত্মা, জ্ঞানী আত্মা এবং বাবা সম কর্মাতীত আত্মা - এই তিনটির মধ্যে যদি একটি বিশেষত্বও কম হয়, তবে ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্বের অনুভাবী না হতে পারে অর্থাৎ সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ জীবনের সুখ বা প্রাপ্তি গুলির থেকে বঞ্চিত থেকে যাওয়া। কেননা বাপদাদা সকল বাচ্চাদেরকে সম্পূর্ণ বরদান প্রদান করেন। যথা শক্তি যোগী ভব বা যথা শক্তি জ্ঞানী আত্মা ভব - এমন বরদান দেন না। পাশাপাশি সঙ্গামযুগ, যেটা হল সমগ্র কল্পের মধ্যে বিশেষ যুগ, এই যুগ অর্থাৎ সময়কেও বরদানী সময় বলা হয়ে থাকে। কেননা বরদাতা বাবা বরদান বিতরণ করবার জন্য এই সময় আসেন। বরদাতার আসার কারণে সময়ও বরদানী হয়ে গেল। এই সময়কে এটাই হল বরদান। সর্ব প্রাপ্তি গুলির মধ্যেও সম্পূর্ণ প্রাপ্তি লাভের এটাই হল সময়। সম্পূর্ণ স্থিতিকে প্রাপ্তি করবার এটাই হল বরদানী সময়। আর সম্পূর্ণ কল্পে কর্ম অনুসারে প্রালবধ প্রাপ্ত করা বা যেমন কর্ম তেমন ফল স্বতঃতই প্রাপ্ত হতে থাকে। কিন্তু এই বরদানী সময়ে এক কদম তোমার কর্ম আর পদমগুণ বাবার থেকে সহায়তার রূপে সহজেই প্রাপ্ত হয়। সংযুগে এক এর পদমগুণ প্রাপ্ত হয় না কিন্তু এখন প্রাপ্ত হওয়া প্রালবধের রূপে ভোগ করবার অধিকারী হয়ে যাও তোমরা। কেবল যেগুলো জমা হয়েছে সেগুলোই খেতে খেতে নাচে চলে আসতে থাকে। কলা কম হয়ে যায়। একটা যুগ সম্পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে কলাও ১৬ কলার থেকে ১৪ কলা হয়ে যায়। কিন্তু সম্পূর্ণ প্রাপ্তির সময়ই হল এই সঙ্গামযুগ। এই সময়ে বাবা খোলা মনে সকল প্রাপ্তির ভান্ডার বরদানের রূপে, উত্তরাধিকারের রূপে আর ঈশ্বরীয় পড়াশোনার ফল স্বরূপ প্রাপ্তির রূপে, তিন রূপ সম্বন্ধের দ্বারা তিন রূপে বিশেষ রূপে উন্মুক্ত ভান্ডার, ভরপুর ভান্ডার বাচ্চাদের সম্মুখে রাখেন। যত'র তত - এই হিসাব রাখেন না, বরং এক এর পদমগুণ - এই হিসাবে রাখেন। কেবল নিজের পুরুষার্থ করলে আর প্রালবধ পেলে, এইভাবে করেন না। বরং করুণাময় হয়ে, দাতা হয়ে, বিধাতা হয়ে, সকল প্রকারের সম্বন্ধের সম্বন্ধী হয়ে স্বয়ং প্রতি মুহূর্তে সহায়ক হয়ে যান। এক সেকেন্ডের সাহসের অনেক অনেক সম্পদের উত্তরাধিকার সম পরিস্রমের সহায়তার রূপে সদা সহযোগী হয়ে যান। কেননা তিনি জানেন, এরা হল অনেক অনেক জন্মের দিশেহারা হয়ে যাওয়া নির্বল আত্মা, শ্রান্ত - কলান্ত এরা। সেইজন্য এতখানি সহযোগ দেন, সহায়ক হন।

তিনি নিজে অফার করেন যে, সকল প্রকারের বোঝা বাবাকে দিয়ে দাও। নিজে বোঝা বহন করবার জন্য অফার করেন। ভাগ্যবিধাতা হয়ে নলেজফুল বানিয়ে, শ্রেষ্ঠ কর্মের জ্ঞান স্পষ্ট করে বুঝিয়ে ভাগ্যের রেখাকে যতখানি টেনে নিয়ে যেতে পারে টানো। সকল উন্মুক্ত সম্পদের চাবি তোমার হাতে তিনি দিয়ে দিয়েছেন। আর সেই চাবিও কত সহজ। যদি মায়ার ঝড় এসে উপস্থিতও হয়, ছত্রছায়া হয়ে সর্বদা সেফও রাখে। যেখানে ছত্রছায়া রয়েছে, সেখানে ঝড় ঝঞ্ঝা কী করবে? সেবাদারীও বানাতে থাকে তার সাথে সাথে বুদ্ধিবানদেরও বুদ্ধি হয়ে আত্মাদেরকে টাচও করায়, যাতে নাম হয় বাচ্চাদের, কাজ বাবার, সেটা সহজেই হয়ে যায়। এতখানি আদর আর ভালোবাসা দিয়ে আদরের বানিয়ে প্রতিপালন করতে থাকেন যে, সদাই অনেক দোলনায় দোল খেতে থাকে বাচ্চারা। মাটিতে পা ফেলতে দেন না। কখনো খুশীর দোলায়, কখনো সুখের দোলায়, কখনো বাবার কোলের দোলায়; আনন্দ, প্রেম, শান্তির দোলায় দুলতে থাকে। দুলতে থাকা অর্থাৎ মজায় দিন কাটানো। এই সকল প্রাপ্তি গুলোই এই বরদানী সময়ের বিশেষত্ব। এই সময় বরদাতা বিধাতা হওয়ার কারণে, বাবা আর সর্ব সম্বন্ধ তার সাথে রাখার কারণে বাবা এখন করুণাময়। এক এর পদম দেওয়ার বিধি এই সময়ের জন্যই। অন্তিম সময়ে তো হিসাবপত্র মেটানোর সাথী রূপে দেখবেন। সাথী কে জানা আছে তো? তখন এই এক এর পদমগুণের হিসাব সমাপ্ত হয়ে যাবে। এখন তো তিনি করুণাময়, এরপর হিসাবপত্র শুরু হবে। এখন তো তবু কষমাও করে দেবেন। কড়ি মাংর ভুলকেও মার্জনা করে আরোই সহায়ক হয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ওড়াতে থাকেন। কেবল অন্তরে অনুভব মানেই মাফ। দুনিয়াতে যেমন ভাবে কষমা চাওয়া হয় এখানে সেই রীতিতে হয় না, ভুলের অনুভব হওয়া - এটাই হল কষমা লাভের বিধি। অতএব অন্তর থেকে অনুভব করা, কেউ বলার পরে বা সময়ের উপরে ছেড়ে দেওয়ার মনোভাব থাকলে এই কষমা মঞ্জুর হয় না। কোনো কোনো বাচ্চা চতুরও হয়। পরিবেশ দেখে নিয়ে বলে - এখন তো অনুভব করে নাও, কষমা চেয়ে নাও, তারপর দেখা যাবে। কিন্তু বাবাও তো নলেজফুল, তিনি জানেন, তারপর হেসে ছেড়ে দেন। কিন্তু কষমা মঞ্জুর করেন না। বিধি ছাড়া কখনোই সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, তাই না! বিধি হল এক কদমের আর সিদ্ধি হল পদম কদমের সমান। কিন্তু এক কদমের বিধি তো যথার্থ হতে হবে! তো এই সময়ের বিশেষত্ব কতখানি বা বরদানী সময় কেন - এ বিষয়ে বললাম।

*বরদানঃ-

ী সময়ে যদি বরদান না নাও তবে কোন্ সময় নেবে? সময় সমাপ্ত হলে আর সময়ানুসারে এই সময়ের বিশেষত্বগুলিও সব সমাপ্ত হয়ে যাবে। সেইজন্য যা যা করার, যা যা নেওয়ার, যা যা বলার, সে'সব এখন বরদানের রূপে বাবা যখন

সহায়তা করছেন সেই সময়ের মধ্যে করে নাও, বানিয়ে নাও। তারপরে এই ডায়মন্ড চান্স আর পাওয়া যাবে না। সময়ের বিশেষত্বকে তো শুনলে। সময়ের বিশেষত্বের আধারে বরাহ্মণ জীবনের যে তিন বিশেষত্বের কথা বলা হল - তাতে সম্পূর্ণ হও। তোমাদের স্লেগানও তো এটা - "যোগী হও, পবিত্র হও। জ্ঞানী হও, কর্মাতীত হও।" যখন সাথে যেতেই হবে তো সদা সাথে যে থাকবে সে-ই সাথে যাবে। যে সাথে থাকে না সে সাথে যাবে কীকরে? সময় মতো তৈরীই হবে সাথে যাওয়ার জন্ম। কারণ বাবার সমান হওয়া অর্থাৎ তৈরী হওয়া। সমান হওয়াই হল সাথ আর হাত। নাহলে কী হবে? আগে যারা যাবে তাদেরকে দেখতে দেখতে পিছনে পিছনে এলে, কিন্তু সাথী তো হলে না। সাথী তো সাথে যাবে। অনেক সময় ধরে সাথে থাকা, সাথী হয়ে সহযোগী হওয়া - এই অনেকদিনের সংস্কারই সাথী বানিয়ে সাথে নিয়ে যাবে। এখনও সাথে থাকো না, তাতে প্রমাণিত হয় যে, দূরে রয়েছো। তো দূরে থাকার সংস্কার সাথে যাওয়ার সময়ও দূরেরই অনুভব করাবে। সেইজন্ম এখন থেকেই তিনটি বিশেষত্বকেই চেক করো। সদা সাথে থাকো। সদা বাবার সাথী হয়ে সেবা করো। করাচ্ছেন বাবা (করাবনহার হলেন বাবা), আমি নিমিত্ত হয়ে করছি (আমি করনহার)। তবে কখনোই সেবা তোমাকে অস্থিরতার মধ্যে ফেলবে না। যেখানে একা হয়ে যাবে, তখন 'আমিত্ব' চলে এলেই, মায়া মার্জারী স্মাউ স্মাউ করতে থাকে। তোমরা আমি আমি বলতে থাকো, সে বলে - আমি আসছি, আমি আসছি। মায়াকে তোমরা মার্জারী বলো তো, তাই না! অতএব সাথী হয়ে সেবা করো। কর্মাতীত হওয়ার পরিভাষাও বড়ই গূহ্য, সে বিষয়ে পরে কখনো বলবো।

আজ কেবল এই তিনটি বিষয়কে চেক করতে হবে। আর সময়ের বিশেষত্বের লাভ কতখানি নিয়েছো? কেননা সময়ের মহত্বকে জানা অর্থাৎ মহান হওয়া। নিজেকে জানা, বাবাকে জানা - যতখানি এটা মহত্বের, ঠিক তেমনই সময়কে জানাও অত্যাশ্চর্য আবশ্যিক। তাহলে বুঝতে পেরেছো কী করতে হবে? বাপদাদা বসে রেজাল্ট শোনাবেন তার আগেই নিজের রেজাল্ট নিজেই বের করো। কারণ বাপদাদা যদি রেজাল্ট আউট করে দেন, তাহলে রেজাল্ট শুনে ভাববে, এখন তো অ্যানাউন্স হয়ে গেল, এখন কী করব? এখন তো আমি যেমন আছি ঠিক আছে। সেইজন্মই বাপদাদা তাই বলেন - এটা চেক করো, ওটা চেক করো। এটা ইনডাইরেক্ট রেজাল্ট শোনাচ্ছি। কেননা আগে থেকেই বলা হচ্ছে যে, রেজাল্ট বলা হবে আর সময়ও দেওয়া হয়েছে। কখনো ৬ মাস কখনো এক বছর দেওয়া হয়েছে। তারপর কেউ কেউ ভাবে যে, ৬ মাস তো শেষ হয়ে গেল। বাবা তো কিছু বললেন না। কিন্তু বলেছি না যে, এখনও তাও কিছু সময় হল কষমা আর কবুগার (রহমদিল), বরদানের। এখন চিত্রগুপ্ত, গুপ্ত রয়েছেন। এরপর প্রত্যক্ষ হবেন। সেইজন্ম তবুও তো বাবার দয়া হয় - চলো ১ বছর আরও দিয়ে দাও, তবুও বাচ্চা যে। বাবা চাইলে কি না করতে পারেন। সকলের একটা একটা বিষয়ে এনাউন্স করতে পারেন। অনেকেই (বাবাকে) ভোলানাথ মনে করে না! তাই কোনো কোনো বাচ্চা এখনও বাবাকে ভোলা বানাতে থাকে। তিনি ভোলানাথ ঠিকই, কিন্তু আবার মহাকাল তিনি। এখন সেই রূপ বাচ্চাদের সামনে দেখাচ্ছেন না। তাহলে (সেই রূপের) সামনে দাঁড়াতে পারবে না। সেইজন্ম জানা সৎসৎও ভোলানাথ হয়ে থাকেন, জানেন না এমন ভাবে থাকেন। কিন্তু কিসের জন্ম? বাচ্চাদেরকে সম্পূর্ণ বানানোর জন্ম। বুঝতে পেরেছো? বাপদাদা এই সব দৃশ্য দেখে মনে মনে হাসেন। বাচ্চারা কি কি খেলা খেলতে থাকে - সব দেখতে থাকেন। সেইজন্ম বরাহ্মণ জীবনের বিশেষত্ব গুলিকে নিজের মধ্যে চেক করো আর নিজেকে সম্পন্ন বানাও। আচ্ছা!

চতুর্দিকের সকল যোগী আত্মা, জ্ঞানী আত্মা, বাবা সম কর্মাতীত আত্মাদেরকে, সদা বাবার সাথে সর্ব সম্বন্ধের, প্রাপ্তি গুলিকে নিয়ে থাকা সুবুদ্ধিসম্পন্ন (সমঝদার) বিশাল বুদ্ধি, স্বচ্ছ বুদ্ধি, সদা পবিত্র বাচ্চাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

পাটিদের সাথে সাক্ষাৎ - সদা নিজেকে সর্ব শক্তিতে সম্পন্ন মাস্টার সর্বশক্তিমান আত্মা অনুভব করে থাকো? বাবা তোমাদেরকে সর্ব শক্তিগুলির খাজানা উত্তরাধিকারের রূপে দিয়ে দিয়েছেন। তো সর্ব শক্তিগুলি হল তোমাদের উত্তরাধিকার অর্থাৎ খাজানা। নিজের সম্পদ গুলি সর্বদা সাথে থাকে তো? বাবা দিয়েছেন আর বাচ্চাদের হয়ে গেছে। তো যে জিনিস নিজের হয় তা স্বাভাবিকভাবেই স্মরণে থাকে। সেটা যে জিনিসই হোক, সেটা হল বিনাশী আর এই উত্তরাধিকার বা শক্তি গুলি হল অবিনাশী। আজ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হল, কাল শেষ হয়ে গেল, এমন নয়। আজ খাজানা রয়েছে, কালকে কেউ জ্বালিয়ে দিল কি লুট করে নিল - এ এমন খাজানা নয়। যত খরচ করবে তত বৃদ্ধি পাবে। যত যত জ্ঞানের খাজানাকে বিতরণ করবে ততই বৃদ্ধি পেতে থাকবে। সকল উপকরণও স্বতঃই প্রাপ্ত হতে থাকবে। তো সদা কালের জন্ম উত্তরাধিকারের অধিকারী হয়ে গেছো - এই খুশী থাকে তো? উত্তরাধিকারও তো কতখানি শ্রেষ্ঠ! কোনো অপ্রাপ্তি নেই, সকল প্রাপ্তি সম্পন্ন। আচ্ছা!

অমৃতবেলায় বিদায় নেওয়ার সময় দাদীদের সাথে তথা দাদী নির্মলশান্তা জীর সাথে বাপদাদার সাক্ষাৎ -

মহারথীদের প্রতিটি কদমে সেবা। কিছু বলুক কিম্বা না বলুক, কিন্তু প্রতিটি কর্ম, প্রতিটি আচরণে সেবা। সেবা ছাড়া এক সেকেন্ডও থাকতে পারেন না। সেটা মনসা সেবা হোক, বাচা সেবা হোক কিম্বা সম্বন্ধ - সম্পর্কের ক্ষেত্রে - তারা নিরন্তর যোগী যেমন, তেমনই নিরন্তর সেবাধারীও। খুব ভালো - মধুবনে যে খাজানা জমা করেছে, সে সব সকলকে বিতরণ করে

খাওয়ানোর জন্ম তোমরা যাচ্ছে। মহারথীদের উপস্থিতিও অনেক আত্মাদের জন্ম স্থূল আশ্রয় হয়ে যায়। বাবা যেমন ছত্রছায়া, সেইরকমই বাবা সম বাচ্চারাও ছত্রছায়া হয়ে যায়। সবাই তাঁদেরকে দেখে কত খুশী হয়ে যায়! তো এই বরদান রয়েছে মহারথীদের জন্ম। চোখের জন্ম বরদান, মস্তকের জন্ম কত কত বরদান রয়েছে! প্রতিটি কর্ম করার জন্ম নিমিত্ত কর্মেন্দ্রিয়ের জন্ম বরদান রয়েছে। নয়নের দ্বারা যখন দেখো, তখন কী মনে হয়? সকলে মনে করে যে, বাবার চোখের দৃষ্টি এই আত্মাদের চোখের দৃষ্টি থেকে অনুভব হয়। তাহলে চোখের দৃষ্টি বরদান হয়ে গেল, তাই না! মুখের বরদান রয়েছে, এই চেহারার বরদান রয়েছে, কদম - কদমের বরদান রয়েছে। কত কত বরদান, কতো গুণবো! অন্যদেরকে তো বরদান দিয়ে থাকো, কিন্তু তোমরা তো আগে থেকেই বরদান পেয়ে গেছো। যে পদক্ষেপই নাও, বরদানের দ্বারা তোমাদের ঝুলি ভরেই রয়েছে। লক্ষ্মীকে যেমন দেখায় না - তার হাত থেকে ধন সকলের প্রাপ্ত হতেই থাকে। অল্প সময়ের জন্ম নয়, সদা সম্পত্তির দেবী হয়ে সম্পত্তি দিতেই থাকে। তো এটা কার চিত্র?

তো কতো বরদান রয়েছে! বাবা তো বলতে থাকেন - কোনো বরদানই আর বাকি নেই। তাহলে আর কোনটা দেবো? বরদানের দ্বারাই সুসজ্জিত হয়ে চলছে। যেমন বলা হয় না - হাত ঘোরালো আর বরদান পেয়ে গেল। বাবা তো "সমান ভব" র বরদান দিয়েছেন। এর মধ্যেই সব বরদান রয়েছে। যখন বাবা অব্যক্ত হলেন, তখন সকলকে "সমান ভব" র বরদান দিয়েছেন। সূক্ষ্ম রূপে সব মহাবীর বাবার সামনে ছিলেন আর বরদান প্রাপ্ত হয়েছিল। আচ্ছা!

তোমাদের সাথে সকলের আশীর্বাদ আর ঔষধী তো আছেই। সেইজন্ম বড় বড় অসুখও ছোট হয়ে যায়। কেবল রূপরেখাখানি দেখায়, কিন্তু নিজের চোট লাগাতে পারে না। শূল তখন কাঁটার রূপে দেখা যায়। বাকি তো বাবার হাত আর সাথে তো সব সময়ই রয়েছে। প্রতিটি কদমে, প্রতিটি বোল'এ বাবার আশীর্বাদ আর ঔষধী প্রাপ্ত হতেই থাকে। সেইজন্ম নিশ্চিন্ত (বেফিকর) থাকো। (এতে ফির কবে হবে?) এইভাবে ফির হয়ে গেলে তখন সূক্ষ্মলোকে পৌঁছে যাও। এতে অন্যরাও বল পায়। তোমাদের এই অসুখও সেবা করে থাকে। তো অসুখ, অসুখ নয়, সেবার উপায় হয়ে যায়। নাহলে সকলে ভাবতে পারে এদের জন্ম তো বাবার সহায়তা রয়েছে, এনাদের কোনো কিছুর অনুভব হবে নাকি! কিন্তু তোমাদেরকে অনুভাবী বানিয়ে অন্যদেরকে সাহস জোগানোর সেবার জন্ম সামান্য রূপরেখা দেখায়। নাহলে তো সকলের মধ্যে হতাশা আসতে পারে। তোমরা সবাই একসাম্পলের রূপে একটুখানি রূপরেখা দেখতে পাও, বাদবাকি হিসাব মিটে গিয়ে কেবল রূপরেখাটুকু রয়ে গেছে। আচ্ছা!

বিদেশী ভাই বোনদের প্রতি -

অন্তর থেকে প্রতিটি আত্মার প্রতি শুভ ভাবনা রাখবে - এটাই হল অন্তরের থযাজ্কস। বাবার প্রতিটি কদমে প্রতিটি বাচ্চাকে অন্তর থেকে থযাজ্কস প্রাপ্ত হতেই থাকে। সজ্জাময়ুগ সকল আত্মার প্রতি সদা কালের জন্ম থযাজ্কস প্রদান করবার সময় বলা যেতে পারে। সজ্জাময়ুগের পুরোটাই হল 'থযাজ্কস ডে'। সদা একে অপরকে শুভ কামনা, শুভ ভাবনা দিতে থাকো আর বাবাও দিতে থাকেন। আচ্ছা!

বরদান : - খুশীর সাথে শক্তিকে ধারণ করে বিষনকে অতিক্রমকারী বিষনজিৎ ভব

যে বাচ্চারা জমা করতে জানে, তারা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। যদি এখনই উপার্জন করল আর সাথে সাথেই বিতরণ করল, নিজের মধ্যে সমাধিত করল না, তাহলে শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। কেবল বিতরণ করা আর দান করার আনন্দ থাকে। খুশীর সাথে যদি শক্তি থাকে, তবে সহজেই বিষন গুলিকে অতিক্রম করে বিষনজিৎ হয়ে যাবে। তখন কোনো প্রকারের বিষনই একাপ্রত্যকে ভজ্ঞা (ডিস্টার্ব) করবে না। তখন যেমন চেহারারায় খুশীর ঝলক প্রতিভাত হবে, তেমনি শক্তির ঝলকও প্রতিভাত হবে।

স্লেগানঃ-

পরিস্থিতির সমাবেশ হলে ঘাবড়ে যাওয়ার পরিবর্তে তাকে শিক্ষক মনে করে পাঠ গ্রহণ করো।

সূচনাঃ - আজ মাসের তৃতীয় রবিবার, আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। বাবার সব বাচ্চারা সন্ধ্যা ৬.৩০ থেকে ৭.৩০ পর্যন্ত বিশেষতঃ পরমধামের উচ্চ স্থানে স্থিত হয়ে লাইট, মাইট হাউস হয়ে প্রকৃতি সহ সমগ্র বিশ্বকে সার্চ লাইট দেওয়ার সেবা করবেন।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- যখনই সময় পাবে তখনই একান্তে বসে সত্যিকারের প্রিয়তমকে স্মরণ করো, কারণ স্মরণের দ্বারাই স্বর্গের রাজত্ব প্রাপ্ত হবে"

*প্রশ্নঃ - বাবাকে পেয়েছি সেইজন্য কোন্ অসচেতনতা সমাপ্ত হয়ে যাবে ?

*উত্তরঃ - অনেক বাচ্চারা অসচেতন হয়ে বলে যে আমরা তো বাবারই। স্মরণের জন্য পরিশ্রম করে না। প্রতিমুহূর্তে স্মরণ করতে ভুলে যায়। এটাই হলো অমনোযোগ। বাবা বলেন -- বাছা, যদি স্মরণে থাকো তবে অন্তরে খুশী স্থায়ী-রূপে থাকবে। কোনপ্রকারের বিভ্রান্তি আসবে না। যেমন বন্ধনে আবদ্ধ আত্মারা (বাঁধেলিয়া) স্মরণের জন্য ছটফট (ব্যাকুল হয়) করে, দিন-রাত স্মরণ করে, তেমনই তোমাদেরও নিরন্তর স্মরণে থাকা উচিত।

*গীতঃ- সৌভাগ্য জাগরিত করে এসেছি.....

ওম্ শান্তি । বাবা বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন -- তোমরাও বলো ওম্ শান্তি। বাবাও বলেন -- ওম্ শান্তি অর্থাৎ আত্মা-রূপে তোমরা হলে শান্ত-স্বরূপ। বাবাও শান্ত-স্বরূপ, আত্মার স্বর্ধর্মও শান্ত। পরমাত্মার স্বর্ধর্মও শান্ত। তোমরাও শান্তিধামের বাসিন্দা। বাবা বলেন -- আমিও ওখানকারই নিবাসী। বাচ্চারা, তোমরা পূর্ণজন্মে আসো, আমি আসি না। আমি এই রথে প্রবেশ করি। ইনি আমার রথ। শঙ্করকে যদি জিজ্ঞাসা করো, জিজ্ঞাসা তো করতে পারবে না কিন্তু কেউ যদি সূক্ষ্মলোকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে তবে তিনি বলবেন যে, এ হলো আমার সূক্ষ্ম শরীর। শিববাবা বলেন যে, এটা আমার শরীর নয়। এটা আমি ধার করেছি কারণ আমারও তো কর্মেন্দ্রিয়ের আধার চাই। সর্বপ্রথমে মুখ্য কথা বোঝাতে হবে যে পতিত-পাবন, জ্ঞানের সাগর স্রীকৃষ্ণ নয়। স্রীকৃষ্ণ সকল আত্মাদের পতিত থেকে পবিত্র করেন না, তিনি এসে পবিত্র দুনিয়ায় রাজত্ব করেন। প্রথমে যুবরাজ হন, তারপর মহারাজ হন। ওঁনার মধ্যেও এই জ্ঞান নেই। রচনার জ্ঞান তো রচয়িতার মধ্যেই থাকবে, তাই না! স্রীকৃষ্ণকে রচনা বলা হয়। রচয়িতা বাবা এসেই জ্ঞান প্রদান করেন। এখনও বাবা রচনা করছেন, তিনি বলেন -- তোমরা আমার সন্তান। তোমরাও বলো, আমরা তোমার। বলাও হয় বরহমার দ্বারা বরাহমণ্ডলের স্থাপনা। তা নাহলে বরাহমণ্ডল কোথা থেকে আসবে। সূক্ষ্মলোকের বরহমা অন্য কেউ নয়। উপরের যিনি-তিনিই নীচের তথা পুনরায় তিনিই উপরের। তিনি একজনই। আচ্ছা, বিষ্ণু আর লক্ষ্মী-নারায়ণের কথাও তো এক। তারা কোথাকার? বরহমা থেকেই বিষ্ণু হয়। বরহমা-সরস্বতীই লক্ষ্মী-নারায়ণ, তারাই সমগ্র কল্পের ৮৪ জন্ম পরে এসে সজ্জামে পুনরায় বরহমা-সরস্বতী হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণও মানুষ, ওনাদের হলো দেবী-দেবতা ধর্ম। বিষ্ণুকেও ৪ ভূজ দেওয়া হয়েছে। এখানে প্রবৃত্তিমার্গ দেখানো হয়েছে। ভারতে প্রথম থেকেই প্রবৃত্তি মার্গের প্রচলন রয়েছে, সেইজন্য বিষ্ণুকে ৪টি ভূজ দেওয়া হয়েছে। এখানে হলো বরহমা-সরস্বতী, এই সরস্বতী হলো দত্তক নেওয়া কন্যা। এঁনার প্রকৃত নাম ছিল লখীরাজ, পরে তাঁর নাম রাখা হয়েছে বরহমা। শিববাবা এঁনার মধ্যে প্রবেশ করেছেন এবং রাধেকে আপন করে নিয়েছেন, নাম রেখেছেন সরস্বতী। বরহমা সরস্বতীর কোনো লৌকিক পিতা নন। এই দুজনেরই আপন-আপন লৌকিক পিতা ছিল। এখন তারা নেই। এই শিববাবা বরহমার দ্বারাই অ্যাডপ্ট করেছেন। তোমরা হলে অ্যাডপ্টেড চিল্ড্রেন। বরহমাও শিববাবার সন্তান। বরহমার মুখ-কমল দ্বারা রচনা করেন সেইজন্য বরহমাকে মাতাও বলা হয়। তুমি মাতা-পিতা আমি বালক তোমার, তোমারই কৃপায় সুখ প্রগাঢ়..... গাওয়াও হয়, তাই না! তোমরা বরাহমণ্ডলের এসে বালক হয়েছে। এ'সমস্ত বোঝার জন্য অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি চাই। বাচ্চারা, তোমরা শিববাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো। বরহমা কোনো স্বর্গের রচয়িতা বা জ্ঞানসাগর নন। জ্ঞানের সাগর হলেন অম্বিতীয় পিতাই। আত্মার পিতাই জ্ঞানের সাগর। আত্মাও জ্ঞানের সাগর হয় কিন্তু তাদের জ্ঞানসাগর বলা যাবে না কারণ সাগর একজনই। তোমরা সকলে হলে নদী। সাগরের (বাবা) আপন শরীর নেই। নদীদের আছে। তোমরা হলে জ্ঞান নদী। কলকাতায় বরহমপুত্র নদী অনেক বড়, কারণ তার সাগরের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। সেখানে তাদের (সজ্জামে) অনেক বড় মেলা হয়। এখানেও মেলা হয়। সাগর এবং বরহমপুত্র দুজনে এখানে কম্বাইন্ড। এটা হলো চৈতন্য, ওটা হলো জড়। এ'কথা বাবা বোঝান। শাস্ত্রতে নেই। শাস্ত্র হলো ভক্তিমার্গের ডিপটিমেন্ট (শাখা)। এটা হলো জ্ঞানমার্গ, ওটা হলো ভক্তিমার্গ। অধেককল্প ধরে চলে ভক্তিমার্গের শাখা। সেখানে জ্ঞানসাগরই নেই। পরমপিতা পরমাত্মা, জ্ঞানের সাগর বাবা সজ্জামে এসে জ্ঞান-স্মানের মাধ্যমে সকলের সঙ্গতি করেন। তোমরা জানো যে, আমরা অসীম জগতের পিতার থেকে স্বর্গ-সুখের সৌভাগ্য রচনা করছি। বরাবর আমরা সংযুগ, ত্রেতায় পৃথ্বী দেবী-দেবতা ছিলাম। এখন আমরা পূজারী মানুষ। পুনরায় মানুষ থেকে তোমরা দেবতায় পরিনত হও। বরাহমণ্ডল তথা দেবতা ধর্মে এসেছো পুনরায় কৃষ্ণত্রয়, বৈষ্ণ, শূদ্র হয়েছে। ৮৪ জন্ম নিতে-নিতে নীচে নামতে হয়েছে। এও তোমাদের বাবা-ই বলেছেন। তোমরা নিজেদের জন্মকে জানতে না। ৮৪ জন্মও তোমরাই নাও। যারা সর্বপ্রথমে আসে, তারাই সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নেয়। যোগের দ্বারাই খাদ নিষ্কাশিত হয়ে যায়, যোগেই পরিশ্রম। যদিও অনেক বাচ্চারা জ্ঞানে তীক্ষ্ণ কিন্তু যোগে কাঁচা। বন্ধনে আবদ্ধ আত্মারা (বাঁধেলিয়া) বন্ধনহীন আত্মাদের (ছুটেলিয়া) থেকে ভালো। তারা তো শিববাবার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য রাত-দিন ছটফট (ব্যাকুল হয়) করে। তোমরা মিলিত হয়েছে। তোমাদের বলা হয় স্মরণ করো, আর তোমরা প্রতিমুহূর্তে ভুলে যাও। বাড়-বাঁধা তোমাদের কাছে অনেক আসে। ওরা স্মরণের জন্য ছটফট করে। তোমরা ছটফট করো

না। তাদের ঘরে বসেও উচ্চপদ লাভ হয়ে যায়। বাচ্চারা, তোমরা জানো -- বাবার স্মরণে থাকলে আমরা স্বর্গের রাজত্ব পাবো। যেমন বাচ্চারা গর্ভ থেকে বেরোনোর সময় ছটফট করে, তেমনই বন্ধনে আবদ্ধ আত্মারাও ব্যাকুল হয়ে ডাকে, শিববাবা এই বন্ধন থেকে মুক্ত করো। দিন-রাত্রি স্মরণ করে। তোমরা বাবাকে পেয়েছো আর তোমরা অমনোযোগী হয়ে পড়েছো। আমরা বাবার সন্তান। আমরা এই শরীর পরিত্যাগ করে গিয়ে প্লিন্স হবো, অন্তরে এমন খুশী স্থায়ীভাবে থাকা উচিত। কিন্তু মায়া স্মরণে রাখতে দেয় না। স্মরণের দ্বারাই অত্যান্ত খুশীতে থাকবে। স্মরণ না করলে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। অধিককল্প তোমরা রাবণ-রাজ্যে দুঃখ দেখেছো। অকালমৃত্যু হয়ে এসেছে। দুঃখ তো রয়েছেই। যত ধনবানই হও না কেন, দুঃখ তো হয়ই। অকালে মৃত্যু হয়। সত্যযুগে অকালে মৃত্যু হয় না, কখনো রোগ হবে না। সময় এলে বসে-বসে নিজে-নিজেই এক শরীর পরিত্যাগ করে অন্য(শরীর) ধারণ করে নেয়। তার নামই হলো -- সুখধাম। মানুষ তো স্বর্গের কথা কল্পনা মনে করে। তারা বলে -- স্বর্গ কোথা থেকে আসবে! তোমরা জানো যে, আমরা স্বর্গে থাকব তারপর ৮৪ জন্ম নেব। সমগ্র এই খেলা ভারতের উপরেই তৈরী হয়েছে। তোমরা জানো, আমরা ২১ জন্ম পবিত্র দেবতা ছিলাম, তারপর আমরা কষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হয়েছি। এখন পুনরায় ব্রাহ্মণ হয়েছি। এই স্বর্দর্শন-চক্র অতি সহজ। এ'কথা শিববাবা বসে বোঝান। তোমরা জানো যে, শিববাবা ব্রহ্মার রথে(শরীরে) এসেছেন, যিনি ব্রহ্মা তিনিই সত্যযুগের আদিতে কৃষ্ণ ছিলেন। ৮৪-বার জন্মগ্রহণ করে পতিত হয়েছেন, পুনরায় বাবা এঁনার মধ্যে প্রবেশ করে এঁনাকে অ্যাডপ্ট করেছেন। তিনি স্বয়ং বলেন, আমি এই শরীরের আধার নিয়ে তোমাদের আপন করে নিয়েছি। পুনরায় তোমাদের স্বর্গের রাজধানীর সুযোগ্য করে তুলি, যারা সুযোগ্য হবে তারাই রাজত্ব করবে। এতে স্মার্নাসও ভাল হওয়া উচিত। মুখ্য হলো পবিত্রতা। এতেই অবলাদের উপর অত্যাচার হয়ে থাকে। কোথাও-কোথাও পুরুষদের উপরেও অত্যাচার হয়। বিকারের জন্ম একে-অপরকে বিরক্ত করে থাকে। এখানে মাতারা অধিকসংখ্যক হওয়ার কারণে শক্তিসেনা নামটি গাওয়া হয়, বন্দে মাতরম্। এখন তোমরা কাম-চিঁতা থেকে নেমে জ্ঞান-চিঁতায় বসেছো সুন্দর(গৌরবর্ণ) হওয়ার জন্ম। দ্বাপর থেকে কাম-চিঁতায় বসে রয়েছে। পরস্পরকে বিষ(বিকার) প্রদানের জন্ম বিকারী ব্রাহ্মণেরা হস্তবন্ধন করে। তোমরা হলে নিবিকারী ব্রাহ্মণ। তোমরা তা ক্যাসেল করিয়ে জ্ঞান-চিঁতায় বসিয়ে দাও। কাম-চিঁতায় কালো হয়েছে, জ্ঞান-চিঁতায় সুন্দর(গৌরবর্ণ) হয়ে যাবে। বাবা বলেন, অবশ্যই একত্রে থাকো কিন্তু প্রতিজ্ঞা করো যে আমরা বিকারে যাব না, সেইজন্ম বাবা আংটিও পড়ান। শিববাবা পিতাও, প্লিয়তমও। সমস্ত সীতাদের রাম। তিনি পতিত-পাবন। এছাড়া রঘুপতি রাঘব রাজারামের কোনো কথা নেই। তিনিও সজামেই এই প্রালবধ পেয়েছিলেন। তাকে হিংসক অস্বর-শম্ভের (তীর-ধনুক) সুসজ্জিত দেখানো ভুল। চিত্রতেও দেখানো উচিত নয়। কেবল লেখা উচিত চন্দ্রবংশীয়। বাচ্চাদের বোঝানো উচিত যে, শিববাবা এঁনার মাধ্যমে চক্রের এই রহস্য আমাদের বোঝাচ্ছেন। সত্য-নারায়ণের কথা পাঠ হয়, তাই না! তা হলো মানুষের তৈরী করা (ব্রত) কথা। নর থেকে নারায়ণ তো কেউ হয় না। সত্য-নারায়ণের কথা অর্থই হলো নর থেকে নারায়ণ হওয়া। অমরকথাও শোনায, কিন্তু অমরপুরীতে তো কেউ যায় না। মৃত্যুলোক ২৫০০ বছর চলে। তিজরীর কথা মাতারা শোনে। বাস্তবে এ হলো তৃতীয় জ্ঞান-নেত্র দেওয়ার কথা। এখন আত্মারা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছে সেইজন্ম আত্ম-অভিমানী হতে হবে। আমি এই শরীরের দ্বারা এখন দেবতা হতে চলেছি। আমার মধ্যেই সংস্কার রয়েছে। সকল মানুষই দেহ-অভিমানী। বাবা এসে দেহী-অভিমানী করেন। লোকে আবার বলে, আত্মা পরমাত্মা এক। পরমাত্মা এ'সকল রূপ ধারণ করেছে। বাবা বলেন, এ'সবই ভুল, একে মিথ্যা অভিমান, মিথ্যা জ্ঞান বলা হয়। বাবা বলেন, আমি বিন্দু-সদৃশ। তোমরাও জানতে না, ইনিও জানতেন না। এখন বাবা বোঝান -- এতে সংশয় আসা উচিত নয়। নিশ্চয় হওয়া উচিত। বাবা অবশ্যই সত্য বলেন, সংশয়বুদ্ধি বিনশন্তী। তারা সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারে না। আত্ম-অভিমানী হওয়াতেই পরিশ্রম। খাবার প্রস্তুত করার সময়েও বুদ্ধি যেন বাবার দিকে থাকে। প্রতিটি বিষয়েই এই অভ্যাস করা উচিত। বুটি বেলতে-বেলতেও নিজের প্লিয়তমকে স্মরণ করতে থাকবে -- এই অভ্যাস প্রতিটি বিষয়েই থাকা উচিত। যতখানি সময় অবসর পাবে স্মরণ করতে হবে। স্মরণের দ্বারাই তোমরা সতাপ্রধান হবে। ৮ ঘন্টা কাজকর্মের জন্ম ছুটি। মাঝে-মাঝে কিছু একান্তে গিয়ে বসা উচিত। তোমাদের সকলকে বাবার পরিচয় শোনাতে হবে। আজ না শুনলে কাল শুনবে। বাবা স্বর্গ স্থাপন করেন, আমরা স্বর্গে ছিলাম তারপর এখন নরকবাসী হয়েছি। এখন আবার বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া উচিত। ভারতবাসীদেরই বোঝান হয়। বাবা আসেনও ভারতেই। দেখো, তোমাদের কাছে মুসলিমরাও আসে, তারাও সেন্টারের রক্ষণাবেক্ষণ করে। বলে শিববাবাকে স্মরণ করো। শিখরাও আসে, খ্রিস্টানরাও আসে, ভবিষ্যতে অনেকেই আসবে। এই জ্ঞান সকলের জন্ম কারণ এ হলো বাবার সহজ স্মরণ এবং সহজ উত্তরাধিকার। কিন্তু পবিত্র তো অবশ্যই হতে হবে। দান করলে গ্রহণ মুক্ত হয়ে যাবে। এখন ভারতের উপর রাহুর দশা (গ্রহণ) রয়েছে পুনরায় ২১ জন্মের জন্ম বৃহস্পতির দশা শুরু হবে। প্রথমে হয় বৃহস্পতির দশা, পরে হয় শুক্রে দশা। সূর্যবংশীয়দের উপর বৃহস্পতির দশা, চন্দ্রবংশীয়দের উপর শুক্রে দশা রয়েছে বলা হবে। পুনরায় দশা কম হতে থাকে। সর্বাপেক্ষা খারাপ হলো রাহুর দশা। বৃহস্পতি কোনও গুরু নয়। এই দশা হলো বৃক্ষপতির। বৃক্ষপতি বাবা যখন আসেন তখন বৃহস্পতি এবং শুক্রে দশা হয়। রাবণ এলে রাহুর দশা বসে। বাচ্চারা, তোমাদের উপর এখন বৃহস্পতির দশা বসে রয়েছে। কেবল বৃক্ষপতিকে স্মরণ করো আর পবিত্র হও, বয়স। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মার পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্মে মুখ্য সারঃ-

১) প্রতিটি কার্য করতে-করতে আত্ম-অভিমানী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে। দেহের অহংকার যাতে সমাপ্ত হয়ে যায় সেইজন্য পরিশ্রম করতে হবে।

২) সৎযুগীয় রাজত্বের সুযোগ্য হওয়ার জন্ম নিজের ব্যবহারকে রয়্যাল করতে হবে। পবিত্রতাই হলো সর্বাপেক্ষা উচ্চ (ভদ্র) আচার-আচরণ। পবিত্র হলেই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে।

বরদানঃ-

সরলতার সজো অলমাইটি অথরিটি হয়ে মায়ার সম্মুখীন হওয়া শক্তি স্বরূপ ভব
কখনো-কখনো সাদাসিধে (ভোলা-ভালা) হওয়া অনেক বড় কৃতি করে দেয়। সরলতা, ভোলা-ভালার রূপ ধারণ করে নেয়।
কিন্তু এরকম সাদাসিধেও হয়ো না যাতে মোকাবিলাও করতে না পারো। সরলতার সজো সম্মুখীন হওয়ার এবং সহন করার
শক্তিও থাকা উচিত। যেরকম বাবা ভোলানাথের কাছে সর্বময় কর্তৃত্বও (অলমাইটি অথরিটি) রয়েছে, তেমনই তোমরাও
সরলতার সাথে সাথে শক্তি-স্বরূপও হও, তাহলে মায়ার বোমা তোমাদের স্পর্শ করবে না। মায়া সম্মুখীন হওয়ার পরিবর্তে
প্লগাম করবে।

স্লোগানঃ-

তোমার হৃদয়ে স্মরণের কেতন উড়াও - তবেই প্রত্যক্ষতার কেতন উড়তে থাকবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা দেহ বোধের দ্বার বন্ধ করে দাও, তাহলে মায়ার তুফান আসা বন্ধ হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - যে বাচ্চাদের বিশাল বুদ্ধি, তাদের নমুনা শোনাও !

*উত্তরঃ - ১) তাদের সারাদিন সেবার খেয়াল চলতে থাকবে । ২) তারা সেবা ছাড়া থাকতে পারবে না । ৩) তাদের বুদ্ধিতে থাকবে যে, কিভাবে সম্পূর্ণ বিশ্বের চতুর্দিকের সবাইকে পতিত থেকে পবিত্র করবে । তারা বিশ্বকে দুঃখধাম থেকে সুখধাম বানানোর সেবা করতে থাকবে । ৪) তারা অনেককে নিজের সমান বানাতে থাকবে ।

ওম্ শান্তি । আত্মাদের পিতা তাঁর মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চাদের বসে বোঝান - বাচ্চারা, তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের সব দুঃখ সদা কালের জন্ম দূর হয়ে যাবে । নিজেকে আত্মা মনে করে সবাইকে ভাই - ভাইয়ের দৃষ্টিতে দেখো, তাহলে দেহের দৃষ্টি - বৃত্তির পরিবর্তন হয়ে যাবে । বাবাও অশরীরী, তোমরা আত্মারাও অশরীরী । বাবা আত্মাদেরই দেখেন, আত্মারা সবাই অকাল সিংহাসনে বিরাজিত । তোমরা আত্মারা ভাই - ভাইয়ের দৃষ্টিতে দেখো, এতেই বড় পরিশ্রম । দেহ বোধে আসলেই মায়ার তুফান আসে । এই দেহ বোধের দ্বার বন্ধ করে দাও, তাহলে মায়ার তুফান আসা বন্ধ হয়ে যাবে । এই দেহী অভিমानी হওয়ার শিক্ষা বাবা সম্পূর্ণ কল্পের এই পুরুষোত্তম সজ্জাম যুগে তোমাদের মতো বাচ্চাদের দেন ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, এখন আমরা নরক থেকে পৃথক হয়ে এগিয়ে যাচ্ছি, মাঝের এই পুরুষোত্তম সজ্জাম যুগ সম্পূর্ণ আলাদা । তোমাদের নৌকা মাঝ সমুদ্রে আছে । তোমরা না সৎযুগী, না কলিযুগী । তোমরা হলে পুরুষোত্তম সজ্জামযুগী সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ । সজ্জাম যুগ হলো ব্রাহ্মণদের । ব্রাহ্মণরা হলো শিখা । এ হলো ব্রাহ্মণদের খুব ছোটো যুগ । এই যুগ এক জন্মের হয় । এ হলো তোমাদের খুশীর যুগ । কোন্ বিষয়ের খুশী ? ভগবান আমাদের পড়ান । এমন ছাত্রদের কতো খুশী হবে । তোমাদের বুদ্ধিতে এখন সম্পূর্ণ চক্রের ঞ্জ্ঞান আছে । এখন আমরাই সেই ব্রাহ্মণ, এরপর আমরাই সেই দেবতা হবো । প্রথমে আমরা আমাদের সেই মিষ্টি ঘরে যাবো তারপর নতুন দুনিয়াতে আসবো । আমরা ব্রাহ্মণরাই হলাম স্বর্দর্শন চক্রধারী । আমরাই এই ডিগবাজির খেলা খেলি । তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা এই বিরাট রূপকে জানো, তোমাদের বুদ্ধিতে সারাদিন এই কথারই মন্ডন হওয়া উচিত । মিষ্টি বাচ্চারা, এ তোমাদের খুব সুন্দর পরিবার, তাই তোমাদের প্রত্যেককেই খুব সুন্দর হতে হবে । বাবাও মিষ্টি, তাই তিনি বাচ্চাদেরও তেমনই মিষ্টি বানান । কখনোই কারোর উপর রাগ করা উচিত নয় । তোমরা মন - বচন এবং কর্মে কাউকেই দুঃখ দেবে না । বাবা কখনোই কাউকে দুঃখ দেন না । তোমরা যত বাবাকে স্মরণ করবে, ততই মিষ্টি হতে থাকবে । বস্তু, এই স্মরণেই তোমাদের নৌকা পার হয়ে যাবে - এ হলো স্মরণের যাত্রা । এই স্মরণ করতে করতেই তোমাদের ভায়া শান্তিধাম হয়ে সুখধামে যেতে হবে । বাবা এসেছেনই বাচ্চাদের সদা সুখী বানাতে । বিকার রূপী ভূত দূর করার যুক্তি বাবাই বলে দেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করো তাহলে এই ভূত দূর হতে থাকবে । কোনো ভূতকেই সাথে নিয়ে যেও না । কারোর মধ্যে যদি ভূত থাকে তাহলে এখানেই আমার কাছে রেখে যাও । তোমরা তো বলোই, বাবা, তুমি এসে আমাদের ভূতকে দূর করে পতিত থেকে পবিত্র করো । তাই বাবা তোমাদের কতো ফুলের মতো তৈরী করেন । বাবা আর দাদা দুইজন মিলে তোমাদের শৃঙ্গার করেন । মাতা - পিতাই তো বাচ্চাদের শৃঙ্গার করেন, তাই না । তিনি হলেন জাগতিক পিতা, আর ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা । বাচ্চাদের তাই নিজেরা খুব ভালোবেসে চলতে হবে এবং চালাতে হবে । সব বিকারের দান করে দিতে হবে, দান দিলে গ্রহণ মুক্ত হবে । এখানে কোনো বাহানা ইত্যাদির কোনো কথা নেই । প্রেমের দ্বারা তোমরা যে কোনো ব্যক্তিকেই বশ করতে পারো । তোমরা ভালোবেসে বোঝাও, ভালোবাসা খুব মিষ্টি জিনিস - বাঘ, হাতি এবং অন্য জানোয়ারদেরও মানুষ প্রেমের দ্বারা বশ করে নেয় । এরা তো তবুও আসুরী মনুষ্য । তোমরা তো এখন দেবতা তৈরী হচ্ছে । তাই তোমাদের দৈবী গুণ ধারণ করে খুব - খুব মিষ্টি হতে হবে । একে অপরকে ভাই - ভাই, বা ভাই - বোনের দৃষ্টিতে দেখো । আত্মা, অন্য আত্মাকে কখনোই দুঃখ দিতে পারে না । বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, আমি তোমাদের স্বর্গের রাজ্য - ভাণ্ড দিতে এসেছি । এখন তোমরা যা চাও, তাই আমার কাছ থেকে নাও । আমি তো তোমাদের বিশ্বের মালিক, ডবল মুকুটধারী বানাতে এসেছি, কিন্তু পরিশ্রম তোমাদেরই করতে হবে । আমি কারোর মাথায় মুকুট রাখবো না । তোমাদের নিজের পুরুষার্থেই নিজেকে রাজতিলক দিতে হবে । বাবা পুরুষার্থের যুক্তি বলে দেন যে, এইভাবে নিজেকে বিশ্বের মালিক, ডবল মুকুটধারী করতে পারো । তোমরা পড়ার প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ দাও । কখনোই পড়া ছেড়ে দিও না । কোনো কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে যদি পড়া ছেড়ে দিলে, তাহলে অনেক কষতি করে ফেলবে । তোমরা কষতি আর লাভকে দেখতে থাকো । তোমরা ঈশ্বরীয় বিশ্ববিশ্ব্যালয়ের ছাত্র, ঈশ্বর বাবার কাছে পড়ছো, এই পড়া পড়ে তোমরা পূজ্য দেবী - দেবতা তৈরী হচ্ছে । তাই এমন স্টুডেন্টদেরও রেগুলার হওয়া চাই । স্টুডেন্ট লাইফ হলো সবথেকে ভালো । যতো পড়বে, পড়াতে আর চরিত্রের শোধান করবে, ততই ভালো হতে পারবে ।

মিষ্টি বাচ্চারা, এখন তোমাদের রিটার্ন জানি, সংযুগ থেকে তেরতা, দ্বাপর এবং কলিযুগ পর্যন্ত তোমরা যেমন নীচে নেমে এসেছো, এখন তোমাদের আয়রন এজ থেকে উপরে গোল্ডের এজে যেতে হবে । যখন সিলভার এজ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, তখন এই কর্মস্মিরের চঞ্চলতা সমাপ্ত হয়ে যাবে, তাই যতো বাবাকে স্মরণ করবে, ততই তোমাদের থেকে রজঃ, তমঃ এর জং দূর হতে থাকবে, আর যতো জং দূর হতে থাকবে, ততই চুম্বক রূপী বাবার প্রতি আকর্ষণ বাড়তে থাকবে । আকর্ষণ বাড়়ে না, অর্থাৎ জং এখনো লেগে আছে -- এই জং যখন একদম দূর হয়ে প্রকৃত সোনা হয়ে যাবে, সেই হলো অন্তিম কর্মমাতীত অবস্থা ।

তোমাদের গৃহস্থ জীবনে, প্রবৃত্তি মাগে থেকেও কমল পুষ্প সমান হতে হবে । বাবা বলেন, মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা ঘর - গৃহস্থেরও দেখাশোনা করো, শরীর নির্বাহের কারণে কাজকর্মও করো । এর সাথে সাথে এই পড়াও পড়তে থাকো । এমন গায়নও আছে যে, হাতে কাজ আর মুখে নাম । কাজকর্ম করতে করতে এক প্রিয়তম বাবাকে স্মরণ করতে হবে । তোমরা হলে অধিক কল্পের প্রেমিকা । অগাধ ভক্তিতেও দেখো যে, কৃষ্ণ ইত্যাদিদের কতো প্রেমের সঙ্গে স্মরণ করে । সে হলো অতি ভক্তি অর্থাৎ অগাধ ভক্তি । সেখানে কৃষ্ণের অটল ভক্তি থাকে কিন্তু এতে কেউ মুক্তি পায় না । আর এ তো হলো নিরন্তর স্মরণের জ্ঞান । বাবা বলেন যে, আমি হলাম পতিত পাবন, তোমরা আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের পাপ নাশ হয়ে যাবে, কিন্তু মায়াও অনেক শক্তিশালী । সে কাউকেই ছাড়়ে না । মায়ার কাছে বার বার হেরে গেলে তো মাথা নত করে প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত । বাবা তাঁর মিষ্টি বাচ্চাদের স্পেষ্ট হওয়ার জন্য স্পেষ্ট মত দান করেন । বাবা যখন দেখেন যে, বাচ্চারা এতো পরিস্রম করে না, তখন বাবার দয়া হয় । এই অভ্যাস যদি সবাই না করে, তাহলে অনেক সাজা ভোগ করতে হবে, আর কল্পে - কল্পে পাই - পয়সার পদ পেতে থাকবে ।

মূল বিষয় হলো, মিষ্টি বাচ্চাদের বাবা বোঝান যে, তোমরা দেহী অভিমানী হও । দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ ভুলে আমাকে স্মরণ করো, তোমাদের অবশ্যই পবিত্র হতে হবে । কুমারীরা যখন পবিত্র থাকে, তখন সবাই তাদের সামনে মাথা নত করে । বিয়ে করলে তখন পূজারী হয়ে যায় । তখন সকলের সামনে মাথা নত করতে হয় । কন্যা যখন তার পিতৃগৃহে থাকে, তখন এতো বেশী সম্বন্ধ থাকে না । বিয়ের পরে দেহের সম্বন্ধও বৃদ্ধি পায় তারপর পতি এবং বাচ্চাদের প্রতিও মোহ বৃদ্ধি পায় । স্বশুর - শাশুড়ি সবাই স্মরণে আসতে থাকবে । প্রথমে তো কেবলমাত্র মা - বাবার প্রতিই মোহ থাকে । এখানে তো ওইসব সম্বন্ধ ভুলতে হয়, কেননা এই একই তো তোমাদের প্রকৃত মাতা - পিতা, তাই না । এ হলো ঈশ্বরীয় সম্বন্ধ । এমন গাওয়াও হয় যে..... ত্বমেব মাতাশ্চ পিতা ত্বমেব.....এই মাতা - পিতা তো তোমাদের বিশ্বের মালিক বানান, তাই বাবা বলেন - আমি, এই অসীম জগতের পিতাকে তোমরা নিরন্তর স্মরণ করো, আর কোনো দেহধারীর প্রতি তোমরা মমত্ব রেখো না । স্বরীর তার কলিযুগী স্বামীর কথা কতো স্মরণে থাকে, সে তো গর্তে ফেলে দেয় । এই অসীম জগতের পিতা তো তোমাদের স্বর্গে নিয়ে যান । তোমরা এমন মিষ্টি বাবাকে খুব প্রেমের সঙ্গে স্মরণ করতে এবং স্বর্দর্শন চক্র ঘোরাতে থাকো । এই স্মরণের বলেই তোমাদের আত্মা কাঞ্চন হয়ে স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে । স্বর্গের নাম শুনই মন খুশী হয়ে যায় । যারা নিরন্তর স্মরণ করবে আর অন্যদেরও করাতে থাকবে, তারা উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে । এই পুরুষাথ করতে করতে অন্তিমে তোমাদের সেই অবস্থা তৈরী হবে । এই দুনিয়া তো পুরানো, দেহও পুরানো, দেহ সহিত দেহের সব সম্বন্ধও পুরানো । সেই সবকিছুর থেকে বুদ্ধিযোগকে দূর করে এক বাবার সঙ্গে জুড়তে হবে, যাতে অন্তকালেও সেই এক বাবার স্মরণ থাকে, আর অন্য কোনো সম্বন্ধ যদি স্মরণে থাকে, তাহলে তখন অন্তিম সময়ে সেই স্মরণে এসে যাবে আর পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে । অন্তিম কালে যার অসীম জগতের পিতাকে স্মরণে থাকবে, সেই নর থেকে নারায়ণ হতে পারবে । বাবার স্মরণ থাকলে তখন শিবালয় তোমাদের থেকে দূরে নয় ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা অসীম জগতের বাবার কাছে আসেই রিফ্রেশ হতে, কেননা বাচ্চারা জানে যে অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে অসীম বিশ্বের বাদশাহী পাওয়া যায় । একথা কখনোই ভুলে যাওয়া উচিত নয় । একথা সর্বদা যদি স্মরণে থাকে, তাহলেও বাচ্চাদের অপার খুশী থাকবে । এই ব্যাজ চলতে - ফিরতে প্রতি মুহূর্তে দেখতে থাকো - একদম হৃদয়ে লাগিয়ে দাও । আহা ! ভগবানের স্রীমতে আমরা এমন তৈরী হচ্ছি । ব্যাস, ব্যাজকে দেখে তাঁকে ভালোবাসতে থাকো । বাবা - বাবা করতে থাকো তাহলে সর্বদা স্মৃতি থাকবে । আমরা বাবার দ্বারা এমন তৈরী হই । বাবার স্রীমতে তো চলতে হবে, তাই না । মিষ্টি বাচ্চাদের খুব বড় বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন । সারাদিন যেন তোমাদের সেবার খেয়াল চলতে থাকে । বাবার তো সেই বাচ্চাদের প্রয়োজন, যারা সেবা ছাড়া থাকতে পারে না । বাচ্চারা তোমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বের চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে অর্থাৎ পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করতে হবে । সম্পূর্ণ বিশ্বে দুঃখধাম থেকে সুখধামে পরিণত করতে হবে । টিচারের তো পড়াতে মজা হয়, তাই না । তোমরা তো এখন অনেক উচ্চ টিচার হয়েছো । টিচার যতো ভালো হবে, তারা অনেককে নিজের সমান তৈরী করবে, একদম পরিস্রান্ত হবে না । এই ঈশ্বরীয় সেবায় অনেক আনন্দ হয় । তোমরা বাবার সাহায্য পাও । এ অনেক বড় অসীম জগতের কারবারও, ব্যবসায়ীরাই ধনবান হয় । তারা এই জ্ঞান মাগেও বেশী উৎসাহ দেখায় । বাবাও তো অসীম জগতের ব্যবসায়ী, তাই না । এই ব্যবসা এক নম্বর, কিন্তু এতে অনেক বেশী সাহস ধারণ করতে হয় । নতুন বাচ্চারা পুরানোদের থেকেও পুরুষাথতে এগিয়ে যেতে পারে । প্রথেকেরই ভাগ্য আলাদা, তাই পুরুষাথও প্রথেকেকেই আলাদা করতে হবে । নিজের চেকিং সম্পূর্ণভাবে করা উচিত । এমন চেকিং যারা করে তারা রাতদিন পুরুষাথতে লেগে যাবে, তারা বলবে, আমরা আমাদের সময় কেন নষ্ট করবো । তারা যতটা সম্ভব সময়কে সফল করবে ।

তারা নিজের কাছে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে যে, আমরা বাবাকে কখনোই ভুলবো না । স্কলারশিপ নিয়েই ছাড়বো । এমন বাচ্চারা তাই বাবার সাহায্যও পায় । তোমরা এমন নতুন - নতুন পুরুষাধী বাচ্চাদের দেখবে । সাক্ষাৎকার করতে থাকবে । শুরুতে যা হয়েছিলো, তাই আবার শেষের দিকে দেখবে । তোমরা যতো নিকটে আসতে থাকবে, ততই খুশীতে নাচতে থাকবে । ওইদিকে তখন রক্তের খেলা চলতে থাকবে ।

বাচ্চারা, তোমাদের এখন ঈশ্বরীয় রেস চলছে, যত সামনে দৌড়াতে থাকবে, ততই নতুন দুনিয়ার দৃশ্য নিকটে আসতে থাকবে, তোমাদের খুশীও বৃদ্ধি পেতে থাকবে । যারা এই দৃশ্য দেখতে পারবে না, তাদের অত খুশী হবে না । তোমাদের তো এখন কলিযুগী দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য আর সংযুগী নতুন দুনিয়ার প্রতি খুব প্রেম থাকা উচিত । শিব বাবা যদি স্মরণে থাকে তাহলে স্বর্গের উত্তরাধিকারও স্মরণে থাকবে । আবার স্বর্গের উত্তরাধিকার যদি স্মরণে থাকে, তাহলে শিব বাবাও স্মরণে থাকবে । বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে, আমরা স্বর্গের দিকে যাচ্ছি, আমাদের পা নরকের দিকে আর মাথা স্বর্গের দিকে । এখন তো ছোটো - বড় সকলেরই বানগপ্রস্থ অবস্থা । বাবার সর্বদা এই নেশা থাকে -- আহা ! আমি গিয়ে এই বালক কৃষ্ণ হবো, যার জন্ম অগ্নিম উপহারও পাঠাতে থাকে । যাদের সম্পূর্ণ নিশ্চয় আছে, সেই গোপিকারাই উপহার পাঠায়, তাদের অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব আসে । আমরাই এই অমরলোকের দেবতা হবো । পূর্ব কল্পেও আমরাই হয়েছিলাম, তারপর আমরা ৮৪ বার পূর্নজন্ম গ্রহণ করেছি । এই ডিগবাজির খেলা যদি স্মরণে থাকে, তাহলেও আহা ! কি সৌভাগ্য । তোমরা সর্বদা অপার খুশীতে থাকো, কারণ তোমরা অনেক বড় লটারী পাচ্ছে । ৫ হাজার বছর পূর্বেও আমরা রাজ্যভাঙ্গ পেয়েছিলাম, আবার আগামীকাল পাবো । এ'সব ড্রামাতে লিপিবদ্ধ আছে । পূর্বকল্পেও যেমন জন্মগ্রহণ করেছিলাম, তেমনই আবার করবো, তারাই আমাদের মা - বাবা হবে । যিনি কৃষ্ণের বাবা ছিলেন, তিনিই আবার হবেন । এমনভাবে যারা সারাদিন চিন্তন করতে থাকবে, তারা আনন্দের মধ্যে থাকবে । বিচার সাগর মন্থন না করলে, তবে মনে করো এ আনন্দেই হয়ে গেলো । গরু যখন খাবার খায়, তখন সারাদিন জাবর কাটতে থাকে, মুখ চলতেই থাকে । মুখ যদি না চলে তাহলে মনে করা হবে এ অসুস্থ, এখানেও তেমনই ।

অসীম জগতের বাবা আর দাদা, দুইজনেরই মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চাদের প্রতি অনেক ভালোবাসা, কতো ভালোবেসে পড়ান । অসুন্দর থেকে সুন্দর বানান । তাই বাচ্চাদেরও খুশীর পারদ চড়তে থাকা উচিত । স্মরণের যাত্রাতেই এই পারদ চড়বে । বাবা কল্পে - কল্পে খুব ভালোবেসে এই লাভলী সেবা করেন । তিনি পাঁচ তত্ত্ব সহ সকলকে পবিত্র করেন । এ কতো বড় অসীম জগতের সেবা । বাবা খুব ভালোবেসে বাচ্চাদের শিক্ষাও দেন, কেননা বাচ্চাদের শুধরানো বাবা বা টিচারেরই কাজ । বাবারই হলো এই স্রীমৎ, যাতে তোমরা স্প্রেষ্ঠ হতে পারবে । তোমরা যত ভালোবেসে স্মরণ করবে, তত স্প্রেষ্ঠ হতে পারবে । এও চাটে লিখতে হবে যে, আমরা স্রীমতে চলি বা নিজের মতে চলি ? স্রীমতে চললেই তোমরা সঠিক হতে পারবে । আচ্ছা ----

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্মে মুখ্য সারঃ-

১) নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, আমরা নিজের সময় নষ্ট করবো না । সজামের প্রতি মুহূর্ত সফল করবো আমরা বাবাকে কখনোই ভুলে যাবো না । স্কলারশিপ নেবোই ।

২) সদা যেন স্মৃতিতে থাকে যে, এখন আমাদের বাণপ্রস্থ অবস্থা । আমাদের পা নরকের দিকে আর মাথা স্বর্গের দিকে । ডিগবাজির খেলাকে স্মরণ করে আমাদের অপার খুশীতে থাকতে হবে । দেহী - অভিমানী হওয়ার পরিস্রম করতে হবে ।

বরদানঃ-

নিজের শক্তিশালী বৃত্তির দ্বারা পতিত বায়ুমন্ডলকে পরিবর্তন করে মাস্টার পতিত - পাবনী ভব বায়ুমন্ডল যেমনই হোক না কেন, কিন্তু নিজের শক্তিশালী বৃত্তি বায়ুমন্ডলের পরিবর্তন করতে পারে । বায়ুমন্ডল বিকারী হলেও নিজের বৃত্তি যেন নিবিকারী হয় । যে পতিতকে পবিত্র করতে পারে, সে কখনোই পতিত বায়ুমন্ডলের বশীভূত হয় না । মাস্টার পতিত পাবনী হয়ে নিজের শক্তিশালী বৃত্তির দ্বারা অপবিত্র বা দুর্বল বায়ুমন্ডলকে মুক্ত করো, তার বর্ণনা করে তেমন বায়ুমন্ডল তৈরী ক'রো না । দুর্বল বা পতিত বায়ুমন্ডলের বর্ণনা করাও পাপ ।

স্মাগানঃ-

এখন ধরণীতে পরমাৎম পরিচিতির বীজ বপন করো, তাহলে প্রত্যক্ষতা হবে ।

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখন সত্য পিতার দ্বারা সত্য কথা শুনে আলোর জগতে এসেছো তাই তোমাদের কর্তব্য হল সবাইকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোয় নিয়ে আসা”

*প্রশ্নঃ - যখন তোমরা বাচ্চারা কাউকে জ্ঞান শোনাও তখন কোন্ একটি কথা নিশ্চয়ই স্মরণে রাখবে ?

*উত্তরঃ - মুখে বাবার নাম বার বার বলবে, তাহলে আমিও ভাব সমাপ্ত হয়ে যাবে। অবিনাশী উত্তরাধিকারের স্মরণও থাকবে। বাবা বললে সর্ববয়সী জ্ঞান প্রথমেই নস্যাত হয়ে যায়। যদি কেউ বলে ভগবান হলেন সর্ববয়সী তখন বলো বাবা সকলের মধ্যে কীভাবে থাকতে পারেন।

*গীতঃ- আজ অন্ধকারে আছে মানুষ....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা কি বললো এবং কাকে আহ্বান করলো ? হে জ্ঞান সাগর অথবা হে জ্ঞান সূর্য বাবা...ভগবানকে বাবা বলা হয়, তাইনা । ভগবান পিতা এবং তোমরা সবাই তাঁর সন্তান । বাচ্চারা বলে আমরা অন্ধকারে আছি । তুমি আমাদের আলোর জগতে নিয়ে চলো । বাবা বললে প্রমাণিত হয় পিতাকে আহ্বান করছে । 'বাবা' শব্দটি বললে ভালোবাসা অনুভব হয় কারণ পিতার কাছে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় । শুধুমাত্র ঈশ্বর বা প্রভু বললে পিতার উত্তরাধিকারের অনুভূতি থাকে না । বাবা বললে অবিনাশী উত্তরাধিকার স্মরণে এসে যায় । তোমরা আহ্বান কর বাবা আমরা অন্ধকারে আছি, তুমি এখন পুনরায় জ্ঞানের দ্বারা আমাদের দীপ প্রজ্বলিত করো, কারণ আমাদের প্রদীপ নিস্বেজ হয়ে পড়েছে । মানুষ মারা গেলে ১২ দিন প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হয় । একজন ঘী ঢালার জন্ম বসেই থাকে যাতে প্রদীপ নিভে না যায় । বাবা বোঝান - তোমরা ভারতবাসী আলোয় অর্থাৎ দিনের বেলায় ছিলে । এখন রাতের বেলায় আছো । ১২ ঘন্টা দিন, ১২ ঘন্টা রাত । ওটা হল জাগতিক কথা । এ হল অসীম জগতের দিন এবং অসীম জগতের রাত, যাকে বলা হয় বরহমার দিন - সত্যযুগ ত্রেতা, বরহমার রাত - স্বাপর কলিযুগ । রাতে অন্ধকার থাকে । মানুষ হোঁচট খেয়ে থাকে । ভগবানকে খুঁজে পেতে চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু পরমাৎমাকে পায় না । পরমাৎমাকে পাওয়ার জন্ম ভক্তি করে । স্বাপর থেকে ভক্তি শুরু হয় অর্থাৎ রাবণ রাজ্য শুরু হয় । বিজয়া দশমীর একটি কাহিনী বানিয়েছে । কাহিনী সর্বদা মনোরম বানায়, যেমন বাইস্কেপ, নাটক ইত্যাদি বানায় । শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হল সত্য । পরমাৎমা বাচ্চাদের রাজযোগ শিখিয়েছেন, রাজত্ব দিয়েছেন । তারপরে ভক্তিমার্গে বসে সেইসব কাহিনী বানিয়েছে । ব্যাসদেব গীতা রচনা করেন অর্থাৎ কাহিনী বানিয়েছেন । সত্য কথা তো তোমরা এখন বাবার দ্বারা শুনছো । সর্বদা বাবা-বাবা বলা উচিত । পরমাৎমা হলেন আমাদের পিতা, নতুন দুনিয়ার রচয়িতা । সুতরাং তাঁর কাছে আমাদের অবশ্যই স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হওয়া উচিত । এখন তো ৮৪ জন্ম ভোগ করে আমরা নরকে পড়ে আছি । বাবা বোঝান বাচ্চারা, তোমরা ভারতবাসী সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী ছিলে, বিশ্বের মালিক ছিলে, দ্বিতীয় কোনও ধর্ম ছিল না, তাকেই স্বর্গ অথবা কৃষ্ণপুরী বলা হয় । এখানে আছে কংস পুরী । বাপদাদা স্মরণ করিয়ে দেন, লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল । বাবা-ই হলেন জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর পতিত-পাবন, গঙ্গা নদী নয় । সব বরাইডদের একমাত্র বরাইডপুত্র হলেন ভগবান - এই কথা মানুষ জানেনা, তাই জিজ্ঞাসা করা হয় - আত্মার পিতা কে ? তখন কনফিউজড হয় । বলে আমরা জানি না । আরে আত্মা, তুমি নিজের পিতাকে জানো না ? বলে গড ফাদার, তখন জিজ্ঞাসা করা হয় - তাঁর নাম-রূপ কি ? গডকে চেনো ? তখন বলে দেয় সর্ববয়সী । আরে বাচ্চাদের পিতা কখনও সর্ববয়সী হয় কি ? রাবণের অসুরিক মতে চলে এমন বোধহীন হয়ে পড়েছে । দেহ-অভিমান হল এক নম্বর । নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে না । বলে আমি অমুক । সে তো হল শরীরের কথা । আসলে নিজেকে জানে না । আমি জজ, আমি অমুক.... 'আমি আমি' বলতে থাকে, কিন্তু সেই কথা তো ভুল । আমি ও আমার এই দুটি জিনিস আছে । আত্মা হল অবিনাশী, শরীর হল বিনাশী । নাম শরীরের থাকে । আত্মার কোনো নাম থাকে না । বাবা বলেন - আমার নাম শিব । শিব জয়ন্তীও পালন হয় । এবারে নিরাকারের জয়ন্তী কীভাবে পালন করা হয় ? তিনি কার মধ্যে আসেন, সে কথা কেউ জানে না । সব আত্মাদের নাম হল আত্মা । পরমাৎমার নাম হল শিব । বাকি সব হল শালগ্রাম । আত্মারা হল সন্তান । এক শিব সব আত্মাদের পিতা । তিনি হলেন অসীম জগতের পিতা । তাঁকেই সবাই আহ্বান করে যে এসে আমাদের পবিত্র করো । আমরা দুঃখে আছি । আত্মা প্রার্থনা করে, দুঃখে সব বাচ্চারা স্মরণ করে এবং পরে এই বাচ্চারাই সুখে বাস করে তখন কেউ স্মরণ করে না । দুঃখী করেছে রাবণ ।

বাবা বোঝান - এই রাবণ হল তোমাদের পুরানো শত্রু । এও ভ্রামার খেলা হল পূর্ব নির্দিষ্ট । সুতরাং এখন সবাই অন্ধকারে আছে, তাই আহ্বান করে - হে জ্ঞান সূর্য এসো, আমাদের আলোর জগতে নিয়ে চলো । ভারত যখন সুখধাম ছিল তখন কেউ এমন করে ডাকে না । কোনও অপ্রাপ্ত বস্তু ছিল না । এখানে তো আতিনাদ করে, হে শান্তি দেব । বাবা এসে বোঝান - শান্তি তো হল তোমাদের স্বর্ধর্ম । গলার মালা । আত্মা হল শান্তিধাম নিবাসী । শান্তিধাম থেকে সুখধামে যায় । সেখানে তো সর্বত্রই সুখ । তোমাদেরকে আতিনাদ করতে হয় না । দুঃখের সময়ে চিৎকার করে - দয়া করো, দুঃখহরণ কর্তা সুখপ্রদান কর্তা বাবা এসো । শিববাবা, মিষ্টি বাবা পুনরায় এসো । নিশ্চয়ই আসেন তবে তো শিবজয়ন্তী পালন করা হয় । শ্রীকৃষ্ণ হলেন স্বর্গের প্রিন্স । তারও জয়ন্তী পালন করা হয় । কিন্তু কৃষ্ণ কবে এসেছিল, সে কথা কেউ জানে না ।

রাধে-কৃষ্ণ স্বয়ংবরের পরে লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়। এই কথা কেউ জানেনা। মানুষ প্রার্থনা করে - ও গড ফাদার.... আচ্ছা, তাঁর নাম-রূপ কি, তখন বলে নাম-রূপ বিহীন। আরে, তোমরা বলো গড ফাদার তারপরে নাম-রূপ বিহীন বলে দাও। আকাশ হল শূন্য, তারও নাম আকাশ। তোমরা বলছো আমরা বাবার নাম-রূপের বিষয়ে জানি না, আচ্ছা, নিজেকে কি জানো? হ্যাঁ, আমরা আত্মা। আচ্ছা, আত্মার নাম-রূপ বলো কি। তখন বলে আত্মাই পরমাত্মা। আত্মা নাম-রূপ বিহীন তো হতে পারে না। আত্মা একটি বিন্দু নকশত্র স্বরূপ। ভ্রুকুটির মাঝখানে অবস্থিত, যে সূক্ষ্ম আত্মায় ৮৪ জন্মের পাঁচি ভরা আছে। এই কথাটি বুঝতে হবে। তাই ৭ দিনের ভাটিটির গায়ন করা হয়েছে। দ্বাপর থেকে রাবণ রাজ্য আরম্ভ হয়েছে তখন থেকে বিকার প্রবেশ করেছে। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমেছে। এখন সবার উপরে গ্রহণ লেগেছে, শ্যাম বর্ণ হয়েছে তাই আহবান করে হে জ্ঞান সূর্য এসো। এসে আমাদের আলোয় নিয়ে চলো। জ্ঞান অঞ্জন সদগুরু দিয়েছেন, অজ্ঞান অন্ধকারের বিনাশ হয়েছে বুধিতে আসেন বাবা। এমন নয় জ্ঞান অঞ্জন গুরু প্রদান করেন গুরু তো অনেক আছে, তাদের জ্ঞান কোথায় আছে। তাদের গায়ন হয় না। জ্ঞান-সাগর, পতিত-পাবন, সর্বের সদগতি দাতা হলেন একমাত্র বাবা। তাহলে অন্য কেউ জ্ঞান কীভাবে দেবে। সাধুরা বলে ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার অনেক পথ আছে। শাস্ত্র পাঠ করা, যজ্ঞ, তপ ইত্যাদি করা - এই সব হল ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পথ কিন্তু পতিত কীভাবে পুনরায় পবিত্র দুনিয়ায় যাবে। বাবা বলেন - আমি নিজে আসি। ভগবান তো মাত্র একজন ব্রহ্মা-বিশ্ব-শঙ্কর হলেন দেবতা, তাদেরকে ভগবান বলবে না। তাদের পিতাও হলেন শিব। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো এখানেই থাকবে তাইনা। প্রজা এখানে আছে। নামও লেখা আছে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ইনস্টিটিউশন। অর্থাৎ সবাই বাচ্চা। অনেক বি. কে. রা আছে। শিবের কাছে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্মার কাছে নয়। উত্তরাধিকার ঠাকুরদাদার কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মার দ্বারা বসে স্বর্গে যাওয়ার উপযুক্ত করেন। ব্রহ্মার দ্বারা বাচ্চাদের দত্তক নেন। বাচ্চারও বলে বাবা, আমরা তোমার আপন হয়েছি, তোমার কাছে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা হয় বিশ্বপুরী। শিববাবা রাজযোগ শেখান। স্রীমৎ বা স্রেষ্ঠতম হল ভগবানের গীতা। ভগবান হলেন একমাত্র নিরাকার। বাবা বোঝান - তোমরা বাচ্চারা ৮৪ জন্ম নিয়েছো। আত্মা পরমাত্মা পৃথক রয়েছে বহুকাল.... বহুকাল থেকে আলাদা তো ভারতবাসীই ছিল। দ্বিতীয় কোনও ধর্ম ছিল না। তারাই সর্ব প্রথমে পৃথক হয়েছে। বাবার থেকে পৃথক হয়ে এখানে পাঁচি পেল করতে এসেছে। বাবা বলেন - হে আত্মারা, আমি তোমাদের পিতা, এখন আমাকে স্মরণ করো। এই হল স্মরণের যাত্রা বা যোগ অগ্নি। তোমাদের মাথায় যে পাপের বোঝা আছে, তা এই যোগ অগ্নি দ্বারা ভস্ম হবে। হে মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা গোল্ডেন এজ থেকে আয়রন এজে এসেছো। এখন আমাকে স্মরণ করো। এই কাজ তো বুধির তাইনা। দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ ত্যাগ করে মামেকম স্মরণ করো। তোমরা হলে আত্মা তাইনা। এই হল তোমাদের শরীর। আমি, আমি আত্মা-ই বলে। তোমাদেরকে রাবণ পতিত বানিয়েছে। এই খেলা টি পূর্ব রচিত। পবিত্র ভারত ও পতিত ভারত। যখন পতিতে পরিণত হয় তখন বাবাকে আহবান করে। রামরাজ্য চাই। যদিও তারা বলে, কিন্তু অর্থ জানে না। জ্ঞান দাতা জ্ঞান সাগর পিতা হলেন একজনই। বাবা এসে সেকেন্ডে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করেন। এখন তোমরা বাবার আপন হয়েছো। বাবার কাছে সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে। তারপরে সৎযুগ, ত্রেতায় তোমরা অমর হয়ে যাও। সেখানে এমন বলবে না অমুকে মারা গেছে। সৎযুগে অকালে মৃত্যু হয় না। তোমরা কালের উপরে জয় লাভ কর। দুঃখের নাম চিহ্ন থাকে না। তারই নাম সুখধাম। বাবা বলেন আমি তো তোমাদের স্বর্গের বাদশাহী প্রদান করি। সেখানে তো অসীম বৈভব থাকে। ভক্তিমার্গে মন্দির বানানো হয়েছে সেই সময়ও অনেক ধন ছিল। ভারত কি ছিল! বাকি অন্য সব আত্মারা নিরাকারী দুনিয়ায় ছিল। বাচ্চারা এখন জেনেছে - উঁচু থেকে উঁচু বাবা এখন স্বর্গের স্থাপনা করছেন। উঁচু থেকে উঁচু হলেন শিববাবা, তারপরে ব্রহ্মা-বিশ্ব-শঙ্কর সূক্ষ্মলোকবাসী। তারপরে এই দুনিয়া।

জ্ঞানের দ্বারাই বাচ্চারা তোমাদের সদগতি হয়। গায়নও করা হয় - জ্ঞান, ভক্তি এবং বৈরাগ্য। পুরানো দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য আসে, কারণ সৎযুগের বাদশাহী প্রাপ্ত হয়। এখন বাবা বলেন - বাচ্চারা, মামেকম স্মরণ করো। আমাকে স্মরণ করতে করতে তোমরা আমার কাছে এসে যাবে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঊঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্মে মুখ্য সারঃ-

১) পাপের বোঝা যা মাথার উপরে আছে তাকে যোগ অগ্নির দ্বারা ভস্ম করতে হবে। বুধির দ্বারা দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধকে ত্যাগ করে একমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে।

২) আহবান করা বা আত্নাদ করার পরিবর্তে নিজের শান্ত স্বধর্মে স্থিত থাকতে হবে, শান্তি হল গলার হার। দেহ-অভিমাণে এসে "আমি" ও "আমার" শব্দ বলবে না, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করতে হবে।

বরদানঃ- নিজের স্রেষ্ঠ স্থিতির দ্বারা মায়াকে নিজের সামনে নত করে হাইয়েস্ট পদের অধিকারী ভব

যেমন মহান আত্মারা কখনও কারো সামনে মাথা নত করে না, তাদের সামনে সবাই নত হয়। ঠিক তেমনই তোমরা বাবার

সিলেক্ট করা সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মারা কোথাও, কোনও পরিস্থিতির সম্মুখে বা মায়ার ভিন্ন-ভিন্ন আকর্ষণীয় রূপের সামনে নিজেকে নত করতে পারবে না। যদি এখন থেকেই সদা নতমস্তক করার স্থিতিতে স্থিত হবে তবে হাইয়েস্ট পদের অধিকার প্রাপ্ত হবে। এমন আত্মাদের সামনে সৎযুগে প্রজা স্বমান সহকারে মাথা নত করবে এবং দ্বাপরে তোমাদের স্মারক স্বরূপ অর্থাৎ পূজ্য স্বরূপের সামনে ভক্তরা মাথা নীচু করতে থাকবে।

স্লোগান:-

কর্ম করাকালীন যোগের ব্যালান্স ঠিক থাকলে তবে বলা হবে কর্মযোগী।

"মিস্তি বাচ্চারা -- বাবা এসেছেন, ভারতকে উদ্ধার করতে। বাচ্চারা তোমরা এই সময় বাবার সহযোগী হয়ে ওঠো, ভারতই একমাত্র প্রাচীন খন্ড"

*প্রশ্নঃ - — উচ্চ লক্ষ্য পথে কোন্ ছোট-ছোট বিষয় বিঘন সৃষ্টি করে থাকে ?

*উত্তরঃ - — যদি কিঞ্চিত্‌মাত্রও সন্দেহ থাকে, অনাসক্ত বৃত্তি না থাকে, ভালো পোশাক পরিধান, খাওয়ার প্রতিই বুদ্ধি ঘুরতে থাকে.....সুতরাং এইসব বিষয়ই লক্ষ্যে পৌঁছতে বিঘন সৃষ্টি করে। সেইজন্যই বাবা বলেন বাচ্চারা, বনবাসে (সমস্ত লৌকিক ইচ্ছা থেকে বৈরাগ্য) থাক। তোমাদের সবকিছু ভুলতে হবে। এই শরীরও যেন স্মরণে না থাকে।

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের বুঝিয়েছি এই ভারতই অবিনাশী খন্ড ছিল আর এর প্রকৃত নামই হলো ভারত খন্ড । হিন্দুস্তান নাম তো পরে এসেছে । ভারতকে বলা হয়- আধ্যাত্মিক খন্ড, এটা প্রাচীনতম । নতুন দুনিয়াতে যখন ভারত খন্ড ছিল তখন অন্য কোনো খন্ড ছিল না । প্রধান হলো ইসলাম, বৌদ্ধ, আর খ্রীষ্টান । এখন তো অনেক খন্ড হয়ে গেছে । ভারত অবিনাশী খন্ড, যাকে স্বর্গ এবং হেভেন বলা হয় । নতুন দুনিয়াতে নতুন খন্ড এক ভারতই হয় । নতুন দুনিয়া রচনা করেন পরমপিতা পরমাত্মা, স্বর্গের রচয়িতা হেভনলী গড ফাদার । ভারতবাসীরা জানে এই ভারত অবিনাশী খন্ড । ভারত স্বর্গ ছিল । যখন কেউ মৃত্যু বরণ করে বলা হয় স্বর্গবাসী হয়েছে, মনে করে স্বর্গ বোধহয় উপরে । দিলওয়ারা মন্দিরে বৈকুণ্ঠের চিত্র ছাদের উপর দেখানো হয়েছে । এটা কারও বুদ্ধিতে আসেনা যে ভারতই স্বর্গ ছিল, এখন আর নেই । এখন তো নরক হয়ে গেছে । এটাই হলো অজ্ঞানতা । জ্ঞান আর অজ্ঞান দুটো জিনিস । জ্ঞানকে বলা হয় দিন, অজ্ঞানতা রাত । জ্ঞান আলো আর অজ্ঞানতা অন্ধকার । আলো অর্থাৎ উৎখান এবং অন্ধকার পতন । মানুষ সূর্যাস্ত দেখার জন্ম সানসেটে যায় । ওটা হলো সীমিত দুনিয়ার বিষয় । এর জন্মই বলা হয় বরহমার দিন, বরহমার রাত । বরহমা হলেন প্রজাপিতা, নিশ্চয়ই প্রজাদের পিতা হবেন । যখন সন্ধ্যা এসে জ্ঞানের অঞ্জন (কাজল) পড়িয়ে দেন তখন অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর হয়ে যায় । একথা দুনিয়ার কেউ বোঝে না । এ হলো নতুন দুনিয়ার জন্ম নতুন নলেজ । হেভেনের জন্ম হেভনলী গড ফাদারের নলেজ প্রয়োজন । বলাও হয়ে থাকে ফাদার ইজ নলেজফুল, সুতরাং তিনি শিক্ষকও হলেন । ফাদারকে বলা হয় পতিত-পাবন আর কাউকেই পতিত-পাবন বলা যায় না । স্ত্রী কৃষ্ণকেও বলা যায় না । ফাদার সবারই একজন । স্ত্রী কৃষ্ণ তো সবার ফাদার নন । সে যখন বড় হবে, বিবাহের পর এক-দুই বাচ্চার পিতা হবে । রাধা কৃষ্ণকে প্রিন্স প্রিন্সেস বলা হয় । নিশ্চয়ই স্বয়ম্বর হয়েছিল । বিবাহের পরই মা বাবা হওয়া যায় । তাকে কখনও ওয়াল্ডের গড ফাদার বলা যায় না । ওয়াল্ড গড ফাদার শুধুমাত্র এক নিরাকার বাবাকেই বলা হয় । গ্রেট-গ্রেট গ্যান্ড ফাদার শিববাবাকে বলা হয় না । গ্রেট-গ্রেট গ্যান্ড ফাদার হলেন প্রজাপিতা বরহমা, তার দ্বারাই বংশ বৃক্ষের সৃষ্টি হয় । ইনকরপরিয়াল গড ফাদার, নিরাকার আত্মাদের পিতা তিনি । নিরাকার আত্মারা যখন এখানে শরীরে থাকে তখন ভক্তি মাগে আহ্বান করে । এসব নতুন বিষয় তোমরা শুনছো । যথার্থ ভাবে কোনো শাস্ত্রের এসব লেখা নেই । বাবা বলেন, আমি সামনে বসে বাচ্চারা তোমাদের বুঝিয়ে থাকি । তারপর এই জ্ঞান সম্পূর্ণ রূপে লুপ্ত হয়ে যায় । তারপর আবারও যখন বাবা আসেন যথার্থ রীতিতে জ্ঞান প্রদান করেন । বাচ্চাদের সামনে বসে বুঝিয়ে অবিনাশী উত্তরাধিকার দিয়ে থাকেন । তারপর শাস্ত্র তৈরি হয় । যথার্থ রূপে তো শাস্ত্র তৈরি হয় না । কেননা সত্যের দুনিয়া শেষ হয়ে মিথ্যার খন্ড তৈরি হয় । সুতরাং মিথ্যা জিনিসই তৈরি হবে কারণ অবতরণের কলা শুরু হয়ে যায় । ভক্তিতে রাত, অন্ধকারে ঠোঁককর খেতে হয়, মাথা ঠুকতে থাকে । এমনই ঘোর অন্ধকার । মানুষের তো কিছুই জানা নেই, দরজায়-দরজায় ধাক্কা খেতে থাকে । সূর্যের উদয় আর অস্ত হতে থাকে, যা বাচ্চারা গিয়ে দেখে । বাচ্চারা তোমাদের এখন জ্ঞান সূর্যের উদয় হওয়া দেখতে হবে । ভারতের উৎখান আর ভারতের পতন । ভারত এমনই ডুবে যায় ঠিক যেমন সূর্য ডোবে । সংযনারায়ণের কথাতেও বলা হয়েছে ভারতের নৌকা কিভাবে নীচে চলে যায়, তারপর বাবা এসে উদ্ধার করেন । তোমরা পুনরায় এই ভারতকে উদ্ধার করে থাক । বাচ্চারা তোমরাই এসব বিষয়ে জান । তোমরা নিমন্ত্রণও দিয়ে থাক, নব-নির্মাণ প্রদর্শনী নামও ঠিক আছে । নতুন দুনিয়া কিভাবে স্থাপন হয় তার প্রদর্শনী । চিত্র দ্বারা বোঝান হয়, সুতরাং ঐ নামটাই চলে আসলে খুব ভালো । নতুন দুনিয়া কিভাবে স্থাপন হয় বা উৎখান কিভাবে হয়, এসব তোমরা চিত্র দ্বারা দেখিয়ে থাক । নিশ্চয়ই পুরানো দুনিয়ার পতন হয় তবেই তো উৎখান কিভাবে হয় দেখানো হয় । এটাও একটা গল্প — রাজ্য পাওয়া আর হারানো । ৫ হাজার বছর আগে কি ছিল? বলবে সূর্যবংশীয়দের রাজত্ব ছিল, তারপর চন্দ্র বংশীয়দের রাজত্ব শুরু হয়েছিল । ওরা তো (লৌকিকে) একে অপরের কাছ থেকে রাজ্য নিয়ে নেয় । দেখিয়ে থাকে অমুকের কাছ থেকে রাজ্য নিয়েছে । ওরা সিঁড়ি সম্পর্কে কিছুই জানে না । এসব তো বাবা বসে বোঝান তোমরা গোল্ডেন এজ থেকে সিলভার এজে এসেছ, সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছ । এ হলো ৮৪ জন্মের সিঁড়ি ।

সিঁড়ি দিয়ে যেমন নামতে হয় তারপর আবার উঠতেও হয় । পতনের রহস্যও বুঝিয়ে বলতে হবে । ভারতের উৎখান কতদিনে এবং পতনের সময়ও বলতে হবে । জ্ঞানের সমুদ্র মন্থন করতে হবে যে কিভাবে মানুষকে প্ররোচিত করতে পারবে । তারপর তাদের আমন্ত্রণও পাঠাতে হবে যে, ভাই ও বোনেরা এসে বোঝ । প্রথমে তাদের কাছে বাবার মহিমা বর্ণন কর । শিববাবার মহিমায়ুক্ত একটা বোর্ড থাকা উচিত ।

পতিত-পাবন জ্ঞানের সাগর, পবিত্রতা, সুখ-শান্তির সাগর, সম্পত্তির সাগর, সবার সম্পত্তি দাতা, জগৎ-পিতা, জগত-শিক্ষক, জগত-গুরু শিববাবার কাছ থেকে সূর্য বংশী, চন্দ্র বংশীয় উত্তরাধিকার গ্রহণ কর। তবেই মানুষ পিতা সম্পর্কে জানতে পারবে। বাবার এবং স্ত্রী কৃশের মহিমা আলাদা-আলাদা। এসব বিষয়ে বাচ্চারা তোমাদের বুন্ধিতে এখন বসে গেছে। সাভিসেবল বাচ্চারা সারাদিন দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে। নিজেদের লৌকিক সাভিস থাকতেও ছুটি নিয়ে ঈশ্বরীয় সাভিসে লেগে যায়। এ হলো ঈশ্বরীয় গর্ভনমেন্ট। বিশেষ করে কন্যারা যদি সেবার কাজে নিজেদের নিযুক্ত কর তবে তোমাদের নাম মহিমাম্বিত করতে পার। সাভিসেবল বাচ্চাদের খুব ভালোভাবে পালন করা হয় কারণ শিববাবার ভান্ডার ভরপুর। যে ভান্ডার থেকে খাশ্য গ্রহণ করে তা সবসময় ভরপুর থাকে এবং দুঃখ-দুর্দশা দূর করে।

তোমরা হলে শিববংশী, তিনি হলেন স্রষ্টা এবং এটা তাঁর সৃষ্টি। বাবুল নামটা (পিতার) খুব মিষ্টি। শিব তো সাজন, তাইনা। শিববাবার মহিমা আলাদা। নিরাকার শব্দটি লিখলে মনে করা হয় ওঁনার কোনও আকার নেই। শিববাবা সবচেয়ে প্রিয়। তোমাদের অবস্থাই লেখা উচিত "পরমপ্রিয়"। এই সময় লড়াইয়ের ময়দান পিতার এবং তোমাদেরও। শিব শক্তিতরা - অহিংসক গাওয়া ও হয়ে থাকে। কিন্তু অস্ত্র দিয়ে দেবীদের চিত্রায়িত করা হয়েছে এবং হিংসা দেখানো হয়েছে। বাস্তবে তো তোমরা স্মরণ এবং যোগবল দ্বারা বিশ্বের বাদশাহী পেয়ে থাকো। এখানে অস্ত্রের কোনও ভূমিকাই নেই। গজার প্রচুর প্রভাব রয়েছে। অনেকেরই দর্শন হয়। ভক্তি মাগে বিশ্বাস করে যে গজার জল পেলেই মুক্তি পেতে পারে। এই কারণে গুপ্ত গজা বলে থাকে, বলে যে যেখানে তীর নিক্ষেপ করেছিল সেখান থেকেই গজার উৎপত্তি হয়েছে। গোমুখেও গজা দেখানো হয়েছে। জিহ্বা করলে বলবে যে গুপ্ত গজা বয়ে চলেছে। ত্রিবেণীতেও সরস্বতীকে গুপ্ত রূপে দেখানো হয়েছে। মানুষ তো অনেক কাহিনী বলে থাকে। এখানে একটাই বিষয় অলফ (আল্লাহ/ঈশ্বর) আর বে (বাদশাহী)। আল্লাহ এসে বেহস্ত (স্বর্গ) স্থাপনা করেন, খুদা (ঈশ্বর) হেভেন (স্বর্গ) স্থাপনা করেন, ঈশ্বর স্বর্গ স্থাপনা করেন। বাস্তবে তো ঈশ্বর একজনই। নিজ-নিজ ভাষা অনুযায়ী ভিন্ন-ভিন্ন নাম রেখেছে। কিন্তু এটা বুঝেছে আল্লাহ-র কাছ থেকে অবস্থাই স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। বাবা বলেন মন্মানাভব। বাবাকে স্মরণ করলেই উত্তরাধিকার স্মরণে আসবে। রচয়িতার রচনা হলো স্বর্গ। এমনটা তো বলা হয় না যে রাম নরক রচনা করেছেন। ভারতবাসীদের জানাই নেই যে নিরাকার রচয়িতা কে? তোমরা জান নরকের রচয়িতা রাবণ, যাকে জ্বালানো হয়। রাবণ রাজ্যে ভক্তি মাগের চারা কত বড় হয়। রাবণের রূপও বড় ভয়ঙ্কর তৈরি করা হয়েছে। বলেও থাকে রাবণ আমাদের শত্রু। বাবা এর অর্থও বুঝিয়েছেন -- যার এতো বিশাল বিস্তৃতি যে কারণেই তারা বিশাল শরীর নিয়ে রাবণ তৈরি করে থাকে। শিববাবা তো বিন্দু, কিন্তু চিত্র বড় করে তৈরি করেছে, তা না হলে বিন্দুর পূজা কিভাবে হবে। পূজারি তো হতে হবে না! আত্মা সম্পর্কে বলে থাকে - ভ্রুকুটির মাঝখানে আশ্চর্য এক নক্ষত্র জ্বলজ্বল করে, তারপরই বলে আত্মাই পরমাত্মা। তাহলে হাজার সূর্যের চেয়েও তেজময় কিভাবে হতে পারে? ওরা আত্মার বর্ণন করে কিন্তু কিছুই জানে না। ঈশ্বর যদি হাজার সূর্যের চেয়েও তেজময় হন তবে তিনি কীভাবে সবার মধ্যে প্রবেশ করবেন? কত অযৌক্তিক কথা, যা শুনে কি থেকে কি হয়ে গেছে। আত্মাই পরমাত্মা হলে বাবার রূপও তো তেমনই হবে, তাইনা। পূজা করার জন্য বড় করে তৈরি করেছে। পাথরের কত বড়-বড় মূর্তিও তৈরি করেছে। যেমন গুহার ভিতরে বড়-বড় পান্ডব দেখানো হয়েছে, কিছুই জানে না। এ হলো ঈশ্বরীয় পড়াশোনা। কাজকর্ম আর পড়াশোনা আলাদা-আলাদা বিষয়। বাবা শিক্ষাও দেন এবং কাজকর্মও শেখান (যোগযুক্ত হয়ে কর্ম করার পদ্ধতি)। বোঁড়ে বাবার মহিমা থাকা উচিত, সম্পূর্ণ মহিমা লেখা উচিত। এই বিষয়ে বাচ্চারা তোমাদের বুন্ধিতে নম্বরানুসারে পুরুষাথ অনুযায়ী আসে। সেইজন্যই মহারথী, ঘোড়সওয়ার বলা হয়। অস্ত্র ইত্যাদির কোনও প্রশ্নই নেই। বাবা বুন্ধির তালা খুলে দেন। এই গোদরেজ তালা কেউ খুলতে পারে না। বাবার কাছে এলে বাবা জিহ্বা করেন এর আগে কবে মিলিত হয়েছে? এই জায়গায়, এই দিনে কবে মিলিত হয়েছে? বাচ্চারা বলে বাবা, ৫ হাজার বছর আগে মিলিত হয়েছিলাম। এসব কথা আর কেউ জিহ্বা করতে পারে না। কত গুহ্য বোঝার বিষয়। কত জ্ঞানের যুক্তি বাবা ব্যাখ্যা করে থাকেন, কিন্তু ধারণা নম্বরানুসারে হয়। শিববাবার মহিমা আলাদা, বরহমা-বিশু-শঙ্করের মহিমা আলাদা-আলাদা। প্রত্যেকের ভূমিকা আলাদা-আলাদা। একের সাথে অন্যের মিলবে না। এই ভরামা অনাদি, সেটারই আবার পুনরাবৃত্তি হবে। তোমাদের বুন্ধিতে এখন বসেছে আমরা কীভাবে মূলবতনে যাই আবার আসি ভূমিকা পালন করতে।

সূক্ষ্মলোক হয়ে মূললোকে যাই। আসার সময় সূক্ষ্মলোক হয়ে আসতে হয় না! সূক্ষ্ম লোকের সাক্ষাৎকার কখনও কারো হয়না। সূক্ষ্মলোকের সাক্ষাৎকার করার জন্য কেউ তপস্যা করেনা, কেননা তাকে কেউ জানেই না। সূক্ষ্মবতনের ভক্ত কেউ হয়না। সূক্ষ্মবতন এখনই রচিত হয় যাতে তোমরা সূক্ষ্মবতনের মধ্য দিয়ে ফিরে যেতে পার এবং তারপর নতুন দুনিয়াতে যেতে পার। এই সময় তোমরা যাওয়া আসা করতে থাক, তোমাদের এখন বিবাহের বাগদান হয়েছে, ওটাই এখন প্রকৃত ঘর। বিশুকে পিতা বলা হয় না। ওটা হলো স্বশুরবাড়ি। যখন কন্যা স্বশুরবাড়িতে যায় তখন পুরানো বস্ত্র সব ছেড়ে চলে যায়। তোমরা তো সম্পূর্ণ দুনিয়াকেই ছেড়ে দাও। তোমাদের আর ওদের বনবাসের মধ্যে কত পার্থক্য রয়েছে। তোমাদের আরও অনাসক্ত হওয়া উচিত। দেহ-অভিমান ত্যাগ করতে হবে। মূল্যবান শাড়ি পরলে দেহ-অভিমান আসে এবং আমি আত্মা এটাই ভুলে যাও। এই সময় তোমরা নির্বাসনে আছ। নির্বাসন আর বাণপ্রস্থ একই কথা। শরীরই যখন ছেড়ে দিতে হবে শাড়ি ছাড়বে না কেন! কম দামের শাড়ি পেলে মন সজ্জুচিত হয়ে যায়। তোমাদের খুশি হওয়া উচিত যে তোমরা সম্ভা কিছু পেয়েছ। ভালো জিনিস যখন সহকারে দেখা উচিত। ভালো পোশাক পড়া, ভালো খাবার খাওয়ার মতো তুচ্ছ জিনিসগুলো উচ্চ গন্তব্যে পৌঁছতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। লক্ষ্য অনেক উচ্চ। কাহিনীও আছে একজন স্ত্রী তার স্বামীকে বলেছিল- হাঁটার লাঠিটি ত্যাগ কর (লাঠির প্রতি মোহ

ৎযাগের কথা বলা হয়েছে)। বাবা বলেন এই পুরানো কাপড়, পুরানো দুনিয়া সব শেষ হয়ে যাবে, সেইজন্য এই সম্পূর্ণ দুনিয়া থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ত করতে হবে, একেই অসীমের সন্ধ্যাস বলা হয়। সন্ধ্যাসীদের ত্যাগ সীমাবদ্ধ, এখন তারা শহরেও বসতি শুরু করেছে। আগে তাদের মধ্যে অধিক শক্তি ছিল। যারা নিচে নেমে আসে তাদের মহিমা কীভাবে থাকবে? শেষ পর্যন্ত নতুন আত্মা তাদের ভূমিকা পালন করার জন্য নামতে থাকবে। তাদের মধ্যে কতটুকু শক্তি থাকবে? তোমরা ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে থাক। এসব বিষয় বোঝার জন্য কত বুদ্ধি থাকা প্রয়োজন। সাভিসেবল বাচ্চাদের সাভিসের জন্য প্রচুর উৎসাহ থাকে। জ্ঞানের সাগরের বাচ্চাদের বাবার মতোই উৎসাহের সাথে বক্তৃতা দেওয়া উচিত। এ ব্যাপারে হতাশ হওয়া উচিত নয়। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মা রূপী পিতা ঊনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বুদ্ধি দিয়ে অসীমের সন্ধ্যাস নিতে হবে। ঘরে ফিরে যাওয়ার সময় এখন, সেইজন্য পুরানো দুনিয়া আর পুরানো শরীরের থেকে অনাসক্ত হতে হবে।

২) ভরামার প্রতিটি দৃশ্য দেখে সবসময় উৎফুল্ল থাকতে হবে।

বরদানঃ-

— নিজের উচ্চ স্থিতিতে স্থিত থেকে প্রতিটি সঙ্কল্প, বাক্য আর কর্মপ্রদানকারী সম্পূর্ণ নিবিকারী ভব সম্পূর্ণ নিবিকারী অর্থাৎ কোনও বিকারের প্রতিই পাসেন্ট মাত্রও আকর্ষণ না যাওয়া, কখনও তার বশীভূত না হওয়া। উচ্চ স্থিতিতে স্থিত থাকা আত্মাদের কোনো সাধারণ সঙ্কল্প আসতে পারে না। সুতরাং যে কোনো সঙ্কল্প বা কর্ম করার সময় চেক কর কাজটি কি তোমার নামের মতোই উচ্চ? যদি তোমার নাম উচ্চ হয় এবং কর্ম নিম্নমানের হয় তবে তুমি তোমার নামের অপমান করছ। সুতরাং লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন কর তবেই সম্পূর্ণ নিবিকারী পবিত্র আত্মা বলা হবে।

স্মাগানঃ-

— কর্ম করার সময় করন-করাবনহার বাবার স্মৃতি থাকলে স্ব-পুরুষার্থ আর যোগের ব্যালেন্স ঠিক থাকবে।

“মিষ্টি বাচ্চারা - এটা হলো বাবার ওয়ান্ডারফুল হাট, যেখানে সব রকমের জিনিসপত্র পাওয়া যায়, তোমরাও হলে এই হাটের মালিক”

*প্রশ্নঃ - এই ওয়ান্ডারফুল দোকানদারকে কেউ কপি (নকল) করতে পারে না - কেন?

*উত্তরঃ - কেননা এটা স্বয়ং-ই সকল খাজানার ভান্ডার। জ্ঞানের, সুখের, শান্তির, পবিত্রতার, সকল জিনিসের সাগর, যার যেটা চাই সেটাই পাওয়া যায়। নিবৃত্তি মার্গের লোকদের কাছে এই সব জিনিসপত্র পাওয়া যাবে না। কেউই নিজেকে বাবার সমান সাগর বলতে পারেনা।

*গীতঃ- তোমাকে পেয়ে আমরা সারা জগৎকে পেয়ে গেছি...

ওম্ শান্তি। এখন বাচ্চারা বসে আছে অসীম জগতের বাবার সামনে। এঁনাকে অসীম জগতের বাবাও বলা যায়, অসীম জগতে দাদাও বলা যায় আর পুনরায় অসীম জগতের বাচ্চারা বসে আছে আর বাবা অসীম জগতের জ্ঞান প্রদান করছেন। লৌকিকের কথা এখন ছেড়ে দাও। এখন বাবার থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার নিতে হবে। হাট তো এই একটাই। মানুষের এটা জানা নেই যে আমরা কি চাই। অসীম জগতের বাবার হাট তো অনেক বড়। তাঁকে বলাই যায় সুখের সাগর, পবিত্রতার সাগর, আনন্দের সাগর, জ্ঞানের সাগর.... কোনও দোকানদার থাকলে তো তার কাছে ভিন্ন ভিন্ন রকমের ভ্যারাইটি জিনিস থাকে। তো ইনি হলেন অসীম জগতের বাবা। এঁনার কাছেও ভিন্ন ভিন্ন জিনিসপত্র আছে। কি-কি আছে? বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, সুখের, শান্তির সাগর। তাঁর কাছে এই ওয়ান্ডারফুল অলৌকিক জিনিস আছে। আবার এই গানও করা হয় যে - তিনি হলেন সুখ কর্তা। এইরকম একটাই দোকান আছে, আর তো কারোর এইরকম দোকান নেই। ব্রহ্মা-বিশ্ব-শংকরের কাছে কি জিনিস আছে? কিছুই নেই। সব থেকে উঁচু জিনিস আছে বাবার কাছে, এই জন্ম তাঁর মহিমা গাওয়া হয়ে থাকে। ব্রহ্মের মাতাশ পিতা... এইরকম মহিমা কখনো কারোর জন্ম গাওয়া হয় না। মানুষ শান্তির জন্ম উদ্ভ্রান্ত হতে থাকে। কারো ঔষধ চাই, কারোর কিছু চাই। সেসবের জন্ম তো লৌকিক দোকান আছে। সমগ্র দুনিয়াতে সকলের কাছে লৌকিকের জিনিস আছে। ইনিই এক বাবা, যার কাছে অসীম জগতের জিনিস আছে, এই জন্ম তার মহিমাও গাওয়া হয়ে থাকে যে পতিত-পাবন, মুক্তিদাতা, জ্ঞানের সাগর, আনন্দের সাগর। এইসব হলো ভিন্ন ভিন্ন জিনিসপত্র। লিস্ট লিখলে তো অনেক হয়ে যাবে। যে বাবার কাছে এইসব জিনিস আছে তো বাচ্চাদেরও অধিকার আছে সেই জিনিসের ওপর। কিন্তু এটা কারোর বুদ্ধিতে আসেনা যে যখন এইরকম বাবার আমরা বাচ্চা হয়েছি তো বাবার জিনিসের উপর আমাদের মালিক হতে হবে। বাবা আসেনই ভারতে। বাবার কাছে যা কিছু জিনিসপত্র আছে - সেসব কিছু অবশ্যই নিয়ে আসবেন। তাঁর কাছে নেওয়ার জন্ম তো আমরা যেতে পারব না। বাবা বলেন যে, আমাকেই আসতে হয়। কল্প-কল্প, কল্পের সজামে আমি এসে তোমাদেরকে সব জিনিস দিয়ে যাই। আমি তোমাদের যে জিনিসপত্র দিই, সেগুলো আর কখনোই পাওয়া যায় না। অধিক কল্পের জন্ম তোমাদের ভান্ডার ভরপুর হয়ে যায়। এইরকম কোনও অপ্রাপ্ত বস্তু থাকে না, যার জন্ম তোমরা পুনরায় আমাকে ডাকবে। ভ্রামার প্ৰস্থান অনুসারে তোমরা সবাই উত্তরাধিকার নিয়ে পুনরায় ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকো। পূর্নজন্মও অবশ্যই নিতে হয়। ৮৪ জন্মও নিতে হয়। ৮৪ র চক্র বলে থাকে কিন্তু অর্থ কিছুই বুঝতে পারেনা। ৮৪ র পরিবর্তে ৮৪ লক্ষ জন্ম বলে দেয়। মায়া ভুল করিয়ে দেয়। এটা এখনই তোমরা বুঝতে পারছো, আবার তো এসব কিছুই ভুলে যাবে। এই সময় জিনিসপত্র গ্রহণ করছে, সংযুগে রাজত্ব করবে। কিন্তু তাদের এটা জানা নেই যে এই রাজত্ব আমাদেরকে কে দিয়েছিলেন? লক্ষ্মীনারায়ণের রাজ্য কবে ছিল? স্বর্গের সুখ গাওয়াও হয়ে থাকে। সবাই অল্প একটু সুখ দেয়। এর দ্বারা বেশি সুখ পাওয়া যায় না। পুনরায় সেই সুখও প্রায়ঃলোপ হয়ে যায়। অধিক কল্প পরে রাবন এসে সব সুখ ছিনিয়ে নেয়। কারো প্রতি রাগ করলে তো বলা হয় তোমার কলা কায়াই শেষ হয়ে গেছে। তুমিও যে সর্ববগুণসম্পন্ন, ষোলোকলা সম্পূর্ণ ছিলে। সেই সমস্ত কলা এখন শেষ হয়ে গেছে। এক বাবার ছাড়া আর কারোরই এত মহিমা হয় না। বলে না যে - পয়সা আছে তো চারিদিকে ঘুরে এসো।

তোমরা ভেবে দেখো যে, স্বর্গে কতইনা অপরিমিত ধন সম্পত্তি ছিল। এখন সেসব আছে নাকি! সব লুপ্ত হয়ে যায়। ধর্ম ভ্রষ্ট কর্ম ভ্রষ্ট হয়ে যায়। তাই ধন-সম্পত্তিও লুপ্ত হয়ে যায়। পুনরায় নিচে নামতে থাকে। বাবা বোঝাচ্ছেন যে তোমাদেরকে এত ধন-সম্পত্তি দিয়েছিলাম, তোমাদেরকে হীরের সমান বানিয়েছিলাম। পুনরায় তোমরা এত ধন-সম্পত্তি কোথায় হারিয়ে ফেললে। এখন পুনরায় বাবা বলছেন যে নিজের উত্তরাধিকার পুরুষাধি করে গ্রহণ করো। তোমরা জানো যে বাবা আমাদেরকে পুনরায় স্বর্গের বাদশাহী প্রদান করছেন, আর বলছেন যে - হে বাচ্চারা! আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের ওপর যে জং লেগে আছে সে সব বেরিয়ে যাবে। বাচ্চারা বলে যে বাবা আমি ভুলে যাই। এটা কি? কন্যা যখন বিবাহ করে তখন পতিকে কখনো ভুলে যায় কি? বাচ্চারা কখনো বাবাকে ভুলে যায় কি? বাবা তো হলেন দাদা। উত্তরাধিকার বাচ্চাদেরকেই গ্রহণ করতে হবে, তাই অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। বাবা বোঝাচ্ছেন যে - মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা, স্মরণের যাওয়ায় থাকবে তো বিকর্ম বিনাশ হবে, এছাড়া আর অন্য কোনও উপায় নেই। ভক্তি মার্গে তীর্থযাত্রা গজাস্ত্রান ইত্যাদি যা কিছু করে এসেছ তার দ্বারা সিঁড়ি দিয়ে নিচের দিকে নামতেই থেকেছো। উপরে তো উঠতে পারোনি। ল'সেটা বলেও না। সকলেরই অবতরণ কলা হয়। এটা যে বলে

- অমুকের মুক্তি হয়ে গেছে, এসব মিথ্যে কথা বলে। বাড়ি কেউই ফিরে যেতে পারে না। বাবা এসেছেন তোমাদেরকে যোলো কলা সম্পূর্ণ বানাতে। তোমরাই গাইতে যে - আমার এই নির্গুণ শরীরে কোনো গুণ নেই... এখন তোমরা জানো যে বাবা গুণবান বানাতে এসেছেন। আমরাই গুণবান পূজ্য ছিলাম। আমরাই উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছিলাম। ৫ হাজার বছর হয়ে গেছে। বাবাও বলেন যে তোমাদেরকে উত্তরাধিকার দিয়ে গিয়েছিলাম। শিব জয়ন্তী, রাখি বন্ধন, দশহরা ইত্যাদি পালন করেও থাকে তথাপি কিছুই বুঝতে পারে না। সবকিছুই ভুলে যায়। পুনরায় বাবা এসে স্মরণ করিয়ে দেন। তোমরাই ছিলে, পুনরায় তোমরাই রাজ্য ভাগ্য হারিয়েছো। বাবা বোঝাচ্ছেন - এখন সমগ্র দুনিয়া পুরানো কষণভঙ্গুর হয়ে গেছে। দুনিয়া তো এটাই আছে। এই ভারতই নতুন ছিল, এখন পুরানো হয়ে গেছে। স্বর্গে সর্বদা সুখ হয়ে থাকে। পুনরায় দ্বাপর থেকে যখন দুঃখ শুরু হয় তখন এই বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি তৈরি হয়। ভক্তি করতে করতে যখন তোমরা ভক্তি সম্পূর্ণ করো তখন ভগবান আসেন তাই না! বরহমার দিন, বরহমার রাত। অধেক-অধেক হবে তাইনা! জ্ঞান হল দিন, আর ভক্তি হল রাত। তারা তো কল্পের আয়ু উল্টো-পাল্টা করে দিয়েছে।

সবার প্রথমে তোমরা সবাইকে বাবার মহিমা বসে শোনাও। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর। কৃষ্ণকে খোড়াই বলা যাবে - নিরাকার, পতিত-পাবন, সুখের সাগর... না, তার মহিমাই হলো আলাদা। রাত দিনের পার্থক্য আছে। শিবকে বলাই যায় বাবা। কৃষ্ণের জন্ম বাবা শব্দ শোভা পায় না। কত বড় ভুল হয়ে যায়। তারপরও ছোট ছোট ভুল করতে করতে ১০০% ভুলে যায়। বাবা বলেন যে সন্ধ্যাসীদের কখনো এই সওদা প্রাপ্ত হয় না। তারা হলোই নিবৃত্তি মার্গের। তোমরা হলে প্রবৃত্তি মার্গের। তোমরা সম্পূর্ণ নিবিকারী ছিলে, নিবিকারী দুনিয়া ছিল। এটা হল বিকারী দুনিয়া। পুনরায় বলে যে - সৎ যুগে কি বাচ্চা জন্ম নেয় না? সেখানেও তো বিকার ছিল। আরে, সেটা হলোই সম্পূর্ণ নিবিকারী দুনিয়া। সম্পূর্ণ নিবিকারী পুনরায় বিকারী কিভাবে হতে পারে? আবার সৎযুগে এত মানুষ হবে, এটা কি করে হতে পারে? সেখানে এত মানুষ খোড়াই হবে! ভারত ছাড়া আর কোন খন্ড সেখানে থাকবে না। তারা বলে যে আমরা মানতে পারছি না। দুনিয়া তো সর্বদাই ভরপুর থাকবে। কিছুই বুঝতে পারেনা। বাবা বোঝাচ্ছেন যে ভারত গোল্ডেন এজড্ (স্বর্ণযুগ) ছিল। এখন তো আয়রন এজড্ (লৌহযুগ) পাথর বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখন বাচ্চারা তোমরা ড্রামাকে বুঝে গেছো। গান্ধী প্রভৃতি সবাই রামরাজ্য চেয়েছিলেন। কিন্তু দেখায় যে মহাভারতের লড়াই লেগেছিল। বয়স, তারপর সব খেলা শেষ। তারপর কি হলো? কিছুই দেখায়নি। বাবা বসে এসব কথা বোঝাচ্ছেন। এ'সব তো হলো খুবই সহজ। শিবজয়ন্তী পালন করে - তাহলে অবশ্যই শিব বাবা এসেছিলেন। তিনি হলেন হেভেনলি গডফাদার তো অবশ্যই হেভেন অর্থাৎ স্বর্গের গেট খুলতে আসবেন। আসবেনই তখন যখন নরক হয়ে যাবে। হেভেনের দ্বার খুলে হেল অর্থাৎ নরকের দ্বার বন্ধ করে দেবেন। স্বর্গের দ্বার খুললে তো অবশ্যই সবাই স্বর্গেই আসবে। এইসব কথা কোনও ডিফিকাল্ট নয়। মহিমা কেবল একবার বাবারই আছে। শিব বাবার একটাই দোকান। তিনি হলেন অসীম জগতের বাবা। অসীম জগতের বাবার দ্বারা ভারতের স্বর্গ সুখ প্রাপ্ত হয়। অসীম জগতের বাবা স্বর্গ স্থাপন করেন। বরাবর অসীম জগতের সুখ ছিল। পুনরায় আমরা নরকে কেন পড়ে আছি? এটা কেউই জানেনা। বাবা বোঝাচ্ছেন যে তোমরাই ছিলে পুনরায় তোমরাই নেমে গেছো। দেবতাদেরই ৮৪ জন্ম নিতে হয়। এখন এসে পতিত হয়ে গেছে। তাদেরকেই পুনরায় পবিত্র হতে হবে। বাবার জন্ম হয় তো রাবনের জন্ম হয়। এসব কারোরই জানা নেই। কাউকে জিজ্ঞাসা করো তো রাবনকে কবে থেকে জ্বালানো হয়? বলে দেবে যে - সে তো অনাদি চলে আসছে। এই সমস্ত রহস্য বাবা বোঝাচ্ছেন। সেই বাবার একটাই দোকানের মহিমা আছে। সুখ-শান্তি-পবিত্রতা মানুষের দ্বারা মানুষের কখনোই প্রাপ্ত হতে পারে না। কেবলমাত্র একজনের খোড়াই শান্তি প্রাপ্ত হয়েছিল। এ'সব মিথ্যা কথা বলে যে অমুকের থেকে শান্তি প্রাপ্ত হয়েছে। আরে, শান্তি তো মিলবে - শান্তিধামে। এখানে তো একজনের শান্তি হবে, তো অন্যান্য অশান্ত করবে তখন শান্তিতে থাকতে পারবে না। সুখ-শান্তি-পবিত্রতা সব জিনিসেরই বয়াপারী হলেন এক শিব বাবা। তাঁর থেকে যে কেউ এসে বয়াপার করতে পারে। তাঁকে বলাই যায় সওদাগর, পবিত্রতা, সুখ-শান্তি-সম্পত্তি সবকিছু তাঁর কাছে আছে। অপ্রাপ্ত কোনও বস্তু নেই। তোমরা স্বর্গের রাজ্য প্রাপ্ত করো। বাবা তো দিতে এসেছেন, আর গ্রাহকেরা নিতে নিতে কলান্ত হয়ে যায়। আমি আসিই দেওয়ার জন্ম আর তোমরা ঠান্ডা হয়ে যাও গ্রহণ করার ক্ষেত্রে। বাচ্চারা বলে যে - বাবা, মায়ার তুফান আসে। হ্যাঁ, পদও অনেক উঁচু প্রাপ্ত হয়। স্বর্গের মালিক তৈরি হও, এটা কি কম কথা! তাই পরিশ্রম তো করতেই হবে। স্ত্রীমতে চলতে থাকো। যা কিছু জিনিসপত্র প্রাপ্ত হয় সেই গুলো পুনরায় অন্যদেরকেও দিতে হবে। দান করতে হবে। পবিত্র হতে হবে তো পাঁচ বিকারের দান অবশ্যই দিতে হবে। পরিশ্রম করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে, তবেই জং ছাড়বে। মুখ্য হলো স্মরণ। প্রতিজ্ঞাও যদিও করো যে, বাবা আমরা বিকারে কখনো যাব না, কারোর উপর ক্রোধ করবো না। কিন্তু স্মরণে অবশ্যই থাকতে হবে। না হলে তো এত পাপ কিভাবে বিনাশ হবে। এছাড়া জ্ঞান তো হলো খুবই সহজ। ৮৪ জন্মের চক্র কিভাবে লাগিয়েছো, এটা যে কাউকে তোমরা বোঝাতে পারো। কিন্তু স্মরণে যাঁরাতে পরিশ্রম আছে। ভারতের প্রাচীন যোগ বিখ্যাত। কি জ্ঞান প্রদান করেন - মন্মানভব অর্থাৎ মামেকম্ স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমরা গেয়েও ছিলে যে আপনি যখন আসবেন তখন অন্যান্য সকল সজা ছেড়ে একসজা জুড়ে নেব। আপনার কাছে সমপিত হয়ে যাব। আপনাকে ছাড়া আর কাউকে স্মরণ করবো না। প্রতিজ্ঞা করেছিলে তথাপি ভুলে কেন যাও? বলেছিলে যে - হাত দিয়ে কাজ করেও হৃদয় দিয়ে স্মরণ করবো... কর্মযোগী তো হলে তোমরাই। ধান্দা ইত্যাদি করেও বুদ্ধির যোগ বাবার সাথে লাগাতে হবে। প্রেমিক বাবা নিজেই বলছেন যে তোমরা প্রেমিকা হয়ে আমাকে অধিক কল্প স্মরণ করেছিলে। এখন আমি এসে গেছি, আমাকে স্মরণ করো। এই স্মরণই বারে বারে ভুলে যাও, এতেই পরিশ্রম আছে। কর্মাতীত অবস্থা হয়ে গেলে তো এই শরীরই ছেড়ে দিতে হবে। যখন রাজধানী স্থাপন হয়ে যাবে তখন তোমরা কর্মাতীত অবস্থাকে প্রাপ্ত

করবে। এখন তো সবাই হলো পুরুষার্থী। সবথেকে বেশি মাম্মা-বাবা স্মরণ করেছিলেন। সূক্ষ্মলোকেও সেটা দেখা যায়।

বাবা বোঝাচ্ছেন যে - আমি যার মধ্যে প্রবেশ করি, তার সেই জন্ম হল অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম। সে-ও পুরুষার্থ করছে। কর্মাতীত অবস্থাতে এখন কেউই পৌঁছাতে পারবে না। কর্মাতীত অবস্থা এসে গেলে তো পুনরায় এই শরীরই আর থাকতে পারবে না। বাবা তো অত্যান্ত ভালোভাবে বোঝাচ্ছেন। এখন যারা বুঝছে তাদের বুদ্ধিতে আছে। হেভেনলি গডফাদার হলেন একজনই। তাঁর কাছেই জ্ঞানের সবকিছু সামগ্রী আছে। তিনি হলেন জাদুঘর। আর কারো থেকে সুখ-শান্তি পবিত্রতার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হতে পারে না। বাবা অত্যান্ত ভালো রীতি বোঝাচ্ছেন। বাচ্চাদেরকে ধারণ করে অন্যদেরকেও ধারণ করাতে হবে। যতটা ধারণ করবে, ততোই উত্তরাধিকার নিতে পারবে। দিন-প্রতিদিন অনেক পুষ্টিকর জিনিস প্রাপ্ত হতে থাকবে। লক্ষ্মী-নারায়ণকে দেখো কত মিষ্টি। তাদের মত মিষ্টি হতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার। আর কী কোনো সংসজ্ঞে এই রকম বলা হবে কী? এটা হল আমাদের একেবারেই নতুন ভাষা, যাকে স্পিরিচুয়াল নলেজ বলা হয়।

ধারণার জন্মে মুখ্য সারঃ

১) বাবার দ্বারা যে সুখ-শান্তি-পবিত্রতার জিনিসপত্র (বক্সর) প্রাপ্ত হয়েছে সেগুলি সবাইকে দিতে হবে। প্রথমে বিকারের দান দিয়ে পবিত্র হতে হবে পুনরায় অবিনাশী জ্ঞান ধনের দান করতে হবে।

২) দেবতাদের মতো মিষ্টি হতে হবে। বাপ দাদার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলো, তা সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে আর বাবার স্মরণে থেকে বিকর্মও বিনাশ করতে হবে।

বরদানঃ

নিজের প্রতি বা সকল আত্মাদের প্রতি ল'ফুল হয়ে ল'মেকার তথা নিউ ওয়ার্ল্ড মেকার ভব
যে নিজের প্রতি ল'ফুল হয় সে-ই অন্যদের প্রতিও ল'ফুল হতে পারে। যে স্বয়ং ল'কে বেরক করে সে অন্যদের উপরও ল'চালাতে পারে না, এইজন্য নিজেকে দেখো যে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মনসা সংকল্পে, বাণীতে, কর্মে, সম্পর্ক বা একে অপরকে সহযোগ দেওয়াতে বা সেবাতে কোথাও ল'বেরক তো হয়না! যে ল'মেকার হয়, সে ল'বেরকার হতে পারে না। যে এই সময় ল'মেকার হয়, সে-ই পিস মেকার, নিউ ওয়ার্ল্ড মেকার হয়ে যায়।

স্লেগানঃ

কর্ম করতে করতে কর্মের ভালো বা খারাপের প্রভাবে না আসাই হল কর্মাতীত স্থিতি।

* বক্সর = সিন্ধি শব্দ, অর্থ সব জিনিসপত্র

"মিস্টি বাচ্চারা - এখন তোমরা এমন দুনিয়ার মালিক হতে চলেছো যেখানে সীমিত কোনো কিছু নেই, যোগ বলের দ্বারা সমগ্র বিশ্বের রাজত্ব নেওয়া এও এক বড় বিস্ময়"

*প্রশ্নঃ - ড্রামার কোন্ বন্ধনে বাবাও আবদ্ধ হয়ে আছেন ?

*উত্তরঃ - বাবা বলেন, আমাকে বাচ্চারা তোমাদের সামনে আসতেই হয়, আমি এই বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছি। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি আসছি, ততক্ষণ পর্যন্ত ফাঁস লেগে থাকা গ্রন্থী কিছুতেই খুলবে না। এছাড়া আমি তোমাদের উপরে কোনো কৃপা বা আশীর্বাদ করবার জন্ম আসি না। আমি কোনো মৃতকে জীবন্ত করি না। আমি তো আসি তোমাদেরকে, পতিতদেরকে পবিত্র করতে।

*গীতঃ- তোমাকে পেয়ে মোরা সারা জগৎ পেয়ে গেছি...

ওম্ শান্তি । গীতের শব্দ গুলি শুনে বাচ্চারা তোমাদের রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠার কথা, কেননা তোমরা সামনে বসে রয়েছে। সম্পূর্ণ দুনিয়ায় যতই বিদ্বান, পন্ডিত, আর্চ্য আছে, কোনও মানুষই এ'কথা জানেনা যে অসীম জগতের পিতা প্রতি ৫ হাজার বছর পরে আসেন। বাচ্চারা জানে। বাচ্চারা বলে, আমরা যেমনই হই, আমরা হলাম তোমার। বাবা বোঝান - তোমরা যে যেমনই হও- আমার সন্তান। তোমরাও জানো বাবা হলেন সব আত্মাদের পিতা। সবাই আহ্বান করে। বাবা বোঝান - দেখো রাবণের কিরূপ ছায়া পড়েছে। একজনও কেউ বুঝতে পারেনা যে যাকে আমরা পরমপিতা পরমাৎমা বলি, তাঁকে পিতা সম্বোধন করে খুশীর অনুভব হয় না কেন, সে কথা ভুলে গেছে। সেই পিতা আমাদের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করেন। বাবা নিজে বোঝান, এত সহজ কথাও কেউ বুঝতে পারেনা। বাবা বোঝান ইনি তো সেই পিতা, যাকে সম্পূর্ণ দুনিয়া আহ্বান করে - ও খোদা, হে রাম...এমন করে ডাকতে ডাকতে প্রাণ ত্যাগ করে। এখানে সেই পিতা তোমাদেরকে পড়াতে এসেছেন। তোমাদের বুদ্ধি এখন সেইখানে চলে গেছে। বাবা এসেছেন - কল্প পূর্বের মতন। কল্প-কল্প বাবা এসে পতিত থেকে পবিত্র করে দুর্গতি থেকে সদগতিতে নিয়ে যান। গায়নও করে সকলের পতিত-পাবন বাবা। এখন তোমরা বাচ্চারা তাঁরই সম্মুখে বসে আছো। তোমরা হলে মোস্ট বিলাভেড সুইট চিলড্রেন অর্থাৎ অতি প্রিয় মিস্টি বাচ্চারা। এই হল ভারতবাসীদেরই কথা। বাবাও ভারতেই জন্ম নেন। বাবা বলেন, আমি ভারতে জন্ম গ্রহণ করি তাই তারাই আমার প্রিয় হবে। সবাই তাঁকেই স্মরণ করে। যে, যে ধর্মের মানুষ সে নিজের ধর্ম স্থাপককে স্মরণ করে। ভারতবাসী জানেনা আমরা আদি সনাতন ধর্মের ছিলাম। বাবা বোঝান - ভারত হল প্রাচীন দেশ তখন বলে কে বলেছে শুধু ভারত ছিল। অনেক কথা শুনেছেন। অনেকে অনেক কিছু বলবে। কেউ বলে কে বলেছে যে গীতা শিব পরমাৎমা শুনিয়েছেন। কৃষ্ণও তো পরমাৎমা ছিল, কৃষ্ণ শুনিয়েছে। পরমাৎমা হলেন সর্বব্যাপী। তাঁরই এই খেলা। এই সব রূপ হল ভগবানের। ভগবান অনেক রূপ ধারণ করে লীলা খেলা করেন। ভগবান যা চান তাই করেন। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো, মায়া খুব প্রবল অর্থাৎ শক্তিশালী। আজ বলে, বাবা আমরা অবিনাশী উত্তরাধিকার অবশ্যই নেব, নর থেকে নারায়ণ হবো। কাল থাকবে না। তোমরা তো জানো অনেকে চলে গেছে, ত্যাগ করেছে। মাম্মাকে গাড়িতে বসিয়ে সেবাতে যেত। আজ নেই। এমন ভালো-ভালো বাচ্চারাও মায়ার সজ্জী হয়ে এমন ভাবে পতনের পথে চলে গেছে। যারা কল্প পূর্বে বুঝেছিল তারাই বুঝবে। আজকাল দুনিয়ায় কি হচ্ছে আর তোমরা বাচ্চারা নিজেদেরকে দেখো কেমন রূপে পরিণত হচ্ছে। গীতা শুনেছো না। বলে, আমরা এমন বঁসা বা অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি যে আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক হয়ে যাই। সেখানে জাগতিক সীমার কোনো কথা নেই। এখানে সীমা অঙ্কিত আছে। বলে, আমাদের আকাশে তোমাদের বিমান এলে শূট করে দেব। সেখানে কোনো সীমা নেই। এই গানও গায় কিন্তু অর্থ বোঝে না। তোমরা তো জানো যথাযথভাবে বাবার কাছে আমরা পুনরায় বিশ্বের মালিক হচ্ছি। অনেক বার এই ৮৪-র চক্র পরিক্রমা করেছে। একটু সময় দুঃখ ভোগ করেছে, সুখ ভোগই বেশী, তাই বাবা বলেন বাচ্চারা তোমাদের অপার সুখ প্রদান করি। এখন মায়ার কাছে হার স্বীকার করোনা। বাবার অসংখ্য বাচ্চা আছে। সবাই তো একই রকম সুপুত্র হতে পারে না। কারো ৫-৭ টি করে সন্তান থাকে - তাদের মধ্যে ১-২ জন কুপুত্র হয় তো মাথা খারাপ করে দেয়। লক্ষ্য কোটি টাকা অপচয় করে। পিতা খুব ধর্মাৎমা, সন্তান রা একেবারে পতিত। বাবা এমন অনেককে দেখেছেন।

তোমরা বাচ্চারা জানো, সম্পূর্ণ দুনিয়া হল এই অসীম জগতের পিতার সন্তান। বাবা বলেন আমরা জন্ম স্থান হল এই ভারত। প্রত্যেকের নিজের জন্মভূমির প্রতি সম্মান থাকে। অন্যত্র কোথাও দেহ ত্যাগ করলে নিজের গ্রামে নিয়ে আসা হয়। বাবাও আসেন ভারতে। ভারতবাসীদের অর্থাৎ তোমাদের পুনরায় অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রদান করেন। তোমরা বাচ্চারা বলবে আমরা পুনরায় সেই দেবতা স্বরূপ বিশ্বের মালিক হচ্ছি। আমরা মালিক ছিলাম, এখন তো কি অবস্থা হয়েছে। কোথা থেকে কোথায় এসে পড়েছে। ৮৪ জন্ম ভোগ করে এই রূপ অবস্থা হয়েছে। ড্রামাকে তো বুঝতে হবে তাইনা। একেই বলা হয় হার ও জিতের খেলা। ভারতেরই এই খেলা, এতে তোমাদের পটি আছে। ব্রাহ্মণদের অর্থাৎ তোমাদের সবচেয়ে উঁচু থেকে উঁচু পটি আছে - এই ড্রামায়। তোমরা সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক হও, অনেক সুখ ভোগ

কর। তোমাদের মতন সুখ অন্য কেউ ভোগ করতে পারেনা। নামই হল স্বর্গ। এ হল নরক। এখানকার সুখ কাক বিষ্ঠা সম। আজ লাখপতি, পরজন্মে কি হবে? কিছু জানেনা। এই দুনিয়াটি হল পাপ আত্মাদের দুনিয়া। সংযুগ হল পুণ্য আত্মাদের দুনিয়া। তোমরা পুণ্য আত্মায় পরিণত হচ্ছে, তাই কখনও পাপ করা উচিত নয়। বাবার সঙ্গে সর্বদা সরল সোজা হয়ে চলা উচিত। বাবা বলেন আমার সঙ্গে ধর্মরাজ সদা আছেন, দ্বাপর থেকে। সংযুগ তেরতায় আমার সঙ্গে ধর্মরাজ থাকেন না। দ্বাপর থেকে তোমরা আমার উদ্দেশ্যে দান পুণ্য করে এসেছো। ঈশ্বর অর্পণ বলে তাইনা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের নাম দিয়ে লিখেছে - শ্রীকৃষ্ণ অর্পণম্। রিটান তো দেবেন একমাংস বাবা তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্পণম্ বলা ভুল। ঈশ্বর অর্পণম্ বলা ঠিক। শ্রী গণেশ অর্পণ বললে কিছু লাভ হবে না। তবু ভাবের ফল কিছু দিয়ে থাকি সবাইকে। আমাকে তো কেউ জানেনা। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা সব কিছু শিববাবাকে সর্পাণ করি। বাবাও বলেন, আমি এসেছি তোমাদের ২১ জন্মের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করতে। এখন হল অবতরণ কলা। রাবণ রাজ্যে দান পুণ্য ইত্যাদি যা করা হয় সবই তো পাপ আত্মাদের দান করা হয়। কলা বা কোয়ালিটি কম হতেই থাকে। যদি কিছু প্রাপ্তি হয়েও যায় তাও অল্পকালের জন্ম। এখন তো তোমরা ২১ জন্মের জন্ম প্রাপ্ত কর। তাকে বলে রামরাজ্য। এমন বলবে না সেখানে ঈশ্বরের রাজ্য আছে। রাজ্য তো থাকে দেবী দেবতাদের। বাবা বলেন, আমি রাজত্ব করি না। তোমাদের যে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম ছিল, যা এখন প্রায় লুপ্ত হয়েছে। সেসব এখন পুনরায় স্থাপন হচ্ছে। বাবা তো হলেন কল্যাণকারী, তাঁকেই বলা হয় সংয পিতা। তোমাদেরকে সংয জ্ঞান প্রদান করছেন, নিজের এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তের। বাবা তোমাদের অসীম জগতের হিন্দ্রি-জিওগ্রাফি শোনাচ্ছেন। বিশাল এই উপার্জন। তোমরা চক্রবর্তী রাজা হও। তারা যদিও হিংসা স্বরূপ হাতে চক্র দিয়েছে। আসলে এই হল জ্ঞান রূপী চক্র। কিন্তু এই জ্ঞান তো প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। তোমাদের এই হল মুখ্য চিহ্ন। এক দিকে ত্রিমূর্তি, অন্য দিকে বৃক্ষ এবং চক্র। বাবা বুঝিয়েছেন - শাস্ত্রের তো কল্পের আয়ু লক্ষ বছর লিখে দিয়েছে। সুতোর গুচ্ছটি সম্পূর্ণ ভাবে জড়িয়ে গেছে। বাবা ব্যতীত কেউ এই জট খুলতে পারবে না। বাবা স্বয়ং এসেছেন সম্মুখে। বলেন আমাকে ড্রামা অনুসারে আসতেই হয়। আমি এই ড্রামার বন্ধনে আবদ্ধ। এমন হতে পারে না যে আমি আসবই না। এমনও নয় যে আমি এসে মৃতদের জীবিত করি বা বুগীকে সুস্থ্য করি। অনেক বাচ্চারা বলে - বাবা আমাদের উপরে কৃপা করো। কিন্তু এখানে কৃপা ইত্যাদির কথা নেই। তোমরা আমাকে এইজন্য তো আহ্বান করো না যে আশীর্বাদ করো - আমাদের যেন কোনও কষতি না হয়। তোমরা আহ্বান করো, হে পতিত-পাবন এসো। দুঃখ-হরণকর্তা সুখ-প্রদানকর্তা এসো। শরীরের দুঃখ হরণ কর্তা তো ডাক্তাররাও হয়। আমি কি সেইজন্য আসি! তোমরা বলো নতুন দুনিয়া স্বর্গের মালিক করো বা শান্তি প্রদান করো। এমন নয় যে এসে রোগ মুক্ত করো। সদাকালের জন্ম শান্তি বা মুক্তি প্রাপ্ত করা সম্ভব নয়, পটি তো প্লে করতেই হয়। যারা পরে আসে, তারা শান্তি লাভ করে অনেক। এখনও আসছে। এতখানি সময় তো শান্তিধামে ছিল, তাইনা। ড্রামা অনুসারে যাদের পটি আছে, তারাই আসবে। পটি বদল হতে পারে না। বাবা বোঝান - শান্তি ধামে তো অনেক অনেক আত্মারা বাস করে, যারা পরে আসে। এইরূপ ড্রামা নির্দিষ্ট আছে। পরের দিকের আত্মাদের পরেই আসতে হবে। এই বৃক্ষটি পূর্ব নির্দিষ্ট আছে। এই চিহ্ন ইত্যাদি যা আছে সব তোমাদের বোঝাতে হবে। আরও অনেক চিহ্ন তৈরি হবে, কল্প পূর্বের মতন তৈরি হবে। ৮৪-র বিস্তার বৃক্ষও আছে। ড্রামা চক্রও আছে। এখন সিঁড়ি র চিহ্ন তৈরি হয়েছে। মানুষ তো কিছুই জানে না। একেবারে বোধহীন। এখন বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে পরমপিতা পরমাত্মা হলেন জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর, তিনি আমাদের এই দেহের আধার নিয়ে পড়াচ্ছেন। বাবা বলেন, আমি আসি তার মধ্যে যে সর্ব প্রথমে বিশ্বের মালিক ছিল। তোমরাও জানো - যথাযথভাবে আমরাও ব্রহ্ম দ্বারা বরাহমণ হই। গীতায় এই কথা লেখা নেই। বাবা বলেন ইনি (ব্রহ্ম বাবা) নিজেই নারায়ণ পূজা করতেন, টেরনে যাওয়া করতে করতে, গীতা পাঠ করতেন। মানুষ ভাবে, ইনি তো ধর্মাত্মা। এখন সেই সব কথা ভুলে যাচ্ছেন। তবুও ব্রহ্ম বাবা গীতা ইত্যাদি পাঠ তো করেছেন তাইনা। বাবা বলেন আমি এইসব জানি। এখন তোমরা চিন্তন করো যে আমরা কার সম্মুখে বসে আছি, যাঁর দ্বারা বিশ্বের মালিক হও, তাহলে কষণে কষণে তাঁকে ভুলে যাও কেন? বাবা বলেন তোমাদেরকে ১৬ ঘন্টা ফ্রী দিয়েছি, বাকি সময়ে নিজের সাভিস করো। নিজের সাভিস করা অর্থাৎ বিশ্বের সাভিস করা। এতখানি পুরুষার্থ করো যাতে কর্ম করে কম পক্ষে ৮ ঘন্টা বাবাকে স্মরণ করো। এখন সারা দিনে ৮ ঘন্টা বাবাকে স্মরণ করতে পারবে না। ওই অবস্থা যখন হবে তখন বুঝবো এই আত্মা অনেক সাভিস করে। আমরা অনেক সাভিস করি, এমন ভেবো না। ভাষণ খুব ফার্স্টক্লাস করো কিন্তু যোগ একদম নেই। যোগের যাওয়াই হল মুখ্য।

বাবা বলেন মাথার উপরে বিকর্মের বোঝা অনেক, তাই সকালে উঠে বাবাকে স্মরণ করো। ২ টো থেকে ৫ টা ফার্স্টক্লাস বায়ুমন্ডল থাকে। আত্মা রাতের আত্ম-অভিমানী হয়ে যায়, যাকে নিদ্রা বলা হয়। তাই বাবা বলেন যতখানি সম্ভব বাবাকে স্মরণ করো। এখন বাবা বলেন, "মন্মনাভব"। এ হল উত্তরণ কলার মন্সর। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্মেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা গুঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্মে মুখ্য সারঃ-

১) বাবার সঙ্গে সোজা এবং সংযত হয়ে চলতে হবে। কল্যাণকারী বাবার সন্তান তাই সকলের কল্যাণ করতে হবে। সুপুত্র হতে হবে।

২) কর্ম করার সাথে কম পক্ষে ৮ ঘণ্টা স্মরণে নিশ্চয়ই থাকতে হবে। স্মরণই হল মুখ্য - এর দ্বারা বিকর্মের বোঝা কম করতে হবে।

বরদানঃ

পুরুষার্থ শব্দটিকে যথার্থ রীতিতে ব্যবহার করে সদা এগিয়ে থেকে শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থী ভব
অনেক সময়ে পুরুষার্থী শব্দটি হার মেনে নেওয়ার বা অসফল হওয়ার ভালো ঢাল স্বরূপ হয়ে যায়, যখন কোনও ভুল হয়
তখন বলে আমরা তো পুরুষার্থী। কিন্তু যথার্থ পুরুষার্থী কখনও হার স্বীকার করে না। কারণ পুরুষার্থ শব্দের যথার্থ অর্থ হল
নিজেকে পুরুষ অর্থাৎ আত্মা নিশ্চয় করে চলা। এমন আত্মিক স্থিতিতে থেকে পুরুষার্থী তো সর্বদা লক্ষ্যকে সামনে রেখে
চলে, তারা কখনও থামে না, সাহস বা উৎসাহ ব্যাগ করে না।

স্মরণঃ

মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্মৃতিতে থাকো, এই স্মৃতিই মালিকানার অনুভূতির স্মৃতি অনুভব করায়।

"কর্মাভীত স্থিতির গৃহ্য পরিভাষা"

আজ বিদেহী বাপদাদা বিদেহী স্থিতিতে স্থিত তাঁর শ্রেষ্ঠ বাচ্চাদের দেখছেন। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মা বিদেহী হওয়ার বা কর্মাভীত হওয়ার শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যকে নিয়ে সম্পূর্ণ স্টেজের কাছাকাছি চলে আসছে। সুতরাং আজ বাপদাদা বাচ্চাদের কর্মাভীত বিদেহী স্থিতির নৈকট্য দেখছিলেন যে কে কে কতো নিকটবর্তী হয়েছে, 'ফলো বরহমা বাবা' কতটা করেছে বা করছে! সবাই লক্ষ্য বাবার নিকটবর্তী হওয়ার আর তাঁর সমান হওয়ার। কিন্তু 'স্বাকটিক্যালি তা' করতে নম্বর-করম হয়ে যায়। এই দেহে থেকে বিদেহী অর্থাৎ কর্মাভীত হওয়ার বাস্তব একসাম্পল (উদাহরণ) বরহমাবাবাকে দেখেছি। তাহলে কর্মাভীত হওয়ার বিশেষত্ব কী? যতক্ষণ এই দেহে আছে, কর্মেন্দ্রিয়ের সাথে এই কর্মক্ষেত্রে ভূমিকা (পাটি) পালন করছে, ততক্ষণ কর্ম ব্যতীত এক সেকেন্ডও থাকতে পার না। কর্মাভীত অর্থাৎ কর্ম করাকালীন কর্মের বন্ধন থেকে উঠবে। এক হলো বন্ধন, আরেক হলো সম্বন্ধ। কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্মের সম্বন্ধে আসা আলাদা বয়াপার, কর্মের বন্ধনে বেঁধে যাওয়া সেটা আলাদা বয়াপার। কর্মবন্ধন তোমাদেরকে কর্মের সীমিত ফলের বশীভূত বানায়। বশীভূত শব্দ যেকোনো কারও বশে হওয়াই প্রমাণ করে। যারা বশ হয় তারা ভূতের সমান এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়, কর্তব্যজ্ঞানহীন হয়ে যায়। যেমন অশুশ্র আত্মা যখন ভূত হয়ে প্রবেশ হয় তখন মনুষ্য আত্মার কী অবস্থা হয়? পরবশ হয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে এদিকে ওদিকে ঘুরতে থাকে। এইভাবে কর্মের বশীভূত অর্থাৎ কর্মের বিনাশী ফলের ইচ্ছার বশীভূত যদি হয় তাহলে কর্মও বন্ধনে বেঁধে বুদ্ধি দ্বারা ভুল পথে ঘোরাতে থাকে। একে বলা হয় কর্মবন্ধন, যা নিজেকেও হারান করে আর অন্যকেও নাকাল করে। কর্মাভীত অর্থাৎ কর্মের বশ হওয়া নয়, বরং মালিক হয়ে, অথরিটি হয়ে কর্মেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধে আসে, বিনাশী কামনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম করায়। কর্ম যেন আত্মা-মালিককে নিজের অধীন না করে, কিন্তু আত্মা যেন অধিকারী হয়ে কর্ম করাতে থাকে। কর্মেন্দ্রিয় নিজের আর্কষণে আকৃষ্ট করে অর্থাৎ তখন তোমরা কর্মের বশীভূত হও, অধীন হও, বন্ধনে বেঁধে যাও। কর্মাভীত অর্থাৎ এর উঠবে হওয়া অর্থাৎ পৃথক হওয়া। চোখের কাজ দেখা, কিন্তু দেখার এই কর্ম কে করায়? চোখ কর্ম করে আর আত্মা কর্ম করায়। সুতরাং আত্মা, যে কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম করায়, সে যদি নিজেই কর্মেন্দ্রিয়ের বশ হয়ে যায় - তাকে বলে কর্মবন্ধন। করানোর মালিক

হয়ে যদি কর্ম করাও তাহলে সেটা বলা হবে কর্ম-সম্বন্ধে আসা। কর্মাভীত আত্মা সম্বন্ধে আসে, কিন্তু কর্মবন্ধনে থাকে না। কখনো কখনো তোমরা বলো না যে বলতে চাইনি কিন্তু বলে ফেলেছি, করতে চাইনি কিন্তু করে ফেলেছি। একে বলা হয়ে থাকে কর্মের বন্ধনে বশীভূত আত্মা। এইরকম আত্মা কর্মাভীত স্থিতির কাছে বলবে নাকি দূরে বলবে?

কর্মাভীত অর্থাৎ দেহ, দেহের সম্বন্ধ, পদার্থ, লৌকিক বা অলৌকিক উভয় সম্বন্ধের বন্ধনের উঠবে অর্থাৎ স্বতন্ত্র। যদিও 'সম্বন্ধ' শব্দ ব্যবহৃত হয় দেহের সম্বন্ধে, দেহের বন্ধু-পরিজনের সম্বন্ধে, কিন্তু যদি দেহে বা সম্বন্ধে কোনও অধীনতা থাকে তাহলে সম্বন্ধও বন্ধন তৈরি হয়ে যায়। সম্বন্ধ শব্দ স্বতন্ত্র অথচ প্রিয় অনুভব করায়। আজকের সকল আত্মাদের সম্বন্ধ বন্ধনের রূপে রূপান্তরিত হয়েছে। যখন সম্বন্ধ, বন্ধনের রূপ ধারণ করে নেয়, তখন বন্ধন সবসময় নিজেকে কোনো না কোনো প্রকারে মনঃকষ্ট, শোক, অভিমান ইত্যাদি মানসিক যন্ত্রণা দিতে থাকে, দুঃখের তরঙ্গ অনুভব করাবে, নিরানন্দ অনুভব করাবে। বিনাশী প্রাপ্তি হলেও অল্পকালের জন্য তারা প্রাপ্তির সুখ অনুভব করবে। সুখের সাথে সাথে এই মুহূর্তে প্রাপ্তিস্বরূপের অনুভব হবে, পরমুহূর্তে প্রাপ্তি হওয়া সত্ত্বেও অপ্রাপ্ত স্থিতির অনুভব হবে। পরিপূর্ণ হয়েও নিজেকে খালি-খালি অনুভব করবে। সবকিছু থাকা সত্ত্বেও অনুভব করতে থাকবে 'আরও কিছু চাই' আর যেখানে 'চাই-চাই' থাকবে সেখানে কখনও সন্তুষ্টি থাকবে না। মনও সদা খুশি থাকবে, তনও খুশি থাকবে, অন্যরাও খুশি থাকবে - তা' সবসময় হতে পারে না। কোনো না কোনও বিষয়ে না চাইতেও নিজের প্রতি অথবা অন্যের প্রতি নারাজ হতে থাকবে, নারাজ হওয়া অর্থাৎ রহস্য না বোঝা, অধিকারী হয়ে কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম করানোর রহস্য বোঝেনি। সুতরাং নারাজই তো হবে, তাই না! কর্মাভীত কখনো নারাজ হবে না, কারণ তারা কর্ম-সম্বন্ধ এবং কর্ম-বন্ধনের রহস্য জানে। কর্ম করো, কিন্তু বশীভূত হয়ে নয়, অধিকারী মালিক হয়ে করো। কর্মাভীত অর্থাৎ নিজের অতীত কর্মের হিসেব-নিকেশের বন্ধন থেকেও মুক্ত। এমনকি, তা' অতীত কর্মের হিসেব-নিকেশের ফলস্বরূপ তনের রোগ হোক, বা মনের সংস্কারের সাথে অন্য আত্মাদের সংস্কার-সমূহের দ্বারা সংঘর্ষ, কিন্তু যে কর্মাভীত, কর্মভোগের বশ না হয়ে মালিক হয়ে সে'সব চুকিয়ে দেবে। কর্মযোগী হয়ে কর্মভোগ চুকানো, কর্মাভীত হওয়ার লক্ষণ। যোগের দ্বারা কর্মভোগ হাসতে হাসতে শূলকে কাঁটায় পরিণত করে ভস্ম করা অর্থাৎ কর্মভোগ সমাপ্ত করা। ব্যাধির আকার যেন না হয়! যে ব্যাধির রূপ ধারণ করে নেয়, সে নিজে সদা ব্যাধিরই বর্ণন করতে থাকবে। মনে মনেও বর্ণন করবে আর মুখেও বর্ণন করবে। দ্বিতীয় বিষয় হলো, ব্যাধির রূপ হওয়ার কারণে নিজেও জ্ঞান-ধনের দৈন্দ্যদশায় অধোগামী হবে আর অন্যকেও উদ্বেগের মধ্যে ফেলবে। সে চিৎকার করবে আর কর্মাভীত বাগ মানিয়ে নেবে। কারও সামান্য ব্যথা-বেদনা হলেই খুব চিৎকার করে আর কারও বেশি ব্যথা হওয়া সত্ত্বেও বাগ মানিয়ে নেয়। যারা কর্মাভীত স্থিতির, তারা দেহের মালিক হওয়ার কারণে কর্মভোগেও স্বতন্ত্র হওয়ায় অভ্যস্ত। মাঝে মাঝে অশরীরি স্থিতির অনুভব তাকে অসুস্থতার উঠবে নিয়ে যায়। যেমন, সায়েন্সের সাধন

দ্বারা বেহুঁশ করা হয়, সেইজন্য বয়থা থাকলেও সেটা বিস্মৃত থাকে, বয়থা ফীল করে না, কারণ ওষুধের নেশা থাকে তথা আচ্ছন্নতা থাকে । সুতরাং যারা কর্মমাতীত অবস্থায় আছে তারা অশরীরি হওয়ায় অভ্যস্ত ব'লে মাঝে মাঝে এই অধ্যাত্ম ইঞ্জেকশন লাগে । সেইজন্য সে অনুভব করে শূল কাঁটা হয়ে গেছে । আরেকটা বিষয় - ফলো ফাদার হওয়ার কারণে বিশেষ আঙ্গণকারী হওয়ার প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে বাবার থেকে হৃদয়ের বিশেষ আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয় ।

এক, অশরীরি হওয়ার নিজ অভ্যাস, দুই, আঙ্গণকারী হওয়ার প্রত্যক্ষ ফলরূপ বাবার আশীর্বাদ সেই অসুস্থতা অর্থাৎ কর্মভোগকে শূল থেকে কাঁটায় বদলে দেয় । কর্মমাতীত স্প্রেষ্ঠ আত্মা কর্মভোগকে কর্মযোগের স্থিতিতে পরিবর্তন করে দেবে । তাহলে, তোমাদের এইরকম অনুভব হয় নাকি অনেক বড় বিষয় ব'লে মনে করো ? সহজ নাকি কঠিন ? ছোট বিষয়কে বড় ক'রে বানানো অথবা বড় বিষয়কে ছোট বানানো - এটা নিজের স্থিতির উপরে । অধোগামী হওয়া অথবা নিজস্ব অধিকারীভাবের মর্যাদা বজায় রাখা, তোমার নিজের উপরে নির্ভর করে । 'কী হয়ে গেল' ! অথবা, 'যা হয়েছে ভালো হয়েছে' এই মনোভাবনা তোমার উপরে নির্ভর করে । এই নিশ্চয় খারাপকেও ভালোতে পরিবর্তন করতে পারে, কেননা, হিসেব-নিকেশ চুকে যাওয়ার কারণে কিংবা প্র্যাকটিক্যাল পেপার সময় সময়ে ড্রামা অনুসারে হওয়ার কারণে কিছু বিষয় ভালোরূপে তোমাদের সামনে আসবে এবং কখনো কখনো ভালোরূপ হওয়া সত্ত্বেও বাহ্যিকরূপ হবে কষতিকর বা যেটাকে তোমরা বলো - যেভাবে হলো সেটা ঠিক হয়নি ।

পরিস্থিতি আসবে, এখনো পর্যন্ত সেইভাবেই পরিস্থিতি এসেছে আর আসতেও থাকবে । কিন্তু লোকসানের পর্দার অন্তরালে লাভ লুকিয়ে থাকে । বাইরের পর্দা লোকসানের প্রতীয়মান হয়, যদি অল্প কিছু সময়ের জন্য ধৈর্যবৎ, সহনশীল স্থিতির দ্বারা অন্তর্মুখী হয়ে দেখ, তাহলে বাইরের পর্দার অন্তরালে যা লুকিয়ে আছে, সেটাই তোমাদের দৃশ্যগোচরে আসবে, আপাত দৃষ্টিতে যা দেখা যায় সেটা তোমরা দেখেও দেখবে না । তোমরা যে হোলিহংস, তাই না ? যখন সেই সকল হংস কাঁকর আর রত্নকে আলাদা করতে পারে, তখন হোলিহংস লুকানো লাভ নিয়ে নেবে, লোকসানের মধ্যে লাভ ঠিকই খুঁজে নেবে । বুঝেছ ? তোমরা তাড়াতাড়ি ঘাবড়ে যাও, তাই না ! এতে কী হয় ? যে ভালো ভাবনা ভাবতে পারতে, তা' ঘাবড়ে যাওয়ার কারণে বদলে যায় । সুতরাং ঘাবড়ে যেও না । কর্মকে দেখে কর্মের বন্ধনে আটকে যেও না । কী হয়ে গেল ! কীভাবে হয়ে গেল ! এইরকম তো হওয়া উচিত নয় ! আমার সাথেই কেন হয় ! বোধহয় আমার ভাগ্যই এইরকম - এই সব রশিতে ক্রমশঃ বেঁধে যেতে থাকো । তোমাদের এই সঙ্কল্পই রশি (রঞ্জু) । সেইজন্য কর্মের বন্ধনে আটকে যাও । বর্যথ সঙ্কল্পই কর্মবন্ধনের সূক্ষ্ম রশি । কর্মমাতীত আত্মা বলবে - যা কিছু হয় তা' ভালো, আমিও ভালো, বাবাও ভালো, ড্রামাও ভালো । এই সবই বন্ধন কাটতে কাঁচির কাজ করে । বন্ধন কেটে গেলে তো কর্মমাতীত হয়ে গেলে, তাই না ! কল্যাণকারী বাবার বাচ্চা হওয়ার কারণে সজাময়ুগের প্রতিটা সেকেন্ড কল্যাণকারী । প্রতি সেকেন্ডে তোমাদের কারবার হওয়া উচিত কল্যাণ করা, সেবা মাংরই কল্যাণ করা । বরাহমণের অক্যুপেশনই বিশ্ব-পরিবর্তক, বিশ্ব-কল্যাণী । এইরকম নিশ্চয়বুদ্ধি আত্মাদের জন্য প্রতিটা মুহূর্ত নিশ্চিতরূপে কল্যাণকারী । বুঝেছ ?

কর্মমাতীতের পরিভাষা এখন তো অনেক আছে । যেমন, কর্মের গতি গভীর ; কর্মমাতীত স্থিতির পরিভাষাও অতি মহান, আর কর্মমাতীত হওয়া আবশ্যিক । কর্মমাতীত না হয়ে বাবার সাথে ফিরেও যেতে পারবে না । বাবার সাথে কারা যাবে ? যারা সমান হবে । বরহমাবাবাকে দেখেছ - কীভাবে তিনি কর্মমাতীত স্থিতি প্রাপ্ত করেছেন ? কর্মমাতীত হওয়ার জন্য তাঁকে ফলো করা অর্থাৎ বাবার সাথে ফিরে যাওয়ার যোগ্য হওয়া । আজ বাবা এটুকুই শুনিয়েছেন, এখন শুধু এটা চেকিং করো, পরে তিনি আবার তোমাদের বলবেন ।

যারা, সর্ব অধিকারী স্থিতিতে স্থিত থাকে, কর্মবন্ধনকে কর্মের সম্বন্ধে পরিবর্তন করে, কর্মভোগকে কর্মযোগের স্থিতি দ্বারা শূলকে কাঁটায় পরিণত করে, প্রতি মুহূর্তে কল্যাণ করে, সদা বরহমাবাবা সমান কর্মমাতীত স্থিতির কাছাকাছি অনুভব করে, এমন বিশেষ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্মেহ আর নমস্কার ।

'অব্যক্ত বাপদাদার পাটিদের সজ্ঞা সাক্ষাৎকারঃ-'

১) সদা নিজেকে শক্তিশালী বাবার শক্তিশালী বাচ্চা অনুভব করো ? কখনো শক্তিশালী, কখনো দুর্বল - এইরকম নয় তো ? শক্তিশালী অর্থাৎ সদা বিজয়ী । যে শক্তিশালী তার কখনো পরাজয় হতে পারে না । স্বপ্নেও তাদের পরাজয় হবে না । স্বপ্ন, সঙ্কল্প আর কর্ম সবকিছুতে সদা বিজয়ী - একেই বলে শক্তিশালী । তোমরা কি এইরকম শক্তিশালী ? কেননা, যে আজকের বিজয়ী, বহুকাল ধরে সে-ই বিজয়মালায় গায়ন-পূজন যোগ্য হয় । যদি বহুকালের বিজয়ী নও, শক্তিশালী নও, তাহলে বহুকালের গায়ন-পূজন যোগ্য হতে পারো না । যারা সদা আর বহুকালের বিজয়ী, তারাই বহু সময় বিজয়মালায় গায়ন-পূজনে আসে আর যারা কখনো কখনো বিজয়ী হয়, তারা কখনো কখনো অর্থাৎ ১৬ হাজারের মালায় আসবে । সুতরাং হিসেব বহুকালের আর সবসময়ের । ১৬ হাজারের মালা সব মন্দিরে হয় না, মাংর কোথাও কোথাওই হয় ।

২) সবাই নিজেকে এই বিশাল ড্রামাতে পটধারী আত্মা মনে করো ? তোমাদের সকলের হিরো পটি । হিরো পটধারী হয়েছ ? কারণ যিনি উঁচুতম থেকেও উঁচু বাবা, তিনি জিরো - তাঁর সাথে তোমরা পটি তথা ভূমিকা পালন করছ । তোমরাও জিরো অর্থাৎ বিন্দু । কিন্তু তোমরা শরীরধারী আর বাবা সদা জিরো । সুতরাং, জিরোর সাথে ভূমিকা পালনকারী তোমরা হিরো অ্যাক্টর - এই স্মৃতি থাকলে সদাই যথার্থ পটি পালন করবে, আপনা থেকেই তোমাদের অ্যাটেনশন । চলে যাবে । যেমন সীমিত পরিসরের ড্রামাতেও হিরো পটধারীর কতো অ্যাটেনশন থাকে ! সবচাইতে বড় হিরো পটি তোমাদের ! সদা এই নেশা আর খুশিতে থাকো - বাঃ, আমার হিরো পটি, যা সারা বিশ্বের আত্মারা বারবার শাবাশ-শাবাশ করে ! দ্বাপর থেকে এই যে কীতন অর্থাৎ গুণ বর্ণনা করা হয়, তা' তোমাদের এই সময়ের হিরো পাটেরই স্মৃতিচিহ্ন । কতো সুন্দর স্মরণিক তৈরি হয়েছে ! তোমরা স্বয়ং হিরো হয়েছ, তবেই তো পরবর্তীতে এখনও পর্যন্ত তোমাদের গায়ন চলছে । অন্তিম জন্মেও নিজেদের গায়ন শুনছ । গোপীবল্লভেরও গায়ন আছে, তো তাঁর বাল-সখাদেরও গায়ন আছে, গোপিনীদেরও গায়ন আছে । শিবরূপে বাবার গায়ন আছে তো বাচ্চাদের গায়ন আছে শক্তিরূপে ! সুতরাং সদা হিরো পটি পালনকারী শ্রেষ্ঠ আত্মা তোমরা - এই স্মৃতি বজায় রেখে খুশির সাথে এগিয়ে চলো ।

কুমারদের সাথে - ১) তোমরা তো সহজযোগী কুমার, তাই না ? নিরন্তর যোগী কুমার, কর্মযোগী কুমার, কেননা কুমার নিজেকে যতটা অপ্রচলিত করতে চায় ততটাই এগিয়ে যেতে পারে । কেন ? তারা নির্বন্দন, তাদের কোনো বোঝা নেই আর দায়িত্ব নেই, সেইজন্য তারা হালকা । হালকা হওয়ার কারণে যত উঁচুতে যেতে চায় যেতে পারে । নিরন্তর যোগী, সহজ যোগী হওয়াই উঁচু স্থিতি, এটাই উঁচুতে যাওয়া । এইরকম যারা উঁচু স্থিতিতে থাকে তাদের বলা হয়- 'বিজয়ী কুমার ।' তোমরা বিজয়ী, নাকি কখনো হার, কখনো জিত - এই খেলা খেল না তো ? যদি কখনো হার, কখনো জিতের সংস্কার থাকে তাহলে একরস স্থিতির অনুভব হবে না । একের ভালোবাসায় মগ্ন হওয়ার অনুভব হবে না ।

২) সদা সর্বকর্মে যারা চমৎকারিত্ব দেখায়, তোমরা সেই কুমার, তাই না ? কোনও কর্ম সাধারণ হতে দিও না, চমৎকার হোক । যেমন, বাবার মহিমা করো, বাবার সর্বোত্তম গুণ গাও, ঠিক সে'রকমই কুমার তোমরা অর্থাৎ সর্বকর্মে যারা চমৎকারিত্ব দেখায় । কখনো একরকম তো কখনো আরেক রকম, তেমন নয় । তোমরা সে'রকম নও, কোথাও কিছু আকর্ষণ করবে আর সেখানে আকৃষ্ট হয়ে যাবে । গড়াগড়ি খাওয়া ঘটি নও তোমরা । কখনো কোথাও গড়িয়ে পড়ছ তো কখনো আর কোথাও । এইরকম নয় । সর্বোত্তম হও । অবিনাশী, অবিনাশীই বানায় - যারা এমন ছালাঞ্জ করে, তাদের মতো হও । এইরকম চমৎকার করে দেখাও যে প্রত্যেক কুমার চলতে-ফিরতে ফরিস্তা, দূর থেকেই ফরিস্তা ভাবের অনুভব হবে । বাণীর দ্বারা সেবার স্প্রোপ্সাম তো অনেক বানিয়েছ, সেটা তো করবেই, কিন্তু লোকে প্রত্যক্ষ প্লেফ চায় । প্রত্যক্ষ স্প্রমাণ, সবচাইতে শ্রেষ্ঠ স্প্রমাণ । প্রত্যক্ষ স্প্রমাণ যদি অনেক হয়, তাহলে সেবা সহজে হয়ে যাবে । ফরিস্তাভাবের যদি সেবা করো, তাহলে পরিস্রম কম সফলতা বেশি হবে । শুধু বাণী দ্বারা সেবা ক'র না, বরং মন, বাণী আর কর্ম এই তিনের সেবা একসঙ্গে হোক, একেই বলে, 'চমৎকার' ! আচ্ছা !

বিদায়কালে- চতুর্দিকের তীব্র পুরুষাখী, সদা সেবাদারী, সদা ডবল লাইট হয়ে অন্যদেরও যারা ডবল লাইট বানিয়ে সফলতা অধিকারের সাথে স্প্রাপ্ত করে, সদা বাবা সমান সামনে এগিয়ে চলে এবং অন্যকেও অপ্রচলিত করে, এইরকম ভাবে সদা উৎসাহ-উদ্দীপনায় থাকে, এমন শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, স্নেহী বাচ্চাদের বাপদাদার গভীর হৃদয়ের অনেক অনেক স্মরণ-স্নেহ আর গুড মনিং ।

বরদানঃ- প্রতি কদমে সাবধানতা অবলম্বন করে অনেক পদমের উপার্জন জমা করে পদমপতি ভব বাবা বাচ্চাদের অনেক উঁচু স্টেজে থাকতে সতর্ক করছেন, সেইজন্য এখন সামান্যও গাফিলতি করার সময় নেই । এখন তো প্রতি কদমে সাবধানতা অবলম্বন ক'রে, কদমে পদম উপার্জন করতে করতে পদমপতি হও । তোমাদের নাম যেমন পদ্মাপদম ভাণ্ডারী, কর্মও তেমন হতে দাও । এক কদমও বিনা পদম উপার্জনে যেতে দিও না । সুতরাং, খুব ভেবেচিন্তে স্ত্রীমৎ অনুসারে প্রতিটা পদক্ষেপ নাও । স্ত্রীমতে মন-মত মিক্স ক'রো না ।

স্লোগানঃ- মনকে অর্ডার অনুসারে যদি নিয়ন্ত্রণ করো, তাহলে মন্মনাভব'র স্থিতি আপনা থেকেই থাকবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- দেবতা হতে চাও তো অমৃত পান করো এবং পান করাও, অমৃত পানকারীরাই স্নেহাচারী হয়"

*প্রশ্নঃ - এইসময় সৎযুগীয় প্রজা কিসের আধারে তৈরী হচ্ছে ?

*উত্তরঃ - যে এই জ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত হয়, ভীষণ ভালো-ভীষণ ভালো বলে থাকে কিন্তু পড়া করে না, পরিশ্রম করতে পারে না, তারাই প্রজা হয়। প্রভাবিত হওয়ার অর্থ প্রজা হওয়া। সূর্যবংশীয় রাজা-রানী হওয়ার জন্ম পরিশ্রম তো করা উচিত। পঠন-পাঠনের উপরে যেন সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন থাকে। স্মরণ করতে এবং করাতে থাকলে উচ্চপদ প্রাপ্ত হতে পারে।

*গীতঃ- রাত নষ্ট করলে শুষে, দিবস নষ্ট করলে খেয়ে/ অমূল্য হীরে-তুল্য জীবন যা কড়ি-তুল্য হয়ে যায়...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গান শুনেছে যে আমাদের জীবন হীরে-তুল্য ছিল। এখন কড়ি-তুল্য হয়ে গেছে। এ অতি সাধারণ কথা। ছোট বাচ্চারাও বুঝতে পারে। বাবা এত সহজভাবে বোঝান, যেকোনো ছোট বাচ্চাও বুঝতে পারে। সত্যনারায়ণের কথা যখন শোনায তখন ছোট-ছোট বাচ্চারাও বসে পড়ে। কিন্তু ওই সৎসজাদিতে যা শোনানো হয় সে'সমস্ত হলো গল্পকথা। কথা কোনও জ্ঞান নয়, তৈরী করা গল্প-কাহিনী। গীতার কথা, রামায়ণের কথা হলো পৃথক-পৃথক শাস্ত্র, যার গল্প বসে-বসে শোনায। ও'সব হলো গল্পকথা। গল্প শুনে কোনও লাভ হয় কি ! এ হলো সত্যনারায়ণের অর্থাৎ নর থেকে নারায়ণ হওয়ার সত্য কাহিনী। এ'কথা শুনলে তোমরা নর থেকে নারায়ণে পরিনত হবে। এ হলো অমরকথা। তোমরা আমন্ত্রণ জানাও যে -- এসো, তোমাদের অমরকথা শোনাই তবেই তোমরা অমরলোকে চলে যাবে। তা সৎযেও কেউ বোঝে না। শাস্ত্রকথাই শুনে এসেছে। পায় না কিছুই। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে যাবে, চলো দর্শন করে আসি। মহাত্মার দর্শন করে আসি। এ একধরনের রীতি-রেওয়াজ পরম্পরাগতভাবে চলে আসছে। ঋষি-মুনি ইত্যাদিরা, যারা গত হয়ে গেছে তাদের কাছে মাথা নত করে এসেছে। তাদের জিজ্ঞাসা করো, রচয়িতা আর রচনার কাহিনী কি জানো ? তখন না বলবে। বাচ্চারা, এখন তোমরা বোঝ যে রচয়িতা এবং রচনার এই কাহিনী তো অতি সহজ। অল্ফ এবং বে-র কাহিনী। অবশ্যই প্রদর্শনীতে যায়, তারা কাহিনীও শোনে কিন্তু পবিত্র হয় না। তারা মনে করে, এই বিকারে গমনের যে রীতি-রেওয়াজ রয়েছে তাও অনাদি। মন্দিরে দেবতাদের সম্মুখে গিয়ে গায়ন করে -- আপনারা নিবিকারী.....পুনরায় বাইরে এসে বলে বিকারে প্রবেশ তো অনাদি(পরম্পরা)। এটা ছাড়া জগৎ চলবে কিভাবে ? লক্ষ্মী-নারায়ণাদিদেরও তো সন্তান ছিল, তাই না! এমনভাবে বলে যে এদের আর কি বলবে ! মানুষের মর্যাদাও তো দিতে পারবে না। দেবতারাও তো মানুষই ছিলেন, কত সুখী ছিলেন -- লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যে। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের অত্যান্ত সহজ কথা বলেন, বরাবর এখানে ভারতেই স্বর্গ ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। চিত্রও রয়েছে, এ তো সকলেই মানবে যে সৎযুগে ওনাদের রাজ্য ছিল। সেখানে কেউ দুঃখী ছিল না, সম্পূর্ণ নিবিকারী ছিল, ওনাদের বড়-বড় মন্দিরও তৈরী হয়েছিল। ওনাদের ৫ হাজার বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। এখন তারা নেই। এখন কলিযুগের অন্তিম সময়। মানুষ পরম্পরের সঙ্গে লড়াই-ঝগড়া করে থাকে। ঈশ্বর তো উপরেই থাকেন, নির্বাণধামে। আসলে আত্মা-রূপী আমরাও সেখানেই থাকি, এখানে নিজেদের ভূমিকা পালন করতে আসি। প্রথমে আমরা লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যে ছিলাম। সেখানে অপার সুখ-আনন্দ ছিল, পুনরায় আমাদের ৮৪ জন্ম নিতে হয়েছে। গায়নও করা হয়, ৮৪-র চক্র। আমরা সূর্যবংশে ১২৫০ বছর রাজ্য করেছি। সেখানে অপার সুখ ছিল, সম্পূর্ণ নিবিকারী ছিলাম, হীরে-জহরতের মহল ছিল। আমরা রাজ্য করেছি, পুনরায় ৮৪ জন্মে আসতে হয়েছে। ওয়াল্টার এই হিস্ট্রী-জিওগ্রাফীর চক্র পুনরাবৃত্ত হতে থাকে। অর্ধেক কল্প সুখ ছিল। রাম-রাজ্যে ছিল পুনরায় মানুষের বৃদ্ধি হতেই থেকেছে। সৎযুগে ৯ লক্ষ ছিল, পরে সৎযুগের অন্তে বৃদ্ধি পেয়ে ৯ লক্ষ থেকে ২ কোটি হয়ে গেছে, তারপর ১২ জন্ম ত্রেতায় অত্যান্ত সুখে শান্তিতে ছিলে। একটিই ধর্ম ছিল। তারপর কি হয়েছে ? পুনরায় রাবণ-রাজ্য শুরু হয়েছে। রাম-রাজ্য আর রাবণ-রাজ্য। দেখো, অত্যান্ত সহজ রীতিতে বোঝাই। ছোট-ছোট বাচ্চাদেরও এরকমভাবে বলা উচিত। আর কি হয়েছে ? বড়-বড় সোনার, হীরে-জহরতের মহল ভূমিকম্পে নীচে চলে গেছে। ভারতবাসীরা বিকারী হওয়ার কারণেই ভূমিকম্প হয়েছে, তারপর রাবণ-রাজ্য শুরু হয়েছে। পবিত্র থেকে অপবিত্র হয়ে গেছে। কথিত রয়েছে যে, স্বর্গলজ্জা নীচে চলে গেছে। কিছু তো অবশিষ্ট রয়ে গেছে, তাই না! যার দ্বারা পরে মন্দিরাদি নির্মাণ করা হয়েছে। ভক্তিমার্গ শুরু হয় -- মানুষ বিকারী হতে থাকে। তারপর যখন রাবণ-রাজ্য চলে তখন আয়ুও কম হয়ে যায়। আমরা নিবিকারী যোগী থেকে বিকারী ভোগী হয়ে গেছি। যেমন রাজা-রানী তেমনই প্রজারাও সকলে বিকারী হয়ে গেছে। এই কাহিনী কত সহজ। ছোট-ছোট কন্যারাও এই কাহিনী শোনাতে তখন বড়-বড় মানুষের মাথাও নীচু হয়ে যাবে। এখন বাবা বসে থেকে বোঝান, তিনিই জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন। আচ্ছা, দ্বাপর থেকে ভোগী পতিত হয়ে গেছে তারপর থেকে অন্যান্য ধর্মও শুরু হতে থেকেছে। অমৃতের যে নেশা ছিল তা সমাপ্ত হয়ে গেছে। লড়াই-ঝগড়া হতে থাকে। দ্বাপর থেকে আমরা অধঃপতনে গেছি, কলিযুগে আরোই বিকারী হয়ে গেছি। পাথরের মূর্তি তৈরী করতে থাকি। হনুমানের, গনেশের.....। প্রস্তরবুদ্ধিসম্পন্ন হতে থেকেছে তাই পাথরের পূজা করতে শুরু করেছে। মনে করে, ভগবান নুড়ি-পাথরে রয়েছে। এরকম করতে-করতে ভারতের এই অবস্থা হয়ে গেছে। পুনরায় বাবা বলেন -- বিষ ছেড়ে অমৃত পান করে পবিত্র হও আর রাজত্ব নাও। বিষ ত্যাগ করো তবেই তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হতে পারবে। কিন্তু বিষ(বিকার) ত্যাগ করেই না। বিষের জন্ম কত মারধোর করে, বিরক্ত করে তবেই তো দৌপদী (ভগবানকে) আবাহন করেছে, তাই না!

তোমরা বোঝ যে, অমৃত পান বযতীত আমরা কিভাবে দেবতা হবো। সৎযযুগে তো রাবণ থাকেই না। বাবা বলেন, যতকষণ না পৰ্যন্ত শ্ৰেষ্ঠাচারী হবে, স্বৰ্গেও যেতে পারবে না। যারা শ্ৰেষ্ঠাচারী ছিল, তারাই আজ ভ্ৰষ্টাচারী হয়েছে। পুনরায় এখন অমৃত পান করে শ্ৰেষ্ঠাচারী হতে হবে। বাবা বলেন, মামেকম্ স্মরণ করো। গীতা কি ভুলে গেছো? গীতা আমি রচনা করেছি, নাম দেওয়া হয়েছে কৃষ্ণের। এই লক্ষ্মী-নারায়ণকে রাজ-সিংহাসন কে দিয়েছে? অবশ্যই ভগবানই দিয়েছে। পূর্বজন্মে রাজযোগ শিখিয়েছেন, আর নাম দেওয়া হয়েছে কৃষ্ণের। সেইজন্ম বোঝানোর অভ্যাস করা উচিত। অতি সহজ কাহিনী। বাবার কত সময় লেগেছে? আধঘন্টাতেও এত সহজ কথা বুঝতে পারে না তাই বাবা বলেন, একটি ছোট কাহিনী বসে কাউকে বোঝাও। চিত্র হাতে নাও। সৎযযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য, পুনরায় ত্রেতাযুগে রাম-সীতার রাজ্য..... তারপর দ্বাপরে রাবণের রাজ্য হয়েছে। কত সহজ কাহিনী। অবশ্যই আমরা দেবতা ছিলাম, তারপর কষট্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হয়েছে। এখন নিজেদের দেবতা মনে না করার কারণে হিন্দু বলে। ধর্মশ্ৰেষ্ঠ কর্মশ্ৰেষ্ঠ থেকে ধর্মভ্রষ্ট, কর্মভ্রষ্ট হয়ে গেছে। এরকমভাবে ছোট-ছোট কন্যারা বসে ভাষণ দিলে তখন সমগ্র সভায় -- আর একবার-আর একবার ধ্বনি শোনা যাবে। বাবা সমস্ত সেন্টারের সকলকেই বলছেন। এই বড়রা এখন যদি না শেখে তবে ছোট-ছোট কুমারীদের শেখাও। কুমারীদের নামের মহিমাও রয়েছে। দিল্লী-বম্বেতে অনেক ভাল-ভাল কুমারীরা রয়েছে। তারা শিক্ষিত। তাদের তো দাঁড়ানো উচিত। কত কাজ করতে পারো। যদি কুমারীরা দাঁড়িয়ে পড়ে তাহলে নামের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। যারা বিত্তশালী ঘরের তাদের পক্ষে সাহস রাখা খুবই কঠিন। তাদের ধন উপার্জনের নেশা থাকে। পণ ইত্যাদি পেয়ে গেলে তো বয়স। কুমারীরা বিবাহ করে মুখ কালো করে ফেলে আর তখন সকলের সম্মুখে নত হতে হয়। তাহলে বাবা কত সহজভাবে বোঝান। কিন্তু পারশবুদ্ধি হওয়ার চিন্তাই আসে না। দেখো, যারা পড়াশোনা করে না তারাও আজ এম.পি, এম.এল.এ ইত্যাদি হয়ে গেছে। পঠন-পাঠনের দ্বারা তো কি-কি হয়ে যায়। এখানে পড়া তো অতি সহজ। অন্যান্যদেরও গিয়ে শেখানো উচিত। কিন্তু স্ত্রীমতানুসারে চলে না তাই পড়েও না। অনেক ভাল-ভাল কুমারী রয়েছে কিন্তু তাদের নিজস্ব নেশাই চড়ে থাকে। সামান্য কাজ করলেই মনে করে আমরা অনেক কাজ করেছি। এখনও তো অনেক কাজ করতে হবে। আজকাল কুমারীরা তো ফ্যাশানেই বসন্ত থাকে। ওখানকার শৃঙ্গার(সাজ-সজ্জা) তো ন্যাচারাল। এখানে তো কত আর্টিফিসিয়ালী শৃঙ্গার করে। কেবল কেশ-সজ্জার জন্মই কত টাকা-পয়সা খরচ করে। এ হলো মায়ার আড়ম্বর (পম্প)। মায়ার রাবণ-রাজ্যে পতন, পুনরায় রাম-রাজ্যে উত্থান। এখন রাম-রাজ্য স্থাপিত হচ্ছে। কিন্তু তোমরা তো পরিশ্রম করবে, তাই না! তোমরা কি হবে! না পড়লে ওখানে গিয়ে পাই-পয়সার(নিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন) প্রজা হবে। এখনকার গণ্যমান্য ব্যক্তিতরা সকলেই ওখানে প্রজায় আসবে। ধনবানেরা কেবল ভাল-ভাল বলে নিজেদের কাজ-কর্মে(ধান্দা) বসন্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর ভালভাবেই প্রভাবিত হয় কিন্তু তারপর! সবশেষে কি হবে? ওখানে গিয়ে প্রজা হবে। প্রভাবিত হওয়ার অর্থ প্রজা। যারা পরিশ্রম করে তারা রাম-রাজ্যে চলে আসবে। অতি সহজভাবেই বোঝান হয়। এই গল্পের নেশাতেও যদি কেউ থাকে তাহলেও তরী পার হয়ে যাবে। আমরা শান্তিধামে যাবো পুনরায় সুখধামে আসবো, বয়স কেবল এটাই স্মরণ করতে এবং করাতে হবে, তবেই উচ্চপদ লাভ করতে পারবে। পড়ার উপর অ্যাটেনশন দিতে হবে। চিত্র যেন হাতে থাকে। বাবা যেমন লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করতেন তখন পকেটে চিত্র রাখা থাকতো। চিত্র ছোটও রয়েছে, লকেটেও রয়েছে। এর উপরেও বোঝাতে হবে। ইনি হলেন বাবা, ওঁনার মাধ্যমেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হচ্ছে। এখন পবিত্র হও, বাবাকে স্মরণ করো। এ'সমস্ত মডেলের (বযাজ) মধ্যে কত জ্ঞান রয়েছে। সমগ্র জ্ঞান ওঁনার মধ্যে রয়েছে। এর উপরেই বোঝানো অতি সহজ। সেকেন্ডে বাবার থেকে স্বর্গের জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার। কেউ যদি বোঝায় সে তখন জীবনমুক্তি পদের অধিকারী হয়ে যাবে। এছাড়া পঠন-পাঠন অনুসারে উচ্চপদ তো লাভ করবেই। স্বর্গে তো আসবেই, তাই না! ভবিষ্যতে তো আসবে ঠিকই, তাই না! বৃদ্ধি তো হবেই। দেবী-দেবতা ধর্ম উচ্চ, সেও তো হবে, তাই না! প্রজা তো লক্ষ-লক্ষ হবে। সূর্যবংশীয় হতেই পরিশ্রম। সেবাধারীরাই ভালো পদ প্রাপ্ত করবে। তাদের নামও বিখ্যাত হয়েছে -- কুমারকা(দাদী প্রকাশমণি) রয়েছে, জনক(দাদী জানকী) রয়েছে, যারা ভালভাবে সেন্টারের দেখভাল করছে। কোনও দ্বন্দ্ব নেই। বাবা বলেন -- সী নো ইভিল, টক নো ইভিল (মন্দ জিনিস দেখো না, মন্দ কথা বোলো না) তবুও তেমন কথাই বলে থাকে। এরকমভাবে কি হতে(পদপ্রাপ্তি) পারবে? এত সহজ সেবাও করে না। ছোট-ছোট বাচ্চারাও এ'সব বোঝাতে পারে। শোনাতে পারে। বানর সেনারাও বিখ্যাত। সীতার যারা রাবণের কারাগারে বন্দী রয়েছে তাদের মুক্ত করতে হবে। কি-কি ধরনের (গল্প) কথা তৈরী করে রেখেছে। এমনভাবে কেউ ভাষণ করুক। এছাড়া শুধুই বলে যে, অমুকে অতঃপর প্রভাবিত হয়েছে। জিজ্ঞাসা করো, তোমরা কি হতে চাও? কেবল বলবে যে এদের জ্ঞান অতঃপর ভাল। নিজে কিছুই বুঝবে না, এতে লাভ কি? আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-বুপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্মে মুখ্য সারঃ

১) পারশবুদ্ধি হওয়ার জন্ম পঠন-পাঠনের দিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্যান দিতে হবে। স্ত্রীমতানুসারে পড়তে এবং পড়াতে হবে। পাখিব জগতের (সীমিত) ধন-সম্পদের নেশা, ফ্যাশনাদি পরিচ্যাগ করে এই অসীম জগতের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে।

২) হিয়ার নো ইভিল, সী নো ইভিল..... কোনও বর্ষথ কথা বলা উচিত নয়। কারোর দিকে প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়। সকলকে

সৎযনারায়ণের ছোট গল্প শোনাতে হবে ।

বরদানঃ

জ্ঞানের লাইট-মাইটের দ্বারা নিজের সৌভাগ্যকে জাগৃতকারী সদা সফলতা-মূর্তি ভব
যে বাচ্চারা লাইট এবং মাইটের দ্বারা আদি-মধ্য-অন্তকে জেনে পুরুষার্থ করে, তারা অবশ্যই সফলতা প্রাপ্ত করে । সফলতা
প্রাপ্ত হওয়াও সৌভাগ্যের নির্দেশন । নলেজফুল হওয়াই সৌভাগ্য জাগ্রত করবার উপায় । নলেজ কেবলমাত্র রচয়িতা এবং
রচনার নয় উপরন্তু নলেজফুল অর্থাৎ প্রতিটি সঙ্কল্প, প্রতিটি শব্দ(বাণী), প্রতিটি কর্মে জ্ঞান-স্বরূপ হওয়া তবেই
সফলতা-মূর্তি হবে । পুরুষার্থ সঠিক হওয়া সৎৎবও যদি সফলতা দেখা না যায় তাহলে এটাই বুঝতে হবে যে, এ অসফলতা
নয়, পরিপক্কতার সাধন ।

স্লেগানঃ

সবকিছুর উর্ধে উঠে(ন্যারা) কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম করাও, তবেই কর্মাতীত স্থিতির অনুভব সহজেই করতে পারবে ।

"মিস্তি বাচ্চারা - তোমাদের স্বর্ধর্ম হলো শান্ত, প্রকৃত শান্তি শান্তিধামেই পাওয়া যেতে পারে, এই কথা সবাইকে শোনাতে হবে, স্বর্ধর্মে থাকতে হবে"

*প্রশ্নঃ - কোন জ্ঞান এক বাবার কাছেই আছে, যা এখন তোমরা পাঠ করো ?

*উত্তরঃ - পাপ আর পুণ্যের জ্ঞান । ভারতবাসী যখন বাবাকে গালি দিতে শুরু করে, তখন পাপ আত্মা হয়ে যায়, আবার যখন বাবা আর ড্রামাকে জেনে যায়, তখন পুণ্য আত্মা হয়ে যায় । বাচ্চারা, তোমরা এখনই এই পড়া পড়ো । তোমরা জানো যে, সবাইকে সদগতি দেন একমাত্র বাবাই । মনুষ্য, মনুষ্যকে সদগতি অর্থাৎ মুক্তি - জীবনমুক্তি দিতে পারে না ।

*গীতঃ- এই পাপের দুনিয়া থেকে আমাদের নিয়ে চলো...

ওম্ শান্তি । বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান, এ হলো পাপ আত্মাদের দুনিয়া, বা ভারতকেই বলা হবে ভারত পুণ্য আত্মাদের দুনিয়া ছিলো, যেখানে দেবী - দেবতাদের রাজ্য ছিলো । এই ভারত সুখধাম ছিলো, এখানে আর কোনো খন্ড ছিলো না, একই ভারত ছিলো । সুখ - শান্তি - স্বস্থি সেই সত্যযুগে ছিলো, যাকে স্বর্গ বলা হয় । এ হলো নরক । ভারতই স্বর্গ ছিলো । এখন নরক হয়ে গেছে । নরকে সুখ - শান্তি - স্বস্থি কোথা থেকে আসবে ? কলিযুগকে নরক বলা হয় । কলিযুগ অন্তকে আরো ভয়ানক নরক বলা হয় । দুঃখধাম বলা হয় । ভারতই সুখধাম ছিলো, যখন এই লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব ছিলো । ভারতবাসীদের গৃহস্থ ধর্ম পবিত্র ছিলো । সেখানে পবিত্রতাও ছিলো, সুখ - শান্তিও ছিলো, সম্প্রতিও অনেক ছিলো । এখন সেই ভারত পতিত হয়ে গেছে, সবাই বিকারী হয়ে গেছে এখন এ হলো দুঃখধাম । ভারত সুখধাম ছিলো । আর আমরা আত্মারা যেখানে বাস করি, সে হলো শান্তিধাম । শান্তি সেই শান্তিধামেই পাওয়া সম্ভব । আত্মা ওখানেই শান্তিতে থাকতে পারে, যাকে সুইট হোম, নিরাকারী দুনিয়া বলা হয় । সে হলো আত্মাদের ঘর । ওখানে যখন থাকে, তখন আত্মারা শান্তিতে থাকে । বাকি জঞ্জাল আদি অন্য কোনো স্থানে গেলেও শান্তি পাওয়া সম্ভব নয় । শান্তিধাম তো ওখানেই । সত্যযুগে সুখও থাকে আবার শান্তিও থাকে । এখানে এই দুঃখধামে শান্তিলাভ সম্ভব নয় । শান্তিধামে শান্তি লাভ সম্ভব । সুখধামেও কর্ম হয়, শরীরের দ্বারা অভিনয় করতে হয় । এই দুঃখধামে একজন মানুষও নেই যার সুখ - শান্তি আছে । এ হলো ভ্রষ্টাচারী পতিত ধাম, তাই তো পতিত পাবনকে ডাকে, কিন্তু ওই বাবাকে কেউই জানে না, তাই আজ অনাথ হয়ে আছে । এই অনাথ হওয়ার কারণে নিজেদের মধ্যে লড়াই - ঝগড়া করে । এখানে কতো দুঃখ - অশান্তি, মারামারি । এ হলোই রাবণ রাজ্য । মানুষ রামরাজ্য চাইতে থাকে । রাবণ রাজ্যে না থাকে সুখ আর না শান্তি । রামরাজ্যে সুখ - শান্তি দুইই ছিলো । ওখানে নিজেদের মধ্যে কেউই লড়াই - ঝগড়া করতো না, ওখানে পাঁচ বিকার থাকেই না । এখানে পাঁচ বিকার আছে প্রথম দেহ বোধ হলো মুখ্য । তারপর কাম, ক্রোধ । ভারত যখন স্বর্গ ছিলো, তখন এই বিকার ছিলো না । ওখানে সবাই দেহী - অভিমানী ছিলো । এখন সব মনুষ্যই দেহ - অভিমানী । দেবতারা ছিলো দেহী অভিমানী । দেহ অভিমান সম্পন্ন মনুষ্য কখনোই কাউকে সুখ দিতে পারে না, তারা একে অপরকে দুঃখই দেয় । এমন মনে করো না যে, কেউ লাখপতি, কোটিপতি বা পদ্মপতি হলেই তারা সুখী । এ তো সবই মায়ার আড়ম্বর । এ হলো মায়ার রাজ্য । এখন এর বিনাশের জন্ম মহাভারতের লড়াই সামনে উপস্থিত । এর পর স্বর্গের দ্বার খুলবে । অর্ধেক কল্পের পরে আবার নরকের দ্বার খোলে । এই কথা কোনো শাস্ত্রতেই নেই । ভারতবাসীরা বলে, যখন ভক্তি করবে তখন ভগবানকে পাবে । বাবা বলেন, যখন ভক্তি করতে করতে সম্পূর্ণ নীচে নেমে যায়, তখন আমাকে আসতে হয় স্বর্গের স্থাপনা করতে অর্থাৎ ভারতকে স্বর্গ বানাতে । ভারত, যা একদিন স্বর্গ ছিলো, তা নরক কিভাবে হলো ? রাবণ এমন করলো । গীতার ভগবানের কাছ থেকে তোমরা রাজ্যভাণ্ড পেয়েছো, ২১ জন্ম তোমরা স্বর্গে রাজত্ব করেছো । এরপর ভারত দ্বাপর থেকে কলিযুগে এসে গেছে অর্থাৎ অবতরণের কলা হয়ে গেছে, তাই সবাই ডাকতে থাকে - হে পতিত পাবন, এসো । পতিত দুনিয়াতে কোনো পতিত মানুষই সুখ - শান্তি পেতে পারে না । তারা কতো দুঃখ ভোগ করে । আজ অর্থ চুরি হলো, আজ দেউলিয়া হয়ে গেলো, আবার আজ কেউ রোগী হলো । দুঃখই দুঃখ, তাই না । তোমরা এখন সুখ - শান্তির উত্তরাধিকার পাওয়ার পুরুষার্থ করছো, বাবার কাছ থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার পাওয়ার পুরুষার্থ করছো । একমাত্র বাবাই তোমাদের সদা সুখী করেন । রাবণ তোমাদের চির দুঃখী করেন । এই কথা ভারতবাসীরা জানে না । সত্যযুগে কোনো দুঃখের বিষয় থাকে না । সেখানে কখনো কাঁদতে হয় না । সেখানে সর্বদাই সুখই সুখ । ওখানে দেহ বোধ অথবা কাম - ক্রোধ ইত্যাদি থাকে না । যতক্ষণ পাঁচ বিকারের দান করবে না, ততক্ষণ দুঃখের গ্রহণ দূর হবে না । বলা হয় তো, দান করলে গ্রহণ দূর হবে । এই সময় সম্পূর্ণ ভারতের পাঁচ বিকারের গ্রহণ লেগে আছে । যতক্ষণ না এই পাঁচ বিকারের দান করবে ততক্ষণ দেবতা হতে পারবে না । বাবা হলেন সকলের সঙ্গতিদাতা । বলা, গুরু বয়তীত গতি হয় না, কিন্তু গতির অর্থ মানুষ বুঝতে পারে না । মানুষের গতি - সঙ্গতির অর্থ হলো - মুক্তি আর জীবনমুক্তি । এ তো কেবল বাবাই দিতে পারে । এই সময় সকলেরই সঙ্গতি হতে হবে ।

দিল্লীকে বলা হয় নতুন দিল্লী আর পুরানো দিল্লী, কিন্তু এখন তো আর নতুন নেই । নতুন দুনিয়াতে নতুন দিল্লী হয় । পুরানো দুনিয়াতে

পুরানো দিল্লী হয় । বরাবর যমুনার উপকণ্ঠে দিল্লী পরিস্থান ছিলো । সৎযুগ ছিলো, তাই না, যেখানে দেবী - দেবতারা রাজত্ব করতেন । এখন তো পুরানো দুনিয়াতে পুরানো দিল্লী । নতুন দুনিয়াতে এই লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব ছিলো । ভারতবাসী এসব কথা ভুলে গেছে । নতুন ভারত, নতুন দিল্লী যখন ছিলো তখন তাঁদের রাজত্ব ছিলো, অন্য আর কোনো খন্ড ছিলো না । একথা কেউই জানে না । গর্ভনমেণ্ট এসব পড়ায় না । জানে যে, এসব তো অসম্পূর্ণ ইতিহাস, যাবে থেকে ইসলামী, বৌদ্ধরা এসেছে । লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্বের কথা তো কেউই জানে না । বাবা বসেই এই কথা বোঝান যে, সম্পূর্ণ সৃষ্টিচক্র কিভাবে চলে । ভারত যখন স্বর্গ ছিলো তখন স্বর্গ যুগ ছিলো । এখন সেই ভারত দেখো কি হয়ে গেছে । ভারতকে আবার হীরের মতো কে বানাবে ? বাবা বলেন যে, তোমরা যখন অনেক পাপ আত্মা হয়ে যাও, তখন আমি তোমাদের পুণ্য আত্মা বানাতে আসি । এই ড্রামা বানানো আছে, যা কেউই জানে না । এই জ্ঞান একমাত্র বাবা ছাড়া আর কেউই দিতে পারে না বাবা হলেন নলেজফুল, তিনি এসেই আমাদের পড়ান । মানুষ, মানুষকে কখনোই সঙ্গতি দিতে পারে না । যখন দেবী - দেবতারা ছিলো, তখন সবাই একে অপরকে সুখ দান করতো । সেখানে কেউই অসুস্থ বা রোগী হতো না । এখানে তো সবাই রোগী । বাবা এখন এসেছেন আবার নতুন করে স্বর্গ বানাতে । বাবা স্বর্গ বানান, আর রাবণ বানায় নরক । এ হলো এক খেলা যা কেউই জানে না । শাস্ত্রের জ্ঞান হলো ফিলোসফি, ভক্তি মার্গ । সে কোনো সঙ্গতি মার্গ নয় । এ কোনো শাস্ত্রের ফিলোসফি নয় । বাবা কোনো শাস্ত্র শোনান না । এ হলো আধ্যাত্মিক জ্ঞান । বাবাকে আধ্যাত্মিক পিতা বলা হয় । তিনি হলেন আমাদের বাবা । বাবা বলেন যে, আমি হলাম মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, তাই আমি নলেজফুল । এই মনুষ্য সৃষ্টির ঝাড়ের আয়ু কতো । এর বৃদ্ধি কিভাবে হয় তারপর কিভাবে ভক্তিমার্গ শুরু হয়, একথা আমি জানি । বাচ্চারা, তোমাদের আমি এই জ্ঞান দান করে স্বর্গের মালিক বানাই, তারপর তোমরা মালিক হয়ে যাও । এই জ্ঞান তোমরা একবারই পাও, তারপর তা হারিয়ে যায়, তারপর সৎযুগ আর ত্রেতাতে এই জ্ঞানের প্রয়োজন থাকে না । এই জ্ঞান কেবল তোমাদের মতো ব্রাহ্মণদের । দেবতাদের মধ্যে এই জ্ঞান নেই । তাই পরম্পরা ধরে এই জ্ঞান আসতে পারবে না । এই জ্ঞান তোমরা বাচ্চারা কেবল একবারই পাও, যাতে তোমরা জীবনমুক্ত হয়ে যাও । তোমরা বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার অর্জন করো । তোমাদের কাছে অনেকেই আসে, যারা বলে, মনের শান্তি কিভাবে পাওয়া যাবে, কিন্তু এই কথা বলা ভুল । মন - বুদ্ধি হলো আত্মার অর্গ্যান্স, যেমন শরীরের অর্গ্যান্স আছে । বাবা এসেই আত্মাকে পাথর বুদ্ধি থেকে পরশ পাথর তুল্য বুদ্ধির করেন, যা সৎযুগ থেকে শুরু করে ত্রেতা যুগ পর্যন্ত চলতে থাকে । আত্মা আবার পাথর বুদ্ধির হয়ে যায় । এখন আবার তোমরা পাথর বুদ্ধি থেকে পরশ পাথর তুল্য বুদ্ধির হচ্ছে । তোমাদের যে পরশ পাথরের মতো বুদ্ধি ছিলো, তাতে খাদ মিশে গেছে । এখন আবার পরশ পাথরের মতো বুদ্ধি কিভাবে হবে ? বাবা বলেন - হে আত্মা, আমাকে স্মরণ করো । এই স্মরণের যাত্রাতেই তোমরা পবিত্র হতে পারবে, আর আমার কাছে চলে আসবে । বাকি যারা জিজ্ঞেস করে যে, মনের শান্তি কিভাবে পাওয়া যাবে, তাদের বলো, এখানে কিভাবে শান্তি হতে পারে । এ হলোই দুঃখধাম, কেননা এখানে বিকারের প্রবেশ হয়েছে । এ তো অসীম জগতের পিতার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যেতে পারে । এরপর রাবণের সাথে পেলে তোমরা পতিত হয়ে যাও, আর তখন বাবার কাছে পবিত্র হতে এক সেকেন্ড সময় লাগে । এখন তোমরা বাবার কাছ থেকে জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার নিতে এসেছো । বাবা জীবনমুক্তির আশীর্বাদ দেন আর রাবণ দেয় জীবনবন্ধের অভিশাপ তাই এখানে দুঃখই দুঃখ । এই ড্রামাকেও জানতে হবে । দুঃখধামে কেউই সুখ - শান্তি পেতে পারে না । শান্তি তো হলো আমাদের আত্মাদের স্বর্ধম, শান্তিধাম হলো আত্মাদের ঘর । আত্মা বলে - আমাদের স্বর্ধম হলো শান্ত । আমি শরীর ধারণ করি না, এখানে এসে বসে যাই, কিন্তু কতদিন বসে থাকবো । কর্ম তো করতেই হবে, তাই না । যতক্ষণ মানুষ ড্রামাকে বুঝতে না পারবে, ততদিন দুঃখীই থাকে । বাবা বলেন, আমি হলামই গরীবের ভগবান । এখানে গরীবরাই আসবে । বিত্তবানদের জন্ম তো এখানেই স্বর্গ । ওদের ভাগ্যে স্বর্গের সুখ নেই । বাবা বলেন, আমি গরীবের ভগবান । বিত্তবানদের গরীব আর গরীবদের বিত্তবান বানাই । বিত্তবানরা এতো উঁচু পদ প্রাপ্ত করতে পারে না কেননা বিত্তবানদের এখানেই নেশা থাকে । হ্যাঁ, ওরা প্রজাতে এসে যাবে । স্বর্গতে তো অবশ্যই আসবে কিন্তু উচ্চ পদ গরীবরাই পায় । গরীবরা বিত্তবান হয়ে যায় । তাদের তো দেহ বোধ থাকে যে, আমরা ধনবান । বাবা কিন্তু বলেন - এই ধন সম্পদ সব মাটিতে মিশে যাবে । বিনাশ হয়ে যাবে, দেহী অভিমানী হতেই অনেক পরিস্রম । এই সময় সকলেই দেহ অভিমানী । তোমাদের এখন দেহী - অভিমানী হতে হবে । আত্মা বলে যে, আমরা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছি । নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে । এখন হলো কলিযুগের অন্ত আর সৎযুগের আদির সজ্জা । বাবা বলেন - আমি প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর আসি, ভারতকে আবার হীরে তুল্য বানাতে । এই হিন্দুর - জিওগ্রাফি একমাত্র বাবাই বলতে পারেন । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্মে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার কাছ থেকে জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্ম অবশ্যই পবিত্র হতে হবে । ড্রামার জ্ঞানকে বুদ্ধিতে রেখে দুঃখধামে থেকেও দুঃখ থেকে মুক্ত হতে হবে ।

২) ধন সম্পদ বা বিত্তবান হওয়ার নেশা ত্যাগ করে দেহী অভিমানী থাকার পুরূষাথ করতে হবে ।

বরদানঃ

মহান আর অতিথি -- এই দুই স্মৃতির দ্বারা সর্ব আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে উর্ধ্ব স্থিতি এবং সাক্ষী ভব
উর্ধ্ব বা সাক্ষীভাবের অবস্থা তৈরী করার জন্য দুটি বিষয় খেয়াল রেখো -- এক তো আমি আত্মা মহান আত্মা, দ্বিতীয়,
আমি আত্মা এই পুরানো শরীরে বা পুরানো সৃষ্টিতে অতিথি । এই স্মৃতিতে থাকলে শীঘ্র আর সহজেই সর্ব দুর্বলতা বা
আকর্ষণ সমাপ্ত হয়ে যাবে । মহান মনে করলে যে সাধারণ কর্ম বা সঙ্কল্প সংস্কারের বশে চলে তা পরিবর্তন হয়ে যাবে ।
মহান আর অতিথি মনে করে চললে মহিমা যোগ্যও হয়ে যাবে ।

স্লামগানঃ

সকলের শুভ ভাবনা আর সহযোগের বিন্দুতে বড় কর্যও সহজ হয়ে যায় ।

“মিস্তি বাচ্চারা - যোগের দ্বারাই আত্মার খাদ নষ্ট হবে, বাবার কাছে সম্পূর্ণ অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে, তাই যত খানি সম্ভব যোগবল বাড়াও”

*প্রশ্নঃ - দেবী দেবতাদের কর্ম স্প্রেষ্ঠ ছিল, এখন সবার কর্ম ভ্রষ্ট কেন হয়েছে ?

*উত্তরঃ - কারণ তারা নিজের প্রকৃত ধর্মকে ভুলে গেছে। ধর্ম ভুলে যাওয়ার জন্ম যে কর্মই করে সেসব ভ্রষ্ট হয়। বাবা তোমাদের নিজ সত্য ধর্মের পরিচয় প্রদান করেন, তার সাথে ওয়াল্টের হিষ্ট্র-জিওগ্রাফি বলেন, যা সবাইকে বলতে হবে, বাবার সত্য পরিচয় দিতে হবে।

*গীতঃ- চেহারা দেখে নে স্রাণী মনের দর্পণে.....

ওম্ শান্তি । এই কথাটি কে বললো এবং কাকে ? বাবা বললেন বাচ্চাদেরকে। যে বাচ্চাদের পতিত থেকে পবিত্র করছেন। বাচ্চারা জেনেছে আমরা ভারতবাসীরা যারা দেবী দেবতা ছিলাম, তারা এখন ৮৪ জন্মের চক্র পরিক্রমা করে সতাপ্রধান স্থিতি পার করে এখন সতো, রজো, তমো এবং তমোপ্রধান হয়েছি। এখন পুনরায় পতিতকে পবিত্র করেন বাবা, তিনি বলেন - নিজেকে জিজ্ঞাসা করো আমরা কতখানি পুণ্য আত্মা হয়েছি ?

তোমরা সতো প্রধান পবিত্র আত্মা ছিলে, যখন এখানে সর্ব প্রথমে তোমাদের দেবী-দেবতা বলা হত, যাকে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম বলা হয়। এখন কোনো ভারতবাসী নিজেকে দেবী দেবতা ধর্মের বলে না। হিন্দু তো কোনো ধর্ম নয়। কিন্তু পতিত হওয়ার জন্ম নিজেকে দেবতা বলে পরিচয় দিতে পারে না। সত্যযুগে দেবতারা পবিত্র ছিল। পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ ছিল, যথা রাজা রানী তথা প্রজা পবিত্র ছিল। ভারতবাসীদের বাবা স্মরণ করছেন যে তোমরা পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গের আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের ছিলে, তাকেই স্বর্গ বলা হত। সেখানে একটি ধর্ম ছিল। প্রথম নম্বর মহারাজা-মহারানী, লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিল। তাদের বংশ ছিল এবং ভারত খুব বিংশতালী ছিল, সেইসময় সত্যযুগ ছিল। তারপরে আসে ত্রেতায় তখনও পূজ্য দেবী-দেবতা বা কষ্টিরয় বলা হত। সত্যযুগ লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য, ত্রেতা সীতা-রামের রাজ্য, সেই বংশও চলেছে। যেমন খ্রিস্টানদের এডওয়ার্ড দি ফর্স্ট, সেকেন্ড এমন চলে। তখন এমনই ভারতেও ছিল। ৫ হাজার বছরের কথা অর্থাৎ ৫ হাজার বছর পূর্বে ভারতে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। কিন্তু তারা এই রাজ্য কবে এবং কীভাবে প্রাপ্ত করলেন - সে কথা কেউ জানেনা। সেই সূর্য বংশী রাজ্য পরে চন্দ্রবংশে এলো কারণ পূর্নজন্ম নিতে-নিতে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে হবে। এই ভারতের হিষ্ট্র-জিওগ্রাফি কেউ জানেনা। রচনা হল বাবার, সুতরাং নিশ্চয়ই সত্যযুগী নতুন দুনিয়ার রচয়িতা হবেন। বাবা বলেন বাচ্চারা, তোমরা আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে স্বর্গে ছিলে। এই ভারত স্বর্গ ছিল পরে নরকে এসেছে। দুনিয়া তো এই ওয়াল্টের হিষ্ট্র-জিওগ্রাফি জানেনা। তারা তো শুধু শেষ সময়ের হিষ্ট্র জানে। সত্যযুগ-ত্রেতার হিষ্ট্র-জিওগ্রাফি কেউ জানেনা। ঋষি-মুনিরাও বলে গেছেন আমরা রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানিনা। কেউ জানবে কীভাবে, বাবা বসে তো তোমাদেরকেই বোঝান। শিববাবা তো ভারতে দিব্য জন্ম নেন, যা শিব জয়ন্তী রূপে পালন হয়। শিব জয়ন্তীর পরে চাই গীতা জয়ন্তী। তারই সঙ্গে হওয়া উচিত কৃষ্ণ জয়ন্তী। কিন্তু এই জয়ন্তীর রহস্য ভারতবাসী জানেনা যে শিব জয়ন্তী কবে হয়েছে! অন্য ধর্মের মানুষ তো বলবে - বুধ জয়ন্তী, খ্রিস্ট জয়ন্তী কবে হয়। ভারত বাসীদের জিজ্ঞাসা করো শিবজয়ন্তী কবে হয়েছে ? কেউ বলবে না। শিব ভারতে এসেছিলেন, এসে কি করেন ? কেউ জানেনা। শিব হলেন সর্ব আত্মাদের পিতা। আত্মা হল অবিনাশী। আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্যটা ধারণ করে। এই হল ৮৪-র চক্র। শাস্ত্রের তো ৮৪ লক্ষ জন্মের গল্প বলেছে। বাবা এসে সঠিক বলে দেন। বাবা ব্যতীত বাকিরা সবাই রচয়িতা ও রচনার উদ্দেশ্যে ভুল কথাই বলে কারণ এ হল মায়ার রাজ্য। প্রথমে তোমরা পারসবুদ্ধি ছিলে। সোনা, হীরা, জহরতের মহল ছিল। বাবা বসে রচয়িতা ও রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য অর্থাৎ দুনিয়ার হিষ্ট্র-জিওগ্রাফি বলেন। ভারতবাসী এই কথা জানে না যে আমরা সেই আদি কালে দেবী-দেবতা ছিলাম, এখন পতিত, কাঙাল, অধামিক হয়েছি, নিজের ধর্মকে ভুলেছি। এইসবও ভ্রামানুসারে হওয়ার আছে। অতএব এই বিশ্বের হিষ্ট্র - জিওগ্রাফি বুধিতে আসা উচিত তাইনা। উঁচু থেকে উঁচু সর্ব আত্মাদের পিতা বাস করেন মূলবতনে, তারপরে আছে সূক্ষ্মবতন। এই হল স্থূলবতন। সূক্ষ্মবতনে শুধু বরহমা-বিশ্ব-শঙ্কর থাকেন। তাদের অন্য কোনো হিষ্ট্র-জিওগ্রাফি নেই। এই হল তিনটি তল। গড ইজ ওয়ান। তাঁর রচনাও একটি, যে চক্র আবর্তিত হয়। সত্যযুগ থেকে ত্রেতা তারপরে দ্বাপর, কলিযুগে আসতে হয়। ৮৪ জন্মের হিসেব চাই তাইনা, যা কেউ জানেনা। না কোনো শাস্ত্রের আছে। ৮৪ জন্মের পটি তোমরা বাচ্চারাই প্লে করো। বাবা তো এই চক্রের আসেন না। বাচ্চারাই পবিত্র থেকে পতিত হয়ে যায় তাই আতনাদ করে - বাবা এসে আমাদের পুনরায় পবিত্র করো। এক-কেই সবাই ডাকে। রাবণ রাজ্যে যারা সবাই দুঃখী হয়েছে, তাদেরকে এসে উদ্ধার করো এবং রামরাজ্যে নিয়ে চলো। অর্ধকল্প হল রামরাজ্য। অর্ধকল্প হল রাবণ রাজ্য। ভারতবাসী যারা পবিত্র ছিল তারাই পতিত হয়। বাম মার্গে গমন করে পতিত হওয়া আরম্ভ হয়। ভক্তিমার্গ শুরু হয়। এখন বাচ্চারা তোমাদের জ্ঞান প্রদান করা হচ্ছে, যাতে অর্ধকল্প, ২১

জন্মের জন্ম তোমরা সুখের বঁসা প্রাপ্ত কর। অর্ধকল্প জ্ঞানের প্রালব্ধ চলে, তারপরে রাবণ রাজ্য হয়। সকলের পতন শুরু হয়। তোমরা দৈবী রাজ্যে ছিলে পরে আসুরিক রাজ্যে এসেছো, একেই নরক বলা হয়। তোমরা স্বর্গে ছিলে তারপর ৮৪ জন্ম পার করে নরকে এসেছো। ওটা ছিল সুখধাম। এই হল দুঃখধাম, ১০০ শতাংশ ইন্সল্ডেন্ট। ৮৪ জন্ম চক্র পরিক্রমা করে, সেই ভারতবাসী পূজনীয় থেকে পূজারী হয়েছে। একেই ওয়াল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি বলা হয়। তোমরা ভারতবাসীদের, এটা হল সম্পূর্ণ তোমাদের চক্র, অন্য ধর্মের মানুষ তো ৮৪ জন্ম নেয় না। তারা সংযুগে থাকে না। সংযুগ তেরতায় শুধুমাত্র ভারত ই ছিল। সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী, বৈশ্যবংশী, শূদ্রবংশী.... এখন পুনরায় তোমরা এসে বরাহ্মণ বংশী হয়েছে, দেবতা বংশী হওয়ার জন্ম। এ হল ভারতের বর্ণ। এখন তোমরা বরাহ্মণ হয়ে শিববাবার কাছে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো। বাবা তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন, ৫ হাজার বছর পূর্বের মতন। কল্প-কল্প তোমরা পবিত্র হয়ে পুনরায় পতিত হও। সুখধামে গিয়ে আবার দুঃখধামে আসো। তারপরে শান্তিধামে যেতে হবে, যাকে নিরাকারী দুনিয়া বলা হয়। আত্মা কি, পরমাত্মা কি, এই কথা তো কোনও মানুষ জানেনা। আত্মাও হল একটি স্টার বিন্দু স্বরূপ। বলা হয় - ভরুকুটির মধ্যখানে জ্বলজ্বল করে এক নক্ষত্র, সূক্ষ্ম বিন্দু স্বরূপ, যাকে দিব্য দৃষ্টি ছাড়া দেখা যায় না। বাস্তবে স্টারও বলা হবে না। স্টার তো অনেক বড় হয়, শুধু দূরত্ব অনেক বেশি তাই ছোট সাইজে দেখতে পাওয়া যায়। একটি দৃষ্টান্ত মূলক এইরূপ বলা হয়। আত্মা এতই ছোট যেমন উপরে ছোট স্টার দেখতে পাওয়া যায়। বাবার আত্মাও এক বিন্দু স্বরূপ। তাঁকে সুপ্রীম আত্মা বলা হয়। তাঁর মহিমা ভিন্ন। মানুষ সৃষ্টির চৈতন্য বীজ রূপ হওয়ার জন্ম তাতে সম্পূর্ণ জ্ঞান ভরা আছে। তোমাদের আত্মা এখন জ্ঞান প্রাপ্ত করছে। আত্মাই নলেজ গ্রহণ করছে, এত সূক্ষ্ম বিন্দু তে ৮৪ জন্মের পার্টি নির্দিষ্ট আছে। তাও অবিনাশী, ৮৪ জন্মের চক্র পরিক্রমা করেছে। এর কোনো শেষ নেই। দেবতা ছিলে, দৈত্য হয়েছে পুনরায় দেবতায় পরিণত হতে হবে। এই রূপ চক্র আবর্তিত হচ্ছে। বাকি সবই হল বাইপ্লট। ইসলামী, বৌদ্ধি ইত্যাদি কেউ ৮৪ জন্ম নেয় না। এই সংযুগ ভারত রাইটিয়াস সলভেন্ট ছিল পরে ৮৪ জন্ম নিয়ে ভিশাস হয়েছে। এই হল ভিশাস ওয়াল্ড। ৫ হাজার বছর পূর্বে পবিত্রতা ছিল, শান্তিও ছিল, সমৃদ্ধিও ছিল। বাবা বাচ্চাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন। মুখ্য হল - পবিত্রতা তাই বলে অপবিত্র দুনিয়াকে পবিত্র করতে এসো। তিনি সন্ধান প্রদান করেন, তাই তিনি হলেন সদগুরু। এখন তোমরা বাবার দ্বারা বেগার টু প্রিন্স হচ্ছে। অথবা নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী হচ্ছে। তোমাদের এ হল রাজযোগ। ভারতই এখন বাবার দ্বারা রাজত্ব প্রাপ্ত করছে। আত্মাই ৮৪ জন্ম নেয়। আত্মাই পড়া করে, শরীর দ্বারা। শরীর পড়ে না। আত্মা সংস্কার নিয়ে যায়। আমি আত্মা এই শরীরের আধার নিয়ে পড়াশোনা করি - একেই বলা হয় দেহী-অভিমানী। আত্মা পৃথক হয়ে যায় তখন শরীর কোনো কাজের থাকে না। আত্মা বলে, এখন আমি পুণ্য আত্মা হচ্ছি। মানুষ দেহ-অভিমাণে এসে বলে দেয় আমি এই করি.... তোমরা এখন বুঝেছো আমরা হলাম আত্মা, আমাদের এই শরীর হল বিশাল। পরমাত্মা বাবার দ্বারা আমি আত্মা পড়া করছি। বাবা বলেন, মামেকম্ স্মরণ করো। তোমরা গোল্ডেন এজে সতোপ্রধান ছিলে পরে তোমাদের মধ্যে বিকার রূপী খাদ পড়েছে। খাদ পড়ে তোমরা পবিত্র থেকে পতিত হয়েছে। এখন আবার পবিত্র হতে হবে তাই বলে - হে পতিত-পাবন এসো, এসে আমাদের পবিত্র করো, তাই বাবা পরামর্শ দেন হে পতিত আত্মা আমি পিতা আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের খাদ নষ্ট হয়ে যাবে এবং তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। একেই প্রাচীন যোগ বলা হয়। এই স্মরণ বা যোগ অগ্নির দ্বারা বিকাররূপী খাদ ভস্ম হবে। মুখ্য কথা হল - পতিত থেকে পবিত্র হওয়া। সাধু সন্ন্যাসী ইত্যাদি সবাই হল পতিত। পবিত্র হওয়ার উপায় একমাত্র বাবা বলে দেন - "মামেকম্ স্মরণ করো"। এই শেষ জন্ম পবিত্র থাকো। খাওয়া দাওয়া করে, চলতে-ফিরতে মামেকম্ স্মরণ করো কারণ তোমরা সব আত্মাদের (প্রিয়তমাদের) প্রিয়তম, হলাম আমি। তোমাদেরকে আমি পবিত্র করেছিলাম পুনরায় পতিত হয়েছে। সব ভক্তরা হল প্রিয়তম। প্রিয়তম বলেন কর্ম করো। বুদ্ধির দ্বারা আমাকে স্মরণ করতে থাকো, তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে। এই হল পরিশ্রম। তাই বাবাকে স্মরণ করা উচিত তাইনা, স্বর্গের উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্ম। যারা বেশি স্মরণ করবে তারা উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করবে। এই হল স্মরণের যাত্রা। যারা বেশী স্মরণ করবে তারাই পবিত্র হয়ে এসে আমার গলার হার হবে। সকল আত্মাদের নিরাকারী দুনিয়ায় একটি বংশ বৃক্ষ আছে। তাকে ইনকরপরিয়াল ট্রি বলা হয়। এই হল করপরিয়াল ট্রি, নিরাকারী দুনিয়া থেকে সবাইকে করমানুসারে আসতে হবে, আসতে থাকতে হবে। বৃক্ষটি বিশাল। আত্মা এখানে আসে পটি প্লে করতে। যে সকল আত্মারা আছে, সবাই হল এই ড্রামার অ্যাক্টস। আত্মা হল অবিনাশী, তার পটিও হল অবিনাশী। ড্রামা কবে তৈরি হয়েছিল, সে কথা বলা যাবে না। এই ড্রামা তো চলতেই থাকে। ভারত বাসী প্রথমে সুখে ছিল তারপরে দুঃখে আসে, পরে শান্তিধামে যেতে হবে। তারপরে বাবা সুখধামে পাঠিয়ে দেবেন। তার জন্ম যে যতখানি পুরুষার্থ করে উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করবে, বাবা রাজধানী স্থাপন করেন। সেখানে পুরুষার্থ অনুসারে রাজ্য পদ প্রাপ্ত হবে। সংযুগে তো অবশ্য মানুষের সংখ্যা কম থাকবে। আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের বৃক্ষটি ছোট, বাকি সব বিনাশ হয়ে যাবে। এই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপন হচ্ছে অর্থাৎ স্বর্গের গেট খুলছে। ৫ হাজার বছর পূর্বেও এই যুদ্ধের পরে স্বর্গের স্থাপনা হয়েছিল। অনেক ধর্ম বিনাশ হয়ে ছিল। এই যুদ্ধকে বলা হয়, কল্যাণকারী যুদ্ধ। এখন নরকের গেট খুলেছে, পরে স্বর্গের গেট খুলবে। স্বর্গের দ্বার বাবা খোলেন, নরকের দ্বার খোলে রাবণ। বাবা অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করেন, রাবণ অভিশাপ দেয়। এইসব কথা দুনিয়া জানেনা, বাচ্চারা তোমাদেরকে বোঝাই। শিক্ষা মন্ত্রীও অসীম জগতের জ্ঞান অর্জন করতে চান। সেই জ্ঞান তো তোমরা দিতে পারো। কিন্তু তোমরা হলে গুপ্ত। তোমাদের কেউ চেনে না। তোমরা যোগবলের দ্বারা নিজের রাজত্ব প্রাপ্ত করছো। লক্ষ্মী-নারায়ণ এই রাজ্য কীভাবে পেয়েছেন সে কথা তো তোমরা জানো। একেই বলা হয় অসপিসিয়াস কল্যাণকারী যুগ। যখন বাবা এসে পবিত্র করেন। কৃষ্ণকে তো সবাই পিতা বলবে না। পিতা তো নিরাকারকে বলা হয়, সেই পিতাকেই স্মরণ করতে হবে, পবিত্র হতে হবে। বিকার ত্যাগ করতেই হবে। ভারত ভাইসলেস সুখধাম ছিল এখন ভিসিয়াস, দুঃখধাম হয়েছে। ওয়ার্থ নট এ পেনি হয়েছে। এ হল ড্রামার খেলা, যা বুদ্ধিতে ধারণ করে অন্যদেরকেও করতে হবে।

আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্মে মুখ্য সারঃ-

১) স্মরণের দ্বারা পবিত্র হয়ে বাবার গলার হার হতে হবে । কর্ম করা কালীন বাবার স্মরণে থেকে বিকর্মজিত হতে হবে ।

২) পুণ্য আত্মা হওয়ার সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে । দেহ-অভিমান ত্যাগ করে দেহী-অভিমानी হতে হবে ।

বরদানঃ-

পাস উইথ অনার হওয়ার জন্ম সর্বজনের দ্বারা সন্তুষ্টির পাসপোর্ট প্রাপ্ত করে সন্তুষ্টমণি ভব
যে বাচ্চারা নিজের প্রতি, নিজের পুরুষার্থ বা সাভিসের প্রতি, বরাহ্মণ পরিবারের সম্পর্কের প্রতি সদা সন্তুষ্ট থাকে,
তাদেরকেই সন্তুষ্টমণি বলা হয় । সর্ব আত্মাদের সম্পর্কে নিজেকে সন্তুষ্ট রাখা বা সর্বকে সন্তুষ্ট করা - এতেই যারা বিজয়ী
হয় তারাই বিজয়মালায় স্থান অর্জন করে । পাস উইথ অনার হওয়ার জন্ম সর্বজনের সন্তুষ্টির পাসপোর্ট প্রাপ্ত হওয়া উচিত ।
এই পাসপোর্ট প্রাপ্ত করার জন্ম শুধুমাত্র সহ্য শক্তি বা সমায়িত করার শক্তি ধারণ করো ।

স্লেগানঃ-

দয়ালু রূপে সেবার দ্বারা হতাশ এবং কলান্ত আত্মাদের সাহারা দাও ।

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা পবিত্র হলেই আধ্যাত্মিক সেবার যোগ্য হবে, দেহী-অভিমানী বাচ্চারা আধ্যাত্মিক যাত্ৰা করবে এবং অন্যকেও এই যাত্ৰা করাবে”

*প্রশ্নঃ - সজাময়ুগে তোমরা বাচ্চারা যে উপার্জন করো, সেটাই স্বকৃত উপার্জন - কিভাবে ?

*উত্তরঃ - এখন তোমরা যে উপার্জন করছো, সেটা ২১ জন্ম ধরে সজো থাকবে, কখনোই দেউলিয়া হবে না। জ্ঞান শোনা আর জ্ঞান শোনানো, স্মরণ করা আর স্মরণ করানো - এগুলোই হলো সত্যিকারের উপার্জন, যা কেবল সত্য পিতাই তোমাদেরকে শেখান। পুরো কল্পে অন্য কেউই এইরকম উপার্জন করতে পারে না। অন্য কোনো উপার্জনই সজো যায় না।

*গীতঃ- হমে উন রাহ পর চলনা হয়ায়... (আমাদেরকে ওই পথেই যেতে হবে)

ওম্ শান্তি। ভক্তিমার্গে বাচ্চারা অনেক ধাককা খেয়েছে। ভক্তিমার্গে অনেক ভক্তিতাব নিয়ে তীর্থযাত্রা করে, রামায়ণ শোনে। এতো প্রেমভাব নিয়ে বসে থেকে কাহিনী শোনে যে অনেকে কঁদেও ফেলে। আমাদের ভগবানের ভগবতী সীতাদেবীকে রাবণ ডাকাত নিয়ে গেছে। শোনার সময়ে বসে বসে কাঁদে। এগুলো সব সংশয়পূর্ণ কাহিনী যার দ্বারা কোনো লাভ হয় না। মানুষ আহ্বান করে - হে পতিতপাবন তুমি এসো, এসে আমাদের মতো দুঃখী আত্মাদেরকে সুখী করে দাও। কিন্তু এটা বুঝতে পারে না যে আত্মাই দুঃখী হয়। কারণ ওরা বলে দিয়েছে যে আত্মার ওপর কোনো প্রলেপ পড়ে না। ওরা মনে করে যে আত্মা সুখ-দুঃখের উর্ধ্বে। কিন্তু এইরকম কেন বলে ? কারণ ওরা মনে করে যে পরমাত্মা যেহেতু সুখ-দুঃখের উর্ধ্বে, তাহলে তাঁর সন্তানরা কিভাবে সুখ-দুঃখের মধ্যে আসবে ? বাচ্চারা এখন এইসব কথাগুলো বুঝেছে। তবে এই জ্ঞানমার্গেও কখনো গ্রহের দশা চলে, কখনো বা অন্য কিছু হয়। কখনো খুব হাসিখুশী থাকে, কখনো আবার একেবারে বিমিয়ে পড়ে। এভাবেই মায়ার সাথে যুদ্ধ হয়। মায়াকেই পরাজিত করতে হবে। যখন অজ্ঞান হয়ে যায়, তখন ‘মন্মনা ভব’ রূপী সঞ্জীবনী বুটি দেওয়া হয়। ভক্তিমার্গে অনেক আড়ম্বর। দেবতাদের মূর্তিকে কত সুন্দরভাবে সাজায়, সত্যিকারের গয়না পরায়। ওইসব গয়না তো ঈশ্বরের সম্পত্তি হয়ে গেল। ঠাকুরের সম্পত্তি মানে পুরোহিত কিংবা ট্রাস্টের সম্পত্তি। তোমরা বাচ্চারা জেনেছো যে আমরা অনেক হীরে মণি মানিকে সুসজ্জিত ছিলাম। তারপর যখন পূজারী হয়েছি, তখনও অনেক অলঙ্কার পরানো হয়েছে। এখন সেইসব কিছুই নেই। চৈতন্য রূপেও পরেছি, আবার জড় মূর্তিকেও পরানো হয়েছে। এখন কোনো অলঙ্কার নেই, একেবারে সাধারণ। বাবা বলছেন, আমি সাধারণ শরীরেই আসি। কোনো রাজত্বের ঠাটবাট নেই। সন্ন্যাসীদেরও অনেক ঠাটবাট থাকে। এখন তোমরা বুঝেছ যে আমরা সত্যযুগে কেমন পবিত্র ছিলাম। আমাদের শরীরও পবিত্র ছিল। তারা খুব সুন্দরভাবে সজ্জিত থাকত। কেউ যদি খুব সুন্দর হয়, তবে তার সাজার শখ থাকে। তোমরাও যখন খুব সুন্দর ছিলে, তখন ভালো ভালো গয়না পরতে। হীরার বড়ো বড়ো হার পরতে। এখানে তো সবকিছুই শ্যামলা হয়ে গেছে। দেখো, গরুগুলোও শ্যামবর্ণ হয়ে গেছে। বাবা যখন স্রীনাথের মন্দিরে গেছিলেন, তখন সেখানে খুব সুন্দর সুন্দর গরু ছিল। কৃষ্ণের সজো খুব সুদৃশ্য গরু দেখানো হয়। এখানে কলিযুগে দেখো, সবাই কেমন হয়ে গেছে। ওখানে এইরকম গরু থাকবে না। তোমরা বাচ্চারা বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। ওখানে তোমাদের সাজসজ্জাও খুব সুন্দর হয়। ভেবে দেখো, ওখানে অবশ্যই গরু থাকবে, ওখানে গরুর গোবরও কেমন হওয়া উচিত। তাতে অনেক শক্তি থাকবে। কারণ জমিরও তো সারের প্রয়োজন। সার দিলে ভালো ফলন হয়। ওখানে সবকিছুই শক্তিশালী হবে। এখানে কোনো কিছুতেই শক্তি নেই। সবকিছুই শক্তিহীন হয়ে গেছে। কন্যারা সূক্ষ্মবতনে গিয়ে কতো ভালো ভালো বড় বড় ফল খেত, সোমরস পান করত। এগুলো সব তারা দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে দেখত। ওখানে কিভাবে মালি ফল কেটে দেয়। সূক্ষ্মবতনে তো ফল থাকতে পারে না। ওগুলো সব দিব্যদৃষ্টির মাধ্যমে দেখা যেত। বৈকুণ্ঠ তো এখানেই হবে। মানুষ মনে করে, বৈকুণ্ঠ হয়তো ওপরে কোথাও রয়েছে। কিন্তু বৈকুণ্ঠ সূক্ষ্মবতনেও হয় না, মূলবতনেও হয় না। এখানেই হবে। কন্যারা যেগুলো দিব্যদৃষ্টির মাধ্যমে দেখত, সেগুলো এরপর এই চোখ দিয়ে দেখবে। যার যেমন পজিশন, তার সেইরকম সম্পত্তি থাকে। রাজাদের মহলগুলো দেখো কতো সুন্দর সুন্দর হয়। জয়পুরেও খুব ভালো ভালো মহল আছে। মানুষ কেবল মহল দেখার জন্য গেলেও টিকিট কাটতে হয়। ওই মহলগুলো কেবল দেখার জন্যই বিশেষ ভাবে রাখা আছে। নিজেরা অন্য মহলে থাকে। তবে যতই হোক, এখন তো কলিযুগ। এই দুনিয়াটাই পতিত হয়ে গেছে। কিন্তু কেউ কি নিজেকে পতিত মনে করে ? তোমরা এখন বুঝেছ যে আমরা তো পতিত ছিলাম, কোনো কাজের ছিলাম না। এরপর আমরা গৌরবর্ণের হব। ওই দুনিয়াটা ফার্স্টক্লাস হবে। এখানে হয়তো আমেরিকা ইত্যাদি জায়গায় ফার্স্টক্লাস মহল আছে। কিন্তু ওখানের তুলনায় এগুলো কিছুই নয়। কারণ এগুলো কষিকের সুখ প্রদান করে। ওখানে ফার্স্টক্লাস মহল থাকবে। ফার্স্টক্লাস গরু থাকবে। ওখানে গুজর-ও (গোয়াল) থাকে। স্রীকৃষ্ণকে গুজর বলা হয়। এখানে যারা গরুদের রক্ষণাবেক্ষণ করে, তারা নিজেদেরকে গোয়ালী বলে, কৃষ্ণের বংশধর বলে। কিন্তু বাস্তবে তাদেরকে কৃষ্ণের বংশধর বলা যাবে না। কৃষ্ণের রাজধানীর মানুষ বলতে হবে। ধনী ব্যক্তিদের কাছে গরু থাকলে, সেইসব রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য গুজর-ও থাকবে। এই গুজর নামটা সত্যযুগের। কালকের কথা। কালকে আমরা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের ছিলাম। তারপর পতিত হওয়ার পরে নিজেদেরকে হিন্দু বলে দিয়েছি। মানুষকে প্রশ্ন করো - আপনি হিন্দু, নাকি আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের ? আজকাল সবাই হিন্দুই লেখে। হিন্দু ধর্ম কে স্থাপন

করেছিল ? দেবী দেবতা ধর্ম কে স্থাপন করেছিল ? এগুলো কেউই জানে না। বাবা প্রশ্ন করছেন - বলো তো, আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম কে স্থাপন করেছিল ? শিববাবা ব্রহ্মাবাবার দ্বারা করছেন। রাম বা শিববাবার শ্রীমৎ অনুসারে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপন হয়েছিল। তারপর রাবণের রাজত্ব শুরু হয়, মানুষ বিকারের বশীভূত হয়ে যায়। ভক্তিমার্গের শুরু থেকে হিন্দু বলা শুরু করে। এখন কেউই নিজেকে দেবতা বলতে পারবে না। রাবণ বিকারপ্রস্থ করে দেয়, আর বাবা এসে নিবিকার বানিয়ে দেন। তোমরা ঈশ্বরের মতামত অনুসরণ করে দেবতা হচ্ছে। বাবা এসেই তোমাদের মতো ব্রাহ্মণদেরকে দেবতা বানাচ্ছেন। কিভাবে আমরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসি, তা তোমাদের মতো বাচ্চাদের বুদ্ধিতে ক্রমানুসারে ধারণ হয়েছে। তোমরা জানো যে অন্য সব মানুষ আসুরিক মত অনুসারে চলছে আর তোমরা ঈশ্বরের মত অনুসরণ করছ। রাবণের মত অনুসারে চলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছ। ৮৪ বার জন্ম নেওয়ার পরে আবার ১ নম্বর জন্ম হবে। ঐশ্বরিক বুদ্ধির দ্বারা তোমরা সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্তকে জানতে পারছো। তোমাদের এই জীবন খুবই অমূল্য। বাবা এসে আমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র করছেন। আমরা এখন আধ্যাত্মিক সেবার যোগ্য হচ্ছে। ওরা যারা দেহের অভিমানের বশীভূত, তারা হলো পাখির সমাজ সেবক। তোমরা দেহী-অভিমानी। আত্মাদেরকে আধ্যাত্মিক যাত্রা করতে নিয়ে যাও। বাবা বোঝাচ্ছেন, তোমরা সতোষ্প্রধান ছিলে, এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছ। সতোষ্প্রধানদেরকে পবিত্র আর তমোপ্রধানদেরকে পতিত বলা হয়। আত্মার মধ্যেই খাদ পড়েছে। আত্মাকেই সতোষ্প্রধান বানাতে হবে। যত বেশি স্মরণ করবে, তত পবিত্র হবে। নাহলে কম পবিত্র হবে। মাথায় পাপের বোঝা থেকে যাবে। সকল আত্মাই পবিত্র হবে, কিন্তু সকলের ভূমিকা তো একইরকম হবে না। সবথেকে বেশি ভূমিকা বাবার, তারপর ব্রহ্মা-সরস্বতীর। যিনি স্থাপন করেন, তিনিই পালন করেন। তাঁর সবথেকে বড় ভূমিকা। প্রথমে রয়েছেন শিববাবা, তারপর রয়েছেন ব্রহ্মা-সরস্বতী যারা পূর্নজন্ম নেন। শঙ্কর তো কেবল সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করে। এমন নয় যে শঙ্কর কোনো শরীরের লোন নেয়।* কৃষ্ণেরও নিজের শরীর আছে। কেবল শিববাবাই শরীরের লোন নেন। পতিত দুনিয়ায় এবং পতিত শরীরের মধ্যে এসে মুকিত-জীবনমুকিত হয়ে যাওয়ার সেবা করেন। আগে মুকিত হয়ে যেতে হবে। কেবল বাবাই হলেন নলেজফুল এবং পতিত-পাবন। তিনিই হলেন শিববাবা। শঙ্করকে বাবা বললে শোভনীয় লাগে না। শিববাবা শব্দটি খুবই মধুর। শিবের কাছে কেউ আকন্দ ফুল দেয়, কেউ অন্য কিছু দেয়। কেউ কেউ ঘিও দেয়। বাবা বাচ্চাদেরকে অনেকরকম ভাবে সাবধান করছেন। বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয় যে সবকিছুর ভিত্তি হলো যোগ। যোগের দ্বারা-ই বির্কম বিনষ্ট হবে। যাদের যোগের বিষয়ে রুচি আছে, তারা জ্ঞানকেও ভালোভাবে ধারণ করবে। নিজের চাল চলনে সেগুলো নিয়ে আসবে কারন অন্যদেরকেও শোনাতে হয়। এগুলো সব নতুন কথা। যাদেরকে ডাইরেক্ট ভগবান শুনিয়েছেন, কেবল তারাই শুনছে। এরপরে তো এই জ্ঞান আর থাকে না। তোমাদেরকে এখন বাবা যেগুলো বলছেন, সেগুলো কেবল এইসময়েই তোমরা শুনতে পাও। ধারণা করার পরে পুরস্কার প্রাপকের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে। এই সময়েই জ্ঞান শোনা এবং শোনানো হয়। সৎযুগে এই ভূমিকা থাকবে না। ওখানে তো পুরস্কার প্রাপ্তি হয়। মানুষ ব্যারিস্টারি পড়ার পর ব্যারিস্টারি হয়ে উপার্জন করে। দুনিয়ার মানুষ জানেই না যে এটা কতো বড় উপার্জন। তোমরা জানো যে সৎয বাবা আমাদেরকে সত্যিকারের উপার্জন করিয়েছেন। এই সম্পত্তি কখনোই শেষ হবে না। এখন তোমরা সত্যিকারের উপার্জন করছ। এরপরে ২১ জন্ম এগুলো সজো থাকবে। ওই উপার্জন সর্বদা সজো থাকবে না। এটাই সজো থাকবে। তাই এইরকম উপার্জনের সজোই থাকা উচিত। তোমাদের ছাড়া আর কারোর বুদ্ধিতেই এইসব বিষয় নেই। তোমাদের মধ্যেও কেউ কেউ প্রতি মুহূর্তে ভুলে যায়। বাবা এবং উত্তরাধিকারকে ভুলে গেলে চলবে না। বিষয় কেবল একটাই। যে বাবার কাছ থেকে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার পাওয়া যায়, ২১ জন্ম রোগমুক্ত শরীর পাওয়া যায়, সেই বাবাকে স্মরণ করো। বৃন্দ অবস্থার আগে অকালে মৃত্যু হয় না। বাচ্চাদের কতোই না খুশি হওয়া উচিত। বাবাকে স্মরণ করাই প্রধান বিষয়। এতেই মায়া বাধা দেয়। স্মৃতিকূলতার ঝড় নিয়ে আসে। অনেক রকমের ঝড় আসে। তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে চাইবে, কিন্তু করতে পারবে না। স্মরণের বিষয়েই অধিকাংশ ফেল করে। যোগের বিষয়ে অনেকেই দুর্বল। এই বিষয়ে যত বেশি সম্ভব শক্তিশালী হতে হবে। বীজ আর বৃক্ষের জ্ঞান খুব কঠিন বিষয় নয়। বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো। আমাকে স্মরণ করলে, আমাকে জানতে পারলেই তোমরা সবকিছু জেনে যাবে। স্মরণের মধ্যেই সবকিছু নিহিত আছে। মিষ্টি বাবা, শিববাবাকে স্মরণ করা। ভগবান হলেন সর্বোচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি ২১ জন্মের জন্ম সর্বোচ্চ উত্তরাধিকার প্রদান করেন। সদাকালের জন্ম সুখী আর অমর বানিয়ে দেন। তোমরা অমরপুরীর মালিক হয়ে যাও। এইরকম বাবাকে কতোই না স্মরণ করতে হবে। বাবাকে স্মরণ না করলে অন্য সবকিছু স্মরণে আসবে। আচ্ছা -

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঙ্ণার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এই ঈশ্বরীয় জীবন অত্যাশ্চর্য্য অমূল্য, এই জীবনে আত্মা এবং শরীর উভয়কেই পবিত্র করতে হবে। আধ্যাত্মিক যাত্রায় থেকে অন্যদেরকেও এই যাত্রা শেখাতে হবে।

২) যত বেশি সম্ভব সৎয উপার্জনে নিয়োজিত হতে হবে। রোগমুক্ত হওয়ার জন্ম স্মরণের যাত্রায় মজবুত হতে হবে।

বরদানঃ

মাস্টার নলেজফুল হয়ে অজ্ঞানতাকে সমাপ্ত করে জ্ঞান স্বরূপ, যোগযুক্ত ভব
যারা মাস্টার নলেজফুল হওয়ার যোগ্য, তাদের মধ্যে কোনো রকমের অজ্ঞানতা থাকে না। ওরা কখনোই এটা বলে এড়িয়ে
যায় না যে আমি তো এই বিষয়টা জানতাম না। জ্ঞান স্বরূপ বাচ্চাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে অজ্ঞানতা থাকতে পারে না,
আর যে যোগযুক্ত থাকবে সে অনুভব করবে যে আগে থেকেই যেন সবকিছু জানত। সে এটাও জানবে যে মায়ার মায়াবী
খেলাও কম কিছু নয়, মায়াও অনেক চমক দেখায়। তাই এর থেকে সুরক্ষিত থাকতে হবে। যে মায়ার সকল রূপকেই জেনে
গেছে, তার ক্ষেত্রে তো পরাজিত হওয়া অসম্ভব।

স্লেগানঃ

যিনি সর্বদাই প্রসন্নচিত্ত, তার চিত্তে কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে না।

“মিস্তি বাচ্চারা - তোমরা বাবার দ্বারা সম্মুখে পড়াশোনা করছো, তোমাদেরকে সৎযুগের বাদশাহীর যোগ্য হওয়ার জন্য পবিত্র অবশ্যই হতে হবে”

*প্রশ্নঃ - বাবার কোন্ কর্তব্যকে বাচ্চারা তোমরাই জেনে থাকো ?

*উত্তরঃ - তোমরা জানো যে আমাদের বাবা, যেমন বাবাও, টিচারও, সন্তুরুও । বাবা কল্পের সজ্জাম যুগে আসেন, পুরানো দুনিয়াকে নতুন বানাতে, এক আদি সনাতন ধর্মের স্থাপনা করতে । বাবা এখন আমাদের অর্থাৎ তাঁর বাচ্চাদেরকে মানুষ থেকে দেবতা বানানোর জন্য পড়াচ্ছেন । এই কর্তব্য আমরা বাচ্চারা ছাড়া আর কেউই জানে না ।

*গীতঃ- ভোলানাথের থেকে অনুপম আর কেউ নেই...

ওম্ শান্তি । ওম্ শান্তির অর্থ তো বাচ্চাদেরকে বার বার বোঝানো হয়েছে । ওম্ মানে আমি হলাম আত্মা আর আমার এই হল শরীর । শরীরও বলতে পারে যে এটা হল আমার আত্মা । যেরকম শিব বাবা বলেন যে তোমরা হলে আমার । বাচ্চারা বলে যে বাবা তুমিও আমাদের । সেইরকমই আত্মাও বলে যে আমার শরীর । শরীর বলে - আমার আত্মা । এখন আত্মা জানে যে - আমি হলাম অবিনাশী । আত্মা ছাড়া শরীর কিছুই করতে পারেনা । শরীর তো আছে, বলে - আমার আত্মাকে কষ্ট দিওনা । আমার আত্মা পাপাৎমা বা আমার আত্মা পুণ্য আত্মা । তোমরা জানো যে আমার আত্মা সৎযুগে পুণ্য আত্মা ছিল । আত্মা নিজেও বলে যে আমি সৎযুগে সতোগ্রধান অথবা সত্যিকারের সোনা ছিলাম । এখন সোনা নেই, এটা উদাহরণস্বরূপ বলা যায় । আমাদের আত্মা পবিত্র ছিল, গোল্ডেন এজড ছিল । এখন তো বলে যে অপবিত্র হয়ে গেছি । দুনিয়ার মানুষ এটা জানে না । তোমরা তো স্ত্রীমৎ প্রাপ্ত করছো । তোমরা এখন জানো যে আমাদের আত্মা সতোগ্রধান ছিল, এখন তমোগ্রধান হয়ে গেছে । প্রত্যেক জিনিস এইরকমই হয়ে থাকে । বালক-যুবক-বৃদ্ধ... প্রত্যেক জিনিস নতুন থেকে পুরানো অবশ্যই হয় । দুনিয়াও প্রথমে গোল্ডেন এজড অর্থাৎ স্বর্ণযুগ সতোগ্রধান ছিল পুনরায় তমোগ্রধান আয়রন এজড অর্থাৎ লৌহযুগ হয়ে গেছে, তবেই তো এত দুঃখী হয়ে পড়েছে । সতোগ্রধান মানে সুসংস্কারী দুনিয়া আর তমোগ্রধান মানে কুসংস্কারী দুনিয়া । গানও আছে যে, কুসংস্কারীকে সুসংস্কারী করতে.... পুরানো দুনিয়া কুসংস্কারী হয়ে গেছে, কেননা রাবণ রাজ্য আর সবাই হল পতিত । সৎযুগে সবাই পবিত্র ছিল, তাকে নতুন নিবিকারী দুনিয়া বলা যায় । এটা হল পুরানো বিকারী দুনিয়া । এখন কলিযুগ হল আয়রন এজড । এইসব কথা কোনো স্কুল-কলেজে পড়ানো হয় না । ভগবান এসে পড়ান আর রাজযোগ শেখান । গীতাতে লেখা আছে ভগবানুবাচ - স্ত্রীমৎ ভগবত গীতা । স্ত্রীমৎ মানে শ্রেষ্ঠ মত । শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ উচ্চ থেকে উচ্চতর হলেন ভগবান । তার নাম অ্যাক্যুরেট শিব । বুদ্ধ জয়ন্তি বা বুদ্ধ রাত্রি কখনো শোনা যায় না । শিবরাত্রি বলা হয়ে থাকে । শিব তো হলেন নিরাকার । এখন নিরাকারের রাত্রি বা জয়ন্তী কিভাবে পালন করা যায়! কৃষ্ণের জয়ন্তী তো ঠিক আছে । অমুকের সন্তান, তার তিথি তারিখ দেখানো হয় । শিবের জন্ম তো কেউই জানেনা যে কবে জন্ম নিয়েছিলেন । এটা তো জানতে হবে, তাই না! এখন তোমাদের এই বোধগম্য হয়েছে যে স্ত্রীকৃষ্ণ সৎযুগের আদিতে কিভাবে জন্ম নিয়েছিলেন । তোমরা বলবে যে তার তো ৫ হাজার বছর হয়ে গেছে । তারাও বলে যে যিশু খ্রীস্টের থেকে তিন হাজার বছর পূর্বে ভারত স্বর্গ ছিল । ইসলামীদের আগে চন্দ্রবংশী, তার আগে সূর্যবংশী ছিল । শাস্ত্রের সৎযুগের আয়ু লক্ষ বছর দিয়ে দিয়েছে । গীতা হলো মুখ্য । গীতার দ্বারা দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন হয়েছে । সেটা সৎযুগ ত্রেতা পর্যন্ত চলবে অর্থাৎ গীতা শাস্ত্রের দ্বারা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা, পরম পিতা পরমাৎমা করেছেন । তারপর তো অধিক কল্প না কোনও শাস্ত্র থাকবে, না কোন ধর্ম স্থাপক আসবে । বাবা এসে বরাহমণ্ডলের দেবতা, কষ্ণিরয় বানাচ্ছেন অর্থাৎ বাবা তিনটি ধর্ম স্থাপন করেন । এটা হলো লিপ ধর্ম বা অধিধর্ম । এর আয়ু অল্প হয় । তো সর্বশাস্ত্রের শিরোমনি গীতা ভগবান গেয়েছেন । বাবা পূর্নজন্মে আসেন না । জন্ম হয়, কিন্তু বাবা বলেন যে, আমি গর্ভে আসি না । আমার পালনা হয়না । সৎযুগেও যে বাচ্চারা হয়, তারা গর্ভ মহলে থাকে । রাবণ রাজ্যে গর্ভ জেলে আসতে হয় । পাপ, জেলে ভোগ করতে হয় । গর্ভে প্রতিজ্ঞা করে যে, আমি পাপ করব না, কিন্তু এটা হলই পাপাৎমাদের দুনিয়া । বাইরে বেরিয়ে পুনরায় পাপ করতে শুরু করে দেয় । সেখানকার কথা সেখানেই থেকে যায় । এখানেও অনেকে প্রতিজ্ঞা করে, আমি আর পাপ করবো না । এক পরস্পরের উপর কাম কাটারি চালাবো না, কেননা এই বিকার আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দেয় । সৎযুগে বিষ হয় না । তাই মানুষ আদি-মধ্য-অন্ত ২১ জন্ম দুঃখ ভোগ করে না কেননা সেটা হল রামরাজ্য । তার স্থাপনা এখন বাবা পুনরায় করছেন । সজামেই স্থাপনা হবে তাই না! যারা যারা ধর্ম স্থাপন করতে আসেন তারা কোনও পাপ কর্ম করেন না । অধিক সময় পুণ্যাৎমা থাকে পুনরায় অধিক সময় পর পাপাৎমা হয়ে যায় । তোমরা সৎ যুগ ত্রেতাতে পুণ্যাৎমা ছিলে, পুনরায় পাপাৎমা হয়ে যাও । সতোগ্রধান আত্মা যখন উপর থেকে আসে তখন সে শাস্তি ভোগ করে না । যিশু খ্রীস্টের আত্মা ধর্ম স্থাপন করতে এসেছিলেন, তাঁর কোনো শাস্তি হতে পারে না । বলা হয় যে - যিশু খ্রীস্টকে ক্রসের উপর ঝোলানো হয়েছে কিন্তু তাঁর আত্মা কোনও বিকর্ম ইত্যাদি করেনইনি । তিনি যার শরীরে প্রবেশ করেছিলেন তার দুঃখ হয়েছিল । সে সহ্য করেছিল । যেরকম ঐনার মধ্যে বাবা আসেন, তিনি তো হলেনই সতোগ্রধান । দুঃখ কষ্ট ঐনার আত্মার হয়, শিব বাবার হয়না । তিনি তো সর্বদাই সুখ শান্তিতে থাকেন । চির সতোগ্রধান থাকেন । কিন্তু আসেন তো এই পুরানো শরীরেই তাইনা! যেরকম যিশু খ্রীস্টের আত্মা

যার শরীরে প্রবেশ করেছিলেন সেই শরীরের দুঃখ হতে পারে, যিশু খ্রীস্টের আত্মা দুঃখ ভোগ করেনি, কেননা সত্যো, রজো, তমোতে আসতে হয়। নতুন নতুন আত্মারাও তো আসে তাই না! তাদেরকে প্রথমে অবশ্যই সুখ ভোগ করতে হবে, দুঃখ ভোগ করবে না। ল' তা বলে না। এঁনার মধ্যে বাবা বসে আছেন, কোনো কিছু কষ্ট হলে এঁনার (দাদার) হয়, নাকি শিব বাবার হয়! কিন্তু এই সব কথা তোমরাই জানতে পারো আর কেউ জানতে পারে না।

এইসব রহস্য এখন বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। এই সহজ রাজযোগের দ্বারাই স্থাপনা হয়েছিল পুনরায় ভক্তি মার্গে এই কথাই গাওয়া হয়ে থাকে। এই সজাময়ুগে যা কিছু হয়, সেটাই গাওয়া হয়ে থাকে। ভক্তিমার্গ শুরু হয় তো পুনরায় শিব বাবার পূজা হয়। প্রথম প্রথম ভক্তি কারা করেন, লক্ষ্মী-নারায়ণ যখন রাজ্য করেছিলেন তখন পূজ্য ছিলেন, পুনরায় বাম মার্গে এলে তখন আবার পূজ্য থেকে পূজারী হয়ে যান। বাবা বোঝাচ্ছেন যে, বাচ্চারা তোমাদেরকে প্রথম প্রথম বুঝিতে এটাই আনতে হবে যে - নিরাকার পরম পিতা পরমাত্মা এই শরীর দ্বারা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। সমগ্র বিশ্বে এইরকম আর কোনও জায়গায় হতে পারে না, যেখানে এইরকমভাবে বোঝানো হয়। বাবা-ই এসে ভারতকে পুনরায় স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রদান করেন। ত্রিমূর্তির নিচে লেখা আছে - “ঈশ্বর পিতার থেকে প্রাপ্ত সর্বভৌম দৈবী সাম্রাজ্য তোমার জন্মসিদ্ধ অধিকার।” শিব বাবা এসে বাচ্চারা তোমাদেরকে স্বর্গের বাদশাহীর উত্তরাধিকার প্রদান করছেন, যোগ্য বানাচ্ছেন। তোমরা জানো যে বাবা আমাদেরকে যোগ্য বানাচ্ছেন, আমরা পতিত ছিলাম, তাই না! পবিত্র হয়ে গেলে পুনরায় এই শরীরই আর থাকবে না। রাবণের দ্বারা আমরা পতিত হয়ে ছিলাম পুনরায় পরমপিতা পরমাত্মা পবিত্র বানিয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক বানাচ্ছেন। তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর পতিত পাবন। এই নিরাকার বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। সবাই তো একসাথে পড়তে পারবে না। সম্মুখে তোমরা অল্প কয়েকজনই বসে আছো বাকি সব বাচ্চারা জানে যে - এখন শিববাবা ব্রহ্মা শরীরে বসে সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান শোনাচ্ছেন। সেটা লিখিত মুরলীর আকারে আসবে। অন্যান্য সংস্কৃতি এই রকম খোড়াই বুঝতে পারবে! আজকাল টেপ রেকর্ডার মেশিনও বেরিয়ে গেছে, এইজন্য রেকর্ড করে পাঠিয়ে দেয়। তারা বলবে যে অমুক নামের গুরু শোনাচ্ছেন, বুঝিতে মানুষই থাকে। এখানে তো সেরকম কিছু কথা নেই। এখানে তো নিরাকার বাবা হলেন নলেজফুল। মানুষকে নলেজ ফুল বলা যায় না। মানুষ গান গায় - গডফাদার ইজ নলেজফুল, পিসফুল, বিলসফুল, তো তার উত্তরাধিকারী তো চাই, তাই না! তাঁর মধ্যে যা গুণ আছে সেগুলো বাচ্চাদেরও প্রাপ্ত হওয়া দরকার, এখন সেসব প্রাপ্ত হচ্ছে। গুণগুলিকে ধারণ করে আমরা এইরকম লক্ষ্মী-নারায়ণ তৈরি হচ্ছে। সবাই তো রাজা রানী হবেনা। গাওয়া হয় যে - রাজা রানী মন্ত্রী... সেখানে মন্ত্রীও থাকবেনা। মহারাজা-মহারানীর মধ্যে শক্তি থাকে। যখন বিকারী হয়ে যায় তখন মন্ত্রী ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। আগে মন্ত্রী ইত্যাদিও ছিল না। সেখানে তো এক রাজা রানীর রাজ্য চলতো। তাদের মন্ত্রীর কি প্রয়োজন, রায় নেওয়ার দরকারই নেই, যখন সে নিজেই মালিক। এই হল ইতিহাস-ভূগোল। কিন্তু প্রথম প্রথম তো উঠতে-বসতে এটাই বুঝিতে আনতে হবে যে, আমাদেরকে বাবা পড়াচ্ছেন, যোগ শেখাচ্ছেন। স্মরণের যাত্রায় থাকতে হবে। এখন নাটক সম্পূর্ণ হচ্ছে, আমরা একদম পতিত হয়ে গিয়েছিলাম কেননা বিকারে চলে গিয়েছিলাম এই জন্ম পাপাত্মা বলা হয়ে থাকে। সংযুগে পাপাত্মা হয় না। সেখানে সবাই হল পূণ্য আত্মা। সেখানে হল প্রারব্ধ, যার জন্ম তোমরা এখন পুরুষাথ করছ। তোমাদের হল স্মরণের যাত্রা, যাকে ভারতের যোগ বলা হয়। কিন্তু অর্থ তো কিছুই বোঝে না, যোগ অর্থাৎ স্মরণ। যার দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হয়। পুনরায় এই শরীর ছেড়ে ঘরে চলে যাবে, তাকে সুইট হোম বলা হয়। আত্মা বলে যে আমরা সেই শান্তিধামের অধিবাসী। আমরা সেখান থেকে অশরীরী এসেছিলাম। এখানে পটি অভিনয় করার জন্ম শরীর গ্রহণ করেছে। এটাও বোঝানো হয় যে মায়া - ৫ বিকারকে বলা যায়। এই হলো পাঁচ ভূত। কাম এর ভূত, ক্রোধের ভূত, নন্দ্র ওয়ান হলো দেহ অভিমানের ভূত।

বাবা বোঝাচ্ছেন যে - সংযুগে এই বিকার হয় না, তাকে নিবিকারী দুনিয়া বলা যায়। বিকারী দুনিয়াকে নিবিকারী বানানো, এটাতো বাবারই কাজ। তাঁকেই সর্বশক্তিময় জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন বলা যায়। এই সময়ে সবাই ভ্রষ্টাচারের দ্বারা জন্ম নেয়। সংযুগেই হল নিবিকারী দুনিয়া। বাবা বলেন যে এখন তোমাদেরকে বিকারী থেকে নিবিকারী হতে হবে। বলে যে, এটা ছাড়া বাচ্চা কিভাবে জন্ম হবে। বাবা বোঝাচ্ছেন যে এখন এই হল তোমাদের অন্তিম জন্ম। মৃত্যুলোকই শেষ হয়ে যাবে, তারপর তো বিকারী মানুষই আর থাকবে না, এইজন্য বাবার কাছে পবিত্র হওয়ার প্রতিজ্ঞা করতে হবে। বলে যে, বাবা আমরা আপনার থেকে উত্তরাধিকার অবশ্যই গ্রহণ করব। তারা মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করে। ভগবান, যাঁর জন্ম প্রতিজ্ঞা করে, তাঁকে তো জানেই না। তিনি কখন কিভাবে আসেন, তাঁর নাম রূপ দেশ কাল কি, কিছুই জানেনা। বাবা এসে নিজের পরিচয় দেন। এখন তোমাদের পরিচয় প্রাপ্ত হয়েছে। দুনিয়াতে কেউই গড ফাদারকে জানেনা। আহবানও করে, পূজাও করে কিন্তু কর্তব্যকে জানেনা। এখন তোমরা জানো যে পরমপিতা পরমাত্মা হলেন আমাদের বাবা - টিচার এবং সন্তান। এটা, বাবা নিজেই পরিচয় দিয়েছেন যে - আমি ছিলাম তোমাদের বাবা। আমি এই শরীরে প্রবেশ করেছি। প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা হয়। কিসের? ব্রাহ্মণদের। পুনরায় তোমরা ব্রাহ্মণেরা পড়াশোনা করে দেবতা হও। আমি এসে তোমাদেরকে শূন্য থেকে ব্রাহ্মণ বানাই। বাবা বলেন - আমি আসিই কল্পের সজাম যুগে। কল্প ৫ হাজার বছরের হয়। এই সৃষ্টিচক্র তো ঘুরতেই থাকে। আমি আসি পুরানো দুনিয়াকে নতুন তৈরী করতে। পুরানো ধর্মের বিনাশ করতে, পুনরায় আমি আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করি। বাচ্চাদেরকে পড়াই। পুনরায় তোমরা পড়াশোনা করে ২১ জন্মের জন্ম মানুষ থেকে দেবতা হয়ে যাও। দেবতা তো সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী। প্রজা সবাই হবে। তবে পুরুষাথ অনুসারেই উচ্চপদ প্রাপ্ত করবে। এখন যে যত বেশী পুরুষাথ করবে সেটাই কল্প কল্প চলতে থাকবে। বুঝতে পারে প্রতি কল্পে এইরকম পুরুষাথ

করলে, এইরকমই পদ গিয়ে প্রাপ্ত করবে। এটা বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, আমাদেরকে নিরাকার ভগবান পড়াচ্ছেন। তাঁকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হবে। স্মরণ করা ছাড়া কোনো বিকর্ম বিনাশ হতে পারেনা। মানুষের এটাও জানা নেই যে, আমরা কত জন্ম নিয়েছি। শাস্ত্রের গল্প কথা বলে দিয়েছে - ৮৪ লক্ষ জন্ম। এখন তোমরা জানো যে ৮৪ বার জন্ম হয়। এটা হল অন্তিম জন্ম, পুনরায় আমাদেরকে স্বর্গে যেতে হবে। প্রথমে মূলবতনে গিয়ে পুনরায় স্বর্গে আসবো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্মে মুখ্য সারঃ-

১) বাবার কাছে পবিত্র হওয়ার যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে তার উপর পাক্কা থাকতে হবে। কাম, ক্রোধ ইত্যাদি ভূতের উপর অবশ্যই বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে।

২) চলতে-ফিরতে সব কাজকর্ম করতে করতে শিক্ষক বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এখন নাটক সম্পূর্ণ হচ্ছে, এই জন্ম এই অন্তিম জন্মে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে।

বরদানঃ-

এক লগন, এক ভরসা, একরস অবস্থার দ্বারা সর্বদা নিবিঘ্ন থেকে নিবারণ স্বরূপ ভব সর্বদা এক বাবার লগন, বাবার কর্তব্যের লগনে এমন মগ্ন থাকো যে সংসারে কোনও বস্তু বা ব্যক্তি থাকলেও - সেটা অনুভবই হবে না। এইরকম এক লগন, এক ভরসাতে, একরস অবস্থাতে যে থাকে সেই বাচ্চা সর্বদা নিবিঘ্ন হয়ে উন্নতি করার অনুভব করে। সে, কারণকে পরিবর্তন করে নিবারণ রূপ বানিয়ে দেয়। কারণকে দেখে দুর্বল না হয়ে নিবারণ স্বরূপ হয়ে যায়।

স্লেগানঃ-

অশরীরী হওয়া হলো ওয়্যারলেস সেট (তারবিহীন যন্ত্র), নিবিকারী হওয়া হল ওয়্যারলেস সেটের সেটিং।